تخصيص الآيات في الرقية من الأمراض

রুকইয়াহতে রোগভেদে আয়াতের তাখসীস

সম্পূর্ণ বাংলা রূপান্তর

শাইখ খালিদ ইবন ইবরাহীম আল-হিবশী

বাংলা অনুবাদ: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

ফ্রি ডিজিটাল সংস্করণ

alquranicruqyahhealing.com

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৪
অনুবাদ প্রসঙ্গে ৫

পর্ব ১: রুকইয়াহতে রোগভেদে আয়াতের তাখসীস

১ ইহদা — উৎসর্গ ৮
২ মুকাদ্দিমা ৯
৩ বই উপস্থাপনে আমার পদ্ধতি ১২
৪ কায়িদা — মূলনীতি ১৪
৫ তাজরিবা — অভিজ্ঞতা ১৬
৬ আমাদের পূর্বসূরিদের তাখসীস-অভিজ্ঞতা ১৭
৭ ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়ার আত-তিব্বুন নববী ১৮
৮ আত-তিব্বুন নববী থেকে তাখসীসের দৃষ্টান্ত ১৯
৯ কিতাবুল ইস্তিদলাল বিল-মুজাররাবাত ২৫
১০ রুকইয়াহতে কারণ (আসবাব) ও তৃতীয় পয়েন্ট ২৮
১১ ইতাব লাতীফ — কোমল একটি অনুযোগ ৩০
১২ লাক্বতুল মারজান সাইট থেকে: আয়াত নির্বাচনের মানহাজ ৩২
১৩ লাক্বতুল মারজানের মানহাজ (২) — সালাফ ও ইমামগণের কর্মপদ্ধতি ৩৫
১৪ আয়াত বাছাইয়ের পদ্ধতি (শেষাংশ) — এবং রাকী কেন প্রতিটি রোগের জন্য আয়াত বেছে নেন ৫৪
১৫ রুকইয়াহতে আয়াত বেছে নেওয়া ও তাখসীসের সীমারেখা ৬৯
১৬ রুকইয়াহর জন্য নির্দিষ্ট আয়াত খাস করা ও বেছে নেওয়া জায়েজ — উলামায়ে কিরামের ফতোয়া ৮২
১৭ শাইখ ইবন জিবরীন ও শাইখ ইবন উসাইমীনের ফতোয়া ৯৮
১৮ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রোগে উপযুক্ত আয়াত বেছে নেওয়া — আলিমদের ফতোয়া ১১২
১৯ শাইখ ফাউযান, বাররাক, খুদাইর ও উসাইমীর ফতোয়াসমূহ ১২৬
২০ শাইখ খুদাইর, জাবিরী, শাথরী ও আল-মাজিদের ফতোয়াসমূহ ১৪০
২১ রুকইয়াহয় আয়াত নির্দিষ্ট করা — খাসলান, রুহাইলী, শিবল, তাহিরী ও মুসলিহর ফতোয়া ১৫৭
২২ আয়াতুস সাকীনা, উপযুক্ত আয়াত বাছাই ও পরীক্ষিত দুআ — শাইখ আল-মুসলিহ, আশ-শারাফী ও আল-উবাইদ ১৭৩
২৩ কাওয়ারিউল কুরআন — শয়তান-বিতাড়নকারী আয়াতসমূহ ১৮৫
২৪ আলিমদের বৈঠক — কুরআনের আয়াত তাখসীস প্রসঙ্গে ২০১
২৫ কিতাব: জাওয়াবুশ শুবুহাতিল মুসারা হাওলা শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়া ২১৫
২৬ প্রশ্ন ও উত্তর — শাইখ আল-হিবশীর নিজস্ব জবাব ২১৯
২৭ সীমারেখার সারসংক্ষেপ (শেষাংশ) ও তাখসীসকৃত আয়াতে রুকইয়াহর ফলাফল ২৩৫
২৮ তাখসীসকৃত আয়াত দিয়ে রুকইয়াহর ফলাফল কী? ২৪০
২৯ শুবহাত ও জবাব ২৫২
৩০ অবশিষ্ট শুবহা ও তার জবাব, খাওয়াস্‌সুল কুরআন গ্রন্থ এবং উপসংহার ২৫৫

পরিশিষ্ট

লেখক পরিচিতি ২৬৮

অনুবাদক পরিচিতি ২৬৯
শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ২৭০

বাংলা অনুবাদ: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত · alquranicruqyahhealing.com

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

বাংলা অনুবাদ ও উপস্থাপনা: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার — alquranicruqyahhealing.com

সিলসিলাতুল ইলাজিল মুবাহ – খণ্ড ৯

মূল গ্রন্থ: تخصيص الآيات في الرقية من الأمراض সিরিজ: سلسلة العلاج المباح في شفاء الأجساد والأرواح (٩)

লেখক: শাইখ খালিদ ইবন ইবরাহীম আল-হিবশী الشيخ خالد بن إبراهيم الحبشي

উৎস: WWW.ALROQYA.COM — @alroqyaacademy

এটি শাইখ খালিদ ইবন ইবরাহীম আল-হিবশী রচিত আরবি গ্রন্থ **«تخصيص الآيات في الرقية من الأمراض»**-এর বাংলা রূপান্তর। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের; অনুবাদটি লেখকের অনুমতিক্রমে প্রস্তুত।

উপস্থাপনার নীতি:

- কুরআনের আয়াত উসমানী পাঠে আরবিসহ দেওয়া হয়েছে, সূরার নাম ও আয়াত নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস, আসার ও ক্লাসিক্যাল উদ্ধৃতি (ইবনুল কাইয়িম, ইবন তাইমিয়া, ইবন হাজার, আল-খাল্লাল প্রমুখ) আরবিসহ পূর্ণ অনুবাদে।
- উলামাদের ফতোয়া প্রতিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলিমের নাম এবং মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস (ওয়েব ঠিকানা / ফতোয়া নম্বর / অনুষ্ঠান-পরিচিতি) অক্ষুণ্ণ রেখে। পাঠক চাইলে মূল সূত্রে গিয়ে যাচাই করতে পারবেন।
- লেখকের নিজস্ব আলোচনা বিষয়বস্তুর দিক থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে, সাবলীল বাংলা গদ্যে।

গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি টীকা: মূল PDF-এ আরবি অঙ্ক কোথাও কোথাও উল্টো ক্রমে ছাপা হয়েছে (RTL রেন্ডারিং ত্রুটি) — যেমন আল-আহকাফ ৩৫ ছাপা হয়েছে "৫৩", আল-বাকারা ২৬৬ ছাপা হয়েছে "৬২২"। এই অনুবাদে প্রতিটি আয়াত-নম্বর মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করে সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া মূল গ্রন্থে যেসব আয়াতের সূত্র দেওয়া হয়নি, সেগুলো মুসহাফ মিলিয়ে শনাক্ত করে যোগ করা হয়েছে। যেখানে মূল গ্রন্থের রেফারেন্স ভুল বলে প্রতীয়মান হয়েছে, সেখানে টীকায় তা উল্লেখ করা আছে।

সতর্কতা: এই গ্রন্থে উপস্থাপিত মতামত মূল লেখকের এবং তাঁর উদ্ধৃত আলিমগণের। রুকইয়াহ একটি শারঈ চিকিৎসা, তবে তা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, ফরজ ইবাদত ও সহীহ আকীদার বিকল্প নয়। শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের পরামর্শ অবহেলা করা যাবে না। পাঠক নিজ দায়িত্বে যাচাই করে আমল করবেন।

পর্ব ১

রুকইয়াহতে রোগভেদে আয়াতের তাখসীস

১ ইহদা — উৎসর্গ

২ মুকাদ্দিমা

৩ বই উপস্থাপনে আমার পদ্ধতি

৪ কায়িদা — মূলনীতি

৫ তাজরিবা — অভিজ্ঞতা

৬ আমাদের পূর্বসূরিদের তাখসীস-অভিজ্ঞতা

৭ ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়ার আত-তিব্বুন নববী

৮ আত-তিব্বুন নববী থেকে তাখসীসের দৃষ্টান্ত

৯ কিতাবুল ইস্তিদলাল বিল-মুজাররাবাত

১০ রুকইয়াহতে কারণ (আসবাব) ও তৃতীয় পয়েন্ট

১১ ইতাব লাতীফ — কোমল একটি অনুযোগ

১২ লাক্বতুল মারজান সাইট থেকে: আয়াত নির্বাচনের মানহাজ

১৩ লাক্বতুল মারজানের মানহাজ (২) — সালাফ ও ইমামগণের কর্মপদ্ধতি

১৪ আয়াত বাছাইয়ের পদ্ধতি (শেষাংশ) — এবং রাকী কেন প্রতিটি রোগের জন্য আয়াত বেছে নেন

১৫ রুকইয়াহতে আয়াত বেছে নেওয়া ও তাখসীসের সীমারেখা

১৬ রুকইয়াহর জন্য নির্দিষ্ট আয়াত খাস করা ও বেছে নেওয়া জায়েজ — উলামায়ে কিরামের ফতোয়া

১৭ শাইখ ইবন জিবরীন ও শাইখ ইবন উসাইমীনের ফতোয়া

১৮ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রোগে উপযুক্ত আয়াত বেছে নেওয়া — আলিমদের ফতোয়া

১৯ শাইখ ফাউযান, বাররাক, খুদাইর ও উসাইমীর ফতোয়াসমূহ

২০ শাইখ খুদাইর, জাবিরী, শাথরী ও আল-মাজিদের ফতোয়াসমূহ

২১ রুকইয়াহয় আয়াত নির্দিষ্ট করা — খাসলান, রুহাইলী, শিবল, তাহিরী ও মুসলিহর ফতোয়া

২২ আয়াতুস সাকীনা, উপযুক্ত আয়াত বাছাই ও পরীক্ষিত দুআ — শাইখ আল-মুসলিহ, আশ-শারাফী ও আল-উবাইদ

২৩ কাওয়ারিউল কুরআন — শয়তান-বিতাড়নকারী আয়াতসমূহ

২৪ আলিমদের বৈঠক — কুরআনের আয়াত তাখসীস প্রসঙ্গে

২৫ কিতাব: জাওয়াবুশ শুবুহাতিল মুসারা হাওলা শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়া

২৬ প্রশ্ন ও উত্তর — শাইখ আল-হিবশীর নিজস্ব জবাব

২৭ সীমারেখার সারসংক্ষেপ (শেষাংশ) ও তাখসীসকৃত আয়াতে রুকইয়াহর ফলাফল

২৮ তাখসীসকৃত আয়াত দিয়ে রুকইয়াহর ফলাফল কী?

২৯ শুবহাত ও জবাব

৩০ অবশিষ্ট শুবহা ও তার জবাব, খাওয়াস্‌সুল কুরআন গ্রন্থ এবং উপসংহার

পর্ব ১ · অধ্যায় ১

ইহদা – উৎসর্গ

প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারী, প্রত্যেক রাকী ও প্রত্যেক রোগীর প্রতি উৎসর্গ করছি আমার এই বইটি। আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে এর ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে এমন কিছু, যা আপনাদের প্রয়োজন মেটাবে — চিকিৎসা ও আরোগ্য লাভের পথ-পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান। এই কয়েকটি পাতায় রুকইয়াহতে নির্দিষ্ট আয়াত নির্বাচনের (তাখসীস) মাসআলাটি খোলাসা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ বিষয়ে আহলুল ইলমের ফতোয়াসমূহ আপনাদের উপহার দিলাম — শারঈ রুকইয়াহ সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ানো ও বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন।

— খালিদ আল-হিবশী

অধ্যায় ১ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২

মুকাদ্দিমা

সমস্ত প্রশংসা এককভাবে আল্লাহর, তাঁর কোনো শরিক নেই; রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁরই, আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমি তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর শুকরিয়া আদায় করি এবং সর্বপ্রকার কল্যাণের জন্য তাঁর গুণগান করি। তিনি আমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণমাত্রায় ঢেলে দিয়েছেন, বহু বিপদ প্রতিহত করেছেন ও আমাদের থেকে বালা দূর করে দিয়েছেন, এবং আমাদের সব অবস্থায় আমাদের প্রতি দয়া করেছেন — আমাদের গুনাহ সত্ত্বেও। তিনি যদি সেসবের কারণে আমাদের পাকড়াও করতেন, তবে বহু যুগ ও বছর আগেই আমাদের অস্তিত্বের সুবাস মিলিয়ে যেত। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই — তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়; এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাঁকে জিন ও মানুষ উভয় জাতির প্রতি সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। এমন কোনো কল্যাণ নেই যার পথ তিনি আমাদের দেখিয়ে যাননি এবং যার সুপরিণতির সুসংবাদ তিনি দেননি; আর এমন কোনো অনিষ্ট নেই যা থেকে তিনি আমাদের সতর্ক করেননি এবং যার পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখাননি। তিনি আমাদের রেখে গেছেন এক উজ্জ্বল-শুভ্র পথের উপর, ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাড়া কেউ তা থেকে বিচ্যুত হয় না। আল্লাহ তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সকল সাহাবীর প্রতি অজস্র দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

হে আল্লাহ! আপনি যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই; নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। হে আমাদের রব! আমাদের জন্য পথ খুলে দিন, আপনিই তো সর্বোত্তম উন্মোচনকারী।

অতঃপর — প্রতিনিয়ত আমরা কত-না দেখি ও শুনি রুকইয়াহ ও রাকীদের বিরুদ্ধে নানা প্রত্যাখ্যান ও আক্রমণ; বিশেষত ঠিক সেসব বিষয়েই, যা শরিয়তপ্রণেতা বৈধ করেছেন এবং আহলুস সুন্নাহর আলিম ও মুফতিগণ যেগুলোর অনুমোদন দিয়ে ফতোয়া দিয়েছেন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আপত্তিকারী ব্যক্তি সাধারণত রুকইয়াহর লোক হন না — যদিও শরিয়ত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান থেকে থাকে। তিনি জিনের জগৎ ও চিকিৎসার ময়দানে প্রবেশ করেননি, সেখানে কী ঘটে তা স্বচক্ষে দেখেননি। তাঁর অবস্থা তো সেই ব্যক্তির মতো, যে এমন জিনিসের দোষ ধরে যা সে চেনেই না। কারণ শরঈ ইলমের রয়েছে নানা শাখা: প্রত্যেক ফকীহই মুহাদ্দিস নন, কুরআনের প্রত্যেক মুফাসসিরই কাজী নন, আর প্রত্যেক আলিমই রাকী নন। এ যেন সেই প্রকৌশলী, যিনি চিকিৎসকের কাজে আপত্তি তোলেন ও দোষ ধরেন, অথচ তিনি সেই পেশা সম্পর্কে অজ্ঞ।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: [জিহাদের মাসআলায় সীমান্ত-প্রহরীরা ছাড়া কেউ ফতোয়া দেবে না]। কেন? কারণ তাঁরাই বাস্তবে কী ঘটছে তা দেখেন। (তবে এই কথার নিজস্ব সীমারেখা আছে; শরিয়তের বিষয়ে অজ্ঞ কারও অধিকার নেই রুকইয়াহ নিয়ে কথা বলা বা ফতোয়া দেওয়া — এ কথা যেমন শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ কিছু রাকীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি অন্যদের থেকে ঘটে যাওয়া কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রেও।)

ঠিক এই জায়গা থেকেই, এবং কুরআন ও শারঈ রুকইয়াহর মাধ্যমে চিকিৎসার মানহাজ স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে, আমি আমার এই বইয়ে দেখাতে চেয়েছি যে — একজন রাকী রোগীদের উপর যেসব নির্দিষ্ট আয়াত পড়েন ও বারবার আবৃত্তি করেন, রোগ শারীরিক হোক, মানসিক হোক কিংবা আত্মিক — সেই আয়াত নির্বাচন আসলে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং তাঁর হাতে আসা অসংখ্য কেসের ফসল।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ যেমন বলেছেন: [কুরআন হলো অন্তর ও দেহের সমস্ত রোগের, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত ব্যাধির পূর্ণাঙ্গ শিফা। তবে প্রত্যেকেই কুরআনের মাধ্যমে আরোগ্য লাভের যোগ্যতা রাখে না, কিংবা সেই তাওফিক পায় না। রোগী যদি যথাযথভাবে কুরআন দিয়ে চিকিৎসা নেয়, সত্যনিষ্ঠা ও ঈমানের সঙ্গে, পূর্ণ

গ্রহণযোগ্যতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এবং এর শর্তগুলো পূর্ণ করে নিজের রোগের চিকিৎসা করে, তবে কোনো ব্যাধিই তার সামনে টিকতে পারে না। আসমান-জমিনের রবের কালামের সামনে ব্যাধি টিকবে কীভাবে — যে কালাম পাহাড়ের উপর নাযিল হলে তা চূর্ণ করে দিত, কিংবা জমিনের উপর নাযিল হলে তা বিদীর্ণ করে দিত! অন্তর ও দেহের এমন কোনো রোগ নেই, যার চিকিৎসা, কারণ ও তা থেকে বেঁচে থাকার উপায়ের প্রতি কুরআনে পথনির্দেশ নেই — তার জন্য, আল্লাহ যাকে তাঁর কিতাব বোঝার তাওফিক দান করেছেন।] আর আল্লাহ তাআলা কুরআনে অন্তর ও দেহের রোগসমূহ এবং অন্তর ও দেহের চিকিৎসা — উভয়ই উল্লেখ করেছেন। [যাদুল মাআদ, ৪র্থ খণ্ড]

তেমনিভাবে, একজন রাকী নিজের বুদ্ধি ও মতামত নিয়ে মুখ খোলার আগে তাঁকে অবশ্যই স্পষ্ট করতে হবে যে, তিনি আহলুল ইলম — আহলুয যিকর, রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারী উলামা — তাঁদের জিজ্ঞেস করার পরই কেবল কথা বলেন বা আপত্তি করেন; এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ফতোয়াগুলো থেকে দিকনির্দেশ নেন। আর এই কাজ হবে অনুমোদনদাতা ও নিষেধকারী ফতোয়াগুলোর মতপার্থক্য পর্যালোচনার পর, এবং গ্রহণযোগ্য ফতোয়াসমূহের যেকোনোটির অনুসরণ যে জায়েজ — তা জানার পর। যাতে অজ্ঞ ব্যক্তি মাসআলাটিতে শরিয়তের হুকুম কী এবং রাকীর হাতে কী দলিল আছে — তা যাচাই করার আগেই সরাসরি শারঈ রাকীদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত না হয়।

মুকাদ্দিমার করণীয় ও বর্জনীয়

করুন

- ✓ আহলুল ইলমকে জিজ্ঞেস করার পরই কথা বলা বা আপত্তি করা
- ✓ অনুমোদন ও নিষেধের ফতোয়ার মতপার্থক্য পর্যালোচনা করা
- ✓ গ্রহণযোগ্য ফতোয়ার যেকোনোটির অনুসরণ যে জায়েজ, তা জানা

করবেন না

- ✗ অজ্ঞ ব্যক্তির যাচাইয়ের আগেই শারঈ রাকীদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি
- ✗ শরিয়তে অজ্ঞ ব্যক্তির রুকইয়াহ নিয়ে কথা বলা বা ফতোয়া দেওয়া

মুকাদ্দিমার শেষ অনুচ্ছেদ ও বন্ধনীর কথা অনুযায়ী

যাচাই করুন

1. লেখকের মতে রাকীর আয়াত নির্বাচন আসলে কীসের ফসল?

ক. কেবল অন্য রাকীর অন্ধ অনুকরণের

খ. তাঁর অভিজ্ঞতা ও হাতে আসা অসংখ্য কেসের

2. ইবনুল কাইয়িমের উদ্ধৃতি অনুযায়ী প্রত্যেকেই কি কুরআনের মাধ্যমে আরোগ্য লাভের যোগ্যতা রাখে বা তাওফিক পায়?

ক. হ্যাঁ, প্রত্যেকেই

খ. না, প্রত্যেকে নয়

3. লেখকের বর্ণনায় আপত্তিকারী ব্যক্তি সাধারণত কেমন?

ক. রুকইয়াহর লোক নন; জিনের জগৎ ও চিকিৎসার ময়দানে প্রবেশ করেননি

খ. রুকইয়াহর ময়দানে বহু বছরের অভিজ্ঞ

উত্তর: ১–খ, ২–খ, ৩–ক

অধ্যায় ২ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৩

বই উপস্থাপনে আমার পদ্ধতি

আমি এমন একটি পদ্ধতি বেছে নিয়েছি, যা প্রচলিত পরিচিত ইলমী কিতাবগুলোর ধারা থেকে ভিন্ন হতে পারে। আমি চেয়েছি বইটি এই আকার ও বিন্যাসে হোক:

1. এমন লেখনী-পদ্ধতি, যা সাধারণ মানুষ, ছোট-বড় সবাই বুঝবে — কেননা উলামাদের ফতোয়া নিয়ে রোগীদের মধ্যে বিভ্রান্তি অত্যন্ত বেশি।
2. শারঈ রুকইয়াহতে নির্দিষ্ট আয়াত নির্বাচন ও তাখসীস যেসব ফতোয়ায় জায়েজ বলা হয়েছে, সেগুলো লিপিবদ্ধ করা।
3. যাঁরা প্রথমে নিষেধ করেছেন, পরে অন্য ফতোয়ায় অনুমোদন দিয়েছেন — তাঁদের ফতোয়াগুলোও লিপিবদ্ধ করা।
4. শুধু কথার উপর নির্ভর না করে ফতোয়ার ছবি সংযুক্ত করা, যাতে পাঠকের কাছে বর্ণনার সত্যতা স্পষ্ট হয় (কারণ উলামাদের ফতোয়া থেকে যা উদ্ধৃত করা হয়, তার অনেককিছুকেই বহু মানুষ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়)।
5. লিখিত কিছু ফতোয়ার সমর্থনে অডিও রেকর্ডিং যুক্ত করা, যা ফতোয়ার সত্যতা স্পষ্ট করে (এ কথা ওঠার আগেই যে, "এটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তিতে বানানো")।
6. ফতোয়াকে আরও নিশ্চিত করতে কিছু ভিডিও ও শ্রুতি-ফতোয়া দিয়ে সমর্থন যোগানো।
7. কেবল সূত্র উল্লেখ করে দলিল পেশ করার পদ্ধতির চেয়ে উত্তম একটি পদ্ধতি আমি বেছে নিয়েছি — কারণ সূত্রগ্রন্থ ও ভিডিও ক্লিপে খোঁজা কষ্টসাধ্য। তাই সহজ করার জন্য প্রতিটি দলিলের সঙ্গেই তার সব সূত্র জুড়ে দিয়েছি।
8. পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটির সঙ্গে থাকবে একটি মেমোরি কার্ড, যাতে বই, ছবি এবং ভিডিও ও অডিও ক্লিপগুলো সংরক্ষিত থাকবে।

বইয়ের উপস্থাপন-পদ্ধতি

- [ ] সাধারণ মানুষ বোঝে এমন লেখনী-পদ্ধতি
- [ ] তাখসীস জায়েজ বলা ফতোয়া লিপিবদ্ধ করা
- [ ] প্রথমে নিষেধ, পরে অনুমোদনকারীদের ফতোয়াও লেখা
- [ ] ফতোয়ার ছবি সংযুক্ত করা
- [ ] কিছু ফতোয়ার সমর্থনে অডিও রেকর্ডিং
- [ ] কিছু ভিডিও ও শ্রুতি-ফতোয়া দিয়ে সমর্থন
- [ ] প্রতিটি দলিলের সঙ্গে তার সব সূত্র
- [ ] পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের সঙ্গে মেমোরি কার্ড

লেখকের নিজের বর্ণিত আটটি পদ্ধতি

অধ্যায় ৩ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৪

কায়িদা – মূলনীতি

রুকইয়াহ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আমি যে মূলনীতিটি যথার্থ মনে করেছি, উপস্থাপনায় সেটিই আমার পদ্ধতি — অর্থাৎ: (রব্বানী উলামাদের বিদআতী সাব্যস্ত করা, নাকি মুকাল্লিদের ব্যাপারে নীরব থাকা) — এটি সেই মূলনীতির জবাব, যার ভিত্তিতে (আয়াত নির্বাচন ও তাখসীসের কারণে রাকীদের বিদআতী বলা হয়েছে)। ভাবার্থ হলো: হয় আমাদের আহলুস সুন্নাহর আলিম ও মুফতিদের বিদআতী বলে অভিযুক্ত করতে হবে এবং বলতে হবে যে তাঁরা আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন; নয়তো মুকাল্লিদকে ওজরপ্রাপ্ত গণ্য করতে হবে। আর এটা তো জানা কথা যে, রাকীদের অধিকাংশই মুকাল্লিদ; এমনকি যাঁদের আলিম ও তালিবুল ইলম বলা হয় তাঁদেরও অনেকে মুকাল্লিদ, ইজতিহাদের যোগ্য ব্যক্তি নন (আমি বোঝাতে চাইছি — যাঁরা মুফতী-মুজতাহিদের স্তরে পৌঁছাননি, তাঁদের সবাইকে)।

লেখকের বর্ণিত দুটি পথ

প্রথম পথ	দ্বিতীয় পথ
আলিম ও মুফতিদের বিদআতী বলে অভিযুক্ত করা	মুকাল্লিদকে ওজরপ্রাপ্ত গণ্য করা

লেখকের ভাবার্থ: হয় একটি, নয়তো অপরটি

একজন রাকী তাঁর রুকইয়াহতে কিছু বিষয় পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং একটি ইজতিহাদী মাসআলায় গ্রহণযোগ্য মুফতিদের অন্তর্ভুক্ত কোনো আলিমের ফতোয়া অনুসরণ করেছেন — এটি কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নসের দ্বারা হারামকৃত কোনো মাসআলা নয়। সুতরাং যিনি জায়েজ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন — এবং তিনি একজন স্বীকৃত মুজতাহিদ আলিম — তাঁর উপর আপত্তি করা যাবে না; আর যে রাকী তাঁর ফতোয়ার তাকলিদ করেছেন, নিজের অভিজ্ঞতা ও রুকইয়াহর প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর, তিনিও ওজরপ্রাপ্ত — নিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে আয়াত নির্বাচন ও তাখসীসের ক্ষেত্রে।

ওজরপ্রাপ্ত হওয়ার শর্ত ও ধাপ

১ **মাসআলার ধরন**
ইজতিহাদী; সুস্পষ্ট নসে হারাম নয়

২ **ফতোয়াদাতা**
গ্রহণযোগ্য মুফতি, স্বীকৃত মুজতাহিদ আলিম

৩ **রাকীর কাজ**
সেই ফতোয়ার তাকলিদ

৪ **নিশ্চিত হওয়া**
নিজের অভিজ্ঞতা ও রুকইয়াহর প্রভাব সম্পর্কে

৫ **ফতোয়াদাতা**
তাঁর উপর আপত্তি করা যাবে না

৬ **তাকলিদকারী রাকী**
ওজরপ্রাপ্ত, নিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে

অধ্যায় ৪ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৫

তাজরিবা – অভিজ্ঞতা

ভাষাগত অর্থ: তাজরিবা মানে পরীক্ষা করা। পারিভাষিক অর্থ: এমন বিষয়সমূহ, যেগুলোর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বিবেকের প্রয়োজন হয় বারবার সেগুলো প্রত্যক্ষ করা। এটি নিছক পর্যবেক্ষণ (মুলাহাযা) থেকে ভিন্ন; কারণ শুধু পর্যবেক্ষণ তাজরিবা হিসেবে গণ্য হয় না। বরং তাজরিবা দাঁড়ায় পুনরাবৃত্ত ফলাফল এবং পরস্পর-সঙ্গতিপূর্ণ ও কাছাকাছি পর্যবেক্ষণসমূহের উপর, যেগুলো সেই অভিজ্ঞতাগুলোর অধীনে লিপিবদ্ধ হয়।

এটা তো সবারই জানা যে, চিকিৎসাশাস্ত্র অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল; আর রুকইয়াহও তেমনই, কারণ তা চিকিৎসারই অন্তর্ভুক্ত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের উলামা ও মুফতিদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে রুকইয়াহ তাওকীফী নয়, বরং ইজতিহাদী; আর অভিজ্ঞতার নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে। আমাদের এই বইয়ের ফতোয়াগুলো বিষয়টি বিশদভাবে স্পষ্ট করবে।

একজন মুসলিম এমন আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ করবে যেগুলোর উপকারিতা সে পরীক্ষা করে দেখেছে — আর সেই পরীক্ষিত বিশেষ উপকারিতাকে সব মানুষের জন্য সাধারণ উপকারিতা বানিয়ে ফেলা, আর মানুষ একে অপরের অন্ধ অনুসরণ করা — এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সামান্য বিষয়ে হয়তো ছাড় দেওয়া যায়, কিন্তু ব্যাপক বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যায় না — যা শেষ পর্যন্ত নিন্দনীয় রূপ ধারণ করে। — *আহলুস সুন্নাহ ও সূফীদের মধ্যে মুজাররাবাত দ্বারা দলিল গ্রহণ প্রসঙ্গে গবেষণা*

দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে

প্রথম বিষয়	দ্বিতীয় বিষয়
মুসলিম নিজের পরীক্ষিত উপকারিতার আয়াতে রুকইয়াহ করে	পরীক্ষিত বিশেষ উপকারিতাকে সবার জন্য সাধারণ করা ও অন্ধ অনুসরণ

উদ্ধৃত গবেষণার ভাষ্য অনুযায়ী

অধ্যায় ৫ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৬

আমাদের পূর্বসূরিদের তাখসীস-অভিজ্ঞতা

আহলুস সুন্নাহর কিতাবসমূহে কিছু আয়াতের তাখসীস সংক্রান্ত বহু অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে, এবং সেগুলোকে উপযুক্ত নামে নামকরণও করা হয়েছে — যেমন আয়াতুশ শিফা (আরোগ্যের আয়াত), আয়াতুস সাকীনা (প্রশান্তির আয়াত), জ্বরের আয়াত, প্রসব সহজ করার আয়াত, দাঁতের ব্যথার আয়াত — এমন আরও বহু আয়াত। এঁদের কেউ কেউ তাখসীস করেছেন গ্রহণযোগ্য পন্থায়, আবার কেউ করেছেন নিন্দনীয় পন্থায়; কখনো তা হারামও হয়ে যেতে পারে — সেসবের সঙ্গে হারাম, শিরকী ও গায়েব-সংক্রান্ত বিষয় জুড়ে দেওয়ার কারণে।

অধ্যায় ৬ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৭

ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়ার আত-তিব্বুন নববী

ইবনুল কাইয়িমের *আত-তিব্বুন নববী* গ্রন্থে আয়াতের তাখসীস একাধিক ঘটনার মাধ্যমে এসেছে:

قَالَ الخَلَّالُ: وَحَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، رَأَيْتُ أَبِي يَكْتُبُ التَّعْوِيذَ لِلَّذِي يُفْزَعُ، وَلِلْحُمَّى بعد وقوع البلاء

আল-খাল্লাল বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ — আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য এবং জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তাবিজ (তা'বীয) লিখে দিতেন, বিপদ ঘটে যাওয়ার পর।

অধ্যায় ৭ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৮

আত-তিব্বুন নববী থেকে তাখসীসের দৃষ্টান্ত

(ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া রহিমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৭৫১ হিজরি — তাঁর আত-তিব্বুন নববী গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাসমূহ, যেগুলো শাইখ আল-হিবশী তাখসীস জায়েজ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন)

১. আতঙ্ক ও জ্বরের জন্য

قَالَ الخَلَّالُ: وَحَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، رَأَيْتُ أَبِي يَكْتُبُ التَّعْوِيذَ لِلَّذِي يُفْزَعُ، وَلِلْحُمَّى بعد وقوع البلاء

আল-খাল্লাল বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ — আমি আমার পিতাকে (ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল) দেখেছি, তিনি আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য এবং জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তা'বীয লিখে দিতেন, বিপদ ঘটে যাওয়ার পর।

২. কঠিন প্রসবের জন্য (কিতাব লি-উসরিল বিলাদা)

আল-খাল্লাল বলেন: আমাকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে দেখেছি — কোনো নারীর প্রসব কঠিন হয়ে পড়লে তিনি একটি সাদা পাত্রে বা পরিচ্ছন্ন কোনো বস্তুতে লিখে দিতেন। তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি লিখতেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি সহনশীল ও সম্মানিত। পবিত্র মহান আরশের রব আল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

তারপর দুটি আয়াত:

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ

"যেদিন তারা প্রতিশ্রুত বিষয় দেখবে, সেদিন মনে হবে তারা যেন দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটি এক ঘোষণা।" — সূরা আল-আহকাফ ৪৬:৩৫

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

"যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন মনে হবে তারা যেন এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান করেনি।" — সূরা আন-নাযিআত ৭৯:৪৬

আল-খাল্লাল আরও বলেন: আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবু বকর আল-মারুযী — এক ব্যক্তি আবু আবদুল্লাহর (ইমাম আহমাদ) কাছে এসে বলল: "হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কি এমন এক নারীর জন্য লিখে দেবেন, যার দুদিন ধরে প্রসববেদনা চলছে?" তিনি বললেন: "তাকে বলো, একটি প্রশস্ত পাত্র ও জাফরান নিয়ে আসতে।" আর আমি তাঁকে দেখেছি, তিনি একাধিক ব্যক্তির জন্য এভাবে লিখে দিতেন।

ইকরিমা থেকে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ঈসা আলাইহিস সালাম এমন এক গাভীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার বাচ্চা পেটের ভেতর আটকে গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আরেকটি লেখা রয়েছে, যা একটি পরিচ্ছন্ন পাত্রে লেখা হয়:

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ

۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, এবং তার রবের আদেশ শুনবে — আর তা-ই তার কর্তব্য; আর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে, এবং তার ভেতরে যা আছে তা নিক্ষেপ করে খালি হয়ে যাবে।" — সূরা আল-ইনশিকাক ৮৪:১–৪

অতঃপর গর্ভবতী নারী তা থেকে পান করবে এবং তার পেটে ছিটিয়ে দেওয়া হবে।

৩. নাক দিয়ে রক্তপাতের জন্য (কিতাব লির-রুআফ)

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ রোগীর কপালে লিখে দিতেন:

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

"আর বলা হলো: হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেলো; হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। আর পানি শুকিয়ে গেল ও কাজ সম্পন্ন হলো।" — সূরা হুদ ১১:৪৪

বর্ণনাকারী বলেন: আমি তাঁকে বলতে শুনেছি — "আমি একাধিক ব্যক্তির জন্য তা লিখেছি এবং সে সুস্থ হয়েছে।" তবে তিনি বলেছেন: রক্তপাতকারীর রক্ত দিয়ে তা লেখা জায়েজ নয়, যেমনটি অজ্ঞ লোকেরা করে থাকে; কারণ রক্ত নাপাক — কাজেই তা দিয়ে আল্লাহর কালাম লেখা বৈধ নয়।

৪. অন্যান্য

মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা প্রসঙ্গে লেখা:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

"আল্লাহ যা চান মিটিয়ে দেন এবং যা চান প্রতিষ্ঠিত রাখেন; আর তাঁর কাছেই রয়েছে উম্মুল কিতাব।" — সূরা আর-রাদ ১৩:৩৯

হাযায (এক প্রকার চর্মরোগ)-এর জন্য রোগীর উপর লেখা হয়:

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

"অতঃপর তাতে আঘাত হানল অগ্নিসমেত এক ঘূর্ণিঝড়, ফলে তা পুড়ে গেল।" — সূরা আল-বাকারা ২:২৬৬

আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতায়।

সূর্য হলদে হয়ে আসার সময় লেখা হয়:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো; তিনি তোমাদের তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন, তোমাদের জন্য এমন এক আলো দেবেন যা নিয়ে তোমরা চলবে, এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" — সূরা আল-হাদীদ ৫৭:২৮

৫. দাঁতের ব্যথার জন্য (কিতাব লি-ওয়াজয়িদ দিরস)

ব্যথার পাশের গালে লেখা হয় — বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, তারপর:

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

"বলো, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" — সূরা আল-মুলক ৬৭:২৩

আর ইচ্ছা করলে লেখা হয়:

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"রাত ও দিনে যা কিছু স্থিত, সবই তাঁর। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" — সূরা আল-আনআম ৬:১৩

৬. ফোড়া/টিউমারের জন্য (কিতাব লিল-খুরাজ)

তার উপর লেখা হয়:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا

صَفْصَفًا ۝ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

"তারা তোমাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো: আমার রব সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেবেন। অতঃপর তিনি তা সমতল-মসৃণ প্রান্তরে পরিণত করবেন — তুমি তাতে কোনো বক্রতা বা উঁচু-নিচু দেখবে না।" — সূরা ত্বা-হা ২০:১০৫–১০৭

আহলুস সুন্নাহর কিতাবসমূহে এ ধরনের আরও বহু দৃষ্টান্ত এসেছে — যা তাখসীস জায়েজ হওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য যথেষ্ট।

ইবনুল কাইয়িমের উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত

আত-তিব্বুন নববীর ঘটনা

- **আতঙ্ক ও জ্বর** — ইমাম আহমাদ তা'বীয লিখে দিতেন
- **কঠিন প্রসব** — ইমাম আহমাদ পাত্রে লিখতেন, সঙ্গে দুটি আয়াত
- **নাক দিয়ে রক্তপাত** — ইবন তাইমিয়া রোগীর কপালে লিখতেন
- **দাঁতের ব্যথা** — ব্যথার পাশের গালে লেখা হয়
- **ফোড়া বা টিউমার** — তার উপর লেখা হয়
- **রক্ত দিয়ে লেখা** — জায়েজ নয়, কারণ রক্ত নাপাক

শাইখ আল-হিবশী এগুলো তাখসীস জায়েজ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন

যাচাই করুন

1. ইবন তাইমিয়া রক্তপাতকারীর রক্ত দিয়ে লেখা সম্পর্কে কী বলেছেন?

ক. জায়েজ

খ. জায়েজ নয়, কারণ রক্ত নাপাক

2. আল-খাল্লালের বর্ণনায় আতঙ্কগ্রস্ত ও জ্বরে আক্রান্তের জন্য ইমাম আহমাদ কী করতেন?

ক. কিছুই লিখতেন না

খ. তা'বীয লিখে দিতেন

3. অধ্যায়ের শেষে লেখকের মতে এসব দৃষ্টান্ত কীসের জন্য যথেষ্ট?

ক. তাখসীস জায়েজ হওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য

খ. তাখসীস নিষিদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক

রেফারেন্স সংক্রান্ত টীকা: মূল PDF-এ আরবি অঙ্কগুলো উল্টো ক্রমে ছাপা হয়েছে (RTL রেন্ডারিং ত্রুটি) — যেমন আল-আহকাফ ৩৫ ছাপা হয়েছে "৫৩", আল-বাকারা ২৬৬ ছাপা হয়েছে "৬২২", ত্বা-হা ১০৫ ছাপা হয়েছে "৫০১"। এই অনুবাদে প্রতিটি আয়াতের নম্বর মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ৮ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৯

কিতাবুল ইস্তিদলাল বিল-মুজাররাবাত

(গ্রন্থ পরিচিতি: «الاستدلال بالمجرّبات بين أهل السنة والصوفية» — "আহলুস সুন্নাহ ও সূফীদের মধ্যে মুজাররাবাত দ্বারা দলিল গ্রহণ"। প্রকাশ: সালাফ গবেষণা ও অধ্যয়ন কেন্দ্র (سلف للبحوث والدراسات), তত্ত্বাবধানে ড. মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আস-সাঈদী। শাইখ আল-হিবশী এই গবেষণাপত্র থেকে তাখসীস প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো উদ্ধৃত করেছেন।)

তাজরিবা, রুকইয়াহ ও মুজাররাবাত দ্বারা দলিল গ্রহণ

সপ্তমত: মুজাররাবাতের উপর নির্ভর করে সবচেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি যেখানে হয়েছে, তা হলো রুকইয়াহর অধ্যায়। এই বাড়াবাড়ি শেষ পর্যন্ত ধোঁকাবাজি (দাজল) ও ভেলকিবাজির (শাওয়াযা) নানা রূপের জন্ম দিয়েছে, যেগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ থাকা উচিত নয়। আর এ কারণেই কিছু আলিম এই দরজা সংকীর্ণ করার দিকে ঝুঁকেছেন, এতে প্রশস্ততা না দিয়ে কেবল যেটুকুর দলিল এসেছে সেটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকার পক্ষে মত দিয়েছেন — ধোঁকাবাজি ও বিদআতের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে।

(সূত্র: আল-বিদাউল আমালিয়্যা আল-মুতাআল্লিকা বিল-কুরআনিল কারীম, আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ আলু আবদিল কারীম — রুকইয়াহ সংক্রান্ত বিদআত অধ্যায়, পৃ. ৫০৪)

বিষয়টির ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোতে

প্রথম পয়েন্ট: উলামায়ে কিরাম রুকইয়াহর অধ্যায়ে প্রশস্ততা অবলম্বন করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীর উপর নির্ভর করে:

لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا

"রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তা শিরক না হয়।" — মুসলিম

হাফিয ইবন হাজার রহিমাহুল্লাহ রুকইয়াহ জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন — যখন তাতে তিনটি শর্ত পাওয়া যায়:

1. তা হতে হবে আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ, কিংবা আল্লাহর নাম ও গুণাবলি দ্বারা।
2. তা হতে হবে আরবি ভাষায়, অথবা এমন ভাষায় যার অর্থ বোঝা যায়।
3. বিশ্বাস রাখতে হবে যে, রুকইয়াহ নিজে নিজে (স্বতঃসিদ্ধভাবে) কোনো প্রভাব ফেলে না — বরং প্রভাব আল্লাহর হুকুমে।

(সূত্র: ফাতহুল বারী, ১০/১৯৫)

রুকইয়াহর তিন শর্ত

১ **শর্ত ১**
আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ বা নাম-গুণাবলি দ্বারা

২ **শর্ত ২**
আরবি, অথবা অর্থ বোঝা যায় এমন ভাষায়

৩ **শর্ত ৩**
রুকইয়াহ নিজে প্রভাব ফেলে না, প্রভাব আল্লাহর হুকুমে

ইবন হাজার ইজমা বর্ণনা করেছেন, যখন এই তিন শর্ত পাওয়া যায়

আর কুরআনকে সামগ্রিকভাবে শিফা ও রহমত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই কোনো আয়াতকে রুকইয়াহর জন্য নির্দিষ্ট করা হলে — তার সঙ্গে অবস্থার সামঞ্জস্য থাকার কারণে — তাহলে নসসমূহের বাহ্যিক অর্থ এবং অধিকাংশ আলিমের কর্মপন্থা এটিকে জায়েজ বলেই সাব্যস্ত করে।

দ্বিতীয় পয়েন্ট: রুকইয়াহর অধ্যায়ে প্রকাশ্য কারণ (আসবাব যাহিরা) ও গুপ্ত কারণ (আসবাব বাতিনা) — এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা অপরিহার্য। প্রকাশ্য কারণ সেগুলো, যেখানে কারণ ও ফলাফলের সম্পর্কটি দৃশ্যমান — গুপ্ত কারণের বিপরীতে।

সুতরাং কেউ যদি দাবি করে যে অমুক জিনিস আরোগ্যের একটি কারণ, তবে দুটির যেকোনো একটি হতে হবে:

- যদি তা প্রকাশ্য কারণ হয় — তবে তা অভিজ্ঞতার (তাজরিবা) মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।
- যদি তা গুপ্ত কারণ হয় — তবে শরিয়ত থেকে তার দলিল প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

এ দুয়ের বাইরে যা কিছু, তা শরিয়তের উপর ও তাকদীরের উপর মিথ্যারোপ।

কারণ প্রমাণের দুই পথ

প্রকাশ্য কারণ	গুপ্ত কারণ
অভিজ্ঞতা (তাজরিবা)-র মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক	শরিয়ত থেকে দলিল প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক

কোনো কিছুকে আরোগ্যের কারণ দাবি করা হলে

অধ্যায় ৯ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ১০

রুকইয়াহতে কারণ (আসবাব) ও তৃতীয় পয়েন্ট

রুকইয়াহ = দুআ + চিকিৎসা

রুকইয়াহ মূলত দুআ ও চিকিৎসার সমন্বয়। এতে একজন রাকী শারঈ কারণের পাশাপাশি প্রাকৃতিক/জাগতিক কারণও (আসবাব কাউনিয়্যা) ব্যবহার করে থাকেন। এই দুই ধরনের কারণের যাচাই-পদ্ধতি ভিন্ন:

- প্রকাশ্য জাগতিক কারণ (**الأسباب الظاهرة الكونية**) — এগুলোর ফয়সালা হয় অভিজ্ঞতার (তাজরিবা) ভিত্তিতে।
- গুপ্ত শারঈ কারণ (**الأسباب الباطنة الشرعية**) — এগুলোর ফয়সালা হয় শারঈ দলিলের ভিত্তিতে।

এভাবেই এই অধ্যায়টি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল হয়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তৃতীয় পয়েন্ট – সীমারেখা

কুরআনে বর্ণিত আয়াত এবং রুকইয়াহতে যেসব আয়াতের উপকারিতা পরীক্ষিত, সেগুলো দ্বারা রুকইয়াহ করা জায়েজ — এ কথা আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর পাশাপাশি যা অপরিহার্য, তা হলো:

> নির্দিষ্ট কোনো ফযীলত (বিশেষ মর্যাদা) — যার পক্ষে কোনো দলিল নেই — তা বিশ্বাস করা যাবে না; কারণ এটি আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কথা বলার শামিল।

সুতরাং কেউ কেউ (خصائص السور والآيات) — "সূরা ও আয়াতসমূহের বৈশিষ্ট্য" — নামে যেসব সংকলন রচনা করেন, যেখানে প্রতিটি সূরার জন্য একটি নির্দিষ্ট ফযীলত এবং একটি নির্দিষ্ট রোগের জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় — তাতে সন্দেহ নেই যে সেগুলো নবআবিষ্কৃত বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।

আর পার্থক্য রয়েছে দুই বিষয়ে:

1. একজন মুসলিম এমন আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ করবে, যেগুলোর উপকারিতা সে নিজে পরীক্ষা করে দেখেছে — এটি এক বিষয়।
2. সেই পরীক্ষিত বিশেষ উপকারিতাকে সব মানুষের জন্য সাধারণ উপকারিতা বানিয়ে ফেলা, আর মানুষ একে অপরের অন্ধ অনুসরণ করা — এটি ভিন্ন বিষয়।

সামান্য বিষয়ে হয়তো ছাড় দেওয়া যায়, কিন্তু ব্যাপক বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যায় না — যা শেষ পর্যন্ত নিন্দনীয় রূপ ধারণ করে।

সীমারেখা – এই অংশের কথা

করুন

- ✓ নিজে পরীক্ষিত উপকারিতার আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ করা

করবেন না

- ✗ দলিলহীন নির্দিষ্ট ফযীলত বিশ্বাস করা
- ✗ প্রতিটি সূরার নির্দিষ্ট ফযীলত ও রোগের নির্দিষ্ট চিকিৎসা নির্ধারণ — নবআবিষ্কৃত বিদআত
- ✗ বিশেষ উপকারিতাকে সাধারণ করা ও অন্ধ অনুসরণে ব্যাপক বাড়াবাড়ি

দলিলহীন ফযীলত বিশ্বাস: আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কথা বলার শামিল। সামান্য বিষয়ে হয়তো ছাড় দেওয়া যায়, ব্যাপক বাড়াবাড়িতে নয়

যাচাই করুন

1. এই অংশে রুকইয়াহ মূলত কীসের সমন্বয়?

ক. দুআ ও চিকিৎসার

খ. কেবল প্রাকৃতিক কারণের

2. প্রকাশ্য জাগতিক কারণের ফয়সালা হয় কীসের ভিত্তিতে?

ক. শারঈ দলিলের

খ. অভিজ্ঞতা (তাজরিবা)-র

3. প্রতিটি সূরার নির্দিষ্ট ফযীলত ও রোগের নির্দিষ্ট চিকিৎসা নির্ধারণ করা সংকলন সম্পর্কে এই অংশের বক্তব্য কী?

ক. সুন্নাহসম্মত

খ. নবআবিষ্কৃত বিদআতের অন্তর্ভুক্ত

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-খ

অধ্যায় ১০ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ১১

ইতাব লাতীফ – কোমল একটি অনুযোগ

শাইখ আল-হিবশী এখানে সেই সহকর্মী রাকীদের উদ্দেশে একটি নম্র অনুযোগ রাখেন, যাঁরা রোগীর অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ বা প্রসঙ্গ রয়েছে — এমন আয়াত পাঠের বিরোধিতা করেন।

তাঁর যুক্তির সারকথা:

- আপত্তিকারীরা বলেন, বদনজরের রোগীর উপর যে আয়াতে "চোখ/ঝর্ণা" (عيون) শব্দটি এসেছে সেটি পড়া অর্থহীন — কারণ ওই আয়াতে "উয়ূন" মানে পানির ঝর্ণা, মানুষের চোখ নয়। তাহলে রাকী এভাবে আয়াত বাছাই করেন কেন?
- এর মূল কারণ হলো, মানুষ ও রোগীরা এঁদের কথাগুলো এমনভাবে ছড়িয়েছে যেন কেবল এঁদের কথাই সঠিক আর বাকি সবাই ভুলের উপর।
- কেউ কেউ বলেন, নির্দিষ্ট কোনো আয়াত বলে কিছু নেই, আয়াতের নিজস্ব অর্থ আছে — তাই আয়াতকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করা বা শ্রেণিবদ্ধ করা যাবে না।
- অথচ এঁরা নিজেরাই নিজেদের কথার বিপরীত কাজ করেন — জাদুগ্রস্তের উপর সিহরের আয়াত পড়েন, আর মসগ্রস্তের উপর আযাব ও আগুনের আয়াত পড়েন।

> সুতরাং আমরা তাঁদের বলি: যে কাজ থেকে নিষেধ করছেন, নিজেরা তা করবেন না। আপনাদের কথার সঙ্গে আপনাদের কাজ সাংঘর্ষিক হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাকে ও আপনাদের ক্ষমা করুন।

এরপর তিনি জানান, এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে যা লিখতে চেয়েছিলেন, তার চেয়ে উপযুক্ত একটি আলোচনা লাক্বতুল মারজান (لقط المرجان) ওয়েবসাইটে পেয়েছেন। পুনরাবৃত্তি এড়াতে তিনি সেটিই উদ্ধৃত করেছেন — এবং তাদের জন্য দুআ করেছেন।

লেখকের কোমল অনুযোগ

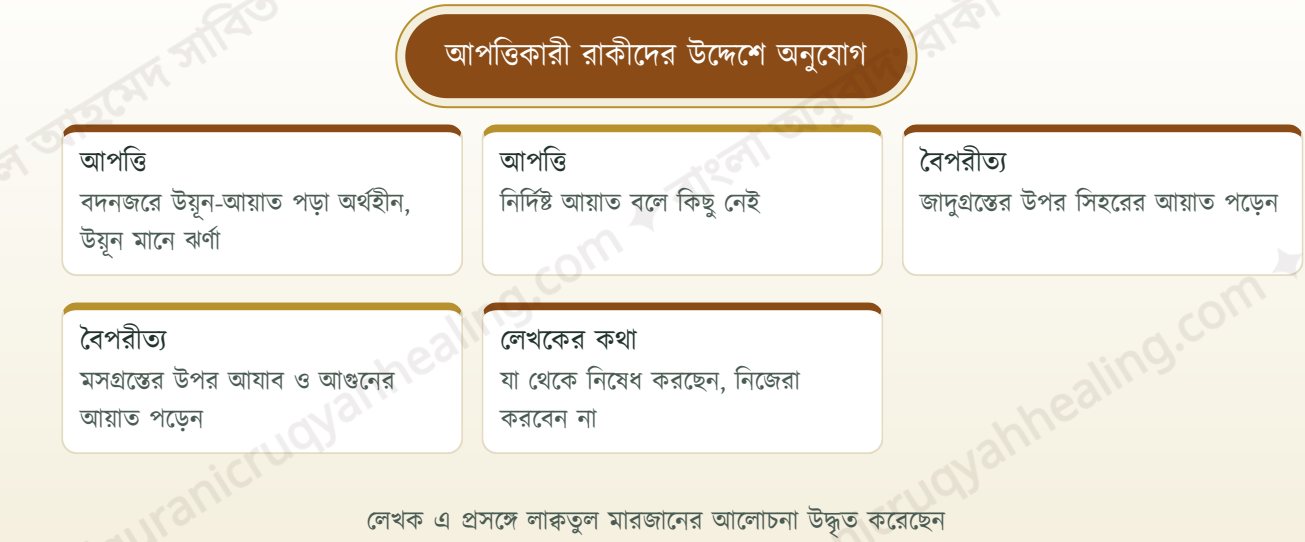

লেখক এ প্রসঙ্গে লাক্বতুল মারজানের আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন

অধ্যায় ১১ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ১২

লাক্বতুল মারজান সাইট থেকে: আয়াত নির্বাচনের মানহাজ

(নিম্নোক্ত আলোচনাটি শাইখ আল-হিবশী «موقع لقط المرجان» থেকে উদ্ধৃত করেছেন)

শুরুতেই একটি জরুরি সতর্কতা

পরবর্তী লাইনগুলো পড়ে হয়তো কারও মনে হতে পারে — প্রতিটি রোগের জন্য একটি নির্দিষ্ট আয়াত বরাদ্দ আছে।

> এই ধরনের তাখসীস কখনোই আমার উদ্দেশ্য নয়।

বরং যেকোনো রোগেই পাঠকের জন্য যথেষ্ট:

- সূরা আল-ফাতিহা পড়া — কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত পদ্ধতিতে এটিই রুকইয়াহ;
- অথবা সূরা আল-বাকারা পড়া — কেননা এটি গ্রহণ করা বরকত;
- অথবা আয়াতুল কুরসী পড়া — কারণ এটি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত;
- অথবা মুআওবিযাত (সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক্ব ও আন-নাস) পড়া — কারণ এগুলোর মতো আশ্রয় প্রার্থনার আর কিছু নেই।

তাবাররুক হিসেবে আয়াত নির্বাচন

যেকোনো রোগে যথেষ্ট

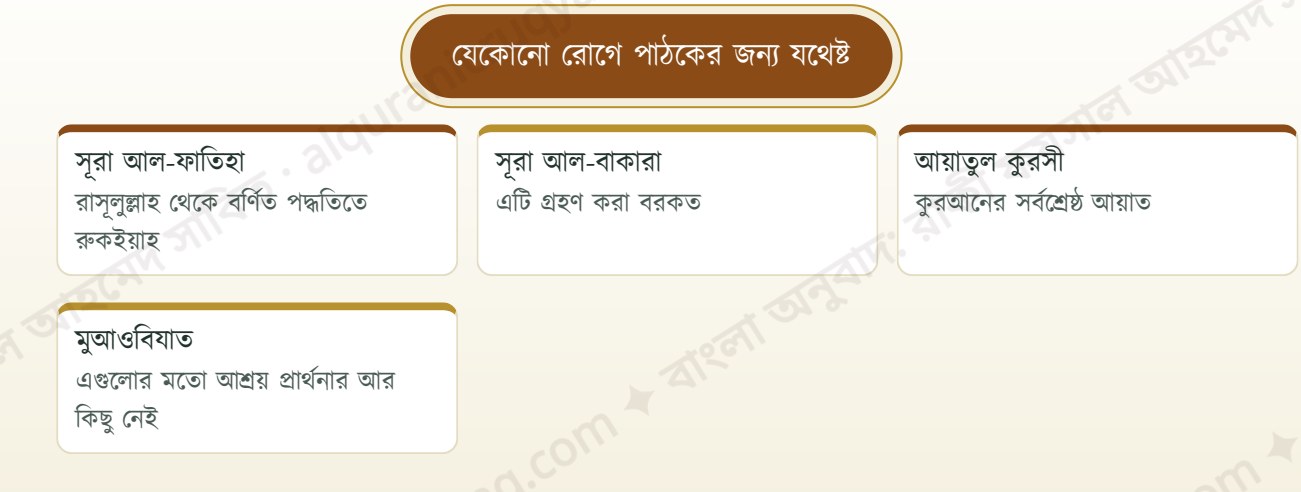

লাক্বতুল মারজান থেকে উদ্ধৃত: প্রতিটি রোগের জন্য একটি নির্দিষ্ট আয়াত বরাদ্দ — এই ধরনের তাখসীস উদ্দেশ্য নয়

আমি যখন কিছু রোগ এবং সেগুলোর উপর রুকইয়াহর আয়াতের সঙ্গে পঠিতব্য আয়াতসমূহের উল্লেখ করি — তখন তা তাবাররুকের দৃষ্টিকোণ থেকে; অর্থাৎ আয়াতটি এমন একটি অর্থ ধারণ করে, যা রোগীর অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইবনুল কাইয়িমের বক্তব্য

এখানে তিনটি বিষয় রয়েছে: ওষুধের সঙ্গে রোগের সামঞ্জস্য, চিকিৎসকের তা প্রয়োগ করা, এবং রোগীর প্রকৃতির তা গ্রহণ করা। এর যেকোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে আরোগ্য হাসিল হয় না; আর তিনটি একত্র হলে আরোগ্য অবশ্যই হাসিল হয় — আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুমতিক্রমে।

যে ব্যক্তি এই বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করেছে, তার কাছে রুকইয়াহর রহস্য উন্মোচিত হয়েছে; সে উপকারী রুকইয়াহ ও অন্যগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে পেরেছে, এবং রোগের সঙ্গে মানানসই রুকইয়াহ দ্বারা চিকিৎসা করেছে। তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, রুকইয়াহ তার পাঠকারী এবং গ্রহণকারী স্থানের সমন্বয়ে কাজ করে — ঠিক যেমন তরবারি তার আঘাতকারী এবং কাটার উপযোগী স্থানের সমন্বয়ে কাজ করে। এটি এমন এক ইঙ্গিত, যা এর পেছনের গভীরতর তত্ত্বের উপর আলো ফেলে — তার জন্য, যে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও উত্তম চিন্তার অধিকারী। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ইবনুল কাইয়িমের তিন বিষয়

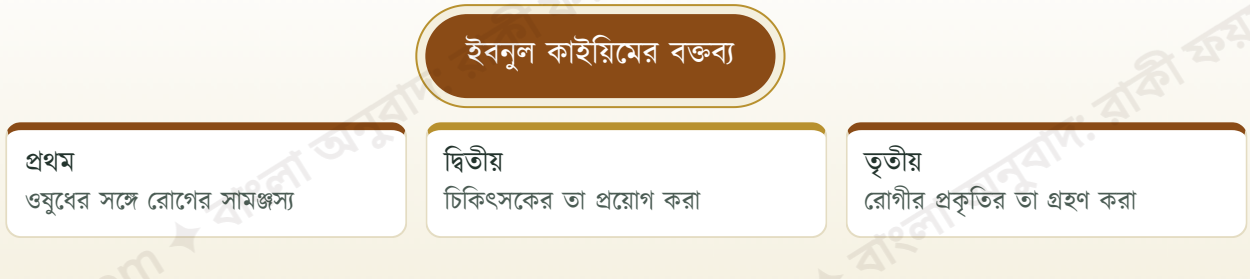

তিনি অন্যত্র আরও বলেন:

"ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন"-এর মনযিলসমূহের অন্যতম হলো সাকীনার মনযিল। এই মনযিলটি *মাওয়াহিব* (দানকৃত অনুগ্রহ)-এর অন্তর্ভুক্ত, *মাকাসিব* (অর্জিত বিষয়)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

কুরআনে "সাকীনা" – ছয়টি স্থান

আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর কিতাবে "সাকীনা" শব্দটি ছয়টি স্থানে উল্লেখ করেছেন:

১.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"আর তাদের নবী তাদের বলল: তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে সেই তাবুত আসবে, যাতে রয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রশান্তি (সাকীনা) এবং মূসা ও হারূনের পরিবারের রেখে যাওয়া কিছু অবশিষ্ট বস্তু; ফেরেশতারা তা বহন করে আনবে। নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও।" — সূরা আল-বাকারা ২:২৪৮

২.

ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

"অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন সেনাবাহিনী নাযিল করলেন যা তোমরা দেখতে পাওনি; আর যারা কুফরি করেছিল তাদের শাস্তি দিলেন। এটিই কাফিরদের প্রতিদান।" — সূরা আত-তাওবা ৯:২৬

৩.

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ

"তোমরা যদি তাঁকে সাহায্য না করো, তবে আল্লাহ তো তাঁকে সাহায্য করেছিলেন — যখন কাফিররা তাঁকে বের করে দিয়েছিল, তিনি ছিলেন দুজনের একজন; যখন তাঁরা দুজন গুহায় ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলছিলেন: 'দুশ্চিন্তা কোরো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করলেন।" — সূরা আত-তাওবা ৯:৪০

অধ্যায় ১২ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ১৩

লাক্বতুল মারজানের মানহাজ (২) – সালাফ ও ইমামগণের কর্মপদ্ধতি

(মুদ্রিত ফোলিও ২১–২৯। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সরাসরি ধারাবাহিকতা: শাইখ আল-হিবশী «موقع لقط المرجان» থেকে যে দীর্ঘ আলোচনাটি উদ্ধৃত করছেন, তা এখানেও চলছে। মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন — নির্দিষ্ট অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াত বেছে নেওয়া কোনো আবিষ্কৃত বিদআত নয়; সাহাবী, তাবিঈ, মুফাসসির ও ইমামগণের আমল ও নকলেই তা প্রতিষ্ঠিত।)

সাকীনার আয়াত – অবশিষ্ট তিনটি স্থান

(পূর্ববর্তী অধ্যায়ে "সাকীনা" শব্দের প্রথম তিনটি স্থান — আল-বাকারা ২:২৪৮, আত-তাওবা ৯:২৬ এবং আত-তাওবা ৯:৪০ — উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় স্থানটির আয়াত এই পৃষ্ঠায় শেষ হচ্ছে:)

عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ

وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"...তাঁর উপর, এবং তাঁকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখতে পাওনি; আর কাফিরদের কালিমাকে করে দিলেন সর্বনিম্ন, আর আল্লাহর কালিমাই সর্বোচ্চ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" — সূরা আত-তাওবা ৯:৪০

৪.

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ

جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি (সাকীনা) নাযিল করেছেন — যাতে তাদের ঈমানের সঙ্গে ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। আসমান ও যমীনের সেনাবাহিনী আল্লাহরই; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" — সূরা আল-ফাতহ ৪৮:৪

৫.

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাইআত করছিল। তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জানতেন, ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের পুরস্কার দিলেন এক আসন্ন বিজয়।" — সূরা আল-ফাতহ ৪৮:১৮

৬.

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"যখন কাফিররা তাদের অন্তরে জাহিলী যুগের গোঁয়ার্তুমি পুষে রেখেছিল, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের তাকওয়ার কালিমার উপর অবিচল রাখলেন; আর তারাই ছিল এর অধিক হকদার ও এর যোগ্য। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সর্বজ্ঞ।" — সূরা আল-ফাতহ ৪৮:২৬

ইবন তাইমিয়া কঠিন মুহূর্তে সাকীনার আয়াত পড়তেন

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তাঁর শাইখ সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন, তা এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু — কারণ এটি কোনো তাত্ত্বিক দাবি নয়, বরং একজন ইমামের নিজস্ব আমল ও অভিজ্ঞতা:

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ — যখন তাঁর উপর পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়ত, তখন তিনি সাকীনার আয়াতসমূহ পড়তেন।

আমি তাঁকে বলতে শুনেছি — তাঁর অসুস্থতার সময় ঘটে যাওয়া এক বিরাট ঘটনা সম্পর্কে, যা বহন করতে বুদ্ধি অক্ষম হয়ে পড়ে — শয়তানী রূহদের সঙ্গে যুদ্ধ, যারা তখন তাঁর শক্তি দুর্বল হয়ে পড়া অবস্থায় তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি বলেন: "যখন বিষয়টি আমার উপর কঠিন হয়ে গেল, তখন আমি আমার আত্মীয়স্বজন ও আশপাশের লোকদের বললাম: তোমরা সাকীনার আয়াতগুলো পড়ো।" তিনি বলেন: "এরপর ওই অবস্থা আমার থেকে সরে গেল, আর আমি উঠে বসলাম — আমার মধ্যে আর কিছুই ছিল না।"

আর আমি নিজেও অন্তরের অস্থিরতার সময় — যখন তার উপর নানা কিছু এসে পড়ে — এই আয়াতগুলো পড়ার তাজরিবা (অভিজ্ঞতা) করেছি, এবং দেখেছি অন্তরের প্রশান্তি ও স্থিতি আনয়নে এগুলোর বিরাট প্রভাব রয়েছে। — সমাপ্ত

যাদুল মাআদ থেকে: মাসরূ'-এর কানে যা পড়া হতো

ইবনুল কাইয়িম *যাদুল মাআদ*-এ বলেন:

> শাইখুল ইসলাম প্রায়ই মাসরূ' (মৃগীগ্রস্ত/জিনে-আক্রান্ত ব্যক্তি)-এর কানে পড়তেন:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

> "তোমরা কি ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?" — সূরা আল-মুমিনূন ২৩:১১৫
>
> আর তিনি আয়াতুল কুরসী দিয়ে চিকিৎসা করতেন, এবং মাসরূ' ও যে তাকে চিকিৎসা করছে — উভয়কেই তা অধিক পরিমাণে পড়ার নির্দেশ দিতেন।

লক্ষণীয়: এখানে আয়াত নির্বাচন সুস্পষ্ট — একটি নির্দিষ্ট অবস্থার (মাসরূ') জন্য একটি নির্দিষ্ট আয়াত, এবং তা করছেন সেই ইমাম, যাঁর দিকে আপত্তিকারীরা নিজেরাই সবচেয়ে বেশি প্রত্যাবর্তন করেন।

আয়াতুল কুরসী প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়ার সাক্ষ্য – তাজরিবাই দলিল

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ আয়াতুল কুরসী নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলেন:

> এতদসত্ত্বেও — অগণিত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকেরা (المجربون) তাজরিবা করে দেখেছেন যে, শয়তানদের প্রতিহত করা এবং তাদের অবস্থা বাতিল করে দেওয়ার ক্ষেত্রে এর এমন প্রভাব রয়েছে, যা তার আধিক্য ও শক্তির কারণে সীমাবদ্ধ করাই সম্ভব নয়। — সমাপ্ত

অর্থাৎ ইবন তাইমিয়া নিজেই তাজরিবাকে একটি স্বীকৃত ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করছেন, এবং সেই তাজরিবার বিষয়বস্তু হলো একটি নির্দিষ্ট আয়াত একটি নির্দিষ্ট কাজে।

সুনানুত তিরমিযীর হাদীস – সূরা ফাতিহা দিয়ে বিষের চিকিৎসা

সুনানুত তিরমিযীতে আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ وَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ فَاشْتَكَى سَيِّدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوا هَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ قُلْنَا نَعَمْ وَلَكِنْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا

عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَطِيعًا مِنَ الْغَنَمِ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا يَقْرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ

"নবী ﷺ-এর সাহাবীদের কয়েকজন আরবের একটি গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গোত্রটি তাঁদের আপ্যায়ন করল না, মেহমানদারিও করল না। এরপর তাদের সরদার অসুস্থ হয়ে পড়ল। তারা আমাদের কাছে এসে বলল: তোমাদের কাছে কোনো ওষুধ আছে কি? আমরা বললাম: হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা তো আমাদের আপ্যায়ন করোনি, মেহমানদারিও করোনি — তাই আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করা পর্যন্ত আমরা কিছু করব না। তারা এর বিনিময়ে একপাল বকরি নির্ধারণ করল। বর্ণনাকারী বলেন: তখন আমাদের একজন তার উপর সূরা ফাতিহা পড়তে লাগলেন, আর সে সুস্থ হয়ে গেল।"

এখানেই মূল কথা: একটি নির্দিষ্ট অবস্থার (বিষক্রিয়া/দংশন) উপর সাহাবী একটি নির্দিষ্ট সূরা বেছে নিলেন — এবং নবী ﷺ তা অনুমোদন করলেন।

সূরা ইয়াসীনের শুরু – শত্রুর দৃষ্টি থেকে আড়াল হওয়ার আয়াত

ইবন কাসীরের তাফসীর (সূরা ইয়াসীন)

ইকরিমা থেকে বর্ণিত — আবূ জাহল বলেছিল: "আমি যদি মুহাম্মাদকে দেখি, তবে অবশ্যই এই করব, ওই করব।" তখন নাযিল হলো:

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ

"নিশ্চয়ই আমি তাদের গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, ফলে তা চিবুক পর্যন্ত ঠেকে আছে; তাই তারা মাথা উঁচু করে আছে।" — সূরা ইয়াসীন ৩৬:৮

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

"আর আমি তাদের সামনে একটি প্রাচীর এবং পেছনে একটি প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদের ঢেকে দিয়েছি — ফলে তারা দেখতে পায় না।" — সূরা ইয়াসীন ৩৬:৯

ইকরিমা বলেন: তারা বলাবলি করত — "এই তো মুহাম্মাদ!" আর সে (আবূ জাহল) বলত: "কোথায় সে? কোথায় সে?" — সে তাকে দেখতে পেত না। ইবন জারীর তা বর্ণনা করেছেন। — সমাপ্ত

ইমাম কুরতুবীর *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*

আসমা বিনতু আবী বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: যখন সূরা "تبت يدا أبي لهب" নাযিল হলো, তখন একচক্ষু উম্মু জামীল বিনতু হারব চিৎকার করতে করতে এগিয়ে এল — তার হাতে একটি পাথর, আর সে বলছিল: "মুযাম্মাম (নিন্দিত)-কে আমরা অস্বীকার করেছি, তার নির্দেশ আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি, তার দ্বীনকে আমরা ঘৃণা করেছি।" নবী ﷺ তখন মসজিদে বসে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবূ বকর তাকে দেখে বললেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে এদিকেই আসছে, আমি আশঙ্কা করছি সে আপনাকে দেখে ফেলবে!" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "সে আমাকে কখনোই দেখবে না।" এরপর তিনি কুরআন পড়লেন এবং তা দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করলেন — যেমনটি তিনি বলেছিলেন। তিনি পড়েছিলেন:

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

"আর যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে এক অদৃশ্য পর্দা স্থাপন করি।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৪৫

এরপর সে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে এসে দাঁড়াল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেল না। সে বলল: "হে আবূ বকর, আমাকে জানানো হয়েছে যে তোমার সঙ্গী আমার নিন্দা করে কবিতা বেঁধেছে!" তিনি বললেন: "না, এই ঘরের রবের কসম — সে তোমার নিন্দা করেনি।" বর্ণনাকারী বলেন: তখন সে ফিরে যেতে যেতে বলছিল: "কুরাইশ তো জানে, আমি তাদের সরদারেরই কন্যা।"

সাঈদ ইবন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা:

যখন নাযিল হলো:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

"ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দুই হাত, আর ধ্বংস হোক সে নিজেও।" — সূরা আল-মাসাদ ১১১:১

তখন আবূ লাহাবের স্ত্রী নবী ﷺ-এর কাছে এল, তাঁর সঙ্গে তখন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। আবূ বকর বললেন: "আপনি যদি একটু সরে যেতেন — যাতে সে আপনাকে কষ্ট দেওয়ার মতো কিছু শোনাতে না পারে; কারণ সে অশ্লীলভাষী নারী।" নবী ﷺ বললেন: "আমার ও তার মাঝে অবশ্যই আড়াল করে দেওয়া হবে।" ফলে সে তাঁকে দেখতে পেল না। সে আবূ বকরকে বলল: "হে আবূ বকর, তোমার সঙ্গী আমাদের নিন্দা করে কবিতা বেঁধেছে!" তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম, সে কবিতা বলেও না, রচনাও করে না।" সে বলল: "তুমি নিশ্চয়ই তাকে সত্যায়নকারী।" এরপর সে ফিরে চলে গেল। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কি আপনাকে দেখেনি?" তিনি বললেন: "না; একজন ফেরেশতা অনবরত আমার ও তার মাঝে আড়াল হয়ে ছিলেন — যতক্ষণ না সে চলে গেল।"

তাখরীজ: আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক* (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬১), কিতাবুত তাফসীর। আল-হাকিম বলেছেন: "এই হাদীসটি সহীহুল ইসনাদ, কিন্তু (বুখারী-মুসলিম) দুজনের কেউই তা বর্ণনা করেননি।" আয-যাহাবীও তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন।

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা — তিনটি নির্দিষ্ট আয়াত

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত (আল-ইসরা ১৭:৪৫) প্রসঙ্গে বলেন: নবী ﷺ তিনটি আয়াত দ্বারা মুশরিকদের থেকে আড়াল হতেন —

১. সূরা আল-কাহফের আয়াত:

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

"নিশ্চয়ই আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়ে দিয়েছি — যাতে তারা তা বুঝতে না পারে; আর তাদের কানে দিয়েছি বধিরতা।" — সূরা আল-কাহফ ১৮:৫৭

২. সূরা আন-নাহলের আয়াত:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ

"এরাই তারা, যাদের অন্তর, কান ও চোখের উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন।" — সূরা আন-নাহল ১৬:১০৮

৩. সূরা আল-জাসিয়ার আয়াত:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ

وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً

"আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকেই নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আর আল্লাহ জ্ঞাতসারেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন।" — সূরা আল-জাসিয়া ৪৫:২৩

নবী ﷺ যখন এগুলো পড়তেন, তখন মুশরিকদের থেকে আড়াল হয়ে যেতেন।

এই আয়াতগুলোর ধারাবাহিক তাজরিবা – কা'ব থেকে আন্দালুস পর্যন্ত

কা'ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন:

আমি এই আয়াতগুলোর কথা শামের এক ব্যক্তিকে বলেছিলাম। সে রোমের দেশে গিয়ে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করল, তারপর পালিয়ে বের হলো — তারা তার খোঁজে বেরোল। সে ওই আয়াতগুলো পড়ল, ফলে তারা তার সঙ্গে একই রাস্তায় থাকা সত্ত্বেও তাকে দেখতে পাচ্ছিল না।

আস-সা'লাবী বলেন:

কা'ব থেকে তারা যা বর্ণনা করেন, তার (ঘটনার) রূপ এই — আমি তা রায়-এর এক ব্যক্তিকে বলেছিলাম। সে দাইলামে বন্দি হলো, কিছুকাল থাকল, তারপর পালিয়ে বের হলো — তারা তার খোঁজে বেরোল। সে আয়াতগুলো পড়ল, এমনকি তাদের কাপড় তার কাপড় স্পর্শ করছিল, তবু তারা তাকে দেখতে পাচ্ছিল না।

লেখকের সংযোজন – সূরা ইয়াসীনের শুরু

তিনি (লেখক) বলেন:

এই আয়াতের সঙ্গে সূরা ইয়াসীনের শুরু থেকে "فهم لا يبصرون" পর্যন্ত সংযোজন করা হয়। কারণ নবী ﷺ-এর হিজরত এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাঁর বিছানায় শয়নের ঘটনায় সীরাতে এসেছে —

রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন, নিজের হাতে এক মুঠো মাটি নিলেন। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাদের দৃষ্টিকে তাঁর থেকে আটকে দিলেন, ফলে তারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না। তিনি সেই মাটি তাদের মাথার উপর ছড়াতে লাগলেন, আর সূরা ইয়াসীনের এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করছিলেন:

يس ۞ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ صِرَاطٍ

مُّسْتَقِيمٍ ۞ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

"ইয়া-সীন। প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম! নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত, সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। (এই কুরআন) পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।" — সূরা ইয়াসীন ৩৬:১-৫

...এভাবে তাঁর এই বাণী পর্যন্ত:

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ

لَا يُبْصِرُونَ

"আর আমি তাদের সামনে একটি প্রাচীর এবং পেছনে একটি প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদের ঢেকে দিয়েছি — ফলে তারা দেখতে পায় না।" — সূরা ইয়াসীন ৩৬:৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এই আয়াতগুলো শেষ করলেন, তখন তাদের এমন কোনো লোক বাকি রইল না যার মাথায় মাটি পড়েনি। এরপর তিনি যেদিকে যেতে চেয়েছিলেন, সেদিকে চলে গেলেন।

লেখকের নিজের ঘটনা – আন্দালুসে

তিনি বলেন:

আমাদের দেশ আন্দালুসে কুরতুবার (কর্ডোভা) অধীনস্থ মানসূর দুর্গে আমার নিজের ক্ষেত্রেই ঠিক এমনটি ঘটেছে। ব্যাপারটি এই — আমি শত্রুর সামনে থেকে পালিয়ে এক পাশে সরে গিয়েছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজন অশ্বারোহী আমার খোঁজে বের হলো, আর আমি তখন খোলা মাঠে বসে আছি — এমন কিছুই নেই যা আমাকে আড়াল করতে পারে। আমি সূরা ইয়াসীনের শুরু এবং কুরআনের আরও কিছু অংশ পড়ছিলাম। তারা দুজন আমার পাশ দিয়ে চলে গেল, তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে গেল; তাদের একজন অপরজনকে বলছিল: "হাযা দীবলুহ" — অর্থাৎ তারা শয়তান বোঝাচ্ছিল।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছিলেন, ফলে তারা আমাকে দেখতে পায়নি। এর উপর আল্লাহর জন্য অজস্র প্রশংসা। — সমাপ্ত

বদনজরের ওষুধ – ইমাম আল-বাগাবীর নকল

ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইবন মাসঊদ আল-ফাররা আল-বাগাবী আশ-শাফিঈ তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর *মাআলিমুত তানযীল*-এ বলেন:

> আল-হাসান বলেছেন: বদনজরের (আল-আইন) ওষুধ হলো — মানুষ এই আয়াতটি পড়বে:

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

> "আর কাফিররা যখন যিকর (কুরআন) শোনে, তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে, আর তারা বলে: নিশ্চয়ই সে পাগল।" — সূরা আল-ক্বলম ৬৮:৫১

এটিই তাখসীসের স্পষ্টতম নজির: একটি নির্দিষ্ট রোগ (বদনজর) — একটি নির্দিষ্ট আয়াত, এবং তা বলছেন আল-হাসান, নকল করছেন ইমাম আল-বাগাবী।

সিহরের আয়াতসমূহ

ইমাম কুরতুবী – সূরা ইউনুসের ৮১ নম্বর আয়াতের তাফসীরে

> ইবন আব্বাস বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে বিছানায় গিয়ে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে —

مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

> "তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা তো জাদু; নিশ্চয়ই আল্লাহ তা বাতিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সংশোধন করেন না।" — সূরা ইউনুস ১০:৮১ (অংশ)

— তাকে কোনো জাদুকরের চক্রান্ত ক্ষতি করতে পারে না; আর সিহরে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির উপর তা লেখা হলে আল্লাহ তার থেকে সিহর প্রতিহত করে দেন।

ইবন কাসীর – একই আয়াতের তাফসীরে

ইবন কাসীর আল্লাহ তাআলার বাণী «فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ...»-এর তাফসীরে ইবন আবী সুলাইম থেকে উদ্ধৃত করেন:

তিনি বলেন: আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, এই আয়াতগুলো আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে সিহর থেকে আরোগ্য — একটি পাত্রে পানি রেখে তাতে পড়া হবে, তারপর তা সিহরগ্রস্ত ব্যক্তির মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে।

সেই আয়াতগুলো:

ক. সূরা ইউনুসের আয়াত:

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

"অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বললেন: তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা তো জাদু; নিশ্চয়ই আল্লাহ তা বাতিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সংশোধন করেন না।" — সূরা ইউনুস ১০:৮১

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

"আর আল্লাহ তাঁর কালিমাসমূহ দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন — যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।" — সূরা ইউনুস ১০:৮২

খ. অপর আয়াতটি — চার আয়াতের শেষ পর্যন্ত:

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করছিল তা বাতিল হয়ে গেল।" — সূরা আল-আ'রাফ ৭:১১৮

গ. এবং আল্লাহর বাণী:

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

"তারা যা বানিয়েছে তা তো কেবল জাদুকরের ছলনা; আর জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হয় না।" — সূরা ত্বা-হা ২০:৬৯

একটি আপত্তি ও শাইখ ইবন বাযের জবাব

শাইখ মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফিক্কী রহিমাহুল্লাহ তাআলা এর উপর আপত্তি করে বলেন:

এ ধরনের বিষয়ে লাইস ইবন আবী সুলাইমের মতামত অনুসারে আমল করা যায় না, ইবনুল কাইয়িমের মতামত অনুসারেও নয়, অন্য কারও মতামত অনুসারেও নয়। বরং আমল করা হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত সুন্নাহ অনুসারে। ইবন আবী সুলাইম যা বলেন, তার কিছুই তাঁর ﷺ থেকে আসেনি; ইবনুল কাইয়িমের কথাও নয়। আর ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ থেকে যা নকল করা হয়, তা তো ইসরাঈলীদের রীতির উপর, শ্রেষ্ঠ রাসূলের হিদায়াতের উপর নয়। এই শিথিলতার দরজা দিয়েই বিদআত প্রবেশ করেছে, তারপর শিরকে আকবার। নিজের কল্যাণকামী মুমিনের কর্তব্য — রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদীন রাদিয়াল্লাহু আনহুমের হিদায়াত মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা এবং নব-উদ্ভাবিত বিষয় বর্জন করা, তা যার কাছ থেকেই আসুক না কেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া প্রত্যেকের কথাই গ্রহণযোগ্য বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

এর জবাব দিয়েছেন আল্লামা, যাহিদ, ফযীলাতুশ শাইখ আবদুল আযীয ইবন আবদিল্লাহ ইবন বায রহিমাহুল্লাহ তাআলা। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ইবন আবী সুলাইম যা বলেছেন তাতে কোনো শারঈ বিরোধিতা নেই, বরং তাঁর কথা সাধারণ মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন:

আমি বলি: শাইখ হামিদের এই আপত্তি — যা তিনি করেছেন শারিহ (ব্যাখ্যাকার) আবূ সুলাইম, ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ ও ইবনুল কাইয়িম থেকে যা উল্লেখ করেছেন তার উপর — যথাস্থানে নয়; বরং তা শাইখ হামিদেরই ভুল। কারণ কুরআনুল কারীম, সিদর (কুল পাতা) ও এ জাতীয় মুবাহ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত নয় — বরং তা চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। আর নবী ﷺ বলেছেন:

عِبَادَ اللَّهِ! تَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

"হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো, তবে হারাম দিয়ে চিকিৎসা করো না।"

আপত্তি ও জবাব

শাইখ হামিদ আল-ফিক্বীর আপত্তি	শাইখ ইবন বাযের জবাব
আমল হবে প্রমাণিত সুন্নাহ অনুসারে, ইবন আবী সুলাইমের কথায় নয়	ইবন আবী সুলাইমের কথায় কোনো শারঈ বিরোধিতা নেই
ওয়াহবের নকল ইসরাঈলীদের রীতির উপর	আপত্তি যথাস্থানে নয়, শাইখ হামিদেরই ভুল
এই শিথিলতার দরজায় বিদআত, তারপর শিরকে আকবার	কুরআন, সিদর ও মুবাহ ওষুধে চিকিৎসা বিদআত নয়, বরং চিকিৎসা

এই অধ্যায়ের উপস্থাপনা অনুযায়ী

শাইখ ইবন বাযের বর্ণিত চিকিৎসা – মারবূতের জন্য

সমাহাতুশ শাইখ আবদুল আযীয ইবন বায রহিমাহুল্লাহ মারবূত (সিহর দ্বারা স্ত্রীর সঙ্গে মিলনে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি)-এর চিকিৎসা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

1. সিদরের (নাবিক/কুল গাছের) সাতটি সবুজ পাতা নেবে;
2. পাথর বা অনুরূপ কিছু দিয়ে তা থেঁতলে নেবে;
3. একটি পাত্রে রাখবে এবং তাতে গোসলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পানি ঢালবে;
4. সেই পানিতে পড়বে: আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-কাফিরূন, সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক্ব, সূরা আন-নাস — এবং সিহরের আয়াতসমূহ।

সিহরের আয়াতসমূহ — প্রথমত সূরা আল-আ'রাফে:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ ۝ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

"আর আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। অতঃপর সহসাই তা তাদের বানানো মিথ্যাগুলো গিলে ফেলতে লাগল। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করছিল তা বাতিল হয়ে গেল। সেখানেই তারা পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় ফিরে গেল। আর জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল: আমরা ঈমান আনলাম জগৎসমূহের রবের প্রতি — মূসা ও হারূনের রবের প্রতি।" — সূরা আল-আ'রাফ ৭:১১৭–১২২

দ্বিতীয়ত সূরা ইউনুসের আয়াতসমূহ:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ۝ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

"ফিরআউন বলল: আমার কাছে প্রত্যেক দক্ষ জাদুকরকে নিয়ে এসো। অতঃপর যখন জাদুকররা এল, মূসা তাদের বললেন: তোমরা যা নিক্ষেপ করার, নিক্ষেপ করো। তারপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বললেন: তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা তো জাদু; নিশ্চয়ই আল্লাহ তা বাতিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সংশোধন করেন না। আর আল্লাহ তাঁর কালিমাসমূহ দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন — যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।" — সূরা ইউনুস ১০:৭৯–৮২

তৃতীয়ত সূরা ত্বা-হার আয়াতসমূহ:

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۝ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۝ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۝ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ۝ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

"তারা বলল: হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ করো, নয়তো আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি। তিনি বললেন: বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো। অতঃপর সহসাই তাদের রশি ও লাঠিগুলো তাদের জাদুর প্রভাবে তাঁর কাছে মনে হতে লাগল যেন সেগুলো ছুটে চলেছে। তখন মূসা নিজের মনে ভীতি অনুভব করলেন। আমি বললাম: ভয় করো না, নিশ্চয়ই তুমিই বিজয়ী। আর তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো — তা গিলে ফেলবে তারা যা বানিয়েছে। তারা যা বানিয়েছে তা তো কেবল জাদুকরের ছলনা; আর জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হয় না।" — সূরা ত্বা-হা ২০:৬৫–৬৯

ব্যবহারবিধি: উল্লিখিত আয়াতগুলো পানিতে পড়ার পর তার কিছু অংশ পান করবে এবং বাকিটা দিয়ে গোসল করবে। এতে আল্লাহর ইচ্ছায় রোগ দূর হয়ে যাবে। প্রয়োজন হলে দুইবার বা তার বেশিও ব্যবহার করা যাবে — রোগ দূর না হওয়া পর্যন্ত, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর আসার – সূরা আল-বাকারার নির্দিষ্ট আয়াতসমূহ

আসারে আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

مَنْ قَرَأَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَيْنِ بَعْدَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَثَلَاثًا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَمْ يَقْرَبْهُ وَلَا أَهْلَهُ يَوْمَئِذٍ شَيْطَانٌ، وَلَا شَيْءٌ يَكْرَهُهُ، وَلَا يُقْرَأْنَ عَلَىٰ مَجْنُونٍ إِلَّا أَفَاقَ

> "যে ব্যক্তি সূরা আল-বাকারার প্রথম চারটি আয়াত, আয়াতুল কুরসী, আয়াতুল কুরসীর পরের দুটি আয়াত এবং সূরা আল-বাকারার শেষ তিনটি আয়াত পড়বে — সেদিন তার কাছে বা তার পরিবারের কাছে শয়তান ঘেঁষবে না, এবং সে অপছন্দ করে এমন কিছুও নয়। আর এই আয়াতগুলো কোনো পাগলের উপর পড়া হলেই সে সুস্থ হয়ে যায়।"

তাখরীজ: ইমাম আদ-দারিমী তাঁর *সুনান*-এ বর্ণনা করেছেন।

এই আসারটিই তাখসীসের ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্ট সালাফী নজির — এখানে সাহাবী আয়াতগুলোকে সংখ্যায় ও অবস্থানে নির্দিষ্ট করছেন, এবং নির্দিষ্ট ফল (শয়তান থেকে হিফাযত, পাগলের আরোগ্য) উল্লেখ করছেন।

বিপদগ্রস্তের জন্য পাঁচটি আয়াত – আল-হাসান আল-বসরীর কথা

আল-ক্বাদী আত-তানূখীর কিতাব *আল-ফারাজ বা'দাশ শিদ্দা*-য় বলা হয়েছে:

> আল-হাসান আল-বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

عَجَبًا لِمَكْرُوبٍ غَفَلَ عَنْ خَمْسٍ وَقَدْ عَرَفَ لِمَنْ قَالَهُنَّ

> "আশ্চর্য সেই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য, যে পাঁচটি (আয়াত) থেকে গাফিল থাকে — অথচ সে জানে, যারা এগুলো বলেছিল তাদের পরিণতি কী হয়েছিল!"

১.

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দিয়ে। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন — যারা তাদের উপর বিপদ এলে বলে: নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই, আর নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব। এদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে অজস্র অনুগ্রহ ও রহমত; আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" — সূরা আল-বাকারা ২:১৫৫–১৫৭

২.

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ۖ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ

"আমি তোমাদের যা বলছি, শীঘ্রই তোমরা তা স্মরণ করবে। আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি; নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন, আর ফিরআউনের অনুসারীদের ঘিরে ধরল নিকৃষ্ট শাস্তি।" — সূরা গাফির ৪০:৪৪–৪৫

৩.

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ

"আর যুন-নূন (ইউনুস)-এর কথা স্মরণ করুন — যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে আমি তাঁকে সংকুচিত করব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারসমূহের মধ্য থেকে ডেকে বলেছিলেন: আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র; নিশ্চয়ই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি। তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম; আর এভাবেই আমি মুমিনদের মুক্তি দিই।" — সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৭–৮৮

৪.

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

"যাদের লোকেরা বলেছিল: নিশ্চয়ই লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় করো — তখন তা তাদের ঈমান আরও বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক! ফলে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এল; কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি, আর তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করল। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।" — সূরা আলে ইমরান ৩:১৭৩–১৭৪

৫.

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ

"আর আইয়ুবের কথা স্মরণ করুন — যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বলেছিলেন: নিশ্চয়ই আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে, আর আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁর যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম; আর তাঁকে দিলাম তাঁর পরিবার ও তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরও — আমার পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।" — সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৩–৮৪

আল-হাসান আল-বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

যে ব্যক্তি বিপদ-আপদের সময় এই আয়াতগুলো নিয়মিত পড়াকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে তা দূর করে দেন।

আল-হাসান আল-বসরীর পাঁচ আয়াত

- [ ] সূরা আল-বাকারা ২:১৫৫–১৫৭
- [ ] সূরা গাফির ৪০:৪৪–৪৫
- [ ] সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৭–৮৮
- [ ] সূরা আলে ইমরান ৩:১৭৩–১৭৪
- [ ] সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৩–৮৪

আল-ক্বাদী আত-তানূখীর কিতাবে আল-হাসান আল-বসরী থেকে বর্ণিত

শাইখ বদরুদ্দীন ইবন আবদিল্লাহ আশ-শিবলীর কথা

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কিতাব দিয়ে চিকিৎসা ও আরোগ্য অন্বেষণের মধ্যে রয়েছে পূর্ণ সমৃদ্ধি ও সর্বব্যাপী পরিতৃপ্তি। তা-ই নূর; অন্তরে যা আছে তার জন্য তা-ই শিফা; প্রতিটি ভয়ের বস্তু প্রতিহতকারী রক্ষাকবচ; এবং জীবিত ও কবরবাসী মুমিনদের জন্য রহমত। আল্লাহ আমাদের তার অর্থ উপলব্ধির তাওফীক দিন এবং তার আদেশ-নিষেধের সীমায় আমাদের দাঁড় করান।

বুদ্ধিমানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কিতাবের আয়াতসমূহে তাদাব্বুর করে, সে প্রতিটি মারাত্মক রোগের নিরাময়কারী ওষুধের সন্ধান পেয়ে যায় — কেবল মৃত্যু ছাড়া, যা প্রতিটি জীবিতের অবধারিত পরিণতি। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

"আমি কিতাবে কোনো কিছুই বাদ রাখিনি।" — সূরা আল-আনআম ৬:৩৮

আর আয়াত ও যিকরসমূহের খাওয়াস (বিশেষ বৈশিষ্ট্য) কেবল সে-ই অস্বীকার করে, যার আকীদা দুর্বল। কিন্তু আলিমগণ ছাড়া কেউ তা বোঝে না — কারণ তা উপদেশ, আর তা ধারণ করে কেবল সংরক্ষণকারী কান। আল্লাহই সত্যের দিকে পথপ্রদর্শক। — সমাপ্ত

উল্লেখ্য: এখানে "খাওয়াসুল আয়াত" — অর্থাৎ নির্দিষ্ট আয়াতের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য — পরিভাষাটি স্পষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা অস্বীকারকারীকে দুর্বল-আকীদা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের তাখসীস-নজির

এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত নজির

- **ইবন তাইমিয়া** — কঠিন মুহূর্তে সাকীনার আয়াত পড়তেন
- **মাসরূ'** — ইবন তাইমিয়া কানে পড়তেন, আয়াতুল কুরসী অধিক পড়তে বলতেন
- **তিরমিযীর হাদীস** — সাহাবী সূরা ফাতিহা পড়লেন
- **আল-হাসান (বাগাবীর নকলে)** — বদনজরের জন্য সূরা আল-ক্বলমের আয়াত
- **ইবন মাসঊদের আসার** — সূরা আল-বাকারার নির্দিষ্ট আয়াতসমূহ
- **আল-হাসান আল-বসরী** — বিপদগ্রস্তের জন্য পাঁচটি আয়াত
- **কা'ব** — নবী তিনটি আয়াত পড়ে আড়াল হতেন

ইবনুল কাইয়িম – আইয়ুব আলাইহিস সালামের দুআ

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাব *আল-ফাওয়াইদ*-এ বলেন:

এক মহান দুআ — আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

"আর আইয়ুবের কথা স্মরণ করুন — যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বলেছিলেন: নিশ্চয়ই আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে, আর আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" — সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৩

এই দুআটিতে একত্রিত হয়েছে: তাওহীদের প্রকৃত মর্ম, নিজের রবের প্রতি দীনতা ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ, তাঁর কাছে বিনয়ে ভালোবাসার স্বাদ উপস্থিত থাকা, তাঁর জন্য রহমতের সিফাত স্বীকার করা এবং তিনি যে দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু — তা মেনে নেওয়া, তাঁর সিফাতসমূহ দ্বারা তাওয়াসসুল, এবং নিজের প্রয়োজন ও দীনতার তীব্রতা তুলে ধরা।

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যখনই এটি (এই অবস্থাসহ) পায়, তার বিপদ তার থেকে দূর করে দেওয়া হয়। আর তাজরিবা করে দেখা গেছে — যে ব্যক্তি এটি সাতবার বলে, বিশেষত এই মারিফাতসহ (অর্থাৎ উপরোক্ত অর্থগুলো অন্তরে হাজির রেখে) — (তার কষ্ট দূর হয়ে যায়)।

এক নজরে

- ইবন তাইমিয়া কঠিন মুহূর্তে সাকীনার আয়াত পড়তেন, ইবনুল কাইয়িমের বর্ণনায়
- মাসরূ'-এর কানে নির্দিষ্ট আয়াত পড়া ও আয়াতুল কুরসী দিয়ে চিকিৎসা
- বদনজরের জন্য আল-হাসান থেকে একটি আয়াতের নকল, আল-বাগাবীর বর্ণনায়
- শাইখ হামিদের আপত্তি; ইবন বায: আপত্তি যথাস্থানে নয়
- ইবন মাসঊদের আসার: সূরা আল-বাকারার নির্দিষ্ট আয়াতসমূহ
- আশ-শিবলী: আয়াতের খাওয়াস অস্বীকারকারী দুর্বল-আকীদা

যাচাই করুন

1. শাইখ হামিদের আপত্তির জবাবে ইবন বায কী বলেছেন?

ক. আপত্তি সম্পূর্ণ সঠিক

খ. আপত্তি যথাস্থানে নয়, বরং শাইখ হামিদেরই ভুল

2. তিরমিযীর হাদীসে সাহাবী গোত্রের সরদারের উপর কোন সূরা পড়লেন?

ক. সূরা আল-ইখলাস

খ. সূরা ইয়াসীন

গ. সূরা ফাতিহা

3. আল-বাগাবীর নকলে আল-হাসান বদনজরের জন্য কোন সূরার আয়াত পড়ার কথা বলেছেন?

ক. সূরা আল-কাহফ

খ. সূরা আল-ক্বলম

4. ইবন মাসঊদের আসারে আয়াতুল কুরসী ছাড়া বাকারার কোন অংশের কথা এসেছে?

ক. কেবল শেষ দুই আয়াত

খ. প্রথম চার আয়াত, আয়াতুল কুরসীর পরের দুটি ও শেষ তিনটি আয়াত

5. মাসরূ'-কে ইবন তাইমিয়া কোন আয়াত অধিক পড়তে নির্দেশ দিতেন?

ক. সূরা ইয়াসীনের শুরু

খ. আয়াতুল কুরসী

6. আশ-শিবলীর বক্তব্যে আয়াতের খাওয়াস কে অস্বীকার করে?

ক. আলিমগণ

খ. যার আকীদা দুর্বল

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ

অধ্যায় ১৩ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ১৪

আয়াত বাছাইয়ের পদ্ধতি (শেষাংশ) – এবং রাকী কেন প্রতিটি রোগের জন্য আয়াত বেছে নেন

(মুদ্রিত ফোলিও ৩০–৩৭। প্রথমে লাক্‌ত আল-মারজান সাইট থেকে উদ্ধৃত আয়াত-বাছাইয়ের পদ্ধতির অবশিষ্ট অংশ — মূলত ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহর আত-তিব্বুন নববী *থেকে লেখার মাধ্যমে চিকিৎসার নমুনাগুলো; এরপর শাইখ খালিদ আল-হিবশীর নিজের অধ্যায় «لماذا يختار الراقي آيات لكل مرض؟» — "রাকী কেন প্রতিটি রোগের জন্য আয়াত বেছে নেন?" — যেখানে তিনি আটটি কারণ গণনা করেছেন এবং নিজের চর্চা থেকে কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করেছেন।)*

১. আত-তিব্বুন নববী থেকে – লেখার মাধ্যমে চিকিৎসার নমুনাসমূহ

(ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া রহিমাহুল্লাহ, আত-তিব্বুন নববী*। শাইখ আল-হিবশী এই অংশটুকু আয়াত-বাছাইয়ের পদ্ধতি বোঝানোর প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন।)*

জ্বরের জন্য ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর লেখা রুকআ। আল-মারওয়াযী বলেন: আবূ আবদিল্লাহর *(অর্থাৎ ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহিমাহুল্লাহর)* কাছে সংবাদ পৌঁছাল যে আমার জ্বর হয়েছে। তখন তিনি আমার জন্য জ্বরের একটি রুকআ *(কাগজের টুকরা)* লিখে দিলেন, তাতে ছিল:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

"পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে; আল্লাহর নামে, আল্লাহরই সাহায্যে; মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ

"আমি বললাম: হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। আর তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল, ফলে আমি তাদেরই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।" — সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৬৯–৭০

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، اشْفِ صَاحِبَ هٰذَا الْكِتَابِ

بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبَرُوتِكَ، إِلٰهَ الْحَقِّ آمِينَ

"হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব! এই লেখার বাহককে আপনার ক্ষমতা, শক্তি ও পরাক্রমে আরোগ্য দান করুন। হে সত্য মাবুদ, আমীন।"

কঠিন প্রসবের জন্য ইমাম আহমাদের লেখা। আল-খাল্লাল বলেন: আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ আমাকে বললেন — আমি আমার পিতাকে দেখেছি, কোনো নারীর প্রসব কঠিন হয়ে পড়লে তিনি তার জন্য একটি সাদা পাত্রে অথবা কোনো পরিষ্কার বস্তুর উপর ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি লিখে দিতেন:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি সহনশীল, মহানুভব। মহান আরশের রব আল্লাহ পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর।"

— এবং তার সঙ্গে এই দুটি আয়াত:

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ

"তারা যেদিন প্রতিশ্রুত বিষয়টি দেখবে, সেদিন মনে করবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটি এক ঘোষণা।" — সূরা আল-আহকাফ ৪৬:৩৫

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

> "যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা এক সন্ধ্যা কিংবা এক পূর্বাহ্নের বেশি অবস্থান করেনি।" — সূরা আন-নাযিআত ৭৯:৪৬

নাক দিয়ে রক্তক্ষরণের (**الرعاف**) জন্য লেখা। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ রোগীর কপালে লিখে দিতেন:

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

> "আর বলা হলো: হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেলো; হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। অতঃপর পানি শুকিয়ে গেল এবং কাজ সমাপ্ত হলো।" — সূরা হুদ ১১:৪৪

ইবনুল কাইয়িম বলেন: আমি তাঁকে বলতে শুনেছি — "আমি এটি একাধিক ব্যক্তির জন্য লিখেছি, আর সে সুস্থ হয়ে গেছে।" তবে তিনি এ-ও বলেছেন: রক্তক্ষরণকারীর নিজের রক্ত দিয়ে তা লেখা জায়েজ নয় — যেমনটি অজ্ঞ লোকেরা করে থাকে — কেননা রক্ত নাপাক, আর নাপাক বস্তু দিয়ে আল্লাহ তাআলার কালাম লেখা জায়েজ নয়।

একই রোগের জন্য আরেকটি লেখা:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

> "আল্লাহ যা ইচ্ছা মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন; আর তাঁরই কাছে রয়েছে উম্মুল কিতাব।" — সূরা আর-রাদ ১৩:৩৯

হাযাযের (এক প্রকার চর্মরোগ) জন্য লেখা — আক্রান্ত স্থানের উপর লেখা হয়:

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

> "অতঃপর তাতে আঘাত হানল অগ্নিসমেত এক ঘূর্ণিঝড়, ফলে তা পুড়ে গেল।" — সূরা আল-বাকারা ২:২৬৬

— এর সঙ্গে লেখা হয়: **بحول الله وقوته** *(আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতায়)*।

দাঁতের ব্যথার জন্য লেখা — ব্যথার দিকের গালের উপর লেখা হয়; প্রথমে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, তারপর:

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

"বলো: তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর দিয়েছেন; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" — সূরা আল-মুলক ৬৭:২৩

ইচ্ছা করলে এর সঙ্গে লিখবে:

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"রাত ও দিনে যা কিছু স্থিত, সবই তাঁর; আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" — সূরা আল-আনআম ৬:১৩

ফোড়া/টিউমারের (**الخُرّاج**) জন্য লেখা — তার উপর লেখা হয়:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا

"তারা তোমাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো: আমার রব সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেবেন।" — সূরা ত্বা-হা ২০:১০৫

---

২. শাইখ আল-হিবশীর উপসংহার – এই পদ্ধতির সারকথা

শাইখ আল-হিবশী বলেন: আমি যা উল্লেখ করলাম, যে আয়াতগুলোর অর্থের ভেতরে রোগীর অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু রয়েছে — সেগুলো বেছে নেওয়ার পদ্ধতি স্পষ্ট করার জন্য তা-ই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন:

كل ما كان منهياً عنه لذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة

> "যা কিছু কেবল অজুহাত/উপায় বন্ধ করার (যারীআ) কারণে নিষিদ্ধ, তা প্রবল কল্যাণের প্রয়োজনে করা যায়।"

আর সাধারণভাবে ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ-এ আউফ ইবন মালিক আল-আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَٰلِكَ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

> "আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগে রুকইয়াহ করতাম। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন: তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো। রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে।" — সহীহ মুসলিম

(এখানেই লাক্‌ত আল-মারজান থেকে উদ্ধৃত অংশ শেষ। বইয়ে এর নিচে সবুজ হরফে উৎস-শিরোনাম বসানো আছে: «منهج اختيار الآيات من موقع لقط المرجان» — "আয়াত বাছাইয়ের পদ্ধতি, লাক্‌ত আল-মারজান ওয়েবসাইট থেকে"।)

---

৩. রাকী কেন প্রতিটি রোগের জন্য আয়াত বেছে নেন?

(মুদ্রিত ফোলিও ৩১। বইয়ে অধ্যায়-শিরোনাম: «لماذا يختار الراقي آيات لكل مرض؟» । নিচের অনুচ্ছেদটি বইয়ে একটি ফ্রেমবন্দি বাক্সে ছাপা হয়েছে — এটি শাইখ আল-হিবশীর নিজস্ব ঘোষণা।)

আমি বলি: কুরআন সম্পূর্ণটাই শিফা। কিন্তু বহু বহু পাঠ, বিচিত্র রোগীর অবস্থা এবং পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করার ধারাবাহিকতায় রাকী এমন আয়াত বেছে নেওয়া শুরু করেন যা রোগীর অবস্থার সঙ্গে মানানসই। এটি কোনো নতুন শরীয়ত প্রণয়ন নয় — বরং এটি আল্লাহ তাআলার এই বাণীরই অন্তর্ভুক্ত:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ

> "আর আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা শিফা।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৮২

— এবং মুস্তাফা ﷺ-এর এই বাণীরই অন্তর্ভুক্ত:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

> "আল্লাহ এমন কোনো রোগ নাযিল করেননি যার জন্য শিফাও নাযিল করেননি — যে জেনেছে সে জেনেছে, আর যে জানে না সে জানে না।" — *(বইয়ে তাখরীজ: সহীহুল বুখারী)*

আর তা সাহাবা ও উলামাদের বক্তব্য এবং চিকিৎসায় তাঁদের কিছু আয়াত বেছে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। রাকীর এই আয়াত-বাছাই কতগুলো কারণে ঘটে থাকে; তার কয়েকটি আমি উল্লেখ করছি —

কারণ এক — স্বয়ং শারঈ রুকইয়াহর আয়াতগুলোর দিকে রাকীর দৃষ্টি, এবং সেগুলো যে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন — এ বিষয়টিই স্পষ্ট করে দেয় যে এখানে অবকাশ প্রশস্ত।

কারণ দুই — সূরা আস-সাফফাতের শুরু পাঠ করার সময় জিনদের প্রতিক্রিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যায়: স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে তারা শাস্তি, আগুন ও উল্কার আয়াতগুলোতে যন্ত্রণা পায়, প্রভাবিত হয় ও চিৎকার করে। এখান থেকেই রাকী এসব আয়াতের কিছু কিছু পড়া শুরু করেন, তাদের প্রভাবের তীব্রতা দেখেন, এবং তারপর যেসব আয়াতের অর্থে শাস্তি বা আগুন কিংবা এ ধরনের বিষয় রয়েছে সেগুলো একত্র করেন। এই আয়াতগুলোর কথা উলামারা উল্লেখ করেছেন — তাঁদের মধ্যে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াও রয়েছেন — এবং এগুলোকে তাঁরা কাওয়ারিউল কুরআন নামে অভিহিত করেন।

কারণ তিন — এই অধ্যায়ে রাকীর অনুসন্ধান তাঁকে পৌঁছে দেয় ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কিছু কাজের কাছে — যেমন কঠিন প্রসবের রোগিণীর জন্য আয়াত লিখে দেওয়ার নির্দেশ *(আন-নাযিআত ৭৯:৪৬ ও আল-আহকাফ ৪৬:৩৫)* — এবং আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ, যেমন ইমাম আহমাদ, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম প্রমুখ যা করেছেন তার কাছে; বরং তাঁরা তো তা লিখেও গেছেন এবং তাঁদের থেকে তা বর্ণিতও হয়েছে। বরং আমাদের বরেণ্য উলামারা — যেমন শাইখ ইবন বায, ইবন জিবরীন, ইবন উসাইমীন প্রমুখ — সিহরগ্রস্তের উপর সিহরের আয়াত পড়া এবং সিদর *(কুলপাতা)* ব্যবহার করা ও এ ধরনের বৈধ পদ্ধতিগুলোর ব্যাপারে যে অনুমোদন ও ফতোয়া দিয়েছেন, সেগুলোর কাছেও তা পৌঁছে দেয়।

কারণ চার — কিছু রোগী ঘুমে দেখা স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। যেমন একজন বলেন: আমি আল্লাহকে বহু ডেকেছি, দুআয় লেগে থেকেছি এবং আল্লাহর কাছে চেয়েছি তিনি যেন আমাকে আমার রোগ ও আমার ওষুধ দেখিয়ে দেন। তারপর তিনি বলেন — আমি দেখলাম যে আমি বদনজরে আক্রান্ত, আর নিজেকে দেখলাম আমি পড়ছি:

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

> "আর কাফিররা যখন উপদেশবাণী শুনল, তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে; আর তারা বলে: সে তো নিশ্চয়ই পাগল।" — সূরা আল-কলম ৬৮:৫১

— আর যেন আমি সুস্থ হয়ে গেছি। রোগীদের কাছ থেকে বিষয়টি এত বেশি পুনরাবৃত্ত হয়েছে যে তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। আর যেমনটি উলামাদের একজন নিজের সম্পর্কে বলেছেন: তিনি বদনজরে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং নিজেই নিজের উপর রুকইয়াহ করতেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি পড়ছেন:

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا

> "তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না — মাশাআল্লাহ, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি নেই! যদি তুমি আমাকে সম্পদ ও সন্তানে তোমার চেয়ে কম দেখে থাকো..." — সূরা আল-কাহফ ১৮:৩৯

তিনি আয়াতটি বারবার পড়লেন, তা দিয়ে নিজের উপর রুকইয়াহ করলেন এবং সুস্থ হয়ে গেলেন। আর এগুলো সত্য স্বপ্নের (রুইয়া হক্ব) আলামত।

---

৪. এক তরুণীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শিকল – শাইখ আল-হিবশীর নিজের ঘটনা

(মুদ্রিত ফোলিও ৩৩–৩৪। কারণ পাঁচের অন্তর্গত ঘটনা; ফোলিও ৩৪-এ বইয়ে এর একটি ছবি ছাপা হয়েছে — একটি লালচে পাথর ও ছিন্ন শিকলের টুকরো — শিরোনাম: «سلسلة تخرج من فم فتاة» — "এক তরুণীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শিকল"। ছবির সঙ্গে সাইটের ঠিকানা: WWW.ALROQYA.COM* ।)*

কারণ পাঁচ — যে রাকী নিজেকে কেবল প্রচলিত রুকইয়াহর আয়াতগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন না, বরং কুরআনের সব জায়গা থেকেই পড়েন — তিনি বিস্ময়কর সব ঘটনা দেখতে পান।

একবার আমি শাস্তির আয়াতগুলো পড়ছিলাম, তার মধ্যে ছিল আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

> "অতঃপর তাকে সত্তর হাত লম্বা এক শিকলে বেঁধে দাও।" — সূরা আল-হাক্কাহ ৬৯:৩২

হঠাৎ দেখা গেল, উপস্থিত রোগিণীদের একজন চিৎকার করছে ও ছটফট করে গড়াগড়ি খাচ্ছে — যেন তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটি স্বভাবতই দৃষ্টি আকর্ষণ করল, বিশেষত আমার মুখে **«فِي سِلْسِلَةٍ»** *("শিকলের মধ্যে")* শব্দটি

উচ্চারিত হওয়ার মুহূর্তে। এরপর পুনরাবৃত্তি করতে করতে এবং আরেকটি আয়াত উল্লেখ করতেই — যে আয়াতটি আমার স্মরণে এল —

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ

> "যখন তাদের গলায় থাকবে বেড়ি ও শিকল, তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।" — সূরা গাফির ৪০:৭১

— তখন সে প্রচণ্ডভাবে কাশতে শুরু করল ও চিৎকার করল। তারপর বোনদের সহায়তায় সে তার পেটের ভেতর থেকে বের করতে শুরু করল যা আপনারা ছবিতে দেখছেন — একটি পাথর এবং একটি ছিন্ন/খণ্ডিত শিকল।

আর এটিই প্রথম ঘটনা নয়; এবং এটি কেবল আমার কাছেই ঘটেছে তা-ও নয় — বরং আমার ছাড়াও অন্যান্য রাকীদের কাছেও এমন হয়েছে, যাঁদের রোগীর ভেতর থেকে লোহা ও এ জাতীয় জিনিস বেরিয়েছে। বিষয়টি বহু ডজন উপস্থিত মানুষের সাক্ষ্যে প্রমাণিত, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাসপাতালের এক্স-রেতেও তা নিশ্চিত হয়েছে।

---

৫. সদকার আয়াতে হাসাদ ধরা পড়া – সম্মিলিত রুকইয়াহর অভিজ্ঞতা

কারণ ছয় — বিশেষত সম্মিলিত (জামাআতী) রুকইয়াহতে রাকীর সামনে অনেক কিছু উন্মোচিত হয়, কেননা সেখানে তিনি বহু আয়াতের উপর দিয়ে যান।

একবার আমি পড়ছিলাম, আর সদকার প্রতি উৎসাহ দেয় এমন একটি আয়াতের কাছে এলাম। হঠাৎ দেখি উপস্থিতদের একজন নড়েচড়ে উঠছে। তারপর আমি সদকা-সংক্রান্ত আরেকটি আয়াত পড়লাম — আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

> "...এবং দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারীরা..." — সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৫

— তখন তার নড়াচড়া আরও বেড়ে গেল। এরপর আরেকটি আয়াত:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

> "আর প্রার্থীকে ধমক দিয়ো না।" — সূরা আদ-দুহা ৯৩:১০

— এবার সে চিৎকার করে উঠল এবং নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলল; অথচ এর আগে সে রুকইয়াহতে মোটেও প্রভাবিত হচ্ছিল না।

তার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটার পর তার মনে পড়ল, কে তাকে তার সদকা ও ব্যয়ের কারণে হিংসা করত। তার হাসিদ ছিল সেই কর্মস্থলের মালিক, যেখানে সে কাজ করত। ব্যাপারটা এমন ছিল: কোনো ফকির দোকানের দরজায় এসে দাঁড়াত; মালিক তাকে ফিরিয়ে দিতেন, কিছু দিতেন না। কিন্তু এই কর্মচারী তাকে রিয়াল দিয়ে দিত। এতে দোকানের মালিক তাঁর কর্মচারীর উপর ক্ষেপে যেতেন এবং বলতেন: "তুমি ওকে দাও কেন? কেন?... কেন?!" এভাবেই সদকার বিষয়টি নিয়ে হাসাদ জন্ম নিয়েছিল।

আর কেউ কেউ কিয়ামুল লাইলের আয়াত উল্লেখ করলে প্রভাবিত হয়; জিজ্ঞাসাবাদের পর স্পষ্ট হয় যে সে তার নামায ও ইবাদতের কারণে নিজের আত্মীয়দের বদনজরে আক্রান্ত। কেউ কেউ প্রভাবিত হয় যখন আমি এমন আয়াত পড়ি যেগুলোতে সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার উল্লেখ আছে। আবার তাদের একজন রুকইয়াহতে মোটেও প্রভাবিত হচ্ছিল না — কেবল শক্তি-সম্পর্কিত আয়াতগুলো উল্লেখ করার সময় ছাড়া; পরে স্পষ্ট হলো যে সে তার শরীর ও শক্তির ব্যাপারেই আক্রান্ত। এ ধরনের ঘটনা অনেক; ইনশাআল্লাহ আমরা সেগুলো কাহিনী-অধ্যায়ে উপস্থাপন করব।

---

৬. মানসিক অবস্থা ও দুঃখের চিকিৎসায় আয়াত বাছাই

কারণ সাত — আয়াত বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ ও উপকারিতা হলো, মানসিক অবস্থা ও শোক-দুঃখের ক্ষেত্রে সেগুলো পড়া হয়। এ বিষয়টি চিকিৎসক ও রুকইয়াহকারীকে অবশ্যই বুঝতে হবে।

কিছু মানুষ তার সম্পদে বড় বিপর্যয়ের শিকার হয়, তারপর এই ধারণা নিয়ে রাকীর কাছে আসে যে তার উপর সিহর বা বদনজর হয়েছে — হতে পারে সে সত্যিই আক্রান্ত, আবার না-ও হতে পারে। তাই যে রাকী জানেন আল্লাহর কিতাবেই শিফা রয়েছে, তাঁর জন্য জরুরি হলো রোগীকে তার এই মানসিক অবস্থা থেকে বের করে আনা। তিনি তার উপর রুকইয়াহর আয়াত পড়বেন এবং তার সঙ্গে যোগ করবেন এমন আয়াত যা রোগীকে অবিচল করে। নিচের আয়াতগুলো এই ধরনের — এগুলো মানসিক রোগের রুকইয়াহ:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, প্রাণ ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে। আর সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের — যারা তাদের উপর বিপদ এলে বলে: নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই, আর নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব। এদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে অশেষ অনুগ্রহ ও রহমত; আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" — সূরা আল-বাকারা ২:১৫৫–১৫৭

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

"নিশ্চয়ই তোমার রব যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত, সর্বদ্রষ্টা।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৩০

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"আসমান ও যমীনের চাবিসমূহ তাঁরই। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন ও সংকুচিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" — সূরা আশ-শূরা ৪২:১২

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

"তোমাদের উপর যে বিপদই আসে, তা তোমাদের নিজেদের হাতের কামাইয়ের কারণেই; আর তিনি অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেন।" — সূরা আশ-শূরা ৪২:৩০

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না। আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তিনি তার

অন্তরকে হিদায়াত দেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" — সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১১

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا

"আর আমি যখন মানুষের উপর অনুগ্রহ করি, সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়; আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে নিরাশ হয়ে পড়ে।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৮৩

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্ট দিয়ে স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর তিনিই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" — সূরা ইউনুস ১০:১০৭

— এবং এ ধরনের আরও আয়াত, সেই সঙ্গে সবর ও বালা বহন করা সম্পর্কিত হাদীসগুলোর উল্লেখ। এসবই বিপদগ্রস্ত মানুষটির ভেতরে জমে থাকা মানসিক ভারটুকু সরিয়ে দেয়, তাকে সান্ত্বনা দেয়, আর সে বেরিয়ে যায় প্রশস্ত বুক, প্রশান্ত পরিতৃপ্তি ও নতুন আশা নিয়ে।

মানসিক অবস্থায় রাকীর করণীয়

১ **রোগীর ধারণা**
সম্পদে বিপর্যয়, ভাবে সিহর বা বদনজর হয়েছে

২ **রাকীর জানা**
আল্লাহর কিতাবেই শিফা রয়েছে

৩ **রাকীর দায়িত্ব**
রোগীকে মানসিক অবস্থা থেকে বের করা

৪ **পাঠ**
রুকইয়াহর আয়াত, সঙ্গে অবিচল করার আয়াত

৫ **সংযোজন**
সবর ও বালা বহন সম্পর্কিত হাদীস

লেখকের কারণ সাতের বিবরণ অনুযায়ী; রোগী সত্যিই আক্রান্ত হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে

আর আমরা কতবার যে আয়াত বেছে নেওয়ার পরীক্ষা করে দেখেছি — যখন আমরা দেখতে পাই যে রোগী গুনাহে লিপ্ত। তখন তার উপর পড়া হয় যিনা ও অশ্লীলতার নিন্দাসূচক আয়াত, গুনাহগারদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির আয়াত, চিরস্থায়ী নিয়ামতের আয়াত এবং মুমিনদের জন্য আল্লাহ যা প্রস্তুত রেখেছেন তার বর্ণনা। ফলে তাদের একজন বেরিয়ে যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অবস্থায় — দ্বীনকে ভালোবেসে, তাওবা করার সংকল্প নিয়ে। আর এটিই তো চিকিৎসা — কী অসাধারণ চিকিৎসা!

---

৭. সংক্ষিপ্ত ঘটনা – এক দাঈর রুকইয়াহ

(মুদ্রিত ফোলিও ৩৭। বইয়ের শিরোনাম: «قصة مختصرة رقية أحد الدعاة» ।)

একবার আমি এক দাঈর উপর রুকইয়াহ করলাম এবং ইলম-সংক্রান্ত কিছু আয়াত পড়লাম। তিনি এমন প্রচণ্ডভাবে কাঁদতে শুরু করলেন যে আমি ধরেই নিলাম তিনি আক্রান্ত। কিন্তু জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন:

"আমি ভাবছিলাম আল্লাহর কিতাবের ভেতর আপনার এই অনায়াস বিচরণের কথা — আর কাঁদছিলাম এই দুঃখে যে কুরআন আমার কাছ থেকে ফসকে বেরিয়ে গেছে; অথচ আমি তো তা মজবুতভাবে মুখস্থ রাখতাম।"

তিনি বেরিয়ে গেলেন আল্লাহর কিতাব পুনরায় মুরাজাআ (পুনরাবৃত্তি) করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে।

...এটি কি চিকিৎসা নয়? বরং এটিই তো আল্লাহ যা চান — *(«علاج القلوب مقدم على علاج الأبدان»)* — অন্তরের চিকিৎসা দেহের চিকিৎসার চেয়ে অগ্রগণ্য।

আয়াতের বিষয় ও পরে জানা কারণ

আয়াতের বিষয়	লেখকের বর্ণনায় পরে যা জানা গেল
সদকা-সংক্রান্ত আয়াত	তার হাসিদ ছিল কর্মস্থলের মালিক
কিয়ামুল লাইলের আয়াত	নামায-ইবাদতের কারণে আত্মীয়দের বদনজর
শক্তি-সম্পর্কিত আয়াত	শরীর ও শক্তির ব্যাপারে আক্রান্ত
ইলম-সংক্রান্ত আয়াত (এক দাঈ)	কুরআন ফসকে যাওয়ার দুঃখে কান্না

লেখকের নিজের বর্ণিত ঘটনা অনুযায়ী

৮. জিনও তার অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে প্রভাবিত হয়

কারণ আট — এমনকি জিনরাও প্রত্যেকে তার নিজ অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে প্রভাবিত হয়। যে জিন সিহরের পথ ধরে *(মানুষের দেহে)* প্রবেশ করেছে, তার উপর যখন এই আয়াতগুলো পড়া হয়:

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۝ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

"আর জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল: আমরা জগৎসমূহের রবের প্রতি ঈমান আনলাম — মূসা ও হারূনের রব। ফিরআউন বলল: আমি অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই এটি এক চক্রান্ত, যা তোমরা এই নগরীতে এঁটেছ — এখান থেকে এর অধিবাসীদের বের করে দেওয়ার জন্য। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব, তারপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব। তারা বলল: নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের কাছেই ফিরে যাব। তুমি তো কেবল এ কারণেই আমাদের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছ যে, আমাদের রবের নিদর্শন আমাদের কাছে আসার পর আমরা তাতে ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন এবং আমাদের মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন।" — সূরা আল-আরাফ ৭:১২০–১২৬

— ফিরআউনের জাদুকরদের ঘটনা এবং তারা কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তা শোনার পর সে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়। তাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে, কেউ কেউ শাহাদাতাইন উচ্চারণ করে, আবার কাউকে দেখা যায় সিজদায় পড়ে গেছে। *(তাদের কেউ সত্য বলে, কেউ মিথ্যা বলে — তবে বাস্তবে এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে জিন ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়া ও বেরিয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ রোগীকে আরোগ্য দান করেছেন।)*

আর মুসলিমদের মধ্যে যে জিন আশিকী/প্রেমাসক্তির (العشق) পথে প্রবেশ করেছে — তার উপর যখন জান্নাত ও হূরুল আইনের আয়াত পড়া হয় ও তার কাছে জান্নাতের বর্ণনা দেওয়া হয়, আবার যুলুমের আয়াত, জাহান্নামে যিনাকারীর শাস্তির আয়াত এবং তাকে তার লজ্জাস্থান ধরে ঝুলিয়ে রাখা ও তার কর্মের প্রতিদানস্বরূপ আগুন তার উপর জ্বলে ওঠার বর্ণনা পড়া হয় — তখন তাকে দেখা যায় কাঁদছে, আর কখনও সে বেরিয়েও যায়। এই বিষয়টিরও ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত আলোচনা দীর্ঘ।

রাকী কেন আয়াত বেছে নেন

লেখকের গণনা করা আটটি কারণ

কারণ এক
শারঈ রুকইয়াহর আয়াতগুলো ভিন্ন ভিন্ন, তাই অবকাশ প্রশস্ত

কারণ দুই
সূরা আস-সাফফাতের শুরু পাঠে জিনদের প্রতিক্রিয়া

কারণ তিন
ইবন আব্বাস, ইমামগণ ও বরেণ্য উলামাদের আমল-ফতোয়া

কারণ চার
রোগীদের দেখা স্বপ্ন

কারণ পাঁচ
কুরআনের সব জায়গা থেকে পড়লে বিস্ময়কর ঘটনা

কারণ ছয়
সম্মিলিত রুকইয়াহতে অনেক কিছু উন্মোচিত হয়

কারণ সাত
মানসিক অবস্থা ও শোক-দুঃখ

কারণ আট
জিনও নিজ অবস্থা অনুযায়ী প্রভাবিত হয়

রেফারেন্স সংক্রান্ত টীকা: এই অংশের (ফোলিও ৩০–৩৭) প্রতিটি আয়াত-নম্বর মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে — আল-আম্বিয়া ৬৯–৭০, আল-আহকাফ ৩৫, আন-নাযিআত ৪৬, হুদ ৪৪, আর-রাদ ৩৯, আল-বাকারা ২৬৬, আল-মুলক ২৩, আল-আনআম ১৩, ত্বা-হা ১০৫, আল-ইসরা ৮২, আল-কলম ৫১, আল-কাহফ ৩৯, আল-হাক্কাহ ৩২, গাফির ৭১, আল-আহযাব ৩৫, আদ-দুহা ১০, আল-বাকারা ১৫৫–১৫৭, আল-ইসরা ৩০, আশ-শূরা ১২, আশ-শূরা ৩০, আত-তাগাবুন ১১, আল-ইসরা ৮৩, ইউনুস ১০৭, আল-আরাফ ১২০–১২৬। এর মধ্যে কেবল আর-রাদের নম্বরেই অঙ্ক-বিকৃতির ত্রুটি পাওয়া গেছে (বইয়ে ৩৭০, সঠিক ৩৯)। যে আয়াতগুলোর সূত্র বইয়ে দেওয়া হয়নি (আল-মুলক ২৩, আল-ইসরা ৮২, আল-আহযাব ৩৫, আদ-দুহা ১০, আল-হাক্কাহ ৩২-এর পূর্ণ রূপ) সেগুলোর সূত্র মূল পাঠ মিলিয়ে অনুবাদে যোগ করা হয়েছে।

এক নজরে

- ★ লেখকের মতে রাকীর আয়াত বাছাই নতুন শরীয়ত প্রণয়ন নয়
- ★ লেখক রাকীর আয়াত বাছাইয়ের আটটি কারণ গণনা করেছেন
- ★ ইবন তাইমিয়া: রক্তক্ষরণকারীর নিজের রক্ত দিয়ে লেখা জায়েজ নয়, কারণ রক্ত নাপাক
- ★ আউফ ইবন মালিকের হাদীস: শিরক না থাকলে রুকইয়াহতে দোষ নেই
- ★ মানসিক অবস্থা ও শোক-দুঃখেও আয়াত বাছাই করা হয়
- ★ লেখকের কথা: অন্তরের চিকিৎসা দেহের চিকিৎসার চেয়ে অগ্রগণ্য

যাচাই করুন

1. লেখকের মতে রাকীর মানানসই আয়াত বেছে নেওয়া কী?

ক. নতুন শরীয়ত প্রণয়ন | খ. কোনো নতুন শরীয়ত প্রণয়ন নয়

2. শাস্তি, আগুন ও উল্কার আয়াতগুলোকে উলামারা কী নামে অভিহিত করেন?

ক. কাওয়ারিউল কুরআন | খ. আয়াতুশ শিফা

3. ইবন তাইমিয়া রক্তক্ষরণকারীর নিজের রক্ত দিয়ে লেখা সম্পর্কে কী বলেছেন?

ক. জায়েজ নয়, রক্ত নাপাক | খ. জায়েজ, তবে মাকরূহ

4. আউফ ইবন মালিকের হাদীস অনুযায়ী রুকইয়াহতে কখন দোষ নেই?

ক. যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে | খ. যতক্ষণ আরবি ছাড়া অন্য ভাষা না থাকে

5. লেখকের কারণ ছয় অনুযায়ী কোন রুকইয়াহতে বহু আয়াতের উপর দিয়ে যাওয়ায় অনেক কিছু উন্মোচিত হয়?

ক. একা রুকইয়াহ | খ. সম্মিলিত (জামাআতী) রুকইয়াহ

6. লেখকের কথায় কোন চিকিৎসা অগ্রগণ্য?

ক. দেহের চিকিৎসা | খ. অন্তরের চিকিৎসা

উত্তর: ১-খ, ২-ক, ৩-ক, ৪-ক, ৫-খ, ৬-খ

অধ্যায় ১৪ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ১৫

রুকইয়াহতে আয়াত বেছে নেওয়া ও তাখসীসের সীমারেখা

(মুদ্রিত ফোলিও ৩৮–৪৬। এই অংশে শাইখ আল-হিবশী প্রথমে «আয়াত নির্বাচনের কারণ»-এর তালিকা শেষ করেছেন (৯ ও ১০ নম্বর — শুরু আগের পৃষ্ঠাগুলোতে), তারপর বইটির সবচেয়ে ব্যবহারিক অংশ — رُقَاة ভাইদের জন্য লেখা ১৪টি ضوابط, অর্থাৎ আয়াত বেছে নেওয়া ও নির্দিষ্ট করার শর্ত ও সীমারেখা। এরপর তিনটি স্বতন্ত্র উপ-আলোচনা: বাহ্যত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াতের তাখসীস, কেবল শনাক্তকরণের জন্য আয়াত নির্দিষ্ট করা, এবং জিন-সিহর-বদনজরের জগৎ প্রসঙ্গ।)

আয়াত নির্বাচনের কারণ – নবম কারণ

৯. আয়াত বেছে নেওয়ার একটি কারণ হলো — তুমি এমন রোগী পাবে, যে মসে আক্রান্ত (সিহরের মাধ্যমেই হোক বা বদনজরের মাধ্যমে); সে নিজেও নিজের উপর রুকইয়াহ করেছে, অন্যরাও তার উপর রুকইয়াহ করেছে, অথচ কোনো ফল আসেনি। বিশেষত এমনটি ঘটে যখন রুকইয়াহর সময়টি ছিল সংক্ষিপ্ত, কিংবা রুকইয়াহটি ছিল সাধারণ ধাঁচের (আম রুকইয়াহ), কিংবা তার জন্য অনুসরণযোগ্য কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি (বারনামিজ) নির্ধারণ করা হয়নি।

এ কারণেই রোগীর অবস্থা নির্ণয়ের (তাশখীস) জন্য রাকীর আয়াত বেছে নেওয়া প্রয়োজন হয়। তাদের কাউকে কাউকে আমরা বলি — পূর্ণ কুরআনটি তাদাব্বুরের সঙ্গে পড়ো এবং নিজের পর্যবেক্ষণগুলো লিখে রাখো। ফলাফল কী দাঁড়ায়? দেখা যায় —

- কেউ প্রভাবিত হয় সিহর, যাদুকর ও গিঁট-সংক্রান্ত আয়াত পড়ার সময়;
- আরেকজন প্রভাবিত হয় হাসাদ-অর্থবোধক আয়াতগুলোর উল্লেখে;
- কেউ প্রভাবিত হয় জিন ও শয়তান-সংক্রান্ত আয়াতে;
- কেউ প্রভাবিত হয় কেবল «ইফরীত» শব্দটিতেই;
- আবার কেউ প্রভাবিত হয় কবর, সমুদ্র, পাখি, আকাশ, চাঁদ, ইলম, সৌন্দর্য, শক্তি বা চরিত্র-সংক্রান্ত আয়াতে — এবং এ ধরনের আরও অনেক কিছুতে।

কে কীসে প্রভাবিত হয়

লেখকের পর্যবেক্ষণ

কেউ সিহর, যাদুকর ও গিঁটের আয়াতে	আরেকজন হাসাদ-অর্থবোধক আয়াতে	কেউ জিন ও শয়তান-সংক্রান্ত আয়াতে
কেউ কেবল ইফরীত শব্দে	আবার কেউ কবর, সমুদ্র, পাখি, আকাশ, চাঁদে	আবার কেউ ইলম, সৌন্দর্য, শক্তি বা চরিত্রে

পূর্ণ কুরআন তাদাব্বুরের সঙ্গে পড়ে পর্যবেক্ষণ লিখে রাখার ফল

আর এই সবকিছুতেই চিকিৎসক ও রোগী — উভয়ের জন্য ইঙ্গিত ও নির্দেশনা রয়েছে।

আয়াত নির্বাচনের কারণ – দশম কারণ

১০. রোগীর আকৃতি, তার অবস্থা ও তার পূর্ব-নথি (আরশীফ) দেখে রাকীর ফিরাসাত (অন্তর্দৃষ্টি) তাকে এমন আয়াত বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করে, যা মুহূর্তের মধ্যেই রোগীর অবস্থা উন্মোচন করে দিতে পারে। বরং কখনও কখনও রুকইয়াহ ছাড়াই, কেবল কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমেই সে অবস্থার একটি প্রাথমিক নির্ণয় দাঁড় করিয়ে ফেলে।

এই নির্ণয়কে কেউ আপত্তিকর বলবে না — কেবল তখনই আপত্তি হবে, যদি রাকী তার ফিরাসাতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (জযম) ঘোষণা করে বসে। কিন্তু যদি সে বলে, "রোগী যা বলল তা থেকে আমার কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে যে সে এই এই সমস্যায় ভুগছে" — তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এর দৃষ্টান্ত অনেক।

ফিরাসাত: প্রাথমিক নির্ণয় ও জযম

প্রাথমিক নির্ণয়	ফিরাসাতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (জযম)
ফিরাসাত ও কয়েকটি প্রশ্নে গড়া, কেউ আপত্তিকর বলবে না	কেবল তখনই আপত্তি হবে
রোগী যা বলল তা থেকে আমার কাছে প্রতীয়মান — অসুবিধা নেই	ফিরাসাতের ভিত্তিতে জযম ঘোষণা আপত্তির কারণ

আয়াত নির্বাচনের দশম কারণ প্রসঙ্গে লেখকের কথা

তার একটি: এক ব্যক্তি এল, শরীর ও পেশির ব্যথার অভিযোগ নিয়ে। তার দিকে তাকিয়ে দেখা গেল — সে শক্তসমর্থ, সুস্থ দেহের অধিকারী, নিয়মিত ব্যায়ামও করে। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানাল, লোকজন ও আত্মীয়স্বজন তার সঙ্গে তার শরীর ও পেশি নিয়েই কথা বলে — আর সে এক ক্লান্তি থেকে আরেক ক্লান্তিতে ডুবে আছে। এখানে রাকী বিষয়টি অনুসন্ধান করে এবং বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটি বিবেচনায় রাখে; ফলে সে তাকে নির্দেশ দেয় — যাদের ব্যাপারে সন্দেহ হয় তাদের আসার (দেহের চিহ্ন/অবশিষ্ট) সংগ্রহ করতে এবং সেই আসার দিয়ে গোসল করতে। তারপর আসে চমকপ্রদ ফলাফল।

আর এমন রোগীর উপর বহুবার নানা সূরা ও আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ করা হতে পারে, অথচ সে ততটুকু প্রভাবিত হয় না — যতটা প্রভাবিত হয় একটিমাত্র রুকইয়াহ-বৈঠকে, যেখানে বদনজরের কিছু আয়াতের সঙ্গে দেহ ও শক্তি-সংক্রান্ত আয়াত পড়া হয়েছে। যেমন:

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা শক্তভাবে ধরো, আর তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখো — যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।" — সূরা আল-বাকারা ২:৬৩

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"তিনি বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে প্রাচুর্য দান করেছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব দেন; আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" — সূরা আল-বাকারা ২:২৪৭

وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"আর তিনি তোমাদের গঠনে প্রাচুর্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করো — যাতে তোমরা সফলকাম হও।" — সূরা আল-আরাফ ৭:৬৯

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً

"তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো — তারা শক্তিতে তোমাদের চেয়ে প্রবলতর ছিল।" — সূরা আত-তাওবা ৯:৬৯

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ

"আর তিনি তোমাদের শক্তির উপর আরও শক্তি বাড়িয়ে দেবেন।" — সূরা হুদ ১১:৫২

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ

"তিনি বললেন: হায়, তোমাদের মোকাবিলায় যদি আমার শক্তি থাকত, কিংবা আমি কোনো সুদৃঢ় আশ্রয়ে ঠাঁই নিতে পারতাম!" — সূরা হুদ ১১:৮০

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"তাদের একজন বলল: হে পিতা! একে মজুরিতে রাখুন। নিশ্চয়ই আপনি যাকে মজুরিতে রাখবেন তাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই — যে শক্তিমান, বিশ্বস্ত।" — সূরা আল-কাসাস ২৮:২৬

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا

"তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন বললে না — 'মা শা-আল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই'? যদি তুমি আমাকে ধন ও সন্তানে তোমার চেয়ে কম দেখে থাকো —" — সূরা আল-কাহফ ১৮:৩৯

فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

"তখন তার কোনো শক্তি থাকবে না, কোনো সাহায্যকারীও নয়।" — সূরা আত-তারিক ৮৬:১০

তখন দেখবে — সে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ছে, কিংবা চিৎকার করছে, অথবা এমন বোধ করছে যেন বাঁধন খুলে সে মুক্ত হলো *(অর্থাৎ সে শিফা পেল এবং হালকা বোধ করল)*।

রুকইয়াহতে আয়াত বেছে নেওয়া ও নির্দিষ্ট করার সীমারেখা – ১৪টি শর্ত

(ضوابط اختيار وتخصيص الآيات في الرقية — মুদ্রিত ফোলিও ৪০–৪৪)

শাইখ আল-হিবশী বলেন: এগুলো এমন কিছু **ضوابط** — সীমারেখা — যা আমি লিখেছি আমার রাকী ভাইদের কল্যাণকামী উপদেশ হিসেবে, যেন তাঁরা এগুলো অনুসরণ করেন।

১. তোমাকে এই বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে — কুরআনের কিছু আয়াত ও সূরার তাখসীস ও ফযীলত সম্পর্কে শরীয়তের নস যা নিয়ে এসেছে, সেটিই সর্বোত্তম ও সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ। যেমন সূরা আল-ফাতিহা, আল-বাকারা, আলে ইমরান, আল-কাহফ, চারটি «কালাকিল» *(অর্থাৎ «قُلْ» দিয়ে শুরু হওয়া চার সূরা — আল-কাফিরূন, আল-ইখলাস, আল-ফালাক, আন-নাস)*, আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-বাকারার শেষ আয়াতসমূহ — এবং এ ছাড়া আরও যা আছে।

২. সূরা ও আয়াত থেকে তুমি যা বেছে নেবে, তা যেন যাদুকরদের কিতাব, তরীকতপন্থী ও গায়েব-দাবিদারদের কিতাব থেকে নেওয়া না হয় — অর্থাৎ সেসব কিতাবে যে বিশেষ পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যে সেগুলো উল্লিখিত হয়েছে, সেই রূপে নয়।

৩. তা যেন হয় তোমার নিজের তাজরিবা থেকে, অথবা তোমার আগে যাঁরা রুকইয়াহর চর্চা করেছেন — আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) রাকীদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে।

৪. তোমার নির্বাচনের সঙ্গে যেন নির্দিষ্ট সংখ্যা ও নিশ্চিত ফলাফলের ঘোষণা জুড়ে না থাকে — এমনভাবে, যেন সেগুলো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

৫. সাবধান! তুমি নিজের বেছে নেওয়া আয়াতের উপদেশ দিয়ে রোগীদের সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ করে ফেলো না; আর যেসব সূরা ও আয়াতের ফযীলত অকাট্যভাবে (কাত্বই) এসেছে — যেমন মুআওবিযাতাইন, আয়াতুল কুরসী ও সূরা আল-বাকারার শেষ আয়াতগুলোর ফযীলত — সেদিকে তাদের পথনির্দেশ না দিয়ে থেকো না।

একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত: *(এক রোগী বলল — আমি আয়াতুল কুরসী পড়ি, কিন্তু কিছুই বদলায়নি। রাকী বলল — ওটা ছেড়ে দাও, তোমার অবস্থার জন্য তার চেয়েও শক্তিশালী আয়াত আমার কাছে আছে।)*

এটিই সেই জিনিস, যা থেকে শরীয়ত নিষেধ করে — আর কিছু অজ্ঞ রাকীর কাছ থেকে এমনটি ঘটেছেও। এটি মানুষের অন্তরে এই ধারণা রোপণ করে যে, রাকীর বর্ণনা করা জিনিসটি আল-মুস্তাফা ﷺ যা বলেছেন তার চেয়ে উত্তম ও শক্তিশালী — অথচ তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।

৬. রোগীর অন্তরে এই ভিত্তিটি গেঁথে দাও যে, রুকইয়াহ শুরু করতে হবে মাসূর দিয়ে — অর্থাৎ বর্ণিত আয়াত ও নববী দুআ দিয়ে; তারপর তার অবস্থার সঙ্গে মানানসই হতে পারে এমন অন্যান্য আয়াত তুমি বাড়াবে।

৭. সাবধান! তোমার তাজরিবাগুলোকে আবিষ্কার (ইখতিরাআত) ও সিদ্ধান্ত-বিধান (তাকরীরাত) বানিয়ে ফেলো না। বরং তুমি যা কিছু বলছ তার সবই কেবল উপকরণ (আসবাব) — আর আল্লাহই কার্যকারণ সৃষ্টিকারী (মুসাব্বিব), শিফা তাঁর কাছ থেকেই আসে।

৮. মিথ্যাবাদীদের ব্যাপারে সতর্কবার্তা — যারা রাকীর বেশে ঘুরে বেড়ায় এবং শিরোনাম দিয়ে চমক তৈরি করে, যেমন: *(এই আয়াতটি পড়লেই মস পুড়ে যাবে — এই আয়াতটি বারবার পড়লে কয়েক মিনিটেই তোমার সিহর বাতিল হয়ে যাবে — নিখোঁজ ব্যক্তিকে কয়েক মিনিটে ফিরিয়ে আনার আয়াত — ইফরীত ও বিদ্রোহী শয়তানদের তৎক্ষণাৎ পুড়িয়ে দেওয়ার তিনটি আয়াত।)*

তাদের কেউ কেউ আবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলে: *(আমি আল্লাহর কসম করে বলছি — তুমি অমুক আয়াতটি পড়লে অমুক ঘটনাটি ঘটবেই।)*

এসবই মিথ্যা — দর্শক টানার জন্য বলা; যেন তারা নিশ্চিত ফলাফলসহ গায়েব জেনে বসে আছে! আর কত রাকী — যাঁরা এককালে কল্যাণের উপরেই ছিলেন — এ ধরনের প্রচারণার ফাঁদে পড়ে গেছেন।

৯. যে কেউ তাজরিবার মাধ্যমে তাখসীসকে দলিলে পরিণত করে, তার থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্তি ঘোষণা করছি। এমন ব্যক্তি সেই শারঈ রাকীদের অন্তর্ভুক্ত নয় — যাঁরা সঠিক পথে এই ইলম অর্জন করেছেন।

আর কেউ যেন এমন না ভাবে যে, তিন দিনের বা এক মাসের কোর্সে ভর্তি হয়ে গেলেই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল। বরং — আল্লাহর কসম — আমি নিজেই এখনও এই অধ্যায়ে ইলম অন্বেষণ করে যাচ্ছি, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন

ও হিসাবের ভয়ে।

সুতরাং সে সতর্ক হোক — যে দলিল ও আলিমদের কথা ছোঁ মেরে তুলে নেয় কেবল মানুষের সামনে নিজের মিথ্যাকে প্রমাণ করার জন্য; অথচ সে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের শিক্ষকের আসনে, বান্দাদের শিরক থেকে তাওহীদের দিকে বের করে আনার দায়িত্বে।

১০. তাখসীসে বাড়াবাড়ি করা প্রশংসনীয় নয়। আর নিজের বেছে নেওয়া আয়াতগুলোকে বিধিবদ্ধ নিয়মে (তাকঈদ) পরিণত করা, এবং সেগুলো ও সেগুলোর ফলাফলকে প্রতিটি অবস্থার জন্য চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করা — কিতাব ও সুন্নাহর দলিল ছাড়া জায়েজ নয়।

বরং বলা হবে: "আমি এই আয়াতগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি; কেউ কেউ এতে উপকৃত হয়েছে, অন্যরা হয়নি।" এগুলো এমন একটি উপকরণ — যার মাধ্যমে পাঠের সময় আল্লাহ শিফা নাযিলের তাকদীর করেছেন; অথবা আল্লাহ এমন এক সময়ে শিফার তাকদীর করেছেন, যা আয়াত পাঠের সময়ের সঙ্গে মিলে গেছে।

এর অর্থ এই নয় যে, বাছাইকৃত আয়াত পাঠের সময়ের সঙ্গে শিফা অবিচ্ছেদ্যভাবে ও অবশ্যম্ভাবীভাবে জড়িত। আর অবশ্যই রোগীদের অন্তরকে তাদের স্রষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে — তিনিই বিপদ দিয়েছেন, তিনিই সুস্থতা দেন; তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান।

১১. এমন তাজরিবা বানিয়ে নেওয়া থেকে দূরে থাকো, যা জটিল-জটিল বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে — আয়াত, বৈশিষ্ট্য, নড়াচড়া, খাদ্য ও ইবাদতের সমন্বয়ে গড়া বিধান।

কিছু রোগী বর্ণনা করে — রাকী তাকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ কিছু আয়াতের একটি কর্মসূচি ধরিয়ে দিয়েছে, কিছু খাবার ও পানীয় নিষিদ্ধ করেছে, বহু রকম ভেষজ লিখে দিয়েছে, এবং তার উপর নির্জনবাস (খালওয়াত) ও বিচ্ছিন্নতা চাপিয়ে দিয়েছে।

বরং তাদের কেউ কেউ তাকে ওয়াজিব কাজ থেকেও নিষেধ করে — যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, মাতাপিতার সঙ্গে সদাচরণ, কিংবা সৎসঙ্গ। আবার কেউ তাকে বেশি বেশি কুরআন পাঠ থেকেও বিরত রাখে, আর কেবল নিজের কর্মসূচিতেই তাকে আবদ্ধ করে ফেলে।

এ ধরনের কোনো কিছু যদি শরীয়ত-জ্ঞানসম্পন্ন সত্যবাদী রাকীর কাছ থেকে ঘটে যায়, তা হয়তো মাফযোগ্য — কারণ তিনি ইলমের ভিত্তিতে নড়াচড়া করছেন। কিন্তু যদি তা ঘটে রাকী-সদৃশ এমন কারও কাছ থেকে যার কোনো শারঈ ইলম নেই — তবে তার উপর প্রতিবাদ করতে হবে, যতক্ষণ না সে তার দলিল ও তার কাজের প্রকৃত রূপ স্পষ্ট করে।

জটিল কর্মসূচির ক্ষেত্রে (শর্ত ১১)

শরীয়ত-জ্ঞানসম্পন্ন সত্যবাদী রাকী	শারঈ ইলমহীন রাকী-সদৃশ
হয়তো মাফযোগ্য, কারণ তিনি ইলমের ভিত্তিতে নড়াচড়া করছেন	প্রতিবাদ করতে হবে, যতক্ষণ না দলিল ও কাজের প্রকৃত রূপ স্পষ্ট করে

শর্ত ১১: আয়াত, বৈশিষ্ট্য, নড়াচড়া, খাদ্য ও ইবাদতের সমন্বয়ে গড়া জটিল তাজরিবা থেকে দূরে থাকো — তবু এ ধরনের কিছু ঘটে গেলে

১২. এক ব্যক্তি রাকীর বেশে আত্মপ্রকাশ করল, সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই ফেলে দিল; তার রয়েছে বহু মারাত্মক বিচ্যুতি (তাওয়াম্ম), আর তার কাছে আছে দুআ ও আয়াতের নিজস্ব তাখসীস। বহু সাধারণ মানুষ তার দ্বারা প্রতারিত হয়েছে — বরং একদল রাকীও প্রতারিত হয়ে তার পক্ষ নিয়েছে। অথচ তারা যদি তাকে তাওহীদ ও তাহকীকের মানদণ্ডে নামিয়ে দেখত, তবে জানতে পারত — সে মানুষের উপর এবং আল্লাহর দ্বীনের উপর মিথ্যা আরোপ করছে।

তার মারাত্মক কথাগুলোর একটি — সে বলেছে: *(তুমি যদি প্রতিদিন তোমার ঘরের প্রতিটি কক্ষে ঢুকে বলো —*

بِسْمِ اللَّهِ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَاللَّهُ الْعَظِيمُ

— তবে তোমার ঘরে কোনো মারিদ থাকবে না, কোনো ইফরীত থাকবে না, কোনো জিনও থাকবে না; কেবল বিসমিল্লাহ, কালিমায়ে তাওহীদ আর «হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকীল» — এটুকু প্রয়োগ করলেই যথেষ্ট।)

আমি বলি — এখানে সেই ভয়ানক ভুলটি কোথায়, যার কারণে আমরা এ ধরনের লোকের কোনো উপদেশই গ্রহণ করব না? জানতে চাইলে তার সিদ্ধান্ত-ঘোষণা, তার চূড়ান্ত জযম, এবং ফলাফলের উপর আল্লাহর নামে কসম করে দেওয়া নিশ্চয়তার দিকে তাকাও।

(সে বলছে — এই যিকরগুলো প্রতিটি কক্ষের সামনে বললে কোনো মারিদ, কোনো ইফরীত, কোনো জিন টিকবে না — এবং তা কসম খেয়ে বলছে!) এই গায়েবের জ্ঞান সে কোথায় পেল?

তারপর আরও বড় মিথ্যা — আমরা সবাই তো জানি, শয়তানকে তাড়ায় যিকর, সালাত ও আনুগত্য। কত ঘর আছে ফিসক-ফুজুরে ভরা, যেখানে সালাতই আদায় হয় না — অথচ সে এখানে প্রত্যেকটি ঘরের জন্য একই কর্মসূচি ধরিয়ে দিচ্ছে; সেই ঘরের বাসিন্দারা সালাত-ত্যাগী ও পাপাচারী হলেও!

বরং বহু মুসলিমই তো শিরকী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে — আল্লাহ তাআলার এই বাণীর যথার্থতা যেখানে ফুটে ওঠে:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

> "তাদের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, কিন্তু তারা মুশরিক অবস্থায়ই।" — সূরা ইউসুফ ১২:১০৬

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

> "আর তুমি যতই আগ্রহী হও না কেন, অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনার নয়।" — সূরা ইউসুফ ১২:১০৩

তাহলে যেখানে সিহর ও আশিক-জিনের মস বিদ্যমান — সেখানে অবস্থা কী দাঁড়াবে? আর কক্ষগুলোর মধ্যে এমনও আছে যেখানে ছবি ও ফাসাদ ভরা; অথচ সে বলছে — প্রতিটি কক্ষে পড়ো, আর আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছে কোনো জিন-ইফরীত টিকবে না। এটি নিছক মিথ্যা।

এই ব্যক্তি ও তার মতো লোকদের এমন বহু ভিডিও-অংশ আছে, যেগুলোর গলদ কেবল সেই ধরতে পারে যে তাওহীদ শিখেছে। সুতরাং সাবধান হও।

১৩. কোনো রাকী হয়তো বলবেন: "অমুক আয়াতটি পড়ো, ফুঁ দাও, এবং পঠিত পানি নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় ছিটিয়ে দাও, আর আল্লাহর কাছে দুআ করো — ইনশাআল্লাহ কল্যাণ হবে।" — কিন্তু তিনি কোনো ফলাফলের ব্যাপারে চূড়ান্ত ঘোষণা

দেন না।

আর এসবের আগে তিনি রোগীকে বুঝিয়ে দেন: তাওবা করা এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকা অপরিহার্য; নিজের ঘরকে অশ্লীলতা ও পাপ থেকে পবিত্র করতে হবে — যেন ঘরটি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ — উভয় দিক থেকে পবিত্র হয়। তবেই আল্লাহর অনুমতিতে প্রত্যাশিত সুফল আসবে, যার পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

১৪. রাকীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় — তিনি রোগীকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবেন যে, তিনি বহু ও বিচিত্র আয়াত পড়বেন এবং রোগী হয়তো কোনো নির্দিষ্ট আয়াতে প্রভাবিত হবে; কিন্তু এর অর্থ চূড়ান্তভাবে এই নয় যে তার মধ্যে সিহর, বদনজর বা মস আছে।

কারণ ঘটতে পারে শয়তানী হস্তক্ষেপ (তাদাখুলাত শাইতানিয়্যা), কিংবা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় — যেমন ওয়াহম (কল্পনা-ভীতি), পূর্ব-প্রত্যাশা ও কল্পচিত্র।

আর রাকী পড়েন প্রাথমিক নির্ণয়ের (তাশখীস আউয়ালী) উদ্দেশ্যে; এরপর তিনি রোগীর ব্যাপারে তথ্য ও ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সংগ্রহ করেন — তখনই তিনি রোগীর অবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন।

শর্তগুলোর সারকথা

করুন

- ✓ রুকইয়াহ শুরু মাসূর আয়াত ও নববী দুআ দিয়ে (শর্ত ৬)
- ✓ আয়াত নিজের তাজরিবা বা আহলুস সুন্নাহর সিকাহ রাকীদের থেকে (শর্ত ৩)
- ✓ বলা: কেউ উপকৃত হয়েছে, অন্যরা হয়নি (শর্ত ১০)
- ✓ রোগীকে আগে তাওবা ও ঘর পবিত্র করার কথা বোঝানো (শর্ত ১৩)
- ✓ প্রাথমিক নির্ণয়ের পর তথ্য সংগ্রহ, তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (শর্ত ১৪)

করবেন না

- ✗ যাদুকর, তরীকতপন্থী, গায়েব-দাবিদারদের কিতাব থেকে নেওয়া (শর্ত ২)
- ✗ নির্দিষ্ট সংখ্যা-নিশ্চিত ফলাফল ঘোষণা, যেন হাদীসে এসেছে (শর্ত ৪)
- ✗ রোগীকে নিজের বাছাই আয়াতেই সীমাবদ্ধ করা (শর্ত ৫)
- ✗ তাজরিবাকে আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত-বিধান বানানো (শর্ত ৭)
- ✗ কসম খেয়ে ফলাফলের নিশ্চয়তা দেওয়া (শর্ত ৮ ও ১২)

১৪টি শর্ত থেকে নির্বাচিত — লেখকের উপদেশ

বাহ্যত রোগীর অবস্থার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াত নির্দিষ্ট করা

(تخصيص الآيات التي لا تتناسب في الظاهر مع الحالة — মুদ্রিত ফোলিও ৪৪–৪৫)

এটি এমন এক বিষয়, যা তাখসীসের ব্যাপারে আপত্তি তোলা অনেকেই জানেন না — বিশেষত যাঁদের রুকইয়াহর জগতে কোনো দখল ও অভিজ্ঞতা নেই।

যিনি বলেন, "আয়াতগুলো অবশ্যই অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে" — তিনি হয়তো ধারণা করেন যে, বদনজরের সঙ্গে আল্লাহর এই বাণীর সামঞ্জস্য থাকতে পারে:

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ

"আর কাফিররা তো তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে প্রায় ফেলেই দিচ্ছিল।" — সূরা আল-কলম ৬৮:৫১

কিন্তু তিনি হয়তো এই বাণী পাঠে কোনো সামঞ্জস্য দেখতে পান না:

وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ

"আর আমি তাতে প্রবাহিত করেছি ঝর্ণাধারা।" — সূরা ইয়াসীন ৩৬:৩৪

(লক্ষণীয় — এখানে «الْعُيُون» শব্দটি ঝর্ণা অর্থে; কিন্তু শব্দমূলটি «عين» — বদনজরের শব্দও তাই।)

আবার কেউ কেউ মানানসই আয়াত বেছে পড়াটাই যথাযথ মনে করেন না; তাঁদের মতে কেবল কুরআন পাঠই যথেষ্ট।

সঠিক কথা হলো: রাকী এমন আয়াতও পড়েন ও নির্দিষ্ট করেন, যেগুলোর সঙ্গে রোগীর অভিযোগের কোনো সামঞ্জস্য বাহ্যত ধরা পড়ে না। কারণ রাকী মানুষের উপর জিনের আঘাত সম্পর্কে এমন কিছু জানেন, যা অন্যরা জানে না।

বাহ্যত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াত

আপত্তিকারীদের কথা	লেখকের মতে সঠিক কথা
আয়াত অবশ্যই অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে	রাকী বাহ্যত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াতও পড়েন ও নির্দিষ্ট করেন
কেউ বলেন: কেবল কুরআন পাঠই যথেষ্ট	এতে বিরাট কল্যাণ আছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হয়তো উন্মোচিত হবে না

লেখকের কারণ: রাকী মানুষের উপর জিনের আঘাত সম্পর্কে এমন কিছু জানেন, যা অন্যরা জানে না

- তিনি হয়তো সূরা আস-সাফফাতের শুরু পড়েন এবং আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি বারবার আওড়ান —

وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ

"আর রক্ষণ করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে।" — সূরা আস-সাফফাত ৩৭:৭

— এমন এক ব্যক্তির উপর, যিনি সততা ও সালাহর জন্য পরিচিত এবং যিনি অভিযোগ করছেন বদনজরের; অথচ তিনি হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে যান, আর তার জিহ্বায় জিন কথা বলে ওঠে।

- আবার রাকী হয়তো পড়েন —

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

> "আর তিনি পাখিদের খোঁজ নিলেন, তারপর বললেন: কী হলো, আমি হুদহুদকে দেখছি না কেন? সে কি অনুপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল?" — সূরা আন-নামল ২৭:২০

— তখন দেখা যায়, রোগীর দুই হাত উপরে উঠে গেছে এবং পাখির মতো ঝাপটাতে শুরু করেছে; তারপর জিন নানা অবস্থা ও ঘটনার কথা বলতে থাকে — যেগুলো রোগীও পরে স্মরণ করতে পারে।

আরেকটি দৃষ্টান্ত: রাকী হয়তো এক নারীর অভিযোগ শোনেন, যিনি জরায়ুর ব্যথার কথা বলছেন। তখন দেখবে তিনি পড়ছেন:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ

> "প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে আল্লাহ তা জানেন; আর জরায়ু যা কিছু কমায় ও যা কিছু বাড়ায় — সবই তিনি জানেন। তাঁর কাছে প্রতিটি বিষয়ের একটি পরিমাণ নির্ধারিত।" — সূরা আর-রাদ ১৩:৮

তারপর সেই নারীর অবস্থা জেনে নেওয়ার পর তিনি হয়তো আরেকটি আয়াত পড়েন:

وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ

> "আর যাকে ইচ্ছা তিনি পুত্রসন্তান দান করেন।" — সূরা আশ-শূরা ৪২:৪৯

— তখন সেই নারী ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন, হয়তো অজ্ঞান হয়ে যান, তার অবস্থা বদলে যায়। কেন? কারণ রাকী নির্ণয়মূলক প্রশ্ন করেছিলেন এবং জেনেছিলেন যে ওই নারীর সন্তানরা সবাই পুত্র। তাই তিনি তার ব্যথার সঙ্গে জরায়ুতে বদনজর লাগার — ঠিক এই কারণটির — সংযোগ ধরতে পেরেছিলেন।

আরেক দৃষ্টান্ত: সেই একই নারীর ব্যথার ক্ষেত্রেই রাকী হয়তো পড়েন:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না; নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৩২

— তখন হয়তো তিনি আছাড় খেয়ে পড়েন, তার অবস্থা পাল্টে যায়, নড়াচড়া অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কেন? কারণ রাকীর প্রশ্নের জবাবে সেই নারী জানিয়েছিলেন — তিনি ঘুমের মধ্যে দেখেন কোনো জিন তার সঙ্গে সহবাস করছে, সে জরায়ুতেই থাকে, আর তিনি জরায়ুতে নড়াচড়া অনুভব করেন।

এরপর রাকী হয়তো খুরূজের (বের করে দেওয়ার) আয়াত পড়বেন; কিংবা একই অবস্থায় অন্য আয়াতও পড়তে পারেন।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি রুকইয়াহর বিষয়গুলো জানে না — সে হয়তো কেবল আয়াতুল কুরসী, মুআওবিযাতাইন, সূরা আল-ফাতিহা ও কিছু আয়াত পড়েই চলে যাবে। এতে বিরাট কল্যাণ আছে, সন্দেহ নেই — কিন্তু হয়তো কিছুই বদলাবে না, আর সেই যন্ত্রণাকাতর নারীর প্রকৃত অবস্থাটিও উন্মোচিত হবে না — যিনি চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা নিতে গিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন, অথচ কোনো ফায়দা হয়নি।

কেবল শনাক্ত করার জন্য আয়াত নির্দিষ্ট করা

(تخصيص آيات للكشف فقط — মুদ্রিত ফোলিও ৪৫–৪৬)

এটি এমন একটি অধ্যায় — কেউ কেউ এতে দক্ষ, আর অনেকেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

- বদনজরে আক্রান্ত এক ব্যক্তি এল, আর রাকী তার উপর সিহরের আয়াত পড়লেন। এর সামঞ্জস্য কোথায়? — তিনি পড়ছেন নিশ্চিত হওয়ার জন্য।
- তিনি হয়তো এমন আয়াত পড়েন যেগুলোতে ইহুদি বা খ্রিষ্টানদের উল্লেখ আছে। এর সামঞ্জস্য কোথায়? — তিনি পড়ছেন নিশ্চিত হওয়ার জন্য। তারপর যদি রোগী নড়াচড়া, ব্যথা, অসাড়তা বা ঝিমঝিমে অনুভূতি টের পায়, তখন রাকী ইহুদি বা খ্রিষ্টান জিনের উপস্থিতির সম্ভাবনাটি বিবেচনায় নেন।
- রাকী হয়তো সৌন্দর্য, শোভা ও সুস্থতার আয়াত পড়েন এমন ব্যক্তির উপর, যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো এখন নেই — কিন্তু একসময় ছিল। তবু রাকী পড়েন নিশ্চিত হওয়ার জন্য, যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে তাতে কোনো সামঞ্জস্য নেই।

কতবার আমরা মানুষের উপর পড়েছি এবং এমন কিছু আয়াত এড়িয়ে গেছি, যেগুলো পড়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করিনি! যেমন — নিঃস্ব-দরিদ্র এক ব্যক্তির উপর সচ্ছলতার আয়াত পড়া। অথচ চিকিৎসার কিছুকাল পর হয়তো সচ্ছলতা ও রিযিক-সংক্রান্ত কোনো আয়াতে পৌঁছেই সে আছাড় খেয়ে পড়ে ও যন্ত্রণায় কাতর হয়। তারপর জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দেয়: "হ্যাঁ, আমি একসময় ধনীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম — কিন্তু অবস্থা বদলে গেছে।"

কেবল শনাক্তের জন্য আয়াত

লেখকের বর্ণনা: তিনি পড়ছেন নিশ্চিত হওয়ার জন্য

- সিহরের আয়াত — বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর
- ইহুদি-খ্রিষ্টানদের উল্লেখের আয়াত — অনুভূতি টের পেলে সম্ভাবনা বিবেচনা
- সৌন্দর্য, শোভা ও সুস্থতার আয়াত — যা একসময় ছিল
- সচ্ছলতার আয়াত — নিঃস্ব ব্যক্তির উপর, যে একসময় ধনী ছিল

জিন, সিহর, বদনজর, হাসাদ ও রূহের জগৎ

(عالم الجن والسحر والعين والحسد والأرواح — মুদ্রিত ফোলিও ৪৬)

জিনের জগৎ বিশাল, বিস্ময়কর, অদ্ভুত, ভয়ংকর ও গোপন। আর বদনজর ও হাসাদ তার চেয়েও দুর্বোধ্য, তার চেয়েও বিপজ্জনক, তার চেয়েও শক্তিশালী এবং তার চেয়েও দ্রুতগামী। আর রূহের জগৎ — তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

মানুষ এসব বিপদের যতটুকু শিকার হয়, হয়েই চলে — অথচ তারা জানেও না।

আর যে রাকী মুওয়াহহিদ (তাওহীদপন্থী), মুওয়াফফাক (আল্লাহর তাওফীকপ্রাপ্ত) এবং সঠিকটির অনুসন্ধানী — আল্লাহ তাঁকে তাঁর কাজে ও পেশায় এমন বিষয়ে তাওফীক দেন, যা বহু মানুষের অজানা।

আয়াতের তাখসীস ও তামীমের উপর নির্ভর করা

(الإعتماد على التخصيص في الآيات والتعميم — মুদ্রিত ফোলিও ৪৬)

রোগব্যাধি ও জীবজগৎ নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো কখনও নথিবদ্ধ গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় — রোগীদের অবস্থা ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে। ফলে গবেষণার ফলাফল চিকিৎসকদের রিপোর্ট এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষা-যন্ত্রের রিপোর্টের সঙ্গে কাছাকাছি ও সঙ্গতিপূর্ণ দাঁড়ায়।

রেফারেন্স সংক্রান্ত টীকা: এই অংশে (ফোলিও ৩৮–৪৬) মোট ১৮টি কুরআনী উদ্ধৃতি এসেছে। প্রতিটির নম্বর মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে — আল-বাকারা ৬৩ ও ২৪৭, আল-আরাফ ৬৯, আত-তাওবা ৬৯, হুদ ৫২ ও ৮০, আল-কাসাস ২৬, আল-কাহফ ৩৯, আত-তারিক ১০, ইউসুফ ১০৬ ও ১০৩, আল-কলম ৫১, ইয়াসীন ৩৪, আস-সাফফাত ৭, আন-নামল ২০, আর-রাদ ৮, আশ-শূরা ৪৯, আল-ইসরা ৩২। এই পৃষ্ঠাগুলোতে অঙ্ক-উল্টানোর (RTL রেন্ডারিং) ত্রুটি পাওয়া যায়নি। বইয়ে যে তিনটি আয়াতের সূত্র দেওয়া হয়নি (ইউসুফ ১২:১০৬, ইউসুফ ১২:১০৩, আল-কলম ৬৮:৫১), সেগুলোর সূত্র মূল পাঠ মিলিয়ে অনুবাদে যোগ করা হয়েছে।

এক নজরে

- ★ লেখক ১৪টি শর্ত লিখেছেন রাকী ভাইদের কল্যাণকামী উপদেশ হিসেবে
- ★ শরীয়তের নসে যে তাখসীস ও ফযীলত এসেছে, সেটিই সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ
- ★ শর্ত ৪: নির্দিষ্ট সংখ্যা ও নিশ্চিত ফলাফলের ঘোষণা নয় — এমনভাবে, যেন সহীহ হাদীসে বর্ণিত
- ★ ফিরাসাতে প্রাথমিক নির্ণয়ে আপত্তি নেই; ফিরাসাতের ভিত্তিতে জযম ঘোষণায় আপত্তি
- ★ কোনো আয়াতে প্রভাবিত হওয়া মানেই সিহর, বদনজর বা মস আছে — তা নিশ্চিত নয়
- ★ লেখকের মতে রাকী বাহ্যত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াতও পড়েন ও নির্দিষ্ট করেন

যাচাই করুন

1. শর্ত ১ অনুযায়ী তাখসীস ও ফযীলত সম্পর্কে শরীয়তের নস যা এনেছে, সেটি কেমন?

ক. সর্বোত্তম ও সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ

খ. রাকীর বাছাইয়ের চেয়ে কম

2. রোগী বলল আয়াতুল কুরসী পড়ে কিছু বদলায়নি, আর রাকী বলল ওটা ছেড়ে দাও — লেখক একে কী বলেছেন?

ক. আদর্শ চিকিৎসা

খ. এটিই সেই জিনিস, যা থেকে শরীয়ত নিষেধ করে

3. লেখকের মতে রাকীর ফিরাসাত-ভিত্তিক নির্ণয়ে কখন আপত্তি হবে?

ক. কয়েকটি প্রশ্ন করলে

খ. যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (জযম) ঘোষণা করে বসে

4. শর্ত ৬ অনুযায়ী রুকইয়াহ কী দিয়ে শুরু করতে হবে?

ক. নিজের বাছাই আয়াত দিয়ে

খ. মাসূর আয়াত ও নববী দুআ দিয়ে

5. শর্ত ১১ অনুযায়ী রাকী-সদৃশ শারঈ ইলমহীন কারও জটিল কর্মসূচির ক্ষেত্রে কী করণীয়?

ক. মাফ করে দেওয়া

খ. প্রতিবাদ করতে হবে, যতক্ষণ না সে দলিল ও কাজের প্রকৃত রূপ স্পষ্ট করে

6. শর্ত ১৪ অনুযায়ী রাকী কখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন?

ক. পড়া শুরুর আগেই

খ. প্রাথমিক নির্ণয়ের পর তথ্য ও ঘটনা সংগ্রহ করে

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ

অধ্যায় ১৫ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ১৬

রুকইয়াহর জন্য নির্দিষ্ট আয়াত খাস করা ও বেছে নেওয়া জায়েজ – উলামায়ে কিরামের ফতোয়া

(فتاوى العلماء في جواز تخصيص واختيار آيات معينة للرقية — মুদ্রিত পৃষ্ঠা ৪৭–৫৭)

রুকইয়াহর মজলিস স্থির নয়, তাই আয়াতও স্থির থাকে না

শাইখ আল-হিবশী প্রথমে একটি বাস্তব পর্যবেক্ষণ দিয়ে আলোচনা শেষ করেন। সাধারণ রোগব্যাধির চেয়ে রুকইয়াহ, সিহর ও জিনের ক্ষেত্রে অবস্থা আলাদা। রাকী হয়তো কয়েকটি আয়াত নির্দিষ্ট করে পড়া শুরু করলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মজলিসে যেসব অপ্রত্যাশিত ঘটনা সামনে আসে সেগুলোর ধরন অনুযায়ী তাঁর তাখসীস বদলে যায় — এক আয়াত-গুচ্ছ থেকে অন্য আয়াত-গুচ্ছে সরে যেতে হয়।

উদাহরণ: রাকী হয়তো সিহরের আয়াত দিয়ে শুরু করলেন; পাঠ চলাকালে সিহরের খাদিম (সেবাদাস জিন) প্রকাশ পেল। তখন পাঠ সিহরের আয়াত থেকে সরে গিয়ে হারক (জ্বালানো), খুরূজ (বের করা) ও কাওয়ারিউল কুরআনের আয়াতে গিয়ে দাঁড়ায়।

এ কারণেই আয়াতের তাখসীসকে সব অবস্থার জন্য একটি সাধারণ সূত্রে বাঁধা সম্ভব নয়। কেবল সেসব ক্ষেত্রে — যেখানে অবস্থা অস্থির ও পরিবর্তনশীল নয় — আমরা বলতে পারি: "এগুলো বদনজরের আয়াত", "এগুলো সিহরের আয়াত", "এগুলো ইলমের (ইলম-সংক্রান্ত) আয়াত" ইত্যাদি।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানেও ঠিক এমনটিই ঘটে। উন্মাদনা (জুনূন) ও হিস্টিরিয়ার উত্তেজিত অবস্থাগুলোতে চিকিৎসক আগে থেকে একটি নির্দিষ্ট চিকিৎসা ও নির্দিষ্ট ওষুধ বেঁধে দিতে পারেন না; বরং প্রত্যেক রোগীকে তার নিজের অবস্থায় যা মানানসই, সেটিই দেওয়া হয়।

এই ভূমিকার পর শাইখ আল-হিবশী আলিমদের ফতোয়াগুলো এক এক করে উপস্থাপন করেন — প্রতিটির সঙ্গে মূল সাইটের স্ক্রিনশট ও ফতোয়া-নম্বর।

এই অধ্যায়ের ফতোয়াসমূহ

আলিমদের ফতোয়া

- আল-লাজনাতুদ দাইমা — ফতোয়া নং ১৯৩০৪
- ইবন বায — সিহর কাটার আয়াত ও নিজে পাঠ
- ইবন বায — সিহরগ্রস্ত ও বদনজরে আক্রান্তের আয়াত
- ইবন জিবরীন — ফতোয়া নং ৫৫৮
- ইবন জিবরীন — নির্দিষ্ট সংখ্যায় নির্দিষ্ট আয়াত
- ইবন তাইমিয়া — ইবন আব্বাসের তাখসীস

১. আল-লাজনাতুদ দাইমা – ফতোয়া নং ১৯৩০৪

উৎস (বইয়ে যেভাবে ছাপা): اللجنة الدائمة > الفتوى رقم (19304) > آيات معينة لها فضل وتأثير خاص

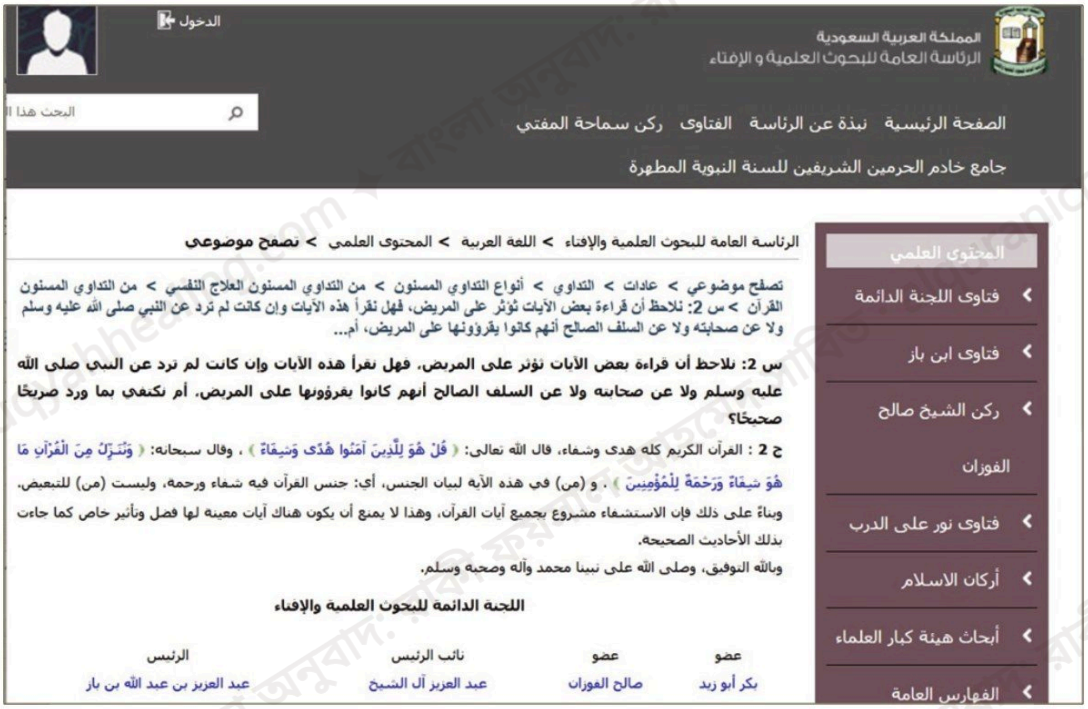

প্রশ্ন: আমরা লক্ষ করি যে কিছু আয়াত পাঠ করলে রোগীর উপর প্রভাব পড়ে। তাহলে আমরা কি এই আয়াতগুলো পড়ব — যদিও নবী ﷺ থেকে, তাঁর সাহাবীগণ থেকে কিংবা সালাফে সালিহীন থেকে এমন কিছু বর্ণিত হয়নি যে তাঁরা সেগুলো রোগীর উপর পড়তেন? নাকি স্পষ্ট ও সহীহভাবে যা বর্ণিত হয়েছে কেবল তাতেই সীমাবদ্ধ থাকব?

উত্তর: সমগ্র কুরআনুল কারীমই হিদায়াত ও শিফা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

> "বলো, এটি মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও শিফা।" — সূরা ফুসসিলাত ৪১:৪৪

আর তিনি সুবহানাহু বলেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

> "আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি, যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৮২

এই আয়াতে (مِن) শব্দটি এসেছে "বিয়ানুল জিনস" (শ্রেণি নির্দেশ) অর্থে — অর্থাৎ কুরআনের জাতটাই এমন যে তাতে শিফা ও রহমত রয়েছে। এখানে (مِن) "তাবঈয" (অংশ বোঝানোর) অর্থে নয়। এর ভিত্তিতে কুরআনের সমস্ত আয়াত দিয়েই শিফা তলব করা মাশরূ।

আর এটি এ কথার পরিপন্থী নয় যে কিছু নির্দিষ্ট আয়াতের বিশেষ ফযীলত ও বিশেষ প্রভাব রয়েছে — যেমনটি সহীহ হাদীসসমূহে এসেছে।

লাজনার ফতোয়া – প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন	আল-লাজনাতুদ দাইমার উত্তর
নবী, সাহাবী, সালাফ থেকে বর্ণিত নেই, তবু কি আয়াতগুলো পড়ব?	সমগ্র কুরআনই হিদায়াত ও শিফা
নাকি সহীহভাবে বর্ণিত বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকব?	সব আয়াত দিয়ে শিফা তলব মাশরূ, আর কিছু আয়াতের বিশেষ ফযীলত-প্রভাব এর পরিপন্থী নয়

সহীহ হাদীসে কিছু আয়াতের বিশেষ ফযীলত ও প্রভাবের কথা এসেছে

ওয়াবিল্লাহিত তাওফীক, ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম।

সূত্র: المجموعة الثانية (١/٧٨) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — আল-লাজনাতুদ দাইমা লিল-বুহূসিল ইলমিয়্যা ওয়াল-ইফতা, ১/৭৮, দ্বিতীয় সংকলন।

স্বাক্ষরকারীগণ:

- بكر أبو زيد — বকর আবু যায়দ ... সদস্য
- صالح الفوزان — সালিহ আল-ফাউযান ... সদস্য
- عبد العزيز آل الشيخ — আবদুল আযীয আলুশ শাইখ ... উপপ্রধান
- عبد العزيز بن عبد الله بن باز — আবদুল আযীয ইবন আবদিল্লাহ ইবন বায ... প্রধান

---

২. শাইখ ইবন বায রহিমাহুল্লাহ – সিহর কাটার আয়াতসমূহ, এবং সিহরগ্রস্ত নিজে তা পড়তে পারবে কি?

উৎস (বইয়ে যেভাবে ছাপা): الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز — ফতোয়ার শিরোনাম: آيات فك السحر، وهل يجوز قراءتها من المسحور؟

প্রশ্ন: আপনার অনুষ্ঠান থেকে শুনেছি যে সিহরের কাজ বাতিল করার জন্য কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াত পড়া হয়। সেই আয়াতগুলো কোনগুলো? আর তা কি ব্যক্তি নিজেই পড়তে পারবে, নাকি অন্য কারও পক্ষ থেকে পড়া হবে?

উত্তর: হ্যাঁ। আয়াত পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ ব্যক্তিকে তার নিজের পাঠেও উপকৃত করতে পারেন, আবার ঈমান ও তাকওয়াসম্পন্ন অন্য কারও পাঠেও।

কেউ যদি ধারণা করে যে তার উপর সিহর করা হয়েছে, কিংবা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে — তবে সে নিজের উপর আয়াতুল কুরসী পড়বে:

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

"আল্লাহ — তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।" — সূরা আল-বাকারা ২:২৫৫

সেই সঙ্গে ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা), এবং:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

"বলো, হে কাফিরগণ!" — সূরা আল-কাফিরূন ১০৯:১

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

"বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।" — সূরা আল-ইখলাস ১১২:১

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

"বলো, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের কাছে।" — সূরা আল-ফালাক ১১৩:১

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

"বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের কাছে।" — সূরা আন-নাস ১১৪:১

— এসব পড়ে সে নিজের বুকে ফুঁ দেবে। এই সূরা ও আয়াতগুলো পাঠ করবে; ইনশাআল্লাহ এসবই তার উপকারে আসবে এবং এগুলো তার আফিয়াত ও সিহর থেকে নিরাপত্তার অন্যতম উপকরণ।

আর সবচেয়ে উত্তম হলো — সূরা আল-ইখলাস ও মুআওবিযাতাইন তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করা এবং বুকে ফুঁ দেওয়া। সেইসঙ্গে ভালো হলো সূরা আল-আরাফ, সূরা ইউনুস ও সূরা ত্বা-হার মধ্যকার প্রসিদ্ধ সিহর-সংক্রান্ত আয়াতগুলোও পড়া। এগুলো পানিতেও পড়বে, তার কিছু পান করবে এবং বাকিটা দিয়ে গোসল করবে।

এ সবই আফিয়াতের উপকরণ:

1. নিজের উপর পড়ে নিজের বুকে ফুঁ দিলে — এটি আফিয়াতের অন্যতম কারণ।
2. পানিতে পড়ে তা থেকে পান করলে ও তা দিয়ে গোসল করলে — এটিও শিফার অন্যতম কারণ।
3. পানিতে সাতটি বরই পাতা — সবুজ সিদর — বেটে মিশিয়ে দিলে তা-ও সিহরের চিকিৎসায় উপকারী। আর যে পুরুষকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে বাঁধা (হাবস) করা হয়েছে, তার চিকিৎসাতেও এটি — আল্লাহর অনুমতিতে — উপকার করে।

আর যদি আক্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ পড়ে — আল্লাহর জন্য তার কোনো ভাই পানিতে পড়ে দিল, আর সে তা থেকে পান করল ও তা দিয়ে গোসল করল — তবে তা-ও ইনশাআল্লাহ উপকারী।

তবে এ কাজের জন্য এমন লোক বেছে নেওয়া উচিত, যাঁরা কল্যাণ, ইলম ও ফযীলতের জন্য পরিচিত — তাঁরাই যেন পানিতে এই আয়াতগুলো পাঠ করেন। হ্যাঁ।

ইবন বায: সিহরের ধারণা হলে

- [ ] আয়াতুল কুরসী ও সূরা ফাতিহা পড়া
- [ ] সূরা কাফিরূন, ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়া
- [ ] পড়ে নিজের বুকে ফুঁ দেওয়া
- [ ] সবচেয়ে উত্তম: ইখলাস ও মুআওবিযাতাইন তিনবার
- [ ] ভালো: আরাফ, ইউনুস ও ত্বা-হার সিহর-আয়াত
- [ ] অন্যের পাঠে: কল্যাণ-ইলম-ফযীলতে পরিচিত লোক বেছে নেওয়া

কেউ ধারণা করলে বা নিশ্চিত জানলে যে তার উপর সিহর করা হয়েছে

উপস্থাপক: জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الإمام ابن باز رحمه الله

آيات فك السحر، وهل يجوز قراءتها من المسحور؟

السؤال:

سمعت من برنامجكم بأن تقرأ بعض آيات القرآن الكريم لإبطال عمل السحر، فما هي هذه الآيات؟ وهل يجوز قراءتها من قبل الشخص نفسه أم من قبل شخص آخر؟

الجواب:

نعم، قراءة الآيات قد ينفع الله بها من الشخص نفسه، ومن غيره من أهل الإيمان والتقوى، فإذا ظن الإنسان أن به سحرًا، أو علم أن به سحرًا، وقرأ على نفسه آية الكرسي: ﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة:255] مع فاتحة الكتاب، ومع ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون:1]، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:1]، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق:1]، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس:1] ينفث على صدره، ويقرأ هذه السور والآيات، كل ذلك يفيده -إن شاء الله-، ومن أسباب عافيته، وسلامته من السحر.

والأحسن أن يكرر ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:1] والمعوذتين ثلاث مرات، مع النفث على صدره، ويحسن أيضًا أن يقرأ آيات السحر المعروفة في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة طه، يقرؤها أيضًا، مع ذلك في الماء، ويشرب منه، ويغتسل بالباقي، كل هذا من أسباب العافية، إن نفث على نفسه بذلك على صدره بذلك فهذا من أسباب العافية، وإن قرأ ذلك في ماء ثم شرب منه واغتسل به فذلك أيضًا من أسباب الشفاء، وإن جعل في الماء سبع ورقات من السدر دقها -السدر الأخضر- دقها وجعلها في الماء، فذلك أيضًا مفيد في علاج السحر، وهكذا في علاج الرجل الذي حبس عن زوجته ينفعه هذا -بإذن الله-، وإن قرأها غير المصاب -قرأها بعض إخوانه في الله- في ماء وشرب منه، واغتسل به، فذلك نافع -إن شاء الله-، وينبغي أن يختار من ذلك أهل الخير المعروفون بالخير والعلم والفضل حتى يقرأ هذه الآيات في الماء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

বিটাকা কার্ড: জ্বরের আয়াত (آيات للحمّى)

শাইখ আল-হিবশী এখানে একটি কার্ড আকারে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহিমাহুল্লাহর একটি আমল উপস্থাপন করেছেন।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ আল-মারুযী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু আবদুল্লাহর [অর্থাৎ আহমাদ ইবন হাম্বল] কাছে খবর পৌঁছাল যে আমার জ্বর হয়েছে। তখন তিনি আমার জন্য জ্বরের ব্যাপারে একটি রুকআ (কাগজ) লিখে দিলেন, যাতে ছিল:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর নামে ও আল্লাহর সাহায্যে; আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا

فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ

"আমি বললাম: হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। আর তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল; ফলে আমি তাদেরই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।" — সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৬৯–৭০

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، اشْفِ صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ

بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبَرُوتِكَ، إِلَهَ الْخَلْقِ. آمِين

"হে আল্লাহ! জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব! আপনার শক্তি, ক্ষমতা ও প্রতাপ দিয়ে এই লেখার বাহককে আরোগ্য দান করুন — হে সৃষ্টিকুলের ইলাহ। আমীন।"

---

৩. শাইখ ইবন বায রহিমাহুল্লাহ – সিহরগ্রস্ত ও বদনজরে আক্রান্তের উপর যেসব আয়াত পড়া হয়

উৎস (বইয়ে যেভাবে ছাপা): الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز — ফতোয়ার শিরোনাম: الآيات التي تقرأ على المسحور والمصاب بالعين

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
الإمام ابن باز
الآيات التي تقرأ على المسحور والمصاب بالعين
السؤال:
هل يسأل عن الآيات التي تقرأ على المسحور، والممنوع عن زوجته ما هي؟
الجواب: ذكر كثير من أهل العلم: أن من أسباب العافية للمسحور، والذي حبس عن زوجته: أن يقرأ آيات ثلاث التي في سورة يونس، وسورة الأعراف، وطه المتعلقة بالسحر، يقرأها، وتقرئ على المسحور، وعلى المحبوس عن زوجته مع آية الكرسي، ومع قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هذه يقرأها على المريض، أو في ماء، ويشربه المريض، ويشفى بإذن الله. وإن جعل معها سبع ورقات سدر، دقها، وجعلها في الماء، وقرأ في ذلك أيضًا ينفع هذا، وهذا: يقرأ على المريض، أو في ماء يقرأ فيه آيات السحر من سورة الأعراف، ومن سورة يونس، ومن سورة طه، ويقرأ معها آية الكرسي، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، والمعوذتين، ثم يشرب منها المسحور، والمحبوس عن زوجته، ويتروش بالباقي، هذا ينفع، وجربناه كثيرًا، وكذلك إذا قرئ على المريض نفسه هذه الآيات ينفعه كثيرًا.
السؤال: سؤال عن العلاج من إصابة العين؟ الشيخ: كذلك العين الرقية تنفع فيها، يرقية من الآيات التي تناسب في القرآن، ويدعو له، وينفث عليه في ذلك، هذا ينفعه، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا رقية إلا من عين، أو حمة وإذا عرف العائن، يأمره أن يغسل وجهه، ويتمضمض من أطرافه في إناء، ثم يغتسل بهذا الماء، وتزول العين -بإذن الله- إذا كان معروفًا.
السؤال: إذا كان يؤاذيه، ياشيخ، ويكون شحناء، وعداوة؟
الشيخ: إذا عرفه، يتوسل إليه بالطريقة الطيبة، يقال: هذا ما يضرك، وهذا أمر الله، والعين حق، يجب عليك أن توافق، وأن تغتسل له أطرافك، وتمضمض، وتغسل وجهك، ويديك، وتعطيه من هذا، ينفع -بإذن الله- أيش يضرك، ويجوز للحاكم أن يلزمه بذلك إذا عرف.
السؤال: ما حكم من يقرأ على المجنون، ويدعي بأنه يكلمون الجن، ويطلعهم من الشخص؟
الشيخ: هذا واقع، إذا قرأ عليهم، قد يخرجوا -بإذن الله- إذا كان جيدًا، وصاحب إيمان، قد يخرج الجن بقراءته، وقد يضربهم أيضًا، إذا كان معروفًا وليس معروفًا بالسحر، ولا بغيره.

প্রশ্ন: এক ভাই জানতে চেয়েছেন — সিহরগ্রস্ত ব্যক্তির উপর, এবং যাকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে বাধাগ্রস্ত (মামনূ) করে রাখা হয়েছে তার উপর, কোন আয়াতগুলো পড়া হয়?

উত্তর: বহু আহলুল ইলম উল্লেখ করেছেন যে, সিহরগ্রস্ত ব্যক্তির এবং যাকে স্ত্রীর কাছ থেকে বাঁধা হয়েছে তার আফিয়াতের অন্যতম উপকরণ হলো — সূরা ইউনুস, সূরা আল-আরাফ ও সূরা ত্বা-হার মধ্যে সিহর-সংক্রান্ত তিন স্থানের আয়াত পড়া। সেগুলো পড়বে এবং সিহরগ্রস্ত ও বাঁধাগ্রস্ত ব্যক্তির উপর পাঠ করবে — সঙ্গে আয়াতুল কুরসী, এবং সূরা আল-কাফিরূন, সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস।

এগুলো সরাসরি রোগীর উপর পড়বে, অথবা পানিতে পড়বে এবং রোগীকে তা পান করাবে — আল্লাহর অনুমতিতে সে সুস্থ হবে।

আর যদি সেই পানির সঙ্গে সাতটি বরই পাতা বেটে মিশিয়ে দেয় এবং তাতে পাঠ করে, তবে তা-ও উপকার করে। এভাবে পড়া হয় — হয় সরাসরি রোগীর উপর, নয়তো এমন পানিতে যাতে সূরা আল-আরাফ, সূরা ইউনুস ও সূরা ত্বা-হার সিহর-আয়াতগুলো পড়া হয়েছে, সঙ্গে আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-কাফিরূন, সূরা আল-ইখলাস ও মুআওবিযাতাইন। তারপর সিহরগ্রস্ত ও বাঁধাগ্রস্ত ব্যক্তি তা থেকে পান করবে এবং বাকিটা গায়ে ঢালবে।

এটি উপকার করে — আমরা বহুবার তা পরীক্ষা করে দেখেছি। তেমনি রোগী নিজেই যদি নিজের উপর পড়ে, তবে এই আয়াতগুলো তাকে অনেক উপকার করে।

বদনজরে আক্রান্তের চিকিৎসা প্রসঙ্গে প্রশ্ন

প্রশ্ন: বদনজরে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা কী?

শাইখ: তেমনি বদনজরের ক্ষেত্রেও রুকইয়াহ উপকারী। কুরআনের উপযুক্ত আয়াত দিয়ে তার উপর রুকইয়াহ করা হবে, তার জন্য দুআ করা হবে এবং তাতে ফুঁ দেওয়া হবে — এটি তার উপকারে আসে। নবী ﷺ বলেছেন:

لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ

> "বদনজর ও বিষাক্ত দংশন ছাড়া (আর কিছুর জন্য এমন কার্যকর) রুকইয়াহ নেই।"

আর নজরদাতা (আইন) চিহ্নিত হলে তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে — সে যেন তার মুখমণ্ডল ধোয়, একটি পাত্রে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রান্তভাগ ধোয় এবং কুলি করে। তারপর সেই পানি দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি গোসল করবে — আল্লাহর অনুমতিতে বদনজর দূর হয়ে যাবে, যদি নজরদাতা জানা থাকে।

প্রশ্ন: হে শাইখ! যদি সে (নজরদাতা) কষ্ট দেয় এবং উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকে?

শাইখ: যদি সে চিহ্নিত হয়, তবে উত্তম পন্থায় তার কাছে অনুরোধ করা হবে। তাকে বলা হবে: এতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই, এটি আল্লাহরই নির্দেশ, আর বদনজর সত্য। তোমার কর্তব্য সম্মত হওয়া — অঙ্গপ্রান্ত ধুয়ে দেওয়া, কুলি করা, মুখ ও হাত ধোয়া, এবং সেই পানি তাকে দিয়ে দেওয়া। আল্লাহর অনুমতিতে এতে উপকার হয়। এতে তোমার কী ক্ষতি? আর নজরদাতা চিহ্নিত হলে শাসকের জন্য জায়েজ — তাকে এ কাজে বাধ্য করা।

ইবন বায: বদনজর প্রসঙ্গে

১ **রুকইয়াহ**
কুরআনের উপযুক্ত আয়াত, দুআ ও ফুঁ

২ **নজরদাতা চিহ্নিত হলে**
মুখমণ্ডল, অঙ্গপ্রান্ত ধোয়া ও কুলি

৩ **আক্রান্ত ব্যক্তি**
সেই পানি দিয়ে গোসল করবে

৪ **বিদ্বেষ থাকলে**
উত্তম পন্থায় অনুরোধ করা হবে

৫ **চিহ্নিত নজরদাতা**
শাসকের জন্য বাধ্য করা জায়েজ

শাইখ ইবন বাযের উত্তর অনুযায়ী

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি উন্মাদের উপর পড়ে এবং দাবি করে যে সে জিনদের সঙ্গে কথা বলে ও তাদের কাছ থেকে ওই ব্যক্তির খবর জেনে নেয় — তার হুকুম কী?

শাইখ: এটি বাস্তব ঘটনা। তাদের (রোগীদের) উপর পড়লে আল্লাহর অনুমতিতে জিন বেরিয়ে যেতে পারে — যদি পাঠক ভালো মানুষ হয় ও ঈমানদার হয়, তবে তার পাঠে জিন বেরিয়ে যেতে পারে, আবার সে তাদের প্রহারও করতে পারে — এই শর্তে যে সে সৎ বলে পরিচিত হবে, সিহর কিংবা অন্য কোনো (অবৈধ) পন্থায় পরিচিত হবে না।

---

৪. মওকিউ ইবন জিবরীন – ফতোয়া নং ৫৫৮

উৎস (বইয়ে যেভাবে ছাপা): موقع ابن جبرين — رقم الفتوى (558) ফতোয়ার বিষয়: بيان الحكمة من تخصيص آيات للسحر والعين رغم أن القرآن كله شفاء — "কুরআন সবটাই শিফা হওয়া সত্ত্বেও সিহর ও বদনজরের জন্য নির্দিষ্ট আয়াত খাস করার হিকমত"।

رقم الفتوى (558) [العودة لصفحة الفتاوى الرئيسية »]

موضوع الفتوى: بيان الحكمة من تخصيص آيات للسحر والعين رغم أن القرآن كله شفاء

السؤال: س: ما دام القرآن كله شفاء فلماذا خُصِّص آيات للسحر، والعين؟

الاجابة: حيث إن تلك الآيات فيها ذِكر للسحر، وإبطاله ، كانت مناسبة لفكِّ ذلك السحر ، الذي هو من عمل الشيطان ، كقوله تعالى: ﴿ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ فهي صريحة في أن أمر الله تعالى يُبطل عملهم ، وهكذا قول موسى ﴿ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ﴾ أي سيُبطل عملكم أيها السحرة ، فمناسبتها لما فيها من إبطال أعمال أولئك السحرة، وهكذا غيرهم ، وهكذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ يدل على أن كيدهم باطل، وأن الله يُبطل عملهم مهما كان ، وهكذا قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴾ صريحة في أن عملهم بالأبصار هو الإصابة بالعين ، ففيها كفٌّ لشرهم، ودفعٌ لأذى العائن ، ومع ذلك كله، فإن قراءة القرآن مفيدةٌ لكل الأمراض ، ولها أثر بليغ في تخفيفها، وإزالة ضررها ، حيث إن كثيرا من الأمراض لا يُعالجها الأطباء ، الذين تخصَّصوا في الأوجاع الظاهرة ، ولا خبرة لهم بالأمراض النفسية ، كالصرع والجان ، والسحر والعين ، فكان علاجها بهذه الرُّقية التي حثَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – على استعمالها بقوله: ﴿ لا بأس بالرُّقى ما لم تكن شركا ﴾ وبقوله: ﴿ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ﴾ وثبت أنه – صلى الله عليه وسلم – رقى نفسه، ورقى غيره، ورقاه الملك ، وأقرَّ الرُّقية من ذلك اللَّديغ وقال: ﴿ لا رُقيةَ إلا من عينٍ أو حُمَّة ﴾ أي لا رُقية أنفع وأجدى من الرقية للإصابة بالعين أو الحُمَّة ، أي لَسعة ذوات السموم.

প্রশ্ন: কুরআন যখন সবটাই শিফা, তাহলে সিহর ও বদনজরের জন্য নির্দিষ্ট আয়াত খাস করা হয় কেন?

উত্তর: যেহেতু ওই আয়াতগুলোতে সিহরের উল্লেখ এবং তা বাতিল করার বর্ণনা রয়েছে, তাই সেগুলো সেই সিহর খুলে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত (মুনাসিব) — যে সিহর মূলত শয়তানের কাজ। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী:

أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

> "তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। অতঃপর তা তাদের রচিত মিথ্যা গিলে ফেলতে লাগল।" — সূরা আল-আরাফ ৭:১১৭

এটি স্পষ্টভাবে জানায় যে আল্লাহ তাআলা তাদের কাজ বাতিল করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনি মূসা আলাইহিস সালামের বাণী:

مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ

> "তোমরা যা এনেছ তা সিহর; নিশ্চয়ই আল্লাহ তা বাতিল করে দেবেন।" — সূরা ইউনুস ১০:৮১

অর্থাৎ — হে যাদুকরেরা, আল্লাহ শীঘ্রই তোমাদের কাজ বাতিল করে দেবেন। এতে যাদুকরদের কাজ বাতিল হওয়ার কথা রয়েছে; এই কারণেই আয়াতটি এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত — আর অন্যদের ক্ষেত্রেও একই কথা। তেমনি আল্লাহ তাআলার বাণী:

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

"তারা যা বানিয়েছে তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল; আর যাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হয় না।" — সূরা ত্বা-হা ২০:৬৯

এটি প্রমাণ করে যে তাদের কৌশল বাতিল, এবং আল্লাহ তাদের কাজ বাতিল করে দেবেন — তা যেমনই হোক না কেন। আর তেমনি আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

"কাফিররা যখন উপদেশবাণী (কুরআন) শোনে, তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়েই তোমাকে আছড়ে ফেলবে; আর তারা বলে: সে তো এক উন্মাদ।" — সূরা আল-কলম ৬৮:৫১

এটি স্পষ্টভাবে জানায় যে দৃষ্টি দিয়ে তাদের এই আঘাত করাই হলো বদনজর। কাজেই এই আয়াতে রয়েছে তাদের অনিষ্ট প্রতিহতকরণ এবং নজরদাতার কষ্ট প্রতিরোধ।

এসবের পাশাপাশি: সমগ্র কুরআন পাঠই সব রোগের জন্য উপকারী; রোগ লাঘব করা ও তার ক্ষতি দূর করার ক্ষেত্রে কুরআনের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। কেননা বহু রোগ এমন, যেগুলোর চিকিৎসা চিকিৎসকেরা করতে পারেন না — তাঁরা প্রকাশ্য ব্যথা-বেদনায় বিশেষজ্ঞ, কিন্তু মৃগী, জিন, সিহর ও বদনজরের মতো নাফসানী (আত্মিক/মানসিক) রোগে তাঁদের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই।

তাই এসবের চিকিৎসা হলো সেই রুকইয়াহ, যা ব্যবহারে নবী ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا

"রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তা শিরক না হয়।"

এবং তিনি বলেছেন:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمْ أَن يَنفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنفَعْهُ

> "তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন উপকার করে।"

আর প্রমাণিত যে নবী ﷺ নিজে নিজের উপর রুকইয়াহ করেছেন, অন্যদের উপরও রুকইয়াহ করেছেন, ফেরেশতা তাঁর উপর রুকইয়াহ করেছেন; এবং তিনি দংশিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রুকইয়াহ অনুমোদন করেছেন। তিনি বলেছেন:

لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّةٍ

> "বদনজর ও হুম্মাহ ছাড়া (আর কিছুর জন্য এমন কার্যকর) রুকইয়াহ নেই।"

অর্থাৎ — বদনজর বা হুম্মাহ-এর ক্ষেত্রে রুকইয়াহর চেয়ে অধিক উপকারী ও ফলপ্রসূ কোনো রুকইয়াহ নেই; আর হুম্মাহ অর্থ বিষধর প্রাণীর দংশন।

◆ ইবন জিবরীন: আয়াতগুলো কেন মুনাসিব

- [ ] আরাফ ৭:১১৭ — আল্লাহ তাদের কাজ বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন
- [ ] ইউনুস ১০:৮১ — যাদুকরদের কাজ বাতিল হওয়ার কথা
- [ ] ত্বা-হা ২০:৬৯ — তাদের কৌশল বাতিল
- [ ] আল-কলম ৬৮:৫১ — দৃষ্টি দিয়ে আঘাতই বদনজর
- [ ] সমগ্র কুরআন পাঠই সব রোগের জন্য উপকারী

ফতোয়া নং ৫৫৮ — সিহর ও বদনজরের আয়াত খাস করার হিকমত

---

৫. শাইখ ইবন জিবরীন রহিমাহুল্লাহ – নির্দিষ্ট রোগের জন্য নির্দিষ্ট আয়াত নির্দিষ্ট সংখ্যায় খাস করা

উৎস (বইয়ে যেভাবে ছাপা): من « أنواع التداوي المسنون » التداوي « عادات » فتاوى ابن جبرين تخصيص آيات معينة بأعداد [٦] « من التداوي المسنون القرآن » التداوي المسنون العلاج النفسي ফতোয়াদাতা: سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين – রহিমাহুল্লাহ। لأمراض معينة محددة

প্রশ্ন: নির্দিষ্ট কিছু আয়াত খাস করে নির্দিষ্ট সংখ্যায় পুনরাবৃত্তি করে নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসা করার হুকুম কী? যেমন — কোনো নির্দিষ্ট সূরার নির্দিষ্ট আয়াত ক্যান্সার রোগের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়া, আর অন্য কোনো আয়াত অন্য কোনো রোগের জন্য — এভাবে?

উত্তর: আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

> "আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি, যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৮২

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ — কুরআনের মধ্যে এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যেগুলোর পাঠ শিফা ও রহমতের কারণ হয়। আবার বলা হয়েছে: এখানে (مِن) "বিয়ানুল জিনস" (শ্রেণি নির্দেশ) অর্থে, অর্থাৎ কুরআনের জাতটাই শিফা ও রহমত।

সন্দেহ নেই যে কুরআনে এমন আয়াত রয়েছে, যেগুলো দিয়ে শিফা তলবের কথা বর্ণিত হয়েছে। আবু সাঈদের হাদীসে প্রমাণিত — দংশিত ব্যক্তির চিকিৎসা হিসেবে সূরা ফাতিহা পাঠ; নবী ﷺ তা অনুমোদন করেন এবং বলেন:

وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ

> "তুমি কী করে জানলে যে এটি রুকইয়াহ?"

আর অন্য এক হাদীসে এসেছে:

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

> "সূরা ফাতিহা প্রতিটি রোগের শিফা।"

এ ছাড়া আরও যা প্রমাণিত ও বর্ণিত:

- আয়াতুল কুরসী যে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে হিফাযতের কারণ — তা-ও প্রমাণিত।
- সাহাবা ও তাবিঈন — সালাফ থেকে বহু আসার বর্ণিত হয়েছে যে তাঁরা কিছু কুরআনী আয়াত ও নববী দুআ দিয়ে চিকিৎসা করতেন।
- সূরা আল-আরাফ, সূরা ইউনুস ও সূরা ত্বা-হার মধ্যকার সিহর-সংক্রান্ত তিন স্থানের আয়াত পরীক্ষিত হয়েছে এবং সিহর খুলতে ও যাকে স্ত্রীর কাছ থেকে বাঁধা করা হয়েছে তার চিকিৎসায় প্রভাবশালী পাওয়া গেছে। মুআওবিযাতাইন পাঠের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ।

আর পাঠ ও ইসতিআযা পুনরাবৃত্তি করায় কোনো দোষ নেই — যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ ঘুমানোর সময় দুই হাত একত্র করে তাতে ফুঁ দিতেন, আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-ইখলাস ও মুআওবিযাতাইন পড়তেন, এবং শরীরের যতটা অংশে সম্ভব দুই হাত বুলিয়ে নিতেন।

কাজেই যে ব্যক্তি এরূপ করে বা এ ধরনের কিছু করে, তার উপর আপত্তি করার কিছু নেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ইবন জিবরীন: নির্দিষ্ট সংখ্যায় আয়াত

নির্দিষ্ট আয়াত নির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়া

- আবু সাঈদের হাদীস — দংশিতের চিকিৎসায় সূরা ফাতিহা
- আয়াতুল কুরসী — শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে হিফাযতের কারণ
- সালাফের আসার — কুরআনী আয়াত ও নববী দুআ দিয়ে চিকিৎসা
- সিহরের তিন স্থান ও মুআওবিযাতাইন — পরীক্ষিত হয়েছে, তাঁর বক্তব্য
- পুনরাবৃত্তি — পাঠ ও ইসতিআযা পুনরাবৃত্তিতে দোষ নেই
- সিদ্ধান্ত — যে এরূপ করে, তার উপর আপত্তি করার কিছু নেই

সূত্র: [الفتاوى الذهبية — ابن جبرين] ইবন জিবরীন, আল-ফাতাওয়াদ যাহাবিয়্যাহ।

৬. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাখসীস (تخصيص ابن عباس)

শেষে শাইখ আল-হিবশী শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহর একটি দীর্ঘ বক্তব্য কার্ড আকারে উপস্থাপন করেছেন:

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন — আক্রান্ত ব্যক্তি ও অন্যান্য রোগীর জন্য আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু অংশ কিংবা আল্লাহর যিকর মুবাহ কালি দিয়ে লিখে দেওয়া, তারপর তা ধুয়ে পান করানো — জায়েজ। ইমাম আহমাদ ও অন্যরা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ বলেন: আমি আমার পিতার সামনে পাঠ করেছি — আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইয়ালা ইবন উবাইদ, তাঁর কাছে সুফইয়ান, তিনি মুহাম্মাদ ইবন আবী লাইলা থেকে, তিনি আল-হাকাম থেকে, তিনি সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে, তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন: কোনো নারীর প্রসব কঠিন হয়ে পড়লে সে যেন লিখে নেয় —

بِسْمِ اللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"আল্লাহর নামে। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি সহনশীল ও সম্মানিত। পবিত্র মহান আরশের রব আল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।"

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ

"যেদিন তারা প্রতিশ্রুত বিষয় দেখবে, সেদিন মনে হবে তারা যেন দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটি এক ঘোষণা।" — সূরা আল-আহকাফ ৪৬:৩৫

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

"যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন মনে হবে তারা যেন এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান করেনি।" — সূরা আন-নাযিআত ৭৯:৪৬

আবদুল্লাহ বলেন: আমার পিতা বললেন — আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আসওয়াদ ইবন আমির একই অর্থে, তাঁর সনদসহ; এবং তিনি বললেন: পরিচ্ছন্ন কোনো পাত্রে লেখা হবে, তারপর তা পান করানো হবে। আমার পিতা বলেন: ওয়াকী এতে অতিরিক্ত বলেছেন — পান করানো হবে এবং তার নাভির নিচের অংশে ছিটিয়ে দেওয়া হবে। আবদুল্লাহ বলেন: আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি নারীর জন্য একটি বড় পাত্রে বা পরিচ্ছন্ন কোনো বস্তুতে লিখে দিতেন।

সূত্র: ইবন তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া — مجموع الفتاوى ১৯/৬৪।

টীকা: একই বিষয়বস্তু দ্বিতীয় অধ্যায়েও এসেছে (আত-তিব্বুন নববী → "কঠিন প্রসবের জন্য"), সেখানে ইবনুল কাইয়িমের বর্ণনায়। শাইখ আল-হিবশী এখানে তা ইবন তাইমিয়ার নিজস্ব শব্দে ও সনদসহ পুনরায় এনেছেন — ফতোয়া-অংশের সমাপনী দলিল হিসেবে। দুই জায়গার পাঠ পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলে সনদের ধারাটি স্পষ্ট হবে।

কার্ডের শেষ টীকা: ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাখসীস করেছেন; তাঁর পরে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও আমাদের এই সময় পর্যন্ত তাখসীস করেছেন — আর কেউ এই তাখসীস অস্বীকার করেননি, শারীও (শরীয়তের প্রণেতা) তা হারাম করেননি।

রেফারেন্স সংক্রান্ত টীকা: এই অংশে (মুদ্রিত পৃষ্ঠা ৪৭–৫৭) মুদ্রিত সব সংখ্যা — ফতোয়া নং ১৯৩০৪ ও ৫৫৮, সংকলন-সূত্র ১/৭৮ ও ১৯/৬৪, এবং আয়াত-নম্বর ২:২৫৫, ১০৯:১, ১১২:১, ১১৩:১, ১১৪:১, ২১:৬৯, ৪৬:৩৫, ৭৯:৪৬ — মূল পাঠ মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে; এখানে RTL অঙ্ক-উল্টানোর ত্রুটি পাওয়া যায়নি। যেসব আয়াতের সূত্র বইয়ে ছাপাই হয়নি (ফুসসিলাত ৪১:৪৪, আল-ইসরা ১৭:৮২, আল-আরাফ ৭:১১৭, ইউনুস ১০:৮১, ত্বা-হা ২০:৬৯, আল-কলম ৬৮:৫১), সেগুলো মূল পাঠ থেকে শনাক্ত করে যোগ করা হয়েছে।

এক নজরে

- ★ রুকইয়াহর মজলিসে অবস্থা বদলায়, তাই তাখসীস একটি সূত্রে বাঁধা সম্ভব নয়
- ★ লাজনা: সমগ্র কুরআনই শিফা; কিছু আয়াতের বিশেষ ফযীলত এর পরিপন্থী নয়
- ★ ইবন বায: সিহরের ক্ষেত্রে বহু আহলুল ইলমের উল্লিখিত তিন স্থানের আয়াত
- ★ ইবন জিবরীন: সিহর ও বদনজরের আয়াত সেই বিষয়ের সঙ্গে মুনাসিব
- ★ ইবন জিবরীন: নির্দিষ্ট আয়াত নির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়লে আপত্তি করার কিছু নেই
- ★ ইবন তাইমিয়া: মুবাহ কালিতে লিখে ধুয়ে পান করানো জায়েজ

যাচাই করুন

1. লেখকের উপসংহারে কোন ক্ষেত্রে বলা যায় এগুলো বদনজরের আয়াত, এগুলো সিহরের আয়াত?

ক. যেকোনো অবস্থায়

খ. যেখানে অবস্থা অস্থির ও পরিবর্তনশীল নয়

2. লাজনার ব্যাখ্যায় শিফা ও রহমতের আয়াতের মর্ম কী?

ক. কুরআনের কেবল কিছু অংশে শিফা (তাবঈয)

খ. কুরআনের জাতটাই এমন যে তাতে শিফা ও রহমত (বিয়ানুল জিনস)

3. ইবন বাযের মতে সবচেয়ে উত্তম কী?

ক. সূরা ফাতিহা একবার

খ. সূরা ইখলাস ও মুআওবিযাতাইন তিনবার করে পড়া

4. অন্যের পাঠে পানিতে পড়ার জন্য ইবন বায কাদের বেছে নিতে বলেছেন?

ক. কল্যাণ, ইলম ও ফযীলতের জন্য পরিচিতদের

খ. যেকোনো ব্যক্তিকে

5. নির্দিষ্ট আয়াত নির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়ার প্রশ্নে ইবন জিবরীন কী বলেছেন?

ক. সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

খ. যে এরূপ করে তার উপর আপত্তি করার কিছু নেই

6. ইবন তাইমিয়ার বক্তব্যে মুবাহ কালিতে আল্লাহর কিতাব লিখে ধুয়ে পান করানোর হুকুম কী?

ক. নাজায়েজ

খ. জায়েজ

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-খ, ৬-খ

অধ্যায় ১৬ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ১৭

শাইখ ইবন জিবরীন ও শাইখ ইবন উসাইমীনের ফতোয়া

(মূল গ্রন্থের মুদ্রিত ফোলিও ৫৮–৬৮। এই অংশে শাইখ আল-হিবশী পরপর কয়েকটি ফতোয়া হুবহু উদ্ধৃত করেছেন — প্রতিটির শিরোনাম, ফতোয়া-নম্বর ও উত্তরদাতা আলিমের নাম মূল বইয়ে যেভাবে ছাপা, সেভাবেই এখানে রাখা হয়েছে।)

এই অধ্যায়ের সাতটি অংশ

ইবন জিবরীন ও ইবন উসাইমীন

- ইবন জিবরীন — ফতোয়া নং ৯, নির্দিষ্ট আয়াতের পুনরাবৃত্তি
- ইবন জিবরীন — ফতোয়া নং ১২৩৫৭
- ইবন জিবরীন — ফতোয়া নং ২৭৩৪, রুকইয়াহর নমুনা
- ইবন জিবরীন — ফতোয়া নং ১২৫৮৫, হিফাযত ও পাহারার আয়াত
- বিটাকা কার্ড — কঠিন প্রসবের আয়াত
- ইবন উসাইমীন — কঠিন প্রসবে নির্দিষ্ট আয়াত নিয়ে আপত্তি ও জবাব
- ইবন উসাইমীন — আয়াত নির্বাচনে তাজরিবা-স্বীকৃতি

১. কুরআনে এমন আয়াত আছে যেগুলোর চিকিৎসায় বিশেষ খাসিয়্যাত রয়েছে

ফতোয়ার সূত্র (বইয়ে মুদ্রিত ব্রেডক্রাম্ব):

فتاوى ابن جبرين « عادات « التداوي « أنواع التداوي المسنون « من التداوي المسنون العلاج النفسي « من التداوي المسنون الرقى « [9] تكرار بعض الآيات لأمراض معينة دون اعتقاد فيها

ফতোয়া-শিরোনাম: নির্দিষ্ট রোগের জন্য কিছু আয়াতের পুনরাবৃত্তি — তাতে কোনো (বিশেষ) বিশ্বাস না রেখে। ফতোয়া নং [৯]। বিভাগ: রুকইয়াহ ও তামীমা (الرقى والتمائم)।

প্রশ্ন: কারীদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা নির্দিষ্ট কিছু রোগের জন্য নির্দিষ্ট কিছু আয়াত খাস করে নেন এবং সেগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যায় পুনরাবৃত্তি করেন — অথচ তাঁরা এই বিশ্বাস পোষণ করেন না যে, সংখ্যাটিই আরোগ্যের কারণ। এই তাখসীসের হুকুম কী? আর এই পুনরাবৃত্তির হুকুম কী?

উত্তর: সন্দেহ নেই, কুরআন শিফা — যেমনটি আল্লাহ তাআলা নিজেই সংবাদ দিয়েছেন তাঁর বাণীতে:

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

> "বলো, তা মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও আরোগ্য।" — সূরা ফুসসিলাত ৪১:৪৪

এবং তাঁর বাণীতে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

> "হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে, আর অন্তরসমূহে যা আছে তার জন্য আরোগ্য, এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" — সূরা ইউনুস ১০:৫৭

আর আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

> "আর আমি কুরআন থেকে নাযিল করি এমন কিছু, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৮২

— এ প্রসঙ্গে বহু আলিম বলেছেন: এখানে **مِن** শব্দটি তাবঈয (আংশিকতা বোঝানো) অর্থে নয়; বরং তা জিনস (শ্রেণি) বোঝানোর জন্য — অর্থাৎ "কুরআন-জাতীয় বস্তু"।

তা সত্ত্বেও কুরআনের ভেতর এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যেগুলোর চিকিৎসায় বিশেষ খাসিয়্যাত রয়েছে এবং রুকইয়াহকৃত ব্যক্তির উপর যেগুলোর নিজস্ব প্রভাব রয়েছে। এর অন্যতম সূরা ফাতিহা; কারণ আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে যে, নবী ﷺ যিনি ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহ করেছিলেন তাঁকে বলেছেন:

وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ

"তুমি কীভাবে জানলে যে এটি রুকইয়াহ?"

আরও কিছু নির্দিষ্ট আয়াতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে — যেমন আয়াতুল কুরসি ও তার সমগোত্রীয় আয়াতসমূহ, এবং মুআওবিযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস); কেননা নবী ﷺ বলেছেন:

مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِمِثْلِهِمَا

"মানুষ এ দুটির সমতুল্য কিছু দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেনি।"

তেমনিভাবে সূরা ইখলাস, এবং সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত।

আর যে বিষয়টি হলো সেগুলো তিনবার বা এ জাতীয় সংখ্যায় পুনরাবৃত্তি করা — তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ পাঠ উপকারী — পুনরাবৃত্তি করা হোক বা একবার পড়া হোক; তবে পুনরাবৃত্তি ও আধিক্য প্রভাবের দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী।

ইবন জিবরীন: খাসিয়্যাতসম্পন্ন আয়াত

কুরআন শিফা, তবু কিছু আয়াতের বিশেষ খাসিয়্যাত

- সূরা ফাতিহা — আবু সাঈদের হাদীসে এসেছে
- আয়াতুল কুরসী — ফযীলত বর্ণিত হয়েছে
- মুআওবিযাতাইন — নবীর বাণীতে ফযীলত
- সূরা ইখলাস — ফযীলত বর্ণিত
- সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত — ফযীলত বর্ণিত
- পুনরাবৃত্তি — সংখ্যায় বিশেষ বিশ্বাস না রেখে তিনবার — দোষ নেই

ফতোয়া নং ৯ — প্রশ্নে সংখ্যাকে আরোগ্যের কারণ বিশ্বাস না করার কথা; তাঁর মতে পুনরাবৃত্তি ও আধিক্য প্রভাবে অধিকতর শক্তিশালী

সূত্র: [الفتاوى الذهبية الجبرين] — (আল-ফাতাওয়াদ যাহাবিয়্যা লিল-জিবরীন)

এই ফতোয়ার উত্তরদাতা: সমাহাতুশ শাইখ / আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান আল-জিবরীন — রহিমাহুল্লাহ।

২. সাঁইত্রিশ স্থানে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-সংবলিত আয়াতের তাখসীস

ফতোয়ার সূত্র (বইয়ে মুদ্রিত ব্রেডক্রাম্ব):

فتاوى ابن جبرين » عادات » التداوي » أنواع التداوي المسنون » من التداوي المسنون العلاج النفسي » من التداوي المسنون القرآن » [12357] في الرقية الشرعية والتبخر بآيات القرآن

ফতোয়ার বিষয়: শারঈ রুকইয়াহ এবং কুরআনের আয়াত দিয়ে ধোঁয়া/বাষ্প নেওয়া। ফতোয়া নং ১২৩৫৭। বিভাগ: রুকইয়াহ ও যিকর দিয়ে আশ্রয়প্রার্থনা (التعوذ بالرقى والأذكار)।

প্রশ্ন — প্রথমত: আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি — আপনি যে কল্যাণ পেশ করছেন তা যেন আপনার নেকির পাল্লায় ভারী হয়, এবং তিনি যেন আপনার আয়ু তাঁর আনুগত্যে দীর্ঘায়িত করেন।

দ্বিতীয়ত: আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি আমার সব আত্মীয়-স্বজনের চিকিৎসা করি কিতাব ও সুন্নাহভিত্তিক শারঈ রুকইয়াহ দিয়ে। আমার চিকিৎসাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত একটি কাজ হলো — আমি নিচের আয়াতটি জাফরান দিয়ে কিংবা শুকনো কলম দিয়ে লিখি, তারপর তা আগুনের উপর রেখে রোগীকে সেই ধোঁয়ার সেঁক দিই। আয়াতটি হলো:

قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

"মূসা বলল: তোমরা যা নিয়ে এসেছ, তা তো জাদু। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা ব্যর্থ করে দেবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কাজ সংশোধন করেন না।" — সূরা ইউনুস ১০:৮১

আমি ইতিপূর্বে আপনাকে এই কাজটির বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি মৌখিকভাবে উত্তর দিয়েছিলেন যে, এটি জায়েজ — আগুন পবিত্র ও পবিত্রকারী, এবং এই আয়াত দিয়ে ধোঁয়ার সেঁক নেওয়ায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু এখন আমার বোন অসুস্থ এবং সে কুরআন দিয়ে ধোঁয়া নেওয়ার বৈধতা নিয়ে সন্দিহান; আরও বহু রোগী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এই আশঙ্কায় যে, এটি হয়তো জায়েজ নয়। তাই আমি আপনার কাছে আমার প্রশ্নের লিখিত উত্তর কামনা করছি। আল্লাহ আপনাকে হিফাযত করুন।

প্রশ্ন: উপরে উল্লিখিত আয়াতটি জাফরান দিয়ে কিংবা কলম দিয়ে সাদা কাগজে লেখার পর তা আগুনে দিয়ে কুরআনের ধোঁয়া নেওয়া কি জায়েজ? আমাদের ফতোয়া দিন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর: আমরা বলি — যাঁর জন্য আমরা আপনাকে ভালোবেসেছি, সেই আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসুন। তারপর আমরা বলি:

আয়াত লিখে সেগুলো ধুয়ে সেই পানি পান করায় কোনো দোষ নেই। কারণ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন:

إِنَّ فِي الْقُرْآنِ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا فِيهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مَنْ كَتَبَتْ لَهُ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ غُسِلَتْ بِمَاءِ زَمْزَمَ أَوْ بِمَاءِ الْمَطَرِ شَفَاهُ اللهُ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُسْتَعْصِيَةِ كَالْعَيْنِ وَالسِّحْرِ وَالصَّرَعِ

> "নিশ্চয়ই কুরআনে সাঁইত্রিশটি স্থান রয়েছে, যেগুলোতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যটি এসেছে। যার জন্য সেগুলো জাফরান দিয়ে লেখা হয়, অতঃপর যমযমের পানি কিংবা বৃষ্টির পানি দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয় — আল্লাহ তাকে দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহ থেকে আরোগ্য দান করেন; যেমন বদনজর, সিহর ও মৃগীরোগ।"

তেমনিভাবে তাঁরা আয়াতুস সিহর পাঠের কথা উল্লেখ করেছেন — অতঃপর যে পানিতে তা পড়া হয়েছে সেই পানি পান করার কথা। আয়াতগুলো হলো:

সূরা আল-আরাফে — তিনটি আয়াত:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ

> "আর আমি মূসার প্রতি ওহি পাঠালাম: তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। অতঃপর সহসা তা গিলে ফেলতে লাগল তাদের মিথ্যা রচনাগুলো। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করছিল তা বাতিল হয়ে গেল। অতঃপর তারা সেখানেই পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল।" — সূরা আল-আরাফ ৭:১১৭–১১৯

সূরা ইউনুসে — দুটি আয়াত:

قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

> "মূসা বলল: তোমরা যা নিয়ে এসেছ, তা তো জাদু। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা ব্যর্থ করে দেবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কাজ সংশোধন করেন না। আর আল্লাহ তাঁর বাণীসমূহ দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন,

যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।" — সূরা ইউনুস ১০:৮১-৮২

সূরা ত্বা-হায় — দুটি আয়াত:

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ۝ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

"আমি বললাম: ভয় কোরো না, নিশ্চয়ই তুমিই বিজয়ী। আর তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো; তারা যা বানিয়েছে তা গিলে ফেলবে। তারা যা বানিয়েছে তা তো কেবল জাদুকরের ছলনা; আর জাদুকর যেখান থেকেই আসুক, সফল হয় না।" — সূরা ত্বা-হা ২০:৬৮-৬৯

সুতরাং তাহলীলাত (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-সংবলিত স্থানগুলো) ও আয়াতুস সিহর যদি জাফরান বা অনুরূপ কিছু দিয়ে পরিচ্ছন্ন কোনো পাত্রে অথবা কাগজে লেখা হয়, তারপর তা ধুয়ে সেই পানি পান করা হয়, তারপর অবশিষ্ট কাগজ দিয়ে রোগীকে ধোঁয়ার সেঁক দেওয়া হয় — তবে তা উপকারী।

তবে মুসহাফ থেকে কুরআনের আয়াত পুড়িয়ে তার ধোঁয়া নেওয়া — আমরা এটিকে কুরআনের অবমাননা মনে করি। বরং কাগজগুলো ধুয়ে সেই পানি পান করার পর সেগুলো দিয়ে ধোঁয়ার সেঁক নেওয়া হবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ইবন জিবরীন: ফতোয়া ১২৩৫৭

করুন

- ✓ আয়াত লিখে ধুয়ে সেই পানি পান করায় কোনো দোষ নেই
- ✓ ধুয়ে পান করার পর অবশিষ্ট কাগজে সেঁক — তাঁর মতে উপকারী

করবেন না

- ✗ মুসহাফ থেকে আয়াত পুড়িয়ে ধোঁয়া নেওয়া — কুরআনের অবমাননা মনে করেন

ইবন আব্বাসের নামে বর্ণনাটি তিনি নিষ্ক্রিয় ক্রিয়ায় ‘বর্ণিত হয়েছে’ বলে উল্লেখ করেছেন, কোনো সনদ দেননি

উত্তরদাতা: আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান আল-জিবরীন রহিমাহুল্লাহ।

৩. রুকইয়াহর নির্ধারিত নমুনা (নামূযাজুর রুকইয়াহ) ব্যবহারের হুকুম

ফতোয়ার সূত্র (বইয়ে মুদ্রিত ব্রেডক্রাম্ব):

فتاوى ابن جبرين » عادات » التداوي » أنواع التداوي المسنون » من التداوي المسنون العلاج النفسي » من التداوي المسنون الرقى » [2734] حكم استعمال نموذج الرقية

ফতোয়ার বিষয়: রুকইয়াহর নমুনা ব্যবহারের হুকুম। ফতোয়া নং ২৭৩৪। বিভাগ: সুন্নাহসম্মত চিকিৎসা — রুকইয়াহ (من التداوي المسنون الرقى)।

প্রশ্ন: সংযুক্ত রুকইয়াহ-নমুনাটির শারঈ বৈধতা ও ব্যবহার সম্পর্কে আপনার অভিমত কী — এমন অবস্থায় যে, তা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা, নিয়তের ইখলাস ও অন্তরের দৃঢ়তার পর করা হচ্ছে; যেন তা তেল কিংবা পানিতে পড়া হয়?

উত্তর: এই রুকইয়াহ এই ব্যবহারে কিংবা অন্য কোনো ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। কারণ এই কুরআনী আয়াতসমূহ ও নববী দুআসমূহ — রোগ উপশমে এবং মানসিক ক্ষতি দূরীকরণে আল্লাহর অনুমতিক্রমে এগুলোর প্রভাব পরীক্ষিত (مُجرَّب)। আর এই নির্দেশনাগুলো যদি পরীক্ষিত ও কার্যকর হয়ে থাকে, তবে সেগুলোর উপর আমল করাতেও কোনো দোষ নেই। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

এই ফতোয়ার উত্তরদাতা: সমাহাতুশ শাইখ / আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান আল-জিবরীন — রহিমাহুল্লাহ।

(বইয়ে সংযুক্ত ছবিতে "ملخص الفتوى" — ফতোয়ার সারসংক্ষেপ — ঘরে প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত রূপটিই পুনরায় ছাপা হয়েছে।)

৪. হিফাযত ও পাহারার জন্য আয়াত তাখসীস

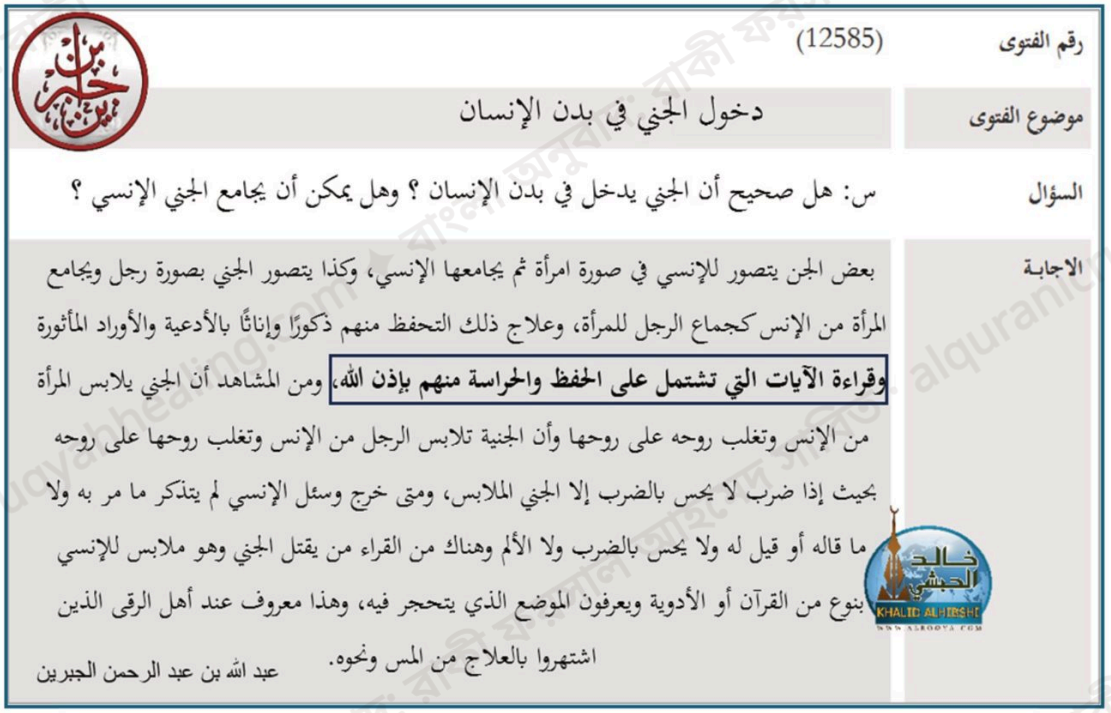

رقم الفتوى (12585)

موضوع الفتوى دخول الجني في بدن الإنسان

السؤال س: هل صحيح أن الجني يدخل في بدن الإنسان ؟ وهل يمكن أن يجامع الجني الإنسي ؟

الاجابة بعض الجن يتصور للإنسي في صورة امرأة ثم يجامعها الإنسي، وكذا يتصور الجني بصورة رجل ويجامع المرأة من الإنس كجماع الرجل للمرأة، وعلاج ذلك التحفظ منهم ذكورًا وإناثًا بالأدعية والأوراد المأثورة **وقراءة الآيات التي تشتمل على الحفظ والحراسة منهم بإذن الله**، ومن المشاهد أن الجني يلابس المرأة من الإنس وتغلب روحه على روحها وأن الجنية تلابس الرجل من الإنس وتغلب روحها على روحه بحيث إذا ضرب لا يحس بالضرب إلا الجني الملابس، ومتى خرج وسئل الإنسي لم يتذكر ما مر به ولا ما قاله أو قيل له ولا يحس بالضرب ولا الألم وهناك من القراء من يقتل الجني وهو ملابس للإنسي بنوع من القرآن أو الأدوية ويعرفون الموضع الذي يتحجر فيه، وهذا معروف عند أهل الرقى الذين اشتهروا بالعلاج من المس ونحوه.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ফতোয়ার সূত্র (বইয়ে মুদ্রিত সারণি):

رقم الفتوى 12585 موضوع الفتوى: دخول الجني في بدن الإنسان

ফতোয়া নং ১২৫৮৫ — ফতোয়ার বিষয়: মানুষের দেহে জিনের প্রবেশ।

প্রশ্ন: জিন যে মানুষের দেহে প্রবেশ করে — এটি কি সঠিক? আর জিন কি মানুষের সঙ্গে সহবাস করতে পারে?

উত্তর: কিছু জিন মানুষের সামনে নারীর রূপ ধারণ করে, অতঃপর সে পুরুষটির সঙ্গে সহবাস করে। তেমনিভাবে জিন পুরুষের রূপ ধারণ করে এবং মানুষের নারীর সঙ্গে সহবাস করে — যেভাবে পুরুষ নারীর সঙ্গে সহবাস করে।

এর চিকিৎসা হলো — পুরুষ ও নারী উভয়েই মাসূর (বর্ণিত) দুআ ও আওরাদ দ্বারা এবং এমন আয়াতসমূহ পাঠ করে আত্মরক্ষা করবে, যেগুলোতে তাদের থেকে হিফাযত ও পাহারার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে — আল্লাহর অনুমতিক্রমে।

আর প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো — জিন মানুষের নারীকে আবৃত করে ফেলে (মুলাবাসা) এবং তার রূহ নারীর রূহের উপর প্রবল হয়ে যায়; আর জিননী মানুষের পুরুষকে আবৃত করে ফেলে এবং তার রূহ পুরুষটির রূহের উপর প্রবল হয়ে যায়। এমনকি এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, তাকে মারা হলে সেই মার কেবল আবৃতকারী জিনটিই অনুভব করে। আর যখন জিন বেরিয়ে যায় এবং মানুষটিকে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তার সঙ্গে যা ঘটেছে তার কিছুই সে স্মরণ করতে পারে না — সে কী বলেছে, তাকে কী বলা হয়েছে, কিছুই না; মারও সে অনুভব করেনি, ব্যথাও না।

কারীদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা মানুষকে আবৃতকারী জিনটিকে কুরআনের একধরনের পাঠ কিংবা ওষুধ দ্বারা হত্যা করে ফেলেন; এবং তাঁরা সেই স্থানটি চিনতে পারেন যেখানে সে জমাট বেঁধে থাকে। এটি মস ও অনুরূপ রোগের চিকিৎসায় খ্যাতিমান রুকইয়াহ-বিশেষজ্ঞদের কাছে সুপরিচিত বিষয়।

উত্তরদাতা: আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান আল-জিবরীন রহিমাহুল্লাহ।

---

৫. বিটাকা কার্ড: কঠিন প্রসবের আয়াত

(মুদ্রিত ফোলিও ৬৪-এ শাইখ আল-হিবশী একটি স্বতন্ত্র বিটাকা কার্ড সংযুক্ত করেছেন, যার শিরোনাম: آيات لعسر الولادة *— "কঠিন প্রসবের আয়াত"। কার্ডের ভেতরের পাঠটি ইবনুল কাইয়িমের* আত-তিব্বুন নববী *থেকে নেওয়া।)*

কার্ডের পাঠ — কিতাব লি-উসরিল বিলাদা (কঠিন প্রসবের জন্য লেখা):

আল-খাল্লাল বলেন: আমাকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন হাম্বল, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে দেখেছি — কোনো নারীর প্রসব কঠিন হয়ে পড়লে তিনি তার জন্য একটি সাদা পাত্রে বা পরিচ্ছন্ন কোনো বস্তুতে লিখে দিতেন। তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি লিখতেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি সহনশীল ও সম্মানিত। পবিত্র মহান আরশের রব আল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।"

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ

"যেদিন তারা প্রতিশ্রুত বিষয় দেখবে, সেদিন মনে হবে তারা যেন দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটি এক ঘোষণা।" — সূরা আল-আহকাফ ৪৬:৩৫

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

> "যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন মনে হবে তারা যেন এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান করেনি।" — সূরা আন-নাযিআত ৭৯:৪৬

কার্ডে মুদ্রিত সূত্র: আত-তিব্বুন নববী — ইবনুল কাইয়িম।

![আল-লিকাউশ শাহরী ৩৭) ওয়েবপেজের পূর্ণ স্ক্রিনশট: কঠিন প্রসবে নির্দিষ্ট আয়াত পাঠ নিয়ে প্রশ্ন ও শাইখ উসাইমীনের উত্তর

---

৬. কঠিন প্রসবে নির্দিষ্ট আয়াত পাঠ নিয়ে আপত্তি ও তার জবাব

(শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ)

বইয়ে মুদ্রিত সূত্র-তথ্য:

إشكال في قراءة آيات معينة على من تعسرت ولادتها والجواب عليه

> "যে নারীর প্রসব কঠিন হয়ে পড়েছে তার উপর নির্দিষ্ট আয়াত পাঠ সংক্রান্ত একটি আপত্তি ও তার জবাব"

- উৎস: আল-লিকাউশ শাহরী [৩৭] — শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন
- সিরিজের নাম: اللقاء الشهري > [37] اللقاء الشهري — ট্যাগ: جواز تخصيص آيات للرقية ("রুকইয়াহর জন্য আয়াত তাখসীস জায়েজ")
- ফাইলের দৈর্ঘ্য: 0:02:13 — ফাইলের আকার: 784 KB — ভিজিট সংখ্যা: 2477
- বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস (تصنيف موضوعي): ফাতাওয়াল মারআহ (নারীবিষয়ক ফতোয়া)
- ফিকহি শ্রেণিবিন্যাস (تصنيف فقهي): আত-তিব্ব ওয়াত-তাদাওয়ী (চিকিৎসা ও চিকিৎসাগ্রহণ)
- সংগ্রাহকের সাইট: www.alroqya.com / khalid@alroqya.com — alroqyaacademy — Khalid Alhibshi — KHALID.ALHIBSHI

প্রশ্ন: আমি উনাইযার এক মসজিদে দেয়ালে ঝোলানো আপনাদের একটি প্রচারপত্র পড়েছি, যার বক্তব্য ছিল: কোনো নারীর প্রসব কঠিন হয়ে পড়লে সম্ভব হলে কিছু নির্দিষ্ট সূরা ও আয়াত পাঠ করা যায়... ইত্যাদি। প্রচারপত্রে আরও উল্লেখ ছিল যে, এটি তাজরিবা (অভিজ্ঞতা)-র ভিত্তিতে, কারণ তা ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে কি আমরা তাজরিবা দিয়ে যা পাওয়া যায়, তাকে শরীয়ত ও ইবাদতের মাপকাঠি বানাব, নাকি নয়?

উত্তর: এখনকার প্রশ্নটি — আমরা যেমন শুনলাম — বলছে: যে গর্ভবতী নারীর প্রসব কঠিন হয়েছে, সে নিজেই পাঠ করবে। বিষয়টি এমন নয়। বরং তার জন্য পানিতে পড়া হবে, সে তা থেকে পান করবে, এবং শিশুর নির্গমনপথের চারপাশে তা মুছে দেওয়া হবে — আর এটি আল্লাহর অনুমতিক্রমে উপকারী।

আর তাজরিবা প্রসঙ্গে: যে বিষয়টি পরীক্ষা করা হচ্ছে তার যদি একটি মূল ভিত্তি (আসল) থাকে, তবে তাজরিবা সেই ভিত্তির সত্যায়ন হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি তার কোনো ভিত্তি না থাকে — তবে দেখতে হবে: এই তাজরিবা যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত বিষয়ে হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন; কিন্তু যদি তা শারঈ বিষয়ে হয়, তবে নয়।

ইবন উসাইমীন: কঠিন প্রসব ও তাজরিবা

প্রশ্নের ধারণা	ইবন উসাইমীনের উত্তর
প্রসব কঠিন হলে নারী নিজেই পাঠ করবে	বিষয়টি এমন নয়; তার জন্য পানিতে পড়া হবে, সে পান করবে, নির্গমনপথের চারপাশে মুছে দেওয়া হবে
তাজরিবা কি শরীয়তের মাপকাঠি?	মূল ভিত্তি থাকলে তাজরিবা সত্যায়ন; ভিত্তি না থাকলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত বিষয়ে নির্ভরযোগ্য, শারঈ বিষয়ে নয়

কুরআন দিয়ে আরোগ্য প্রার্থনার ভিত্তি রয়েছে, তাই পরীক্ষিত উপকার কুরআনের কথার সত্যায়ন

আর মহান কুরআন — তা দিয়ে আরোগ্য প্রার্থনার একটি ভিত্তি রয়েছে; আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"আর আমি কুরআন থেকে নাযিল করি এমন কিছু, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৮২

সুতরাং এর ভিত্তি রয়েছে। কাজেই কুরআনের কোনো আয়াত যদি কোনো রোগের জন্য পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং তা উপকারী প্রমাণিত হয়, তবে এই উপকার হয়ে দাঁড়ায় কুরআনে বর্ণিত সেই কথাটিরই সত্যায়ন — যে, কুরআন মানুষের জন্য আরোগ্য।

আর যেসব বিষয় তাআব্বুদী (নিছক ইবাদতমূলক) নয়, সেগুলো নিঃসন্দেহে তাজরিবার অধীন। যেমন ধরুন, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি ভূমি থেকে উৎপন্ন লতাপাতা-ভেষজ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে মরুপ্রান্তরে বেরিয়ে গেল, যেগুলোতে সে উপকার দেখতে পায় তা সংগ্রহ করল ও পরীক্ষা করল — তবে সেই পরীক্ষার ভিত্তিতেই হুকুম সাব্যস্ত হবে।

---

৭. আয়াত নির্বাচনে আলিমদের তাজরিবা-স্বীকৃতি

বইয়ে মুদ্রিত সূত্র-তথ্য (সংযুক্ত অডিও-কার্ড):

سؤال وجواب من شرح صحيح البخاري الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السؤال 2544 من 4600 61 الرقية والتداوي السؤال رقم 20 هل

تداوى الأمراض الجلدية بالرقية ببعض الآيات؟

> "সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা-দরস থেকে প্রশ্নোত্তর — শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন — প্রশ্ন নং ২৫৪৪ / মোট ৪৬০০ — অধ্যায় (৬১) রুকইয়াহ ও চিকিৎসা — প্রশ্ন নং (২০) — চর্মরোগের চিকিৎসা কি কিছু নির্দিষ্ট আয়াত দিয়ে রুকইয়াহর মাধ্যমে করা যায়?"

(কার্ডের পাদটীকা: সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা-দরসসমূহ থেকে সংকলিত মোট ৪৬০০টি প্রশ্নোত্তর — মাশরূ কিবারিল উলামা প্রকল্পের দল; যোগাযোগ: 00965 69070624 / 99119311 — aluthaymeen)

শিরোনাম: "রুকইয়াহ কি সব রোগ শামিল করে?" — শাইখ ইবন উসাইমীনের অডিও উপাদান।

নিচে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সংঘটিত রেকর্ডকৃত কথোপকথনটি দেওয়া হলো:

- প্রশ্নকারী: রুকইয়াহ কি সব রোগ শামিল করে?
- শাইখ: কী সব?
- প্রশ্নকারী: সব রোগ?

- শাইখ: হ্যাঁ, অবশ্যই — আর কেমন করে নয়!
- প্রশ্নকারী: এমনকি ক্ষতও?
- শাইখ: সবকিছু — এমনকি ক্ষতও। এই যেটাকে বলা হয় কূবা — এই নামলা — এর উপর তুমি আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি লিখে দেবে:

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

> "অতঃপর তাতে আঘাত হানল অগ্নিসমেত এক ঘূর্ণিঝড়, ফলে তা পুড়ে গেল।" — সূরা আল-বাকারা ২:২৬৬

তারপর তা সেরে যায় এবং শুকিয়ে যায় — এক সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহের মধ্যে; শুকনো হয়ে ঝরে পড়ে যায়। আর এটি একটি পরীক্ষিত (মুজাররাব) বিষয়।

- প্রশ্নকারী: কীভাবে... কীভাবে? *(বিষয়টি তার কাছে তখনও অস্পষ্ট ছিল)* — ২৭–৩৪
- অন্য এক প্রশ্নকারী: আমাদের কাছে তো এটি নেই!! *(তিনি বোঝাতে চাইছিলেন — দরসের কিতাবে নামলা ও হাযাযা সম্পর্কে কিছু নেই)*
- শাইখ: কী?
- প্রশ্নকারী: নামলা, কূবা!
- শাইখ: *(শাইখ রহিমাহুল্লাহ হেসে ফেললেন, তারপর বললেন:)* এগুলো হলো ত্বকে হওয়া ক্ষত — চর্মরোগ; মানুষকে খুব চুলকায়, তাতে বিতৃষ্ণা ধরে যায়, তার ভেতর লাল দানা থাকে, কখনো তার কিনারাগুলো হলদেটেও হয় — আর তা মানুষকে কষ্ট দেয়।
- এক ছাত্র বলল: সম্ভবত এটাই হাযলা!
- শাইখ: হ্যাঁ, আমরা একে হাযলা বলি — তোমরা কি এটি চেনো না?
- এক ছাত্র বলল: আল-হাযাযা আল-কুসাইবিয়্যা।
- আরেক ছাত্র বলল: শাইখ, কূবা তো ভিন্ন জিনিস; কূবার কোনো দাগ-প্রভাব থাকে না, ব্যস।
- শাইখ: কূবাতেও এটি উপকার করে। একজন বলে — আমরা তিনবার এটি প্রয়োগ করেছি, আর তা আমাদের উপকার করেছে...

সংকলকের টীকা: এই সাতটি অংশের প্রথম চারটি শাইখ আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান আল-জিবরীন রহিমাহুল্লাহর ফতোয়া (ফতোয়া নং ৯, ১২৩৫৭, ২৭৩৪ ও ১২৫৮৫), পঞ্চমটি ইবনুল কাইয়িমের *আত-তিব্বুন নববী* থেকে সংকলিত একটি বিটাকা কার্ড, এবং শেষ দুটি শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য (আল-লিকাউশ শাহরী [৩৭] ও সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা-দরস থেকে প্রশ্ন নং ২৫৪৪)। সবগুলোই শাইখ আল-হিবশী রুকইয়াহয় আয়াত-তাখসীস জায়েজ — এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন।

এক নজরে

- ★ ইবন জিবরীন: কিছু আয়াতের খাসিয়্যাত আছে; সংখ্যায় বিশেষ বিশ্বাস না রেখে পুনরাবৃত্তিতে দোষ নেই
- ★ ইবন জিবরীন: আয়াত লিখে ধুয়ে পান করায় দোষ নেই
- ★ ইবন জিবরীন: মুসহাফ থেকে পুড়িয়ে ধোঁয়া নেওয়া কুরআনের অবমাননা
- ★ ইবন জিবরীন (ফতোয়া ২৭৩৪): রুকইয়াহ-নমুনা ব্যবহারে কোনো দোষ নেই
- ★ ইবন উসাইমীন: কঠিন প্রসবে পানিতে পড়া হবে, নারী তা পান করবে
- ★ ইবন উসাইমীন: শারঈ বিষয়ে তাজরিবা ভিত্তিহীন হলে নির্ভরযোগ্য নয়

যাচাই করুন

1. ফতোয়া নং ৯-এ সূরা ফাতিহা প্রসঙ্গে কোন সাহাবীর হাদীস এসেছে?

ক. আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু | খ. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

2. সংখ্যাকে আরোগ্যের কারণ বিশ্বাস না করে তিনবার বা এ জাতীয় সংখ্যায় পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে ইবন জিবরীনের কথা কী?

ক. নিষিদ্ধ | খ. তাতে কোনো দোষ নেই

3. মুসহাফ থেকে আয়াত পুড়িয়ে ধোঁয়া নেওয়াকে ইবন জিবরীন কী মনে করেন?

ক. কুরআনের অবমাননা | খ. উত্তম আমল

4. ফতোয়া নং ২৭৩৪-এ রুকইয়াহ-নমুনা ব্যবহার সম্পর্কে ইবন জিবরীন কী বলেছেন?

ক. নিষিদ্ধ | খ. কোনো দোষ নেই

5. কঠিন প্রসবের নারী প্রসঙ্গে ইবন উসাইমীনের উত্তর কোনটি?

ক. তার জন্য পানিতে পড়া হবে, সে পান করবে | খ. সে নিজেই পাঠ করবে

6. ইবন উসাইমীনের মতে মূল ভিত্তিহীন শারঈ বিষয়ে তাজরিবা কেমন?

ক. নির্ভরযোগ্য নয় | খ. নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ক, ৬-ক

অধ্যায় ১৭ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ১৮

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রোগে উপযুক্ত আয়াত বেছে নেওয়া – আলিমদের ফতোয়া

(মুদ্রিত ফোলিও ৬৯–৭৯। এই অংশে শাইখ ইবন উসাইমীন রহিমাহুল্লাহর একাধিক দরস ও ফতোয়া, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান-নূর থেকে একটি প্রশ্নোত্তর, শাইখ সালিহ আল-ফাউযান হাফিযাহুল্লাহর একটি ফতোয়া, এবং ইবনুল কাইয়িমের আত-তিব্বুন নববী থেকে দুটি বিটকা কার্ড এসেছে।)

১. চর্মরোগে আয়াত লেখা – শারহু সহীহিল বুখারীর দরসের প্রশ্নোত্তর (শেষাংশ)

(শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ — سؤال وجواب من شرح صحيح البخاري، السؤال (٢٠): «هل تداوى الأمراض الجلدية بالرقية»، السؤال رقم(٦١) ٢٥٤٤ من ٤٦٠٠، الرقية والتداوي ببعض الآيات؟ — শাইখ ও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে চলা কথোপকথনের শেষ অংশ।)

এক ছাত্র: তাঁরা কি লিখতেন? *(প্রশ্নের বাকি অংশ স্পষ্ট নয়; তবে শাইখ রহিমাহুল্লাহর উত্তর থেকে তা বোঝা যায়।)*

শাইখ: পরীক্ষিত আয়াতটি — আমি নিজে তা প্রয়োগ করে দেখেছি —

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

> "অতঃপর তাতে আঘাত হানল অগ্নিসমেত এক ঘূর্ণিঝড়, ফলে তা পুড়ে গেল।" — সূরা আল-বাকারা ২:২৬৬

এটি তার উপর লিখে দেওয়া হয়; আর আল্লাহর অনুমতিতে এক সপ্তাহ পার হতে না হতেই তা খোসা ছাড়িয়ে উঠে যায়।

এক ছাত্র জানতে চাইল: তাহলে শৌচাগারে ঢুকবেন কীভাবে???

শাইখ: হাঁ?

প্রশ্নকারী: হাতে ওটা লেখা অবস্থায় শৌচাগারে ঢুকবেন?! *(ছাত্রের উদ্দেশ্য — লেখাটি হাতের উপর থাকা অবস্থায় শৌচাগারে প্রবেশ করা।)*

শাইখ: এতে ক্ষতি কী? এটি তো কুরআনেরই এক আয়াত, একটি অঙ্গের উপর লেখা এক আয়াত। যেমন আমাদের কারও সঙ্গে কিতাব থাকে, কখনও সঙ্গে টাকা থাকে *(সম্ভবত শাইখের উদ্দেশ্য — কিতাবে বা মুদ্রার গায়ে কিছু আয়াত লেখা থাকে, আর সেগুলো নিয়েই মানুষ শৌচাগারে ঢোকে)*। এরপর প্রশ্নকারী আয়াতুল কুরসী প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেন *(প্রশ্নটি স্পষ্ট নয় — যেন তিনি জানতে চাইছেন, আয়াতুল কুরসী লেখা অবস্থায় শৌচাগারে ঢোকা জায়েজ কি না; কিংবা তাঁর উদ্দেশ্য চামড়ার উপর তা লেখা)*। শাইখ বললেন: আমি জানি না।

২. বিটাকা কার্ড – হাযাযের জন্য (للحزاز)

(ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া রহিমাহুল্লাহ, আত-তিব্বুন নববী — শাইখ আল-হিবশী এখানে দুটি লেখা কার্ড-আকারে উপস্থাপন করেছেন। হাযায = এক প্রকার চর্মরোগ।)

হাযাযের জন্য আরেকটি লেখা — তার উপর লেখা হয়:

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ

"অতঃপর তাতে আঘাত হানল অগ্নিসমেত এক ঘূর্ণিঝড়, ফলে তা পুড়ে গেল" — আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতায়। (সূরা আল-বাকারা ২:২৬৬)

তার জন্য আরেকটি লেখা — সূর্য হলদে হয়ে আসার সময় তার উপর লেখা হয়:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো; তিনি তোমাদের তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন, তোমাদের জন্য এমন এক আলো দেবেন যা নিয়ে তোমরা চলবে, এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" — সূরা আল-হাদীদ ৫৭:২৮

(সূত্র: আত-তিব্বুন নববী, ইবনুল কাইয়িম।)

৩. উপযুক্ত আয়াত বেছে নিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রোগের চিকিৎসা

(শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ — «القرآن شفاء للأمراض»; ৩১তম মাসিক বৈঠকের (اللقاء الشهري [٣١]) অংশ — যে বৈঠকটি প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবার রাতে অনুষ্ঠিত হতো; এই রাতটি ছিল ১৪১৬ হিজরির জুমাদাল উখরার ঊনবিংশ রবিবার-রাত।)

উৎস: https://binothaimeen.net/content/696

শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন: কুরআন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রোগেরও শিফা — যেমন এই দৃষ্টান্তটি, এবং যেমনটি পরীক্ষিতভাবে দেখা গেছে যে হাযার উপর লেখা হয় — অর্থাৎ পায়ে, হাতে বা বাহুতে যে ঘা ও ফুসকুড়ি দেখা দেয়, তার উপর লেখা হয়:

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

> "অতঃপর তাতে আঘাত হানল অগ্নিসমেত এক ঘূর্ণিঝড়, ফলে তা পুড়ে গেল।" — সূরা আল-বাকারা ২:২৬৬

এই আয়াতটি তার উপর একবার বা দুবার লিখে দিলে আল্লাহর অনুমতিতে তা চূড়ান্তভাবে সেরে যায়। অথচ পরিচিত সব ওষুধ তার উপর প্রয়োগ করলেও কোনো উপকার হয় না; কিন্তু এই আয়াতটি লিখে দাও — রোগটি চলে যায়। এটি একটি পরীক্ষিত (মুজাররাব) বিষয়।

কঠিন প্রসবের ক্ষেত্রে: নারীর প্রসব কখনও কঠিন হয়ে পড়ে। তখন পানিতে পড়ো, অথবা জাফরান দিয়ে পাত্রের দেয়ালে সেই আয়াতগুলো লেখো, যেগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গর্ভের প্রতি তাঁর যত্নের কথা বলেছেন। যেমন:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ

"প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে আল্লাহ তা জানেন; আর জরায়ু যা কিছু কমায় ও যা কিছু বাড়ায় — সবই তিনি জানেন। তাঁর কাছে প্রতিটি বিষয়ের একটি পরিমাণ নির্ধারিত।" — সূরা আর-রাদ ১৩:৮

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

"কোনো নারী তাঁর জ্ঞানের বাইরে গর্ভধারণও করে না, সন্তান প্রসবও করে না।" — সূরা ফাতির ৩৫:১১

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

"যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, এবং পৃথিবী তার ভার বের করে দেবে।" — সূরা আয-যিলযাল ৯৯:১–২

— এবং এ ধরনের আরও আয়াত। এরপর যে নারীর প্রসব কঠিন হয়েছে সে তা থেকে পান করবে, আর প্রসবস্থানের চারপাশে তা মুছে দেওয়া হবে; আল্লাহর অনুমতিতে সন্তানের বেরিয়ে আসা সহজ হবে।

তবে, যেমনটি আমি বলেছি: বিষয়টির জন্য পাঠকারী ও যার উপর পড়া হচ্ছে — উভয়ের ঈমান প্রয়োজন।

ইবন উসাইমীন: রোগ ও উল্লিখিত আয়াত

রোগ / বিষয়	শাইখ ইবন উসাইমীন যা বলেন
হাযা (পা-হাত-বাহুর ঘা ও ফুসকুড়ি)	আল-বাকারা ২:২৬৬ আয়াতটি তার উপর লেখা হয়
কঠিন প্রসব	গর্ভ-সংক্রান্ত আয়াত পানিতে পড়া, অথবা জাফরান দিয়ে পাত্রের দেয়ালে লেখা
শাইখের মূল্যায়ন	তিনি একে পরীক্ষিত (মুজাররাব) বিষয় বলেন
শর্ত	পাঠকারী ও যার উপর পড়া — উভয়ের ঈমান প্রয়োজন

শাইখের বক্তব্য অনুযায়ী

৪. রোগে আয়াতের তাজরিবার উপকারিতা – প্রসব সহজ করতে কোনো কুরআনী আয়াত কি আছে?

(শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ — فتاوى نور على الدرب، الشريط رقم [٢٥٧]; বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস: فتاوى المرأة; ফিকহী শ্রেণিবিন্যাস: الطب والتداوي > الرقية।)

উৎস: https://binothaimeen.net/content/10479

প্রশ্ন: এই বৈঠকটি আমরা শেষ করছি মারইয়াম নাম্নী এক প্রশ্নকারিণীর প্রশ্ন দিয়ে। তিনি বলছেন — সম্মানিত শাইখ, নারীর প্রসব সহজ করার উদ্দেশ্যে পড়া যায় এমন কোনো আয়াত কি বর্ণিত আছে?

উত্তর — শাইখ: এ বিষয়ে সুন্নাহ থেকে কিছু আমার জানা নেই। তবে প্রসববেদনায় আক্রান্ত গর্ভবতী নারীর উপর যদি কেউ এমন আয়াত পড়ে যা সহজ করার ইঙ্গিত দেয়, যেমন:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।" — সূরা আল-বাকারা ২:১৮৫

অথবা যে আয়াত গর্ভ ও প্রসব সম্পর্কে কথা বলে, যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

"কোনো নারী তাঁর জ্ঞানের বাইরে গর্ভধারণও করে না, সন্তান প্রসবও করে না।" — সূরা ফাতির ৩৫:১১

এবং তাঁর বাণী:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

"যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, এবং পৃথিবী তার ভার বের করে দেবে।" — সূরা আয-যিলযাল ৯৯:১–২

— তবে এটি আল্লাহর অনুমতিতে উপকারী ও পরীক্ষিত। আর কুরআন সম্পূর্ণটাই শিফা — যদি পাঠকারী ও যার উপর পড়া হচ্ছে উভয়েই এর প্রভাব ও কার্যকারিতায় বিশ্বাসী হয়; তখন অবশ্যই তার একটি প্রভাব থাকবে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"আর আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত; আর তা যালিমদের ক্ষতিই কেবল বাড়ায়।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৮২

এই আয়াতটি সাধারণ — শিফা ও রহমত, যা অন্তরের রোগসমূহের নিরাময় শামিল করে, অর্থাৎ সংশয়ের রোগ ও প্রবৃত্তির রোগ থেকে; এবং শরীরের নিরাময়ও শামিল করে — দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহ থেকে।

৫. তাখসীস «فأصابها إعصار فيه نار» – রুকইয়াহ দিয়ে চিকিৎসা কি সব রোগ শামিল করে?

(শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ — سؤال وجواب من شرح صحيح البخاري، السؤال (١٩): «هل التداوي بالرقية يشمل كل مرض؟» ، السؤال رقم(٦١) ٢٥٤٣ من ٤٦٠٠، الرقية والتداوي)

প্রশ্নকারী: রুকইয়াহ দিয়ে চিকিৎসা কি সব রোগ শামিল করে?

শাইখ: হ্যাঁ, কীভাবে নয়? সবকিছুই। এমনকি এই যে ক্ষতগুলো — যেগুলোকে আল-কূবা বা আন-নামলা বলা হয় — এগুলোতেও উপকার হয়; তার উপর আল্লাহ তাআলার এই বাণী লিখে দেওয়া হয়:

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

> "অতঃপর তাতে আঘাত হানল অগ্নিসমেত এক ঘূর্ণিঝড়, ফলে তা পুড়ে গেল।" — সূরা আল-বাকারা ২:২৬৬

আর তা সেরে যায় ও শুকিয়ে আসে — অর্থাৎ পুরোটাই এক সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহের মধ্যে শুকনো হয়ে বিদায় নেয়। এটি একটি পরীক্ষিত বিষয়।

৬. রুকইয়াহর জন্য উপযুক্ত আয়াত বেছে নেওয়ার গুরুত্ব

(শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ — كتاب دروس للشيخ العثيمين، الفتاوى الثلاثية، الفتاوى الثلاثية (١) ، «جواز الرقية بالكتابة»)

প্রশ্ন — প্রশ্নকারী ইবরাহীম ইবরাহীম আস-সাওয়ী বলেন: গতকাল আমরা ভাই ইয়াকূবের কথা শুনেছি যে, সূফীদের আকীদা ও কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত — কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে চায়, তবে তারা তার জন্য কিছু আয়াত লিখে দেয়। তাহলে সালাফের কারও কারও থেকে লেখার মাধ্যমে রুকইয়াহ জায়েজ হওয়ার যে বর্ণনা এসেছে, তার কী হবে? যেমন ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পিতা থেকে এসেছে — এক নারীকে আনা হলো যার প্রসব কঠিন হয়ে পড়েছিল, তখন তিনি তার জন্য আয়াতুল কারব লিখে দিলেন। আর তেমনি ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ থেকে এসেছে — এক ব্যক্তি এল যার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল, তখন তিনি তার নাকের উপর লিখে দিলেন:

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي

> "আর বলা হলো: হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেলো; হে আকাশ! ক্ষান্ত হও।" — সূরা হুদ ১১:৪৪

উত্তর: সমস্যাটা এই নয় যে তারা লেখে। সমস্যাটা হলো — তারা এমন আয়াত লেখে যেগুলোর সঙ্গে রোগটির কোনো সামঞ্জস্য নেই; এটিই আসল সমস্যা।

প্রশ্নকারী: তাহলে এটি কি জায়েজ?

উত্তর: দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলে জায়েজ; কারণ কুরআন শিফা। তবে সূরা আল-ফাতিহার মতো কিছুই নেই।

ইবন উসাইমীন: আয়াত লেখা ও সামঞ্জস্য

প্রশ্ন	শাইখের উত্তর
সমস্যা কোথায়?	লেখায় নয়; রোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন আয়াত লেখায়
লেখা কি জায়েজ?	সামঞ্জস্য থাকলে জায়েজ; কারণ কুরআন শিফা
সূরা আল-ফাতিহা প্রসঙ্গে	সূরা আল-ফাতিহার মতো কিছুই নেই

৭. পোকামাকড়ের (الحشرات) উপর পড়ার আয়াত নির্দিষ্ট করা

(শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ — سلسلة لقاء الباب المفتوح ١٢٧)

প্রশ্নকারী: আপনি আগে উল্লেখ করেছিলেন — আমি আপনার কাছ থেকে শুনেছি যে, সালাফের কেউ কেউ ঘরে যেসব পোকামাকড় তাদের কষ্ট দিত, সেগুলোর উপর কুরআন পড়তেন, আর সেগুলো চলে যেত। বাস্তবেই আমাদের ফ্ল্যাটে একটি টিকটিকি ছিল, ছয় মাস ধরে যা সারাক্ষণ ডেকেই যাচ্ছিল, ডেকেই যাচ্ছিল। তারপর আমি বসে কুরআন পড়লাম — আপনার কথাটি মনে পড়ল — আমি কুরআন পড়লাম, আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম; আমি সন্দিহান ছিলাম। এখন দুই সপ্তাহ হয়ে গেল, এই টিকটিকির শব্দ আর শুনিনি। আমার উপর কি কোনো দোষ বর্তায়?

শাইখ: তোমার উপর কিছুই বর্তায় না। তবে তুমি যে আয়াতগুলো পড়েছ, সেগুলো যদি ভাই মূসাকে জানিয়ে দিতে — যাতে তিনিও তা দিয়ে উপকৃত হতে পারেন! অথবা তুমি যে টিকটিকির কথা বললে, হতে পারে আল্লাহ তাকে হত্যা করার মতো কাউকে জুটিয়ে দিয়েছেন — আল্লাহই ভালো জানেন। যাই হোক, আল্লাহ তোমাকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখ আল-হিবশীর টীকা (تعليق):

এখানে শাইখ ইবন উসাইমীনের পক্ষ থেকে এই ভাইয়ের প্রতি একটি নির্দেশ ও দিকনির্দেশনা রয়েছে — তিনি যেন পঠিত আয়াতগুলোর কথা জানিয়ে দেন, যাতে ভাই মূসা সেগুলো জানতে পারেন। আর এই দিকনির্দেশনা এসেছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ থেকে। শিফা বিনতে আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন, তখন আমি হাফসার কাছে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন:

أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ

> "তুমি কি একে নামলার রুকইয়াহ শিখিয়ে দেবে না — যেমন তুমি তাকে লেখা শিখিয়েছ?"

আন-নামলা হলো এমন ঘা, যা শরীরের দুই পাশে বেরোয়; এটি একটি সুপরিচিত রোগ। এর নাম "নামলা" (পিঁপড়া) রাখা হয়েছে, কারণ আক্রান্ত ব্যক্তি সেই স্থানে অনুভব করে যেন একটি পিঁপড়া তার উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে ও কামড়াচ্ছে। এর তিনটি প্রকার রয়েছে। তো রাসূল ﷺ তাঁর কাছে চাইলেন — যা উপকারী এবং বৈধ চিকিৎসার যতটুকু তিনি আয়ত্ত করেছেন, তা যেন তিনি শিখিয়ে দেন।

আর এখানেই রাকীর ভূমিকা: রাকী আয়াত নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে বা অন্যান্য বৈধ পদ্ধতির মাধ্যমে আত্মিক (রূহানী) বা দৈহিক (উযবী) রোগের চিকিৎসা জানতে পারেন। তাহলে শাইখ ইবন উসাইমীন যখন এমন এক ব্যক্তিকে — যিনি রাকীও নন, বিশেষজ্ঞও নন — বলেন, "তুমি যে আয়াতগুলো পড়েছ, মূসাকে জানিয়ে দাও", তখন সেই রাকীর অবস্থা কী হবে, যিনি ত্রিশ বছর ধরে রুকইয়াহ করেছেন, তাতে বিস্ময়কর অনেক কিছু দেখেছেন এবং বারবার পুনরাবৃত্ত (মুতাওয়াতির) বহু উপকার প্রত্যক্ষ করেছেন? তাঁর কি এই অধিকার নেই যে, তিনি তাঁর বৈধ অভিজ্ঞতাগুলো লিখবেন, ব্যাখ্যা করবেন ও প্রকাশ করবেন?

আল-হিবশীর টীকার যুক্তি

ইবন উসাইমীনের নির্দেশ ও আল-হিবশীর টীকা

- **ইবন উসাইমীনের কথা** — রাকী নন এমন প্রশ্নকারীকে বললেন: পঠিত আয়াত ভাই মূসাকে জানিয়ে দাও
- **নবীর নির্দেশ** — শিফা বিনতে আবদিল্লাহকে নামলার রুকইয়াহ শেখাতে বললেন
- **আন-নামলা** — শরীরের দুই পাশে বেরোনো ঘা; তিন প্রকার
- **রাকীর ভূমিকা** — আয়াত নির্দিষ্ট করা বা অন্য বৈধ পদ্ধতিতে রোগের চিকিৎসা জানা
- **লেখকের প্রশ্ন** — ত্রিশ বছরের রাকী বৈধ অভিজ্ঞতা লিখবেন, ব্যাখ্যা করবেন, প্রকাশ করবেন — অধিকার নেই কি?

শেষ শাখাটি গ্রন্থকার আল-হিবশীর নিজের যুক্তি

৮. মৃগীরোগীর জন্য «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً» আয়াতটি নির্দিষ্ট করা – শাইখ আলবানীর ফতোয়া

(শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহিমাহুল্লাহ — سلسلة الهدى والنور - ৫৭৩: «هل يمكن أن نشير لبعض الآيات نتيجة لتجربة أهل العلم؟»)

উৎস: https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=5197

প্রশ্ন: আহলুল ইলমের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ আমরা কি কিছু আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করতে পারি?

শাইখ: হ্যাঁ।

প্রশ্নকারী: অর্থাৎ, আহলুল ইলমের তাজরিবার ফলস্বরূপ কিছু আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা কি সম্ভব? যেমন — শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া কখনও কখনও মৃগীরোগীর উপর পড়তেন বলে বলা হয়; কিংবা ইবনুল কাইয়িম বিশেষভাবে বলেন যে এই আয়াতটি —

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

> "তোমরা কি ধারণা করেছিলে যে আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি, আর তোমরা আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?" — সূরা আল-মুমিনূন ২৩:১১৫

— মৃগীরোগীর কানে অত্যন্ত প্রভাব ফেলত। তো আমরা কি এ ধরনের আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করতে পারি?

শাইখ: কোনো বাধা নেই, কোনো বাধা নেই।

৯. বিটাকা কার্ড – ফোড়া/টিউমারের জন্য (للخُرّاج)

(ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া রহিমাহুল্লাহ, আত-তিব্বুন নববী ।)*

ফোড়ার জন্য লেখা — তার উপর লেখা হয়:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا

صَفْصَفًا ۝ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

"তারা তোমাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো: আমার রব সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেবেন। অতঃপর তিনি তা সমতল-মসৃণ প্রান্তরে পরিণত করবেন — তুমি তাতে কোনো বক্রতা বা উঁচু-নিচু দেখবে না।" — সূরা ত্বা-হা ২০:১০৫–১০৭

---

১০. সাপের অনিষ্ট প্রতিহত করতে কিছু আয়াত পড়া

(শাইখ সালিহ ইবন ফাউযান আল-ফাউযান হাফিযাহুল্লাহ — «الاستعانة بالقرآن في كف شر الثعابين» ।)

উৎস: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/4031

প্রশ্নের ভাষ্য: বলা হয় যে, কুরআনুল কারীমে এমন একটি আয়াত আছে — যা সাপের উপর পড়া হলে তা তাকে নড়াচড়া থেকে থামিয়ে দেয়। এটি কি সঠিক? আর সঠিক হলে সেই আয়াতটি কী? এবং সাপের অনিষ্ট থামাতে তা

ব্যবহার করা কি জায়েজ?

উত্তর: আল্লাহর কসম, আমি তা জানি না। কুরআন সম্পূর্ণটাই আল্লাহর কালাম, তার সবটাই উত্তম; আর সাপের অনিষ্ট ও অন্যান্য অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা — এটি কুরআনে বিদ্যমান। তবে সাপের উপর পড়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট আয়াত নির্ধারণ করা — তা আমার জানা নেই।

শাইখ আল-হিবশীর টীকা (**تعليق**): *(সম্মানিত শাইখ সাপের জন্য নির্দিষ্ট কোনো আয়াত পড়াকে অস্বীকার করেননি; বরং বলেছেন — "আমি তা জানি না।")*

শাইখ আল-হিবশী এই ফতোয়ার স্ক্রিনশটে যে শিরোনাম বসিয়েছেন তা হলো: **«عدم إنكار تخصيص الآيات»** — অর্থাৎ আয়াত নির্দিষ্ট করাকে অস্বীকার না করা।

কে কী বললেন: আয়াত ও রোগ

আলিম ও প্রসঙ্গ	অবস্থান
আলবানী: তাজরিবার ফলে আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত	উত্তর: হ্যাঁ; মৃগীরোগীর আয়াত প্রসঙ্গে: কোনো বাধা নেই
ইবন উসাইমীন: প্রসব সহজ করার আয়াত	সুন্নাহ থেকে কিছু জানা নেই; সহজ-ইঙ্গিতবাহী আয়াত পড়া আল্লাহর অনুমতিতে উপকারী ও পরীক্ষিত — পাঠকারী ও যার উপর পড়া, উভয়ের বিশ্বাস থাকলে
ইবন উসাইমীন: রুকইয়াহ কি সব রোগ শামিল করে?	হ্যাঁ, সবকিছুই; আল-কূবা ও আন-নামলায় আয়াত লেখা পরীক্ষিত বিষয়
ফাউযান: সাপের জন্য নির্দিষ্ট আয়াত	আমি জানি না; আল-হিবশীর ভাষ্য: অস্বীকার করেননি

প্রত্যেকের কথা চ্যাপ্টারে যেভাবে এসেছে

রেফারেন্স সংক্রান্ত টীকা: এই অংশের (ফোলিও ৬৯–৭৯) প্রতিটি আয়াত-নম্বর মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে — আল-বাকারা ২৬৬, আল-হাদীদ ২৮, আর-রাদ ৮, ফাতির ১১, আয-যিলযাল ১–২, হুদ ৪৪, ত্বা-হা ১০৫। এই পৃষ্ঠাগুলোতে অঙ্ক-উল্টানোর (RTL রেন্ডারিং) ত্রুটি পাওয়া যায়নি; সব নম্বর সঠিক ক্রমেই ছাপা হয়েছে। যে আয়াতগুলোর সূত্র বইয়ে দেওয়া হয়নি (আল-বাকারা ১৮৫, আল-ইসরা ৮২, আল-মুমিনূন ১১৫) সেগুলোর সূত্র মূল পাঠ মিলিয়ে অনুবাদে যোগ করা হয়েছে।

এক নজরে

- ইবন উসাইমীন: হাযায আল-বাকারা ২:২৬৬ লেখার কথা বলেন; একে পরীক্ষিত বলেন
- কঠিন প্রসবে গর্ভ-সংক্রান্ত আয়াত; পাঠকারী ও যার উপর পড়া — উভয়ের ঈমান প্রয়োজন
- ইবন উসাইমীন: সমস্যা লেখায় নয়, রোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন আয়াত লেখায়
- আলবানী: তাজরিবার ভিত্তিতে আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করায় কোনো বাধা নেই
- ফাউযান: সাপের জন্য নির্দিষ্ট আয়াত জানেন না; আল-হিবশী বলেন তিনি অস্বীকার করেননি
- আত-তিব্বুন নববী থেকে হাযায ও ফোড়ার জন্য লেখার কার্ড উদ্ধৃত হয়েছে

যাচাই করুন

1. শাইখ ইবন উসাইমীনের মতে সমস্যা কোথায়?

ক. আয়াত লেখাতেই
খ. রোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন আয়াত লেখায়
গ. সূরা আল-ফাতিহা পড়ায়

2. আহলুল ইলমের তাজরিবার ফলে আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা যায় কি, আলবানীর উত্তর?

ক. না
খ. জানি না
গ. হ্যাঁ

3. সাপের জন্য নির্দিষ্ট আয়াত প্রসঙ্গে ফাউযানের উত্তর কী?

ক. সুনির্দিষ্ট আয়াত আছে
খ. আমি তা জানি না
গ. আয়াত পড়া নিষিদ্ধ

4. ইবন উসাইমীনের ভাষ্যে প্রসব-সংক্রান্ত আয়াতে কার ঈমান প্রয়োজন?

ক. কেবল পাঠকারীর
খ. কেবল যার উপর পড়া হচ্ছে তার
গ. উভয়ের

5. প্রসব সহজ করার আয়াত সম্পর্কে ইবন উসাইমীন প্রথমে কী বলেন?

ক. সুন্নাহ থেকে কিছু আমার জানা নেই
খ. সুন্নাহতে বহু বর্ণনা আছে

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-খ, ৪-গ, ৫-ক

অধ্যায় ১৮ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ১৯

শাইখ ফাউযান, বাররাক, খুদাইর ও উসাইমীর ফতোয়াসমূহ

(মুদ্রিত পৃষ্ঠা ৮০–৯০। এখানে সাতটি ফতোয়া/দরস-অংশ সংকলিত হয়েছে — শাইখ সালিহ আল-ফাউযানের চারটি, শাইখ আবদুর রহমান আল-বাররাকের একটি, শাইখ আবদুল কারীম আল-খুদাইরের একটি, এবং শাইখ সালিহ আল-উসাইমীর একটি দরস-অংশ; সবশেষে দাঁতের ব্যথার জন্য একটি বিটাকা কার্ড। প্রতিটির উৎস মূল বইয়ে যেভাবে ছাপা হয়েছে, হুবহু সেভাবেই রাখা হলো।)

১. রোগ প্রতিরোধের জন্য কিছু আয়াত নির্দিষ্ট করে পড়ার হুকুম

শাইখ সালিহ ইবন ফাউযান আল-ফাউযান হাফিযাহুল্লাহ

উৎস: التصنيف: الرقية – فتاوى الدروس العلمية – الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان – رقم المقطع: 847/ 858 والتداوي (ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহর কিতাব *আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়াইর রাহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান*-এর উপর শাইখ ফাউযানের শারহ থেকে উদ্ধৃত ৮৫৮টি প্রশ্নোত্তরের একটি — মূল উপকরণ সংখ্যা ৩২, উদ্ধৃত ফতোয়া সংখ্যা ৮৫৮) ওয়েবসাইট: www.Dralfawzann.com

প্রথম প্রশ্ন:

প্রশ্নকারী বলেন: হে ফযীলাতুশ শাইখ, আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দিন — রোগ প্রতিরোধের জন্য কিছু আয়াত নির্দিষ্ট করে পড়ার হুকুম কী? অথচ এ ধরনের তাখসীস কুরআনেও আসেনি, সুন্নাহতেও আসেনি। যেমন গর্ভধারণের জন্য কিছু আয়াত নির্দিষ্ট করা, গর্ভপাত রোধের জন্য কিছু আয়াত নির্দিষ্ট করা — এবং এ জাতীয় বিষয়।

উত্তর: আমি তো জানি না (এতে সমস্যা কী)! এই কুরআন — এর সবটাই কল্যাণ, সবটাই বরকত, আর ইনশাআল্লাহ সবটাতেই শিফা রয়েছে। হ্যাঁ।

(মূল বইয়ে এখানে ভিডিও-লিংক চিহ্ন «فيديو» দেওয়া আছে।)

২. রোগীর অবস্থার সঙ্গে মানানসই আয়াত পড়া

শাইখ সালিহ ইবন ফাউযান আল-ফাউযান হাফিযাহুল্লাহ

উৎস: التصنيف الفقهي — من فتاوى الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان — الرقية والتداوي — «ما يرقى به المريض، وحكم قراءة آية أو سورة بعدد معين» — الحلقة (39) بتاريخ [05-07-1434]

দ্বিতীয় প্রশ্ন — রোগীর জন্য উপযুক্ত আয়াতসমূহ:

এক নারী প্রশ্নকারিণী বলেন: সাত বার সূরা ফাতিহা পড়া, সাত বার আয়াতুল কুরসী, সাত বার সূরা আল-কাফিরূন ও সূরা আন-নাস, এবং সূরা আল-বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াত — এটি কি শারঈ রুকইয়াহ?

উত্তর: শারঈ রুকইয়াহ হলো — রোগীর উপর, অথবা আক্রান্ত স্থানটির উপর সূরা ফাতিহা পড়া; কারণ ফাতিহা নিজেই একটি রুকইয়াহ (আল-ফাতিহাতু রুকইয়াহ)। নবী ﷺ বলেছেন:

وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟

> "তুমি কীভাবে জানলে যে এটি একটি রুকইয়াহ?"

ফাতিহার একটি নামই তো "আর-রুকইয়াহ"। এর দ্বারা রোগী ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির উপর রুকইয়াহ করা হয় — তার উপর পড়া হবে অথবা ফুঁ দেওয়া হবে।

তেমনিভাবে সেসব আয়াত পড়া, যেগুলোতে আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার কাছে শিফার দুআ রয়েছে, এবং যেগুলোর ভেতরে রোগীর প্রয়োজন পূরণের অর্থ আছে ও যা তার অবস্থার সঙ্গে মিলে যায় — যেমন:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

> "আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।" — সূরা আশ-শুআরা ২৬:৮০

এবং এ ধরনের আরও উপযুক্ত আয়াত।

আর সাত বার নির্দিষ্ট করা, কিংবা আয়াতুল কুরসী (এতবার) নির্দিষ্ট করা — এসব আসেনি... আসেনি। একবার পড়বে — এটিই যা এসেছে।

ফাউযান: শারঈ রুকইয়াহ কী

করুন	করবেন না
✓ রোগীর বা আক্রান্ত স্থানের উপর সূরা ফাতিহা পড়া	✗ সাত বার বা আয়াতুল কুরসী এতবার নির্দিষ্ট করা — আসেনি
✓ শিফার দুআ আছে ও রোগীর অবস্থার সঙ্গে মেলে এমন আয়াত	
✓ একবার পড়া — এটিই যা এসেছে	

শাইখ ফাউযানের উত্তর অনুযায়ী

(মূল বইয়ে ভিডিও-লিংক চিহ্ন «فيديو» দেওয়া আছে।)

---

৩. রুকইয়াহ কি তাওকীফী, না তাতে তাজরিবা চলে?

শাইখ সালিহ ইবন ফাউযান আল-ফাউযান হাফিযাহুল্লাহ

উৎস: فتاوى الدروس العلمية — التصنيف: الرقية والتداوي — رقم المقطع: ٦٤/ ٨٤ (আবু দাউদের *সুনান*-এর "কিতাবুস সুন্নাহ" অংশের শারহ-দরস থেকে উদ্ধৃত ৮৪টি প্রশ্নোত্তরের একটি)

তৃতীয় প্রশ্ন:

আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন। প্রশ্নকারী বলেন: রুকইয়াহ কি তাওকীফী, নাকি এতে তাজরিবা (অভিজ্ঞতা) চলে — এই বিবেচনায় যে এটি তো চিকিৎসার জন্য, ইবাদতের জন্য নয়? আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর: রুকইয়াহ কী?... তাওকীফী? কীভাবে তাওকীফী?

রুকইয়াহ হয় কুরআন দিয়ে, আর হয় দুআ দিয়ে — এমন দুআ যা কিতাব ও সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনকি সেই দুআর শব্দ হুবহু (হাদীসে) না এলেও, যতক্ষণ তা (কিতাব-সুন্নাহর অর্থের সঙ্গে) সামঞ্জস্যপূর্ণ — শব্দ না এলেও তাতে

কোনো সমস্যা নেই। কাজেই রুকইয়াহ তাওকীফী নয়। হ্যাঁ। আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। আর আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর।

(মূল বইয়ে ভিডিও-লিংক চিহ্ন «فيديو» দেওয়া আছে।)

৪. সিহরগ্রস্তের উপর যেসব আয়াত পড়া হয়, তাতে সিহরের উল্লেখ আছে

শাইখ ড. সালিহ ইবন ফাউযান আল-ফাউযান হাফিযাহুল্লাহ

উৎস: علاج السحر — «إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين» — فوائد منتقاة
SALAFWAY FM 100.3 — WWW.SALAFWAYFM.LY

প্রশ্ন: সিহরের চিকিৎসা — সিহরের চিকিৎসা কীভাবে করা হয়?

উত্তর: কেউ সিহরে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা কীভাবে হবে? কুরআন দিয়ে চিকিৎসা করা হবে। তার অন্তর্ভুক্ত হলো:

- সেসব আয়াত পড়া, যেগুলোতে সিহরের উল্লেখ ও সিহর বাতিল হওয়ার কথা এসেছে — যেমন সূরা আল-আরাফে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ঘটনার আয়াতগুলো, সূরা ইউনুসে মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনার আয়াতগুলো, এবং সূরা ত্বা-হা-তে মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনার আয়াতগুলো। এগুলো সৎ নিয়তে ও আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার জন্য ইখলাসের সঙ্গে পড়বে এবং নিজের উপর ফুঁ দেবে; অথবা অন্য কেউ তার উপর কুরআন থেকে পড়বে।
- সূরা ফাতিহাও তার উপর পড়া হবে — কারণ ফাতিহাতুল কিতাব একটি রুকইয়াহ। তার উপর ফাতিহা পড়া হবে, অথবা সে নিজেই নিজের উপর পড়বে।
- সূরা আল-ইখলাস ও মুআওবিযাতাইন (কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব, কুল আউযু বিরাব্বিন নাস) তার উপর পড়া হবে; সে নিজেও নিজের উপর পড়বে।

আর এভাবে বারবার করা হবে — তার উপর রুকইয়াহ পুনরাবৃত্তি করা হবে, সে নিজেও পুনরাবৃত্তি করবে — বারবার, বারবার; যতক্ষণ না আল্লাহ তার এই ব্যাধি দূর করে দেন। তাই কুরআন দিয়ে চিকিৎসা করবে — যা আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার কালাম। এটিই হলো চিকিৎসা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

> "আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি, যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৮২

আর যদি ওষুধপত্রের মধ্যে এমন কোনো ওষুধ জানা যায় যা সিহরের চিকিৎসায় উপকার করে, তবে তা ব্যবহার করবে — যেমন কিছু ভেষজ, কিছু বৈধ ওষুধ, এবং শারঈ দুআ ও তাআউউয (আশ্রয়প্রার্থনা)।

এতেই মুসলিমের জন্য যথেষ্ট। যদি তার নিয়ত সত্যনিষ্ঠ হয়, ভেতরটা শুদ্ধ হয়, আর সে নিজে কুরআন পড়ে বা তার উপর কুরআন পড়া হয় — সৎ নিয়ত ও অন্তরের উপস্থিতি নিয়ে — তবে আল্লাহ তাকে শিফা দেবেন, সুস্থতা দেবেন। তেমনি সেসব ওষুধ, যেগুলোর উপকারিতা প্রমাণিত, যেগুলোতে সিহর নেই, ভেলকিবাজি নেই, এবং তাজরিবা দ্বারা যেগুলোর উপকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে — সেগুলোও ব্যবহার করবে। আল্লাহ এমন কোনো রোগ নাযিল করেননি, যার শিফা নাযিল করেননি — কেউ তা জেনেছে, কেউ জানেনি।

সুতরাং সিহরের চিকিৎসা হবে কুরআন দিয়ে, বৈধ ওষুধ দিয়ে, এবং শারঈ তাআউউয দিয়ে।

ফাউযান: সিহরের চিকিৎসায় কুরআন

- [ ] সিহর-সংক্রান্ত আয়াত — আল-আরাফ, ইউনুস, ত্বা-হা-র মূসার ঘটনা
- [ ] সৎ নিয়তে ও ইখলাসের সঙ্গে পড়া
- [ ] সূরা ফাতিহা — নিজে পড়বে বা অন্যে পড়বে
- [ ] সূরা আল-ইখলাস ও মুআওবিযাতাইন
- [ ] বারবার পুনরাবৃত্তি
- [ ] বৈধ ওষুধ (সিহর ও ভেলকিবাজিমুক্ত) ও শারঈ তাআউউয

শাইখ ফাউযানের ভাষ্যে

(মূল বইয়ে ভিডিও-লিংক চিহ্ন «فيديو» দেওয়া আছে।)

৫. রুকইয়াহর জন্য নির্দিষ্ট করা আয়াতগুলো তাজরিবা দ্বারা জানা যায়

الموقع الرسمي
لفضيلة الشيخ /
عبد الرحمن بن ناصر البراك
2385 - حكم تخصيص آيات معينة في الرقية
جمع واعداد
الشيخ خالد الحبشي
حكم تخصيص آيات معيَّنة في الرَّقية
السؤال: ما حكمُ تحديد آياتٍ معيَّنةٍ وتسميتها "آيات السَّكينة أو السِّحر أو الشِّفاء" وقراءتها عندَ الحاجة إلى السَّكينةِ ونحوها؟
الجواب: ما في شيء اسمُه آياتُ السِّحرِ ولَّا آيات.. هذا استنباط يعني، ما في شيء في السُّنَّة شيء اسمُه آياتُ السحرِ، لكن هذا يعني استنباطٌ، أصلُ الموضوع الرَّقية، الرَّقيةُ يعني بعضُهم استنبط هكذا يعني الرَّقية، رقيةُ المسحورِ بالآياتِ الَّتي فيها ذِكرُ بطلانِ السِّحرِ وإبطالِ السحرِ، مثل: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ﴾[الأعراف:117-119]، ومثلُ قولِه: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾[طه:69] ﴿مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ﴾ [يونس:81] ؛ يسمُّونها "آياتُ السِّحرِ"، نعم استنباطٌ، فإذا سمَّوها "آيات السِّحر" لأن الآياتُ الَّتي يُرقَى بها المسحورُ بعضُ الآياتِ يُعرَفُ يعني بعضُها يُعرَفُ بالتَّجربة والله أعلم.
www.alroqya.com
alroqyaacademy
khalid@alroqya.com
Khalid Alhibshi
KHALID.ALHIBSHI

ফযীলাতুশ শাইখ আবদুর রহমান ইবন নাসির আল-বাররাক হাফিযাহুল্লাহ

ফতোয়া নম্বর: 2385 – **حكم تخصيص آيات معيَّنة في الرّقية** উৎস: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك লিংক: https://sh-albarrak.com/article/7625 *(সংকলন ও প্রস্তুতি: শাইখ খালিদ আল-হিবশী)*

প্রশ্ন: নির্দিষ্ট কিছু আয়াত ঠিক করে নিয়ে সেগুলোর নাম "আয়াতুস সাকীনা", "আয়াতুস সিহর" বা "আয়াতুশ শিফা" রাখা, এবং সাকীনা ইত্যাদির প্রয়োজনের সময় সেগুলো পড়া — এর হুকুম কী?

উত্তর: "আয়াতুস সিহর" নামে কোনো কিছু নেই — না তা এক আয়াত, না একাধিক আয়াত। এটি একটি ইস্তিনবাত (নির্গমন/অনুমান), বুঝলেন? সুন্নাহতে "আয়াতুস সিহর" নামে কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, এটি একটি ইস্তিনবাত।

বিষয়টির মূল হলো রুকইয়াহ। রুকইয়াহ — কেউ কেউ এভাবে ইস্তিনবাত করেছেন, অর্থাৎ সিহরগ্রস্ত ব্যক্তির উপর সেসব আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ করা যেগুলোতে সিহর বাতিল হওয়া ও সিহর নস্যাৎ হওয়ার উল্লেখ আছে। যেমন:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ

"আর আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। অতঃপর দেখো, তা তাদের বানানো মিথ্যাগুলো গিলে ফেলতে লাগল। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করছিল তা বাতিল হয়ে গেল। অতঃপর তারা সেখানেই পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় ফিরে গেল।" — সূরা আল-আরাফ ৭:১১৭–১১৯

আর তাঁর এই বাণীর মতো:

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

"আর জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।" — সূরা ত্বা-হা ২০:৬৯

مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ

"তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা তো জাদু; নিশ্চয়ই আল্লাহ তা বাতিল করে দেবেন।" — সূরা ইউনুস ১০:৮১

এগুলোকেই লোকেরা "আয়াতুস সিহর" নাম দেয়। হ্যাঁ, এটি একটি ইস্তিনবাত। কাজেই তারা যদি এগুলোর নাম "আয়াতুস সিহর" রেখে থাকে — তবে তার কারণ এই যে, সিহরগ্রস্তের উপর যেসব আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ করা হয়, সেগুলোর কতকটা জানা যায় — অর্থাৎ কতকটা তাজরিবা (অভিজ্ঞতা) দ্বারা জানা যায়। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

৬. কুরআনের সব আয়াত দিয়ে চিকিৎসা ও তাখসীস

মাআলী আশ-শাইখ ড. আবদুল কারীম ইবন আবদিল্লাহ আল-খুদাইর হাফিযাহুল্লাহ

শিরোনাম: التداوي بجميع آيات القرآن রকমুল ফতোয়া (ফতোয়া নম্বর): **৯৯০৬** / 9906 মাসদারুল ফতোয়া: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والسبعون بعد المائة والستون – ১৯-১-১৪৩৫هـ লিংক: https://shkhudheir.com/fatawa/1655283998

প্রশ্ন: কুরআনুল কারীম দিয়ে চিকিৎসা কি কেবল নির্দিষ্ট কিছু আয়াত দিয়ে হয় — যেগুলো মুসলিমের মুখস্থ রাখা উচিত? নাকি কুরআনের যেকোনো অংশ দিয়েই হয়?

উত্তর: কুরআনের বর্ণনায় আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার এই বাণী এসেছে:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ

> "আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি, যা শিফা।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৮২

এখন যিনি বলেন এখানে «মিন» অক্ষরটি *বায়ানিয়্যা* (ব্যাখ্যামূলক — অর্থাৎ "যা কুরআন, তা-ই শিফা"), তিনি বলেন: পুরো কুরআনই শিফা। আর যিনি বলেন এই «মিন» *তাবঈযিয়্যা* (আংশিক অর্থবোধক — "কুরআনের কিছু অংশ"), তিনি বলেন: কুরআনের কিছু অংশ — নির্দিষ্ট কিছু আয়াত ও সূরা — শিফা।

কারণ যেমন কুরআনের কিছু অংশ আহকাম (বিধান), কিছু অংশ আদাব (শিষ্টাচার), আরও নানা প্রকার ও শ্রেণির আয়াত ও সূরা রয়েছে — তেমনি তিনি বলেন: কুরআনের কিছু অংশ শিফা। ফলে এর কিছু অংশ শিফা, কিছু অংশ আহকাম, কিছু অংশ আদাব, এবং আরও নানা কিছু।

তবে অধিকাংশ আহলুল ইলমের মত হলো, এখানে «মিন» বায়ানিয়্যা — সুতরাং পুরো কুরআনই শিফা।

আর কেউ যদি কিছু আয়াত বা কিছু সূরা তাজরিবা করে দেখে এবং তা দ্বারা উপকৃত হয়, তবে — যেমন ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন — এ ক্ষেত্রে তাজরিবা উপকারী, ঠিক ওষুধের মতোই। আর অধিকাংশের মত অনুযায়ী এটাই বহাল থাকে যে, পুরো কুরআনই শিফা, এবং এখানে «মিন» বায়ানিয়্যা, তাবঈযিয়্যা নয়।

খুদাইর: «মিন» অক্ষরের দুই ব্যাখ্যা

বায়ানিয়্যা (ব্যাখ্যামূলক)	তাবঈযিয়্যা (আংশিক)
অর্থ: যা কুরআন, তা-ই শিফা	অর্থ: কুরআনের কিছু অংশ
পুরো কুরআনই শিফা	কিছু অংশ শিফা, কিছু আহকাম, কিছু আদাব
খুদাইর: অধিকাংশ আহলুল ইলমের মত এটিই	খুদাইর: এই মতও আছে বলে বর্ণনা করেছেন

খুদাইরের বর্ণনা অনুযায়ী

৭. সূরা ও আয়াতের তাখসীস

মাআলী আশ-শাইখ ড. আল-মুহাদ্দিস সালিহ ইবন আবদিল্লাহ আল-উসাইমী হাফিযাহুল্লাহ

উৎস: للعلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، المتوفى) كتاب القصد السديد على كتاب التوحيد (١٣٧٦) — تفريغ مقطع — ، السنة الثامنة ١٤٣٢، الكتاب الثاني«برنامج اليوم الواحد» شرحه في صوتي সময়: মিনিট ০০:৩১:০০ – ০০:৩২:৪২ লিংক: https://youtu.be/185i8qbcj74?t=1858

শাইখ উসাইমীর বক্তব্য:

কুরআনের কোনো অংশ দিয়ে তাখসীসের আকারে চিকিৎসা করা — যদি সেই তাখসীসের একটি *ইল্লাত* (কারণ) থাকে, এবং তা তাজরিবার পথে জানা গিয়ে থাকে — তবে তা জায়েজ।

কারণ কুরআন তো শিফা। সুতরাং যদি জানা যায় যে, নির্দিষ্ট কোনো রোগ দূর করার জন্য কুরআনের নির্দিষ্ট কিছু সূরা ব্যবহার করলে তা উপকার করে, তবে সেই রোগের জন্য সেগুলোকে ওষুধ হিসেবে বর্ণনা করা (نَعْت করা) জায়েজ। এটি গায়েবের দাবি নয়; শারঈ নয় এমন কোনো কারণ গ্রহণও নয়, কাদারী নয় এমন কারণ গ্রহণও নয় — বরং এটি উভয় দিক থেকেই একটি শারঈ ও কাদারী কারণ।

- এটি শারঈ কারণ, কারণ কুরআন দিয়ে চিকিৎসা করা সেই বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত যার আদেশ দেওয়া হয়েছে।
- এটি কাদারী কারণ, কারণ মানুষের চিকিৎসাকারী অভিজ্ঞ ব্যক্তির তাজরিবা থেকেই তিনি জেনেছেন যে এই আয়াতগুলো নির্দিষ্ট কোনো ব্যাপারে উপকার করে।

তবে শর্ত হলো, তাজরিবার পথেই বিষয়টি নিশ্চিতভাবে (মাজযূম) জানা থাকতে হবে। আর তাজরিবার শর্ত হলো — ধারাবাহিকতা (তাতাবু') ও স্থায়িত্ব (দাওয়াম)।

সুতরাং যিনি মানুষের চিকিৎসায় দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছেন এবং নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিষয়টি চিনেছেন — তাঁর জন্য তা বর্ণনা করা জায়েজ; এটি নিন্দনীয়ও নয়, হারামও নয়।

কারণ কুরআন দিয়ে চিকিৎসার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই — এমন নয় যে কেবল একটি বিশেষ পদ্ধতিতেই তা করতে হবে, অন্যভাবে নয়। বরং এই মূলনীতির দিকে ফিরে যায় এমন সবকিছুই, যতক্ষণ তা শরীয়তের বিরোধী নয়, জায়েজ। আর যদি তা শরীয়তের বিরোধী হয়, তবে জায়েজ নয়। যেমন কেউ যদি কুরআনের কোনো অংশ তামীমা (তাবিজ) হিসেবে ঝুলিয়ে রাখে, তা নিষিদ্ধ — কারণ তা শরীয়তবিরোধী। হ্যাঁ।

আল-উসাইমী: তাখসীস জায়েজের শর্ত

- [ ] তাখসীসের একটি ইল্লাত (কারণ) থাকা
- [ ] তাজরিবার পথে বিষয়টি নিশ্চিতভাবে (মাজযূম) জানা
- [ ] তাজরিবার শর্ত: ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব
- [ ] শরীয়তবিরোধী না হওয়া — কুরআনের অংশ তামীমা হিসেবে ঝোলানো নিষিদ্ধ

শাইখ আল-উসাইমীর বক্তব্য

তাখসীস জায়েজ হওয়ার সারসংক্ষেপ (ملخص جواز التخصيص)

মূল বইয়ে শাইখ উসাইমীর কথার দুটি মূল বাক্য আলাদা বাক্সে সারসংক্ষেপ আকারে তুলে ধরা হয়েছে:

فَإِنَّ القرآن شفاء فإذا عُرِفَ أنه إذا استعمل منه سور معينة في دفع داءٍ معَيَّنٍ فنفَعَت جاز أن تنعت كدواء لهذا الداء ولا يكون ذلك من ادعاء الغيب

ولا بالأخذ بسبب غير شرعي ولا قدري بل هذا سبب شرعي وقدري من الجهتين

"কুরআন তো শিফা। সুতরাং যদি জানা যায় যে, নির্দিষ্ট কোনো রোগ দূর করতে কুরআনের নির্দিষ্ট কিছু সূরা ব্যবহার করলে তা উপকার করে — তবে সেই রোগের জন্য সেগুলোকে ওষুধ হিসেবে বর্ণনা করা জায়েজ। এটি গায়েবের দাবিও নয়, অ-শারঈ কারণ গ্রহণও নয়, অ-কাদারী কারণ গ্রহণও নয়; বরং এটি উভয় দিক থেকেই শারঈ ও কাদারী কারণ।"

فمن طال عُمُرَه في مداواة الناس وعَرَفَ ذلك بخبرته جَازَ أن يَنْعَتُه ولا يكونُ ذلك مَذموماً ولا مُحرماً

"সুতরাং যিনি মানুষের চিকিৎসায় দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছেন এবং নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিষয়টি চিনেছেন — তাঁর জন্য তা বর্ণনা করা জায়েজ; এটি নিন্দনীয়ও নয়, হারামও নয়।"

বিটাকা কার্ড: দাঁতের ব্যথার জন্য (لوجع الضرس)

উৎস: আত-তিব্বুন নববী, ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ

ব্যথার পাশের গালের উপর লেখা হবে — বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, তারপর:

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

"বলো, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" — সূরা আল-মুলক ৬৭:২৩

আর ইচ্ছা করলে লেখা হবে:

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"রাত ও দিনে যা কিছু স্থিত, সবই তাঁর। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" — সূরা আল-আনআম ৬:১৩

সংকলকের টীকা: এই অধ্যায়ের সাতটি ফতোয়া-অংশ একসঙ্গে একটি সুস্পষ্ট চিত্র দেয় — শাইখ ফাউযান রুকইয়াহকে তাওকীফী নন বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং রোগীর অবস্থার সঙ্গে মানানসই আয়াত পড়ার কথা বলেছেন; শাইখ বাররাক "আয়াতুস সিহর" নামকরণটিকে ইস্তিনবাত বলে স্বীকার করে জানিয়েছেন যে এগুলোর কতক তাজরিবা দ্বারাই জানা যায়; শাইখ খুদাইর তাজরিবাকে ওষুধের সঙ্গে তুলনা করেছেন; আর শাইখ উসাইমী তাখসীসের জন্য স্পষ্ট শর্ত বেঁধে দিয়েছেন — ইল্লাত থাকা, তাজরিবা দ্বারা নিশ্চিত হওয়া, আর সেই তাজরিবার শর্ত হলো ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব; সেইসঙ্গে তামীমা ঝুলানোর মতো শরীয়তবিরোধী কিছু করা যাবে না।

চার আলিম: চ্যাপ্টারে তাঁদের অবস্থান

আলিম	চ্যাপ্টারে তাঁর কথা
ফাউযান	রুকইয়াহ তাওকীফী নয়; অবস্থার সঙ্গে মানানসই আয়াত পড়া
বাররাক	আয়াতুস সিহর নামে সুন্নাহতে কিছু নেই; এটি ইস্তিনবাত; কতকটা তাজরিবায় জানা
খুদাইর	তাজরিবা করে উপকৃত হলে ইবনুল কাইয়িমের মতে ওষুধের মতো উপকারী
আল-উসাইমী	ইল্লাত ও তাজরিবায় নিশ্চিত জানা থাকলে জায়েজ
আল-উসাইমী: সীমা	তামীমা ঝোলানোর মতো শরীয়তবিরোধী কিছু করা যাবে না

এক নজরে

- ফাউযান (আয়াত নির্দিষ্ট করা প্রসঙ্গে): আমি তো জানি না (এতে সমস্যা কী); কুরআনের সবটাই কল্যাণ
- ফাউযান: সাত বার ইত্যাদি সংখ্যা নির্দিষ্ট করা আসেনি; একবার পড়া যা এসেছে
- ফাউযান: রুকইয়াহ তাওকীফী নয়
- বাররাক: আয়াতুস সিহর নামটি ইস্তিনবাত
- খুদাইর: অধিকাংশের মতে পুরো কুরআনই শিফা; ইবনুল কাইয়িমের উদ্ধৃতিতে তাজরিবা ওষুধের মতোই উপকারী
- আল-উসাইমী: ইল্লাত, তাজরিবায় নিশ্চিত জানা, ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব — এই শর্তে জায়েজ

যাচাই করুন

1. ফাউযানের মতে রুকইয়াহ কি তাওকীফী?

ক. তাওকীফী | খ. তাওকীফী নয়

গ. কেবল দুআতেই তাওকীফী

2. আয়াতুস সিহর নাম সম্পর্কে বাররাক কী বলেন?

ক. সুন্নাহতে নির্ধারিত নাম | খ. সুন্নাহতে নেই; এটি ইস্তিনবাত

গ. নাম রাখাই হারাম

3. খুদাইরের বর্ণনায় অধিকাংশ আহলুল ইলমের মতে «মিন» কী?

ক. তাবঈযিয়্যা | খ. বায়ানিয়্যা — তাই পুরো কুরআনই শিফা

4. আল-উসাইমীর মতে তাজরিবার শর্ত কী?

ক. কেবল একবারের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট | খ. ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব

গ. সনদসহ ফতোয়া আনা

5. কুরআনের অংশ তামীমা হিসেবে ঝোলানো সম্পর্কে আল-উসাইমী কী বলেন?

ক. জায়েজ | খ. নিষিদ্ধ, কারণ শরীয়তবিরোধী

গ. মুস্তাহাব

6. সাত বার ও আয়াতুল কুরসী এতবার নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে ফাউযান কী বলেন?

ক. এটিই বর্ণিত | খ. এসব আসেনি; একবার পড়া এসেছে

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ

অধ্যায় ১৯ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২০

শাইখ খুদাইর, জাবিরী, শাথরী ও আল-মাজিদের ফতোয়াসমূহ

(মুদ্রিত পৃষ্ঠা ৯১–১০০। এই অংশে শাইখ আবদুল কারীম আল-খুদাইরের দুটি ফতোয়া, শাইখ উবাইদ আল-জাবিরীর একটি অডিও-ফতোয়া, শাইখ সাদ ইবন নাসির আশ-শাথরীর একটি টিভি-প্রশ্নোত্তর, এবং শাইখ সুলাইমান আল-মাজিদের তিনটি ফতোয়া — দুটি লিখিত ও একটি ভিডিও — সংকলিত হয়েছে। প্রতিটির আলিমের নাম, ফতোয়া-নম্বর ও উৎস-লিংক মূল বইয়ে যেভাবে ছাপা হয়েছে, হুবহু সেভাবেই রাখা হলো।)

১. ক্ষত, ঘা ও দাঁতের ব্যথার জন্য আয়াত নির্দিষ্ট করা

(মূল বইয়ের অনুচ্ছেদ-শিরোনাম: «تخصيص آيات للقروح والجروح والضرس» — অর্থাৎ ঘা, ক্ষত ও দাঁতের জন্য আয়াতের তাখসীস।)

মাআলী আশ-শাইখ ড. আবদুল কারীম ইবন আবদিল্লাহ আল-খুদাইর হাফিযাহুল্লাহ

শিরোনাম: كتابة شيء من القرآن على جسد المريض রকমুল ফতোয়া (ফতোয়া নম্বর): **৫৫৫২** / 5552 মাসদারুল ফতোয়া: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والستون ١٨-٢-١٤٣٣هـ বিভাগ: الرئيسية / الفتاوى / الطبّ / كتابة شيء من القرآن على جسد المريض লিংক: https://shkhudheir.com/fatawa/805261421

প্রশ্ন: যে রোগী কিছু ক্ষত ও ঘায়ে আক্রান্ত হয়েছে — যেগুলো তাকে প্রায়ই কষ্ট দেয় — সেই ব্যাধিগুলো থেকে আরোগ্যের উদ্দেশ্যে তার শরীরের উপর কুরআনের কিছু অংশ লিখে দেওয়ার হুকুম কী? এ ব্যাপারে শারঈভাবে অনুমোদিত পন্থা কোনটি?

উত্তর: শরীরের ব্যথাযুক্ত স্থানে — যেমন ঘা, কিছু কিছু ক্ষত, দাঁত এবং এ জাতীয় জায়গায় — কুরআনের কিছু অংশ লিখে দেওয়ার ব্যাপারে ইবনুল কাইয়িম যা সাব্যস্ত করেছেন তা হলো, এটি জায়েজ। যেমন *হাযায*-এর (এক প্রকার চর্মরোগ) উপর আল্লাহ তাআলার এই বাণী লিখে দেওয়া:

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

> "অতঃপর তাতে আঘাত হানল অগ্নিসমেত এক ঘূর্ণিঝড়, ফলে তা পুড়ে গেল।" — সূরা আল-বাকারা ২:২৬৬

আর দাঁতের জন্য তা একটি কাগজে লিখে দাঁতের নিচে রেখে দেওয়া হয়, কিংবা সেটির উপর কামড় দিয়ে ধরা হয়, অথবা এ ধরনের কিছু করা হয়। এটিই ইবনুল কাইয়িম জায়েজ বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন যে তা মুজাররাব (পরীক্ষিত)।

খুদাইর: ক্ষত, ঘা ও দাঁত

বিষয়	খুদাইর যা বলেন
ঘা, ক্ষত, দাঁতে কুরআনের অংশ লেখা	ইবনুল কাইয়িমের সাব্যস্ত করা মতে জায়েজ
হাযায	আল-বাকারা ২:২৬৬ লিখে দেওয়া
দাঁত	কাগজে লিখে দাঁতের নিচে রাখা বা কামড় দিয়ে ধরা
ইবনুল কাইয়িমের মূল্যায়ন	তিনি একে মুজাররাব (পরীক্ষিত) বলেছেন

ফতোয়া নম্বর ৫৫৫২

---

২. তাজরিবা প্রমাণিত হলে আয়াতের তাখসীসে বাধা নেই

(মূল বইয়ের অনুচ্ছেদ-শিরোনাম: «لا مانع من تخصيص الآيات في الرقية بعد ثبوت التجربة» — তাজরিবা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রুকইয়াহয় আয়াতের তাখসীসে কোনো বাধা নেই।)

মাআলী আশ-শাইখ ড. আবদুল কারীম ইবন আবদিল্লাহ আল-খুদাইর হাফিযাহুল্লাহ

শিরোনাম: تحديد آيات لعلاج أمراض معينة রকমুল ফতোয়া (ফতোয়া নম্বর): ৫৮৮৩ / 5883 মাসদারুল ফতোয়া: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والتسعون ١٩-٩-١٤٣٣هـ লিংক: https://shkhudheir.com/fatawa/388558061

প্রশ্ন: কোনো কোনো রাকী নির্দিষ্ট কিছু আয়াত ঠিক করে নেন এবং বলেন — "এটি অমুক রোগের জন্য উপযোগী, আর ওটি তমুক রোগের জন্য উপযোগী।" তাঁদের এই কাজটি কি সঠিক?

উত্তর: কিছু আলিম মনে করেন — তাজরিবার মাধ্যমে যদি প্রমাণিত হয় যে এই আয়াত, বা এই সূরা, বা এই আয়াতগুলো বারবার পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে নির্দিষ্ট কোনো রোগের নিরাময়ে সেগুলো উপকার করেছে, তবে সেগুলোকে নির্দিষ্ট করে নেওয়াতে কোনো বাধা নেই। ইবনুল কাইয়িমের কর্মপন্থাও যেন এ কথারই ইঙ্গিত দেয়।

আর তাঁদের কেউ কেউ বলেন: নির্দিষ্টকরণ ও তাখসীসের জন্য একটি *দলীল মুখাসসিস* (নির্দিষ্টকারী প্রমাণ) দরকার; নতুবা পুরো কুরআনই তো শিফা —

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ

> "আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি, যা শিফা।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৮২

— এখানকার «মিন» অক্ষরটি অধিকাংশ আহলুল ইলমের মতে *বায়ানিয়্যা* (ব্যাখ্যামূলক), যদিও কেউ কেউ একে *তাবঈযিয়্যা* (আংশিক অর্থবোধক) মনে করেন। তাঁরা বলেন: কুরআনের কিছু অংশ শিফা, কিছু অংশ আহকাম, কিছু অংশ আদাব, আর কিছু অংশ শরীয়তের অন্যান্য দিকসংক্রান্ত।

মোটকথা — এ বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান। তবে তাজরিবার মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে গেলে, আহলুল ইলমের একদল — যাঁদের মধ্যে ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহও রয়েছেন — তাঁদের নিকট এতে কোনো বাধা নেই।

ফতোয়া ৫৮৮৩: দুই পক্ষ

প্রথম পক্ষ (কিছু আলিম)	দ্বিতীয় পক্ষ (তাঁদের কেউ কেউ)
তাজরিবায় বারবার পরীক্ষায় উপকার প্রমাণিত হলে	নির্দিষ্টকরণের জন্য দলীল মুখাসসিস দরকার
নির্দিষ্ট করে নিতে কোনো বাধা নেই	নতুবা পুরো কুরআনই শিফা

খুদাইর: মতভেদ বিদ্যমান; তাজরিবায় প্রমাণিত হলে একদল আলিম — ইবনুল কাইয়িমসহ — বাধা দেখেন না

৩. বদনজরের চিকিৎসায় সর্বোত্তম আয়াত তাজরিবার মাধ্যমে বেছে নেওয়া

(মূল বইয়ের অনুচ্ছেদ-শিরোনাম: «إختيار أفضل آيات لعلاج العين بالتجربة» — তাজরিবার মাধ্যমে বদনজরের চিকিৎসার সর্বোত্তম আয়াত বেছে নেওয়া। শাইখ আল-হিবশী স্ক্রিনশটের উপর লাল বাক্সে যে শিরোনামটি বসিয়েছেন তা হলো: «التخصيص بالتجارب» — অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাখসীস।)

আল-উস্তায আদ-দুকতূর আশ-শাইখ উবাইদ ইবন আবদিল্লাহ আল-জাবিরী রহিমাহুল্লাহ

উৎস: شريط صوتي *(মূল বইয়ে কেবল "একটি অডিও ক্যাসেট" বলা হয়েছে; আলাদা কোনো লিংক বা নম্বর দেওয়া নেই।)*

অনুচ্ছেদের শিরোনাম-প্রশ্ন: বদনজর, সিহর ও মস-এর রুকইয়াহর জন্য নির্দিষ্ট কিছু আয়াত তাখসীস করার হুকুম কী?

প্রশ্ন: এই বৈঠকের প্রথম প্রশ্নে প্রশ্নকারী বলছেন — বদনজরের রুকইয়াহর জন্য কিছু নির্দিষ্ট আয়াত, মস-এর রুকইয়াহর জন্য অন্য কিছু আয়াত, আর সিহরের রুকইয়াহর জন্য আরও ভিন্ন কিছু আয়াত নির্দিষ্ট করার হুকুম কী?

উত্তর: এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এই তাখসীসের পক্ষে কিতাব বা সুন্নাহ থেকে কোনো দলীল জানি না। তবে তাজরিবার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি — আরও কিছু আয়াতের সঙ্গে — বদনজরের

সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রুকইয়াহগুলোর অন্যতম:

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ

> "আর কাফিররা যখন যিকর (কুরআন) শুনল, তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়েই তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে।" — সূরা আল-কলম ৬৮:৫১

— আয়াতটি (শেষ পর্যন্ত)।

তেমনিভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সিহর প্রসঙ্গে সূরা আল-বাকারা, আল-আরাফ, ইউনুস ও ত্বা-হা-তে যেসব আয়াত এসেছে, সেগুলো সিহরের জন্য সবচেয়ে উপকারী রুকইয়াহগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তবে এটি (শরীয়ত-নির্ধারিত) মাসনূন তাখসীসের পর্যায়ভুক্ত নয় — এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নিন।

তেমনিভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারিসংবলিত আয়াতগুলো মস-এর ক্ষেত্রে কঠোর রুকইয়াহ হিসেবে কাজ করে — অর্থাৎ জিন-আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তা জিনের উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

এরপর, এসবের পরেও — নবী ﷺ থেকে মাসূর সুন্নাহই হলো সেই রুকইয়াহ, যা উল্লিখিত সব ব্যাধিতেই উপকারী।

জাবিরী: তাজরিবা ও তাখসীস

প্রশ্ন	জাবিরীর উত্তর
কিতাব-সুন্নাহ থেকে তাখসীসের দলীল	এ পর্যন্ত আমি জানি না
বদনজর	তাজরিবায় দেখা গেছে: সূরা আল-কলমের এই আয়াত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রুকইয়াহগুলোর অন্যতম
সিহর	আল-বাকারা, আল-আরাফ, ইউনুস, ত্বা-হা-র সিহর-সংক্রান্ত আয়াত — মাসনূন তাখসীস নয়
মস	কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারির আয়াত — জিনের উপর প্রচণ্ড প্রভাব, তাজরিবায় দেখা গেছে
সবশেষে	নবী থেকে মাসূর সুন্নাহই সব ব্যাধিতে উপকারী রুকইয়াহ

৪. রুকইয়াহয় আয়াতের উপকারিতা পরীক্ষা করে দেখা জায়েজ

(মূল বইয়ের অনুচ্ছেদ-শিরোনাম: «جواز تجربة نفع الآيات في الرقية»।)

আশ-শাইখ আল-উস্তায আদ-দুকতূর সাদ ইবন নাসির আশ-শাথরী হাফিযাহুল্লাহ — রাজকীয় দরবারের উপদেষ্টা, হাইআতু কিবারিল উলামা ও আল-লাজনাতুদ দাইমা লিল-ইফতা-র সদস্য।

উৎস: أ سعد بن ناصر الشثري .د.برنامج يستفتونك لمعالي الشيخ [تخصيص ايات] লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=5F7JeIFrCbk&t=2021s

শাইখের উত্তর: এমন কোনো আয়াত কি আছে...? — আমাদের এই ভাই দেখা যাচ্ছে এতে কষ্ট পাচ্ছেন; আমি আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার কাছে তাঁর শিফা কামনা করি। আমীন। আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার কাছে তাঁর শিফা কামনা করি।

আর আমি তাঁকে যে উপদেশ দিই তা হলো — রব্বুল ইযযাহ জাল্লা জালালুহুর যিকর বেশি বেশি করা, তা সালাতের ভেতরেই হোক কিংবা সালাতের বাইরে।

আর এ থেকে আরোগ্যের জন্য আয়াত তাখসীস করার ব্যাপারে বলি: নির্দিষ্ট কিছু আয়াত এ কাজের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত — এমন কোনো দলীল আমার জানা নেই। তবে বিষয়টি তাজরিবার উপর ন্যস্ত। কাজেই তাঁরা যদি এ ধরনের কোনো ক্ষেত্রে কোনো আয়াত পরীক্ষা করে দেখেন, তাতে কোনো দোষ নেই। জি।

শাথরী: তাখসীস ও তাজরিবা

বিষয়	শাইখ শাথরী
উপদেশ	রব্বুল ইযযাহর যিকর বেশি বেশি করা — সালাতের ভেতরে ও বাইরে
নির্দিষ্ট আয়াতের দলীল	এ কাজের জন্য নির্ধারিত — এমন দলীল জানা নেই
অবস্থান	বিষয়টি তাজরিবার উপর ন্যস্ত; পরীক্ষা করলে কোনো দোষ নেই

৫. ভয়ের সময় «ওয়া জাআলনা মিন বাইনি আইদীহিম সাদ্দান» পড়া

(মূল বইয়ের অনুচ্ছেদ-শিরোনাম: «قراءة وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً»; স্ক্রিনশটের নিচে বইয়ের ক্যাপশন: «عند الخوف من شيء "وجعلنا من بين أيديهم سداً" قراءة آية» — কোনো কিছুর ভয় হলে এই আয়াতটি পড়া।)

سليمان الماجد

قراءة آية "وجعلنا من بين أيديهم سدا" عند الخوف من شيء

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد

فتوى رقم : 12395

مصنف ضمن : الرقائق والأذكار والأدعيه

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 12:11:47 01/04/1431

السـؤال

س: السلام عليكم .. شيخي الفاضل: أنا طالبة علم شرعي، وأريد فتواك في حكم قراءة قوله: (وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون)، هذا إذا خشي الإنسان أمرا، وخاف اطلاع الناس عليه؟ بالتفصيل.. جزيت خيرا.

الجـواب

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إن كان لخوف من الأذية في نفس أو مال أو عرض فيُشرع ما ثبت في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوماً قال: "اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خفت سلطاناً أو غيره فقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك".

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم".

وإن كان خوف الإصابة بالعين أو الحسد فقد ورد في الشريعة ما يدل على تعويذه وحمايته ؛ مثل قراءة سورة البقرة كأي قراءة ، والدعاء بالبركة ؛ كـ : "اللهم بارك فيه" أو : "أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق" ،أو : "أعوذ بكلمات الله التامة من كل شياطين وهامة ومن كل عين لامة" ، أو : "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" ، وغيرها من الأدعية ، مع الثقة بالله والإيمان بالقدر والتوكل عليه ، وعدم الاسترسال مع الأوهام ؛ فلا يكون في الكون شيء لم يقدره الله تعالى.

وأما قراءة الآية: فلا عرف له أصلا معينا، وقد ذكرها أصحاب السير عندما أراد المشركون قتله، ولكن لا أرى ما يمنع من ذلك؛ لأنه من جملة القرآن والأولى ذكر ما ورد . والله أعلم .

ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান ইবন আবদিল্লাহ আল-মাজিদ হাফিযাহুল্লাহ

ফতোয়া নম্বর: **১২৩৯৫** / 12395 মুসান্নাফ (শ্রেণিবিন্যাস): রিকাক, আযকার ও দুআসমূহ — الرقائق والأذكار والأدعية তারিখ: ১/৪/১৪৩১ হিজরি, সময় ১২:১১:৪৭ লিংক: https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=12395

প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম, আমার সম্মানিত শাইখ। আমি একজন শারঈ ইলমের ছাত্রী। আল্লাহ তাআলার এই বাণী পড়ার হুকুম সম্পর্কে আপনার ফতোয়া চাই —

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

> "আর আমি তাদের সামনে একটি প্রাচীর ও তাদের পেছনে একটি প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদের ঢেকে দিয়েছি; ফলে তারা দেখতে পায় না।" — সূরা ইয়াসীন ৩৬:৯

— এটি তখন, যখন মানুষ কোনো বিষয়ে আশঙ্কা করে এবং ভয় পায় যে লোকে তার ব্যাপারটি জেনে ফেলবে। বিস্তারিতভাবে জানাবেন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর: ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

যদি প্রাণ, সম্পদ বা সম্মানের ক্ষতির আশঙ্কা হয়, তবে যা শারঈভাবে অনুমোদিত তা হলো — *সুনানু আবি দাউদ* ও *আন-নাসাঈ*-তে আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা সাব্যস্ত হয়েছে: নবী ﷺ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভয় করতেন, তখন বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

"হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে তাদের বুকের সামনে রাখছি, আর তাদের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাইছি।"

আর ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তুমি যখন কোনো শাসক বা অন্য কাউকে ভয় করবে, তখন বলবে —

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি সহনশীল ও মহানুভব। পবিত্র মহান আল্লাহ, সপ্ত আকাশের রব ও মহান আরশের রব। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনার আশ্রিত ব্যক্তি সম্মানিত, আর আপনার প্রশংসা সুমহান।"

আর *সহীহুল বুখারী*-তে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।"

— এ কথাটি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল; আর মুহাম্মাদ ﷺ-ও তা বলেছিলেন, যখন লোকেরা তাঁকে বলেছিল: "নিশ্চয়ই লোকজন তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে।"

আর যদি বদনজর বা হাসাদে আক্রান্ত হওয়ার ভয় হয়, তবে শরীয়তে এমন বিষয় এসেছে যা তার তাবীয (আশ্রয়প্রার্থনা) ও সুরক্ষার পথ দেখায়। যেমন — সাধারণভাবে সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করা, এবং বরকতের দুআ করা; যেমন:

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ

"হে আল্লাহ! এতে বরকত দিন।"

অথবা:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় চাই তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।"

অথবা:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় চাই প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে, এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর বদনজর থেকে।"

অথবা:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"সেই আল্লাহর নামে, যাঁর নামের সঙ্গে জমিনের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না, আকাশেরও নয়; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

— এবং এ ধরনের আরও দুআ। সেইসঙ্গে থাকতে হবে আল্লাহর উপর আস্থা, কাদারের প্রতি ঈমান ও তাঁর উপর তাওয়াক্কুল, এবং অহেতুক কল্পনা-আশঙ্কার পেছনে গা ভাসিয়ে না দেওয়া — কারণ এই বিশ্বজগতে এমন কিছুই ঘটে না যা আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেননি।

আর ওই আয়াতটি পড়ার ব্যাপারে বলি: এর জন্য আমি নির্দিষ্ট কোনো ভিত্তি (আসল) জানি না। তবে সীরাত-লেখকগণ এর উল্লেখ করেছেন — মুশরিকরা যখন নবী ﷺ-কে হত্যা করতে চেয়েছিল, তখনকার ঘটনায়। তবু আমি এতে বাধা দেওয়ার মতো কিছু দেখি না; কারণ তা তো কুরআনেরই অংশ। আর উত্তম হলো যা (সুন্নাহয়) বর্ণিত হয়েছে তা-ই স্মরণ করা। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

মাজিদ: ভয়ের সময় কী অনুমোদিত

পরিস্থিতি	মাজিদ যা বলেন
প্রাণ, সম্পদ বা সম্মানের ক্ষতির আশঙ্কা	আবু মূসা, ইবন উমার ও ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত যিকর ও দুআ
বদনজর বা হাসাদের ভয়	সাধারণভাবে সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত; বরকতের দুআ; আশ্রয়প্রার্থনার দুআ
সঙ্গে থাকতে হবে	আল্লাহর উপর আস্থা, কাদারে ঈমান, তাওয়াক্কুল; অহেতুক আশঙ্কায় গা না ভাসানো
সূরা ইয়াসীনের এই আয়াত পড়া	নির্দিষ্ট ভিত্তি জানি না; বাধা দেওয়ার মতো কিছু দেখি না; উত্তম হলো যা বর্ণিত তা স্মরণ করা

ফতোয়া নম্বর ১২৩৯৫

৬. প্রতিটি রোগের জন্য আল্লাহর কিতাবে উপযুক্ত আয়াত রয়েছে

(মূল বইয়ের অনুচ্ছেদ-শিরোনাম: «كل مرض له من آيات كتاب الله عز وجل ما يناسبه»।)

ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান আল-মাজিদ হাফিযাহুল্লাহ — একটি ভিডিও-অংশের প্রতিলিপি (مقطع فيديو مفرغ)।

প্রশ্ন: আমাদের শাইখ, এখানে ভাই মাজিদের একটি প্রশ্ন। তিনি বলছেন — শিফা বা এ জাতীয় উদ্দেশ্যে শরীরের যেকোনো স্থানে কুরআনের কিছু আয়াত *কিরাআতে তাসাউউরিয়্যা* (ভাবার্থ-সাদৃশ্য বিবেচনা করে) পড়া কি জায়েজ? যেমন হাড়ের সমস্যায় ভোগা ব্যক্তির উপর এই আয়াতটি পড়া —

مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

> "জীর্ণ-বিগলিত হাড়গুলোতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে?" — সূরা ইয়াসীন ৩৬:৭৮

— অথবা চুলের সমস্যার চিকিৎসায় চুল আঁচড়ানোর সময় এই আয়াতটি পড়া —

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

> "বলো, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন।" — সূরা ইয়াসীন ৩৬:৭৯

— নাকি কেবল "আয়াতুশ শিফা"গুলো পড়াই কেবল শুদ্ধ?

উত্তর: এই মাসআলাটি দুটি মূলনীতির উপর দাঁড়ানো।

- একদল বলেন: রুকইয়াহর দরজাটি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত; কাজেই যা বর্ণিত হয়েছে তা ছাড়া আর কিছু করা যাবে না।
- আরেক দল বলেন: না — এই রুকইয়াহ এমন জিনিস যা নবায়িত হয়, বদলায় ও বৈচিত্র্যময় হয়; তাই তা নির্দিষ্ট কিছুতে বাঁধা বা সীমাবদ্ধ থাকে না, এবং এতে তাজরিবার অবকাশ থাকতে পারে।

রুকইয়াহ প্রসঙ্গে এই দুটি ধারাই সুপরিচিত। সতর্কতার দিক থেকে আমি যা মনে করি — সত্যি বলতে, দুই প্রান্তের কোনটি বেশি নিকটবর্তী, এ ব্যাপারে মাসআলাটিতে জটিলতা রয়েছে।

যাঁরা বলেছেন এতে এক ধরনের প্রশস্ততা আছে, তাঁরা দলীল নিয়েছেন নবী ﷺ-এর এই বাণী থেকে:

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

> "তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো... রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে।"

আর কেউ কেউ বলেছেন: এটি *আম মাখসূস* (সাধারণ, কিন্তু বিশেষিত) এবং *মুতলাক* — যার প্রকৃত অর্থ বর্ণিত বিষয়াদির দ্বারা সীমাবদ্ধ; এই হাদীসের ব্যাখ্যায় এটিই তাঁদের তাবীল।

মাজিদ: রুকইয়াহর দুটি ধারা

প্রথম দল	আরেক দল
রুকইয়াহর দরজা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত	রুকইয়াহ নবায়িত, বদলায় ও বৈচিত্র্যময়
যা বর্ণিত তার বাইরে কিছু করা যাবে না	নির্দিষ্ট কিছুতে সীমাবদ্ধ নয়; তাজরিবার অবকাশ থাকতে পারে

মাজিদ: দুই প্রান্তের কোনটি নিকটবর্তী — মাসআলাটিতে জটিলতা রয়েছে

সবচেয়ে নিরাপদ পথ হলো — নবী ﷺ যেভাবে করেছেন, আমরাও সেভাবেই করব। আর সত্যি বলতে, রুকইয়াহর মূল তাওকীফী কি না — সে প্রশ্ন বাদ দিলেও — "প্রতিটি রোগের জন্য আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার কিতাবের আয়াতসমূহের মধ্যে কোনো না কোনো দিক থেকে উপযুক্ত কিছু রয়েছে" — এমন কোনো ভিত্তি আমার জানা নেই। যেমন কেউ কেউ বলেন:

- নারীর গর্ভপাত হয়ে যেতে থাকলে সে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার এই বাণী তিলাওয়াত করবে:

فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ

"তখন সেগুলো তার পিঠের উপর নিশ্চল হয়ে থেমে থাকে।" — সূরা আশ-শূরা ৪২:৩৩

- আর সে যদি চায় যে গর্ভস্থ সন্তান নেমে আসুক, তবে পড়বে:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

"যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে।" — সূরা আয-যিলযাল ৯৯:১

- আর সিহরের ক্ষেত্রে সিহর-সংক্রান্ত আয়াতগুলো নিয়ে আসবে:

مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ

"তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা তো জাদু; নিশ্চয়ই আল্লাহ তা বাতিল করে দেবেন।" — সূরা ইউনুস ১০:৮১

— এভাবেই চলতে থাকে।

এর অন্তর্ভুক্ত সেই আয়াতগুলোও, যেগুলোর কথা সম্মানিত ভাই তাঁর প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন — যেসব আয়াতে এক ধরনের *দালালাত* (অর্থ-নির্দেশনা) থাকে; সেই দালালাত কখনও *তাদাম্মুন* (অন্তর্ভুক্তিমূলক), কখনও *মুতাবাকা* (পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ), আবার কখনও কোনো দিক থেকে *মুশাকালা* (সাদৃশ্যমূলক) হয়ে থাকে। এর জন্য আমি কোনো ভিত্তি জানি না।

আর আমি নিজের জন্য যা করি, এবং যা দিয়ে নিজের উপর ও নিজের আশপাশের লোকদের উপর রুকইয়াহ করি, তা হলো — নবী ﷺ যেভাবে আয়াতুল কুরসী ও তিন মুআওবিযাত দিয়ে রুকইয়াহ করেছেন, সেভাবেই রুকইয়াহ করি; সেইসঙ্গে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার কিতাব থেকে যা সহজ হয়, নির্বিশেষে তা-ই পড়ি। কারণ আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার প্রশংসায় — গোটা কুরআনই শিফা।

একটি ঘটনা: আমি একবার একটি কিতাব দেখেছিলাম। এর সূচিপত্র দেখে আমি ভেবেছিলাম এটি বুঝি চিকিৎসাশাস্ত্রের কোনো বই! সূচিপত্রটিই ছিল হয়তো চার-পাঁচ পৃষ্ঠার — অমুক রোগ, তমুক রোগ... এমনকি রোগগুলোর ভেতরের প্রকারভেদ পর্যন্ত করা হয়েছিল: ক্যান্সারের অমুক প্রকার, এটি যকৃতের, আর ওটি... আর এটি রক্তের ক্যান্সার... এবং কিতাবটি তিনি মানুষের মধ্যে বিতরণ করছিলেন। সত্যি বলতে, এর কোনো ভিত্তি আমার জানা নেই।

তিনি হয়তো বহু রোগের উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিটি রোগের জন্য আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার আয়াতসমূহ থেকে এক-একটি প্রকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমি বলছি না যে এটি অশুদ্ধ — কারণ মাসআলাটিতে মতভেদ আছে, এবং এতে এই জটিলতাও আছে যে এখানে দুটি ভিত্তির (মানাত) কোনটি ধর্তব্য — তাওকীফ, না ইতলাক (উন্মুক্ততা)।

তবে সবচেয়ে নিরাপদ পথ হলো — নবী ﷺ যা করেছেন আমরাও তা-ই করব: আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-ফাতিহা, তিন মুআওবিযাত, এবং আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার কিতাব থেকে নির্বিশেষে যা সহজ হয়। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

মাজিদের নিজের পথ

বিষয়	মাজিদ যা বলেন
প্রতিটি রোগের জন্য উপযুক্ত আয়াত আছে	এমন ভিত্তি আমার জানা নেই
রোগভিত্তিক সূচিপত্রের কিতাব	ভিত্তি জানি না; অশুদ্ধ বলছি না, কারণ মতভেদ আছে
নিজে যা করেন	নবীর মতো আয়াতুল কুরসী ও তিন মুআওবিযাত; কিতাব থেকে যা সহজ
সবচেয়ে নিরাপদ পথ	নবী যা করেছেন, আমরাও তা-ই করব

---

৭. হারানো বস্তু ফিরে পাওয়ার দুআ

(মূল বইয়ের স্ক্রিনশট-শিরোনাম: «دعاء رد الضالة»। শাইখ আল-হিবশী এই স্ক্রিনশটের উপর কালো বাক্সে যে টীকা বসিয়েছেন তা হলো: «هذا دليل على جواز تخصيص دعاء لا دليل عليه وتعليمه للناس» — অর্থাৎ, এটি এই কথার দলীল যে, যে দুআর পক্ষে (সুনির্দিষ্ট) দলীল নেই তা-ও তাখসীস করা এবং মানুষকে শেখানো জায়েজ।)

دعاء رد الضالة

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد

فتوى رقم : 15379

مصنف ضمن : الرقائق والأذكار والأدعية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 05:16:35 10/04/1432

السـؤال

س: شيخنا نفع الله بك .. هل ورد هذا الدعاء عند فقد الضالة: (اللهم رب الضالة رد علي ضالتي)؟ فقد سمعت عنه، وجربته في أكثر من موقف، ووجدت نفعه.

هذا دليل على جواز تخصيص دعاء لا دليل عليه وتعليمه للناس

الجـواب

ج: الحمد لله أما بعد .. لم يصح في باب رد الضالة دعاء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول للرجل إذا أضل شيئا قل: (اللهم رب الضالة ، هادي الضالة ، تهدي من الضلالة ، رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك ؛ فإنها من عطائك وفضلك) أخرجه البيهقي في "الدعوات الكبير"، وبالجملة فبأي دعاء مناسب دعا فهو حسن وداخل في عموم الأدلة الدالة على اللجوء إلى الله تعالى والاستعانة به في وجدان الضائع. والله أعلم.

ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান ইবন আবদিল্লাহ আল-মাজিদ হাফিযাহুল্লাহ

ফতোয়া নম্বর: **১৫৩৭৯** / 15379 মুসান্নাফ (শ্রেণিবিন্যাস): রিকাক, আযকার ও দুআসমূহ — الرقائق والأذكار والأدعية তারিখ: ১০/8/১৪৩২ হিজরি, সময় ০৫:১৬:৩৫

প্রশ্ন: আমাদের শাইখ, আল্লাহ আপনার দ্বারা উপকৃত করুন। হারানো বস্তু খোয়া গেলে এই দুআটি কি বর্ণিত হয়েছে —

اللَّهُمَّ رَبَّ الضَّالَّةِ رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي

> "হে আল্লাহ, হারানো বস্তুর রব! আমার হারানো জিনিসটি আমাকে ফিরিয়ে দিন।"

— আমি এ ব্যাপারে শুনেছি, একাধিক পরিস্থিতিতে তা পরীক্ষা করে দেখেছি এবং এর উপকার পেয়েছি।

উত্তর: আলহামদুলিল্লাহ, আম্মা বাদ। হারানো বস্তু ফিরে পাওয়ার অধ্যায়ে নবী ﷺ থেকে নির্দিষ্ট কোনো দুআ সহীহভাবে প্রমাণিত হয়নি। তবে তা এসেছে কতিপয় সাহাবী থেকে — যেমন ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারও কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে তিনি তাকে বলতেন — বলো:

اللَّهُمَّ رَبَّ الضَّالَّةِ، هَادِيَ الضَّالَّةِ، تَهْدِي مِنَ الضَّلَالَةِ، رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ، فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ

> "হে আল্লাহ, হারানো বস্তুর রব! হারানো বস্তুর পথপ্রদর্শক! আপনি পথভ্রষ্টতা থেকে পথ দেখান। আপনার কুদরত ও কর্তৃত্ববলে আমার হারানো জিনিসটি আমাকে ফিরিয়ে দিন; কেননা তা তো আপনারই দান ও অনুগ্রহ।"

এটি বায়হাকী তাঁর *আদ-দাওয়াতুল কাবীর*-এ বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা, উপযুক্ত যেকোনো দুআ দিয়ে দুআ করলেই তা উত্তম — এবং তা সেই সাধারণ দলীলগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো হারানো বস্তু পাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় নেওয়া ও তাঁর সাহায্য প্রার্থনার উপর প্রমাণ বহন করে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

গ্রন্থকারের সমাপনী টীকা

(মূল বইয়ে এই অনুচ্ছেদের শেষে «المؤلف» — অর্থাৎ গ্রন্থকার — লেখা আছে।)

কেউ কেউ সাহাবী ও উলামাদের কাজ দিয়ে দলীল গ্রহণ করাকে এই বলে খণ্ডন করতে চান যে, "তাঁরা হয়তো কিছু আয়াত বা দুআ বেছে নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেগুলো প্রচার করেননি এবং তাখসীসও করেননি।"

অথচ এই দলীলটি এবং এ ধরনের আরও দলীল আমাদের হাতের সামনেই রয়েছে — ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু যার কিছু হারিয়ে যেত, তাকে এই দুআটির দিকেই পথ দেখাতেন। আর এটিই তো (একটি নির্দিষ্ট দুআর তাখসীস)।

হারানো বস্তুর দুআ: ফতোয়া ও লেখকের টীকা

মাজিদ (ফতোয়া ১৫৩৭৯)	গ্রন্থকার আল-হিবশী (লেখকের মত)
নবী থেকে নির্দিষ্ট দুআ সহীহভাবে প্রমাণিত নয়; ইবন উমার থেকে এসেছে (বায়হাকী)	ইবন উমার যার কিছু হারাত, তাকে এই দুআর দিকে পথ দেখাতেন
উপযুক্ত যেকোনো দুআ দিয়ে দুআ করা উত্তম	এটিই একটি নির্দিষ্ট দুআর তাখসীস

কারও কারও আপত্তি: তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রচার ও তাখসীস করেননি — ডান কলাম গ্রন্থকারের জবাব

রেফারেন্স সংক্রান্ত টীকা: এই অংশের (ফোলিও ৯১–১০০) প্রতিটি আয়াত-নম্বর মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে। বইয়ে সূত্রসহ ছাপা হয়েছে কেবল দুটি — আল-বাকারা ২৬৬ ও আল-ইসরা ৮২; দুটিই সঠিক ক্রমে ছাপা, এই পৃষ্ঠাগুলোতে অঙ্ক-উল্টানোর (RTL রেন্ডারিং) ত্রুটি পাওয়া যায়নি। বাকি সাতটি আয়াতের সূত্র বইয়ে অনুপস্থিত ছিল; মূল পাঠ মিলিয়ে সেগুলো অনুবাদে যোগ করা হয়েছে — আল-কলম ৬৮:৫১, ইয়াসীন ৩৬:৯, ইয়াসীন ৩৬:৭৮, ইয়াসীন ৩৬:৭৯, আশ-শূরা ৪২:৩৩, আয-যিলযাল ৯৯:১ ও ইউনুস ১০:৮১।

এক নজরে

- ★ খুদাইর ৫৫৫২: ইবনুল কাইয়িমের সাব্যস্ত করা মতে ঘা, ক্ষত, দাঁতে কুরআনের অংশ লেখা জায়েজ
- ★ খুদাইর ৫৮৮৩: মতভেদ আছে; তাজরিবায় প্রমাণিত হলে একদল আলিমের মতে বাধা নেই
- ★ জাবিরী: দলীল জানেন না; তাজরিবায় দেখা গেছে; মাসনূন তাখসীস নয়
- ★ শাথরী: নির্ধারিত আয়াতের দলীল জানেন না; বিষয়টি তাজরিবার উপর ন্যস্ত
- ★ মাজিদ: প্রতিটি রোগের জন্য আয়াতের ভিত্তি জানেন না; নিরাপদ পথ নবীর পথ
- ★ গ্রন্থকার: ইবন উমারের দুআর দিকনির্দেশ একটি নির্দিষ্ট দুআর তাখসীস — লেখকের মত

যাচাই করুন

1. খুদাইর ৫৫৫২ অনুযায়ী দাঁতের জন্য আয়াত কীভাবে ব্যবহৃত হয়?

ক. গলায় ঝুলিয়ে রাখা

খ. কাগজে লিখে দাঁতের নিচে রাখা বা কামড় দিয়ে ধরা

2. ফতোয়া ৫৮৮৩-এ তাজরিবায় প্রমাণিত হলে কিছু আলিমের মত কী?

ক. নির্দিষ্ট করা হারাম

খ. নির্দিষ্ট করে নিতে বাধা নেই

গ. কোনো মতভেদ নেই

3. জাবিরীর মতে সিহরের আয়াতগুলো কোন পর্যায়ের?

ক. উপকারী রুকইয়াহ, তবে মাসনূন তাখসীস নয়

খ. মাসনূন তাখসীস

4. শাইখ শাথরী প্রশ্নকারীকে কী উপদেশ দেন?

ক. কেবল একটি আয়াত বারবার পড়া

খ. যিকর বেশি বেশি করা

গ. রুকইয়াহ ছেড়ে দেওয়া

5. সূরা ইয়াসীনের আয়াত পড়া সম্পর্কে মাজিদ কী বলেন?

ক. সুন্নাহ-নির্ধারিত আমল

খ. নির্দিষ্ট ভিত্তি জানেন না, তবে বাধা দেখেন না

গ. হারাম

6. মাজিদের মতে সবচেয়ে নিরাপদ পথ কোনটি?

ক. নবী যা করেছেন তা-ই করা

খ. প্রতিটি রোগের জন্য আলাদা আয়াত বাছা

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ, ৬-ক

অধ্যায় ২০ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২১

রুকইয়াহয় আয়াত নির্দিষ্ট করা – খাসলান, রুহাইলী, শিবল, তাহিরী ও মুসলিহর ফতোয়া

(মুদ্রিত ফোলিও ১০১–১১০। এই অংশে ইবনুল কাইয়িমের আত-তিব্বুন নববী *থেকে নাক দিয়ে রক্ত পড়ার (রুআফ) দুটি বিটাকা কার্ড; শাইখ সা'দ ইবন তুরকী আল-খাসলান হাফিযাহুল্লাহর দুটি ফতোয়া; শাইখ সুলাইমান আর-রুহাইলী হাফিযাহুল্লাহর একটি অসিয়ত; শাইখ আলী ইবন আবদুল আযীয আশ-শিবল হাফিযাহুল্লাহর কিতাবুত তাওহীদের দরস থেকে একটি তাকরীর; শাইখ মুহাম্মাদ হিশাম তাহিরী হাফিযাহুল্লাহর দুটি ফতোয়া; এবং শাইখ খালিদ আল-মুসলিহ হাফিযাহুল্লাহর একটি বক্তৃতাংশ এসেছে।)*

১. বিটাকা কার্ড – নাক দিয়ে রক্ত পড়ার জন্য

(ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া রহিমাহুল্লাহ, আত-তিব্বুন নববী *— শাইখ আল-হিবশী দুটি লেখা কার্ড-আকারে উপস্থাপন করেছেন। কার্ডের লাল শিরোলিপি: «للرعاف» — অর্থাৎ নাক দিয়ে রক্ত পড়ার জন্য।)*

রুআফের জন্য একটি লেখা: শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ রোগীর কপালে লিখে দিতেন:

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

> "আর বলা হলো: হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেলো; হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। আর পানি শুকিয়ে গেল এবং কাজ সম্পন্ন হলো।" — সূরা হুদ ১১:৪৪

ইবনুল কাইয়িম বলেন: আমি তাঁকে বলতে শুনেছি — আমি একাধিক ব্যক্তির জন্য তা লিখে দিয়েছি, আর সে সুস্থ হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেছেন: তবে অজ্ঞ লোকেরা যেমন করে, তেমনভাবে রক্তক্ষরণকারী ব্যক্তির নিজের রক্ত দিয়ে তা লেখা জায়েজ নয় — কেননা রক্ত নাপাক, আর নাপাক বস্তু দিয়ে আল্লাহ তাআলার কালাম লেখা জায়েজ নয়।

রুআফের লেখা: ইবনুল কাইয়িমের বর্ণনা

করুন	করবেন না
✓ রোগীর কপালে লেখা — ইবন তাইমিয়া লিখে দিতেন (হুদ ১১:৪৪)	✗ রক্তক্ষরণকারীর নিজের রক্ত দিয়ে লেখা — জায়েজ নয় ✗ কারণ: রক্ত নাপাক; নাপাক বস্তু দিয়ে আল্লাহর কালাম লেখা জায়েজ নয়

ইবন তাইমিয়ার কথা ইবনুল কাইয়িম যেভাবে বর্ণনা করেছেন

(সূত্র: আত-তিব্বুন নববী, ইবনুল কাইয়িম।)

তার জন্য আরেকটি লেখা:

خَرَجَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرِدَاءٍ، فَوَجَدَ شُعَيْبًا، فَشَدَّهُ بِرِدَائِهِ

"মূসা আলাইহিস সালাম একটি চাদর নিয়ে বের হলেন, অতঃপর শুআইবকে পেলেন, তখন তিনি তাঁকে নিজের চাদর দিয়ে বেঁধে দিলেন।"

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

"আল্লাহ যা চান মুছে দেন এবং যা চান বহাল রাখেন; আর মূল কিতাব তাঁরই কাছে।" — সূরা আর-রাদ ১৩:৩৯

(সূত্র: আত-তিব্বুন নববী, ইবনুল কাইয়িম।)

২. তা'তীলের রুকইয়াহর হুকুম

(শাইখ ড. সা'দ ইবন তুরকী আল-খাসলান হাফিযাহুল্লাহ — শাইখের অফিসিয়াল চ্যানেলে প্রচারিত ফতোয়া-কার্ড। বইয়ে দেওয়া স্ক্রিনশটের শিরোনাম: «فتاوى برنامج سؤال على الهاتف» এবং প্রশ্ন: «ما حكم رقية التعطيل؟»। কার্ডের পাদটীকায় শাইখের যোগাযোগসূত্র: @saad_alkhathian , @MnaratAlhuda — «القناة الرسمية لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان» , «فوائد الخثلان» *।)*

প্রশ্ন: সালমা নাম্নী এক প্রশ্নকারিণী জিজ্ঞেস করছেন — আমি "রুকইয়াতুত তা'তীল" সম্পর্কে শুনেছি; এটি কি সহীহ?

উত্তর: হ্যাঁ, সাম্প্রতিক সময়ে "রুকইয়াতুত তা'তীল" নামে পরিচিত একটি বিষয় ছড়িয়ে পড়েছে। এই রুকইয়াহ কতগুলো কুরআনী আয়াতকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেগুলো রুকইয়াহকারী ব্যক্তি পড়ে থাকে। এই কুরআনী আয়াতগুলো নিয়ে কথা হলো — রুকইয়াহ আল্লাহ তাআলার কালাম বা তাঁর রাসূল ﷺ-এর বাণীর যেকোনো অংশ দিয়ে হতে কোনো অসুবিধা নেই।

এ কারণেই নবী ﷺ বলতেন:

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ

> "তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো।"

— অর্থাৎ সেগুলোর মধ্যে দেখে নেওয়ার জন্য।

সুতরাং যতক্ষণ এই রুকইয়াহ কুরআনী আয়াত দিয়ে হচ্ছে, ততক্ষণ মূলনীতি হলো এতে কোনো অসুবিধা নেই — তবে এই শর্তে যে, সেগুলোর জন্য কোনো "খুসূসিয়্যাহ" (বিশেষ একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য) বিশ্বাস করা যাবে না; অর্থাৎ এমন

বিশ্বাস নয় যে এই আয়াতগুলো ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে রুকইয়াহ হবে না। বরং রুকইয়াহ এগুলো দিয়েও হয়, অন্যগুলো দিয়েও হয় — গোটা কুরআনই বরকতময়, আর গোটা কুরআনই রুকইয়াহর উপযুক্ত ক্ষেত্র।

তাই যদি কেউ উল্লিখিত এই আয়াতগুলো নিয়ে আসে — এই ভিত্তিতে যে (১) এগুলো কুরআনুল কারীমের অংশ, (২) রুকইয়াহ কেবল এই আয়াতগুলোর সঙ্গেই নির্দিষ্ট নয়, এবং (৩) এই আয়াতগুলো দিয়েই আসা কোনো সুন্নাহ নয়, বরং কেবল এই বিবেচনায় যে এটি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কিতাব ও তাঁর বরকতময় গ্রন্থের অংশ — তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই; কারণ সে তো কুরআনী আয়াত দিয়েই রুকইয়াহ করছে, আর তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু এই সীমারেখাসহ: শর্ত হলো, সে সেগুলোর জন্য কোনো খুসূসিয়্যাহ বিশ্বাস করবে না।

আর এগুলোর সঙ্গে অন্যান্য কুরআনী আয়াত, কিংবা সুন্নাহয় বর্ণিত যিকর, কিংবা দুআসমূহ যুক্ত করাতেও কোনো অসুবিধা নেই — এবং সে বিশ্বাস করবে না যে বিশেষভাবে এগুলো নিয়ে আসাই সুন্নাহ। যদি সে এভাবে করে, তবে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা সূরা আল-ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-ইখলাস, মুআওবিযাতাইন এবং কিছু কুরআনী আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ — এ সবই তো কুরআন থেকেই; আর গোটা কুরআনই বরকতময় ও পুরোটা দিয়েই রুকইয়াহ করা যায়।

তবে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো — সে যেন খুসূসিয়্যাহ বিশ্বাস না করে, তেমনি "সুন্নিয়্যাহ"ও (অর্থাৎ এগুলোই সুন্নাহ-নির্ধারিত) বিশ্বাস না করে; এবং এটাও বিশ্বাস না করে যে এগুলো ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে রুকইয়াহ করা জায়েজ নয়, কিংবা অন্য কিছু দিয়ে রুকইয়াহ শুদ্ধ হয় না, কিংবা অন্য কিছু দিয়ে রুকইয়াহ করলে উপকার হয় না। এই বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে যদি সে এই আয়াতগুলোকে কুরআনের আয়াত হিসেবেই পড়ে রুকইয়াহ করে, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

খাসলান: কোন শর্তে অসুবিধা নেই

করুন

- ✓ কুরআনী আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ — মূলনীতি: কোনো অসুবিধা নেই
- ✓ অন্য আয়াত, সুন্নাহর যিকর ও দুআ যুক্ত করা

করবেন না

- ✗ আয়াতগুলোর জন্য খুসূসিয়্যাহ (বিশেষ বৈশিষ্ট্য) বিশ্বাস করা
- ✗ এগুলোই সুন্নাহ-নির্ধারিত (সুন্নিয়্যাহ) — এ বিশ্বাস
- ✗ বিশ্বাস করা যে অন্য কিছু দিয়ে রুকইয়াহ জায়েজ বা শুদ্ধ নয়

রুকইয়াতুত তা'তীল প্রসঙ্গে শাইখ খাসলানের উত্তর

৩. উপকারের আশায় রুকইয়াহয় আয়াত নির্দিষ্ট করা

(শাইখ ড. সা'দ ইবন তুরকী আল-খাসলান হাফিযাহুল্লাহ — আল-মাজদ চ্যানেলের «برنامج الجواب الكافي» অনুষ্ঠান। বইয়ে দেওয়া স্ক্রিনশটে ভিডিও-ফাইলের নাম: «تخصيص التعطيل الخثلان برنامج الجواب الكافي على قناة المجد.mp4»। উদ্ধৃত অংশের সময়-চিহ্ন: ০০:২৫:২৬ থেকে ০০:২৮:৩৭।)

প্রশ্ন (০০:২৫:২৬): আবদুল্লাহ এমন একটি প্রশ্ন করছেন যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে — রুকইয়াহ কি তার বৈশিষ্ট্য ও নামকরণের ক্ষেত্রে একরকম "মাওকূফা" (নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত)? নাকি বিষয়টি অভিজ্ঞতার অধীন — অর্থাৎ কেউ কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখল এবং তাতে সফল হলো, ফলে সেটি মাশরূ (বৈধ) হয়ে গেল?

উত্তরদাতা: শাইখ ড. সা'দ ইবন তুরকী আল-খাসলান।

উত্তর: রুকইয়াহর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো নবী ﷺ-এর এই বাণী:

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا

> "তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো। রুকইয়াহয় কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তা শিরক না হয়।"

সুতরাং যতক্ষণ রুকইয়াহ কুরআনী আয়াত দিয়ে হচ্ছে, ততক্ষণ তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সেগুলোকে "তাখসীস" করা — অর্থাৎ এই আয়াতগুলোই অমুক রোগের জন্য পড়া হবে এবং এগুলো ছাড়া অন্য কিছু পড়া হবে না — এটিই সমস্যার জায়গা। তাই তাখসীস কোরো না। তবে যদি বলা হয়: "তুমি যদি এই আয়াতগুলো পড়ো, আশা করা যায় তুমি এগুলো দ্বারা উপকৃত হবে" — *(তবে তাতে অসুবিধা নেই)*।

আর কিছু নির্দিষ্ট আয়াত ও সূরা তো আছেই — যেমন সূরা আল-ফাতিহা; আল-ফাতিহাই হলো রুকইয়াহর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ্য। এ কারণেই সাহাবীদের একজন যখন বিছা-দংশনে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর তা দিয়ে রুকইয়াহ করলেন, তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল — যেন রশির বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়েছে। আর নবী ﷺ তাঁকে বললেন:

وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ

> "তুমি কীভাবে জানলে যে এটি একটি রুকইয়াহ?"

সুতরাং গোটা কুরআনই বরকতময়, আর পুরোটাই রুকইয়াহর উপযুক্ত ক্ষেত্র। এ কারণেই ইবন তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের জন্য পঠিতব্য আয়াতের উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে তাঁরা তার উপকারিতা পরীক্ষা করে দেখেছেন। কাজেই এ বিষয়ে অবকাশ প্রশস্ত — এ কথা ইমাম ইবন তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম প্রমুখ উল্লেখ করেছেন; বিষয়টিতে প্রশস্ততা রয়েছে।

তবে তাখসীসের বিশ্বাস পোষণ করা উচিত নয় — অর্থাৎ এমন নয় যে সে কেবল এই আয়াতগুলোই পড়বে, অন্য কিছু পড়বে না। বরং সে এই আয়াতগুলোও পড়বে, অন্যগুলোও পড়বে; গোটা কুরআনই রুকইয়াহর ক্ষেত্র। যতক্ষণ সেগুলো কুরআনী আয়াত, ততক্ষণ তা দিয়ে ইসতিরকা (রুকইয়াহ গ্রহণ) করায় কোনো অসুবিধা নেই।

উপস্থাপক: ভালো, হে শাইখ — নামকরণের বিষয়টি; অর্থাৎ রুকইয়াহগুলোর নাম দেওয়া, যেমন "রুকইয়াতুত তা'তীল", কিংবা "গর্ভ ও সন্তান হওয়ার রুকইয়াহ" — এ ধরনের কাজ কি মাশরূ, নাকি নয়?

শাইখ: এটিই তো সমস্যার মূল কারণ। এ ধরনের পরিভাষা থেকে দূরে থাকা উচিত — "রুকইয়াতুত তা'তীল"; সম্ভবত "তা'তীল" শব্দটিই সমস্যার কারণ। কিন্তু যদি বলা হতো: "যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পড়বে, আশা করা যায় সে অমুক ক্ষেত্রে এগুলোর উপকার লাভ করবে" — তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। আর এটি তো ইমামগণ থেকেই বর্ণিত — ইবন তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম থেকে, এবং তেমনি আমাদের কিছু শাইখ থেকেও। গোটা কুরআনই রুকইয়াহর ক্ষেত্র।

গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো — সে কুরআনী আয়াত পড়বে, অথবা সুন্নাহয় বর্ণিত দুআ পড়বে, অথবা সহীহ দুআ পড়বে। অর্থাৎ দুআ তাওকীফী হওয়া আবশ্যক নয়। এমনকি দুআয় যদি কোনো সীমালঙ্ঘন না থাকে এবং তার শব্দগুলো উপযুক্ত হয়, তবে কোনো অসুবিধা নেই — যেমন: "হে আল্লাহ! আপনার অমুক বান্দাকে সুস্থ করে দিন", ইত্যাদি। এ সবেই কোনো দোষ নেই। কুরআনী আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ করায় দোষ নেই, সুন্নাহয় যা বর্ণিত তা দিয়ে রুকইয়াহ করায় দোষ নেই, দুআ দিয়ে রুকইয়াহ করায় দোষ নেই — এ সবই রুকইয়াহর ক্ষেত্র।

আর যেমনটি তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: "তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো।" সুতরাং রুকইয়াহ যদি এই বিষয়গুলো দিয়েই হয়, তাতে কোনো শিরক না থাকে এবং মূলনীতিবিরোধী কোনো বিষয় না থাকে — তবে মূলনীতি হলো জায়েজ হওয়া; আর মূলনীতি হলো, মুসলিম কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত জিনিস দিয়ে রুকইয়াহ করে উপকৃত হবে। *(০০:২৮:৩৭)*

খাসলান: তাখসীস ও নামকরণ

বিষয়	খাসলান যা বলেন
মূলনীতি	রুকইয়াহয় দোষ নেই, যতক্ষণ শিরক না হয়
এই আয়াতই অমুক রোগের জন্য, অন্য কিছু নয়	এটিই সমস্যার জায়গা; তাখসীস কোরো না
আশা করা যায় এগুলো দ্বারা উপকৃত হবে — বলা	এতে অসুবিধা নেই
নামকরণ: রুকইয়াতুত তা'তীল ইত্যাদি	এ ধরনের পরিভাষা থেকে দূরে থাকা উচিত
ইবন তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম	নির্দিষ্ট বিষয়ের আয়াত উল্লেখ ও উপকার পরীক্ষা করেছেন; অবকাশ প্রশস্ত
দুআ	তাওকীফী হওয়া আবশ্যক নয় — সীমালঙ্ঘন না থাকলে ও শব্দ উপযুক্ত হলে

শাইখ খাসলান, আল-জাওয়াবুল কাফি অনুষ্ঠান

৪. সিহর ও হাসাদের আয়াত নির্দিষ্ট করা

(শাইখ সুলাইমান আর-রুহাইলী হাফিযাহুল্লাহ — ভিডিও-অংশ: «وصية الشيخ سليمان الرحيلي لمن ابتلي بعين أو سحر أو مرض»। বইয়ে দেওয়া স্ক্রিনশটে জলছাপ: «دروس الإمارات — drosuae.ae»। শাইখ আল-হিবশী এই অংশের উপর যে শিরোনাম বসিয়েছেন: [إرشاد الشيخ إلى آيات مخصوصة للسحر والحسد] — অর্থাৎ সিহর ও হাসাদের জন্য নির্দিষ্ট আয়াতের দিকে শাইখের দিকনির্দেশনা।)

ভিডিও-অংশের পরিচয়: যে ব্যক্তি বদনজর, সিহর বা রোগে আক্রান্ত হয়েছে — তার প্রতি শাইখ সুলাইমান আর-রুহাইলীর অসিয়ত।

তাতে তিনি বলেছেন: আরেক দিক থেকে আমি তাকে অসিয়ত করছি — সে যেন বৈধ উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে, যার অন্যতম রুকইয়াহ; এবং সে যেন নিজের উপর বেশি বেশি পাঠ করে — বিশেষত সিহর ও হাসাদের আয়াতগুলো দিয়ে।

আর এতেও কোনো অসুবিধা নেই যে, সে সাতটি সবুজ বরই-পাতা (সিদর) সংগ্রহ করবে, সেগুলো থেঁতলে যমযমের পানিতে মেশাবে, তার উপর পড়বে, তারপর তা থেকে পান করবে ও তা দিয়ে গোসল করবে।

এবং এতেও কোনো অসুবিধা নেই যে, সে মাঠে-প্রান্তরে জন্মানো বুনো ফুল সংগ্রহ করে পানিতে দেবে এবং তা পান করবে। কেননা এটি সালাফে সালিহীন থেকে বর্ণিত, আর এটি সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (হিসসী) ওষুধগুলোর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো অভিজ্ঞতার (তাজরিবা) মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

আর *(সবশেষে তিনি অসিয়ত করছেন)* — সে যেন তাড়াহুড়ো না করে এবং অসন্তুষ্ট-বিরক্ত না হয়।

---

৫. তাওহীদ, সিহর, আযাব ও দহনের আয়াত নির্দিষ্ট করা

(শাইখ আলী ইবন আবদুল আযীয আশ-শিবল হাফিযাহুল্লাহ — «تقريرات على كتاب التوحيد» ; বইয়ের ভাষ্যে: হালকা ৪, ৮ম মিনিট থেকে। বইয়ে দেওয়া স্ক্রিনশটের ক্যাপশন: «...ات على كتاب التوحيد الباب (26) 2 — أ.د. علي بن عبدالعزيز الشبل» *।)*

শাইখ বলেন: দ্বিতীয় প্রকার হলো — কুরআন, নববী ওয়ার্দসমূহ ও বৈধ ওষুধ দিয়ে সিহরের চিকিৎসা; এটি স্বাভাবিক ও জায়েজ।

কুরআন দিয়ে সিহর খোলার পদ্ধতি: সিহরে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর সূরা আল-ফাতিহা সাতবার পড়া হবে এবং পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ফুঁ দেওয়া হবে; আর মুআওবিযাত তিনবার পড়ে ফুঁ দেওয়া হবে। আর অপরিহার্য হলো — পাঠকারীর ইয়াকীন এবং যার উপর পড়া হচ্ছে তার ইয়াকীন — উভয়ই শক্তিশালী হওয়া।

ইয়াকীনের শক্তি এই যে, এই সূরাগুলোর মধ্যে যখন সে আল্লাহর মহত্ত্ব-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর কাছে পৌঁছাবে, তখন সেগুলো পুনরাবৃত্তি করবে।

তার দৃষ্টান্ত:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَٰهِ النَّاسِ ۝ مِن

شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

> "বলো: আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের কাছে, মানুষের বাদশাহর কাছে, মানুষের ইলাহর কাছে — আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে।" — সূরা আন-নাস ১১৪:১–৪

— এরপর পুনরাবৃত্তি করবে: «مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ» — এতে পাঠকারী ও যার উপর পড়া হচ্ছে, উভয়ের বিশ্বাস দৃঢ় হবে।

তারপর সে সূরা আল-বাকারা পড়বে এবং আয়াতুল কুরসী ও সূরা আল-বাকারার শেষ দুই আয়াত পুনরাবৃত্তি করবে। আর সিহরের আয়াতগুলো পড়বে:

قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ

> "মূসা বললেন: তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা তো জাদু; নিশ্চয়ই আল্লাহ তা বাতিল করে দেবেন।" — সূরা ইউনুস ১০:৮১

— এরপর পুনরাবৃত্তি করবে: «إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ... إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ» — যাতে পাঠকারী ও যার উপর পড়া হচ্ছে, উভয়ের বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং আল্লাহর অনুমতিতে সিহর খুলে যায়। তারপর:

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

> "আর জাদুকর যেখান থেকেই আসুক, সে সফল হবে না।" — সূরা ত্বা-হা ২০:৬৯

— এবং এটিও পুনরাবৃত্তি করবে: «وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ» — এভাবেই।

আর সে সেই আয়াতগুলো পড়বে যেগুলোতে আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার মহত্ত্ব রয়েছে। মস ও সিহরের রুকইয়াহয় যা উপকার করে তার অন্যতম হলো — সেই আয়াতগুলো পড়া যেগুলোতে আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর মহত্ত্ব রয়েছে, এবং

যেগুলোতে মুমিনদের আগুন দিয়ে দগ্ধ করে কষ্ট দেওয়ার শাস্তির হুমকি রয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

"নিশ্চয়ই যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের নিপীড়ন করেছে, তারপর তওবা করেনি — তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব, আর তাদের জন্য রয়েছে দহনের আযাব।" — সূরা আল-বুরূজ ৮৫:১০

— এবং পুনরাবৃত্তি করবে: «وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ»।

শিবল: কুরআন দিয়ে সিহরের চিকিৎসা

১ **ফাতিহা**
সিহরে আক্রান্তের উপর সাতবার পড়ে ফুঁ দেওয়া

২ **মুআওবিযাত**
তিনবার পড়ে ফুঁ দেওয়া

৩ **ইয়াকীন**
পাঠকারী ও যার উপর পড়া — উভয়ের ইয়াকীন শক্তিশালী হওয়া অপরিহার্য

৪ **আল্লাহর মহত্ত্বের আয়াত**
সূরা আন-নাসের মতো আয়াত পুনরাবৃত্তি

৫ **সূরা আল-বাকারা**
আয়াতুল কুরসী ও শেষ দুই আয়াত পুনরাবৃত্তি

৬ **সিহরের আয়াত**
ইউনুস ১০:৮১ ও ত্বা-হা ২০:৬৯ পুনরাবৃত্তি

৭ **তাওহীদ ও শাস্তির আয়াত**
আল-বুরূজ ৮৫:১০-এর মতো আয়াত পুনরাবৃত্তি

শাইখ আলী ইবন আবদুল আযীয আশ-শিবলের তাকরীর

বৈধ ওষুধসমূহের অন্তর্ভুক্ত — নবী ﷺ সিহর থেকে সাবধানতা হিসেবে যে নির্দেশনা দিয়েছেন: সাতটি আজওয়া খেজুর, কিংবা মদীনার খেজুর দিয়ে সকালের নাশতা করা। তেমনি সিদরের সাতটি পাতা নেওয়া, সেগুলো থেঁতলে তাতে পানি

দেওয়া, তারপর তা সিহরে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর ঢেলে দেওয়া।

এগুলো আল্লাহর অনুমতিতে সিহর খোলায় উপকার করে। তেমনি মানসিক চিকিৎসার সময় যদি "বৈদ্যুতিক তরঙ্গ" নামে পরিচিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় — মস (জিনের স্পর্শ)-এর মাধ্যমে যে সিহর হয়, তার কষ্ট লাঘবে এগুলোও উপকারী।

---

৬. হাড় ও শরীরের ব্যথার জন্য আয়াত নির্দিষ্ট করা

(শাইখ ড. মুহাম্মাদ হিশাম তাহিরী হাফিযাহুল্লাহ — প্রশ্ন: «ما هي طريقة الرقية الشرعية؟» ; উৎস: من فتاوى المجلس الفقهي (৫২)। বইয়ে দেওয়া স্ক্রিনশটের পাদটীকায় শাইখের যোগাযোগসূত্র: @DrAboSalahM এবং হোয়াটসঅ্যাপ/টেলিগ্রাম নম্বর 0096550110130।)

প্রশ্ন: শারঈ রুকইয়াহর পদ্ধতি কী?

উত্তর: শারঈ রুকইয়াহ — হে ভাইয়েরা, গোটা কুরআনই শারঈ রুকইয়াহ; তবে রোগের ধরনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু আয়াতের প্রতি লক্ষ রাখা অপরিহার্য।

উদাহরণস্বরূপ: তুমি যদি হাড়ে যন্ত্রণা ও ব্যথা অনুভব করো, তবে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার এই বাণী পড়তে কোনো অসুবিধা নেই:

مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

> "কে হাড়গুলোকে জীবিত করবে, যখন তা জরাজীর্ণ হয়ে গেছে?" — সূরা ইয়াসীন ৩৬:৭৮

এতে কোনো দোষ নেই; এটিই তো প্রসঙ্গের সঙ্গে মানানসই — কোনো অসুবিধা নেই।

আর তুমি যদি দেখো তোমার শরীরে প্রদাহ ছড়িয়ে পড়ছে, তবে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার এই সাধারণ বাণীটি পড়তে পারো:

وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ

> "আর যখন তোমরা আঘাত হানো, তখন স্বৈরাচারীদের মতো আঘাত হানো। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।" — সূরা আশ-শুআরা ২৬:১৩০–১৩১

এতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ আল্লাহর কালাম জীবাণু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আর তা গোটা সৃষ্টিজগতের প্রতিই সম্বোধন। এ কারণেই কুরআন সমস্ত সৃষ্টির প্রতি সম্বোধন — এ কথা শুনে তোমরা অবাক হয়ো না।

তাহিরী: রোগ ও মানানসই আয়াত

রোগের অনুভূতি	তাহিরী যা বলেন
মূল কথা	গোটা কুরআনই শারঈ রুকইয়াহ; রোগের ধরনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াতের প্রতি লক্ষ রাখা অপরিহার্য
হাড়ে যন্ত্রণা ও ব্যথা	ইয়াসীন ৩৬:৭৮ পড়তে কোনো অসুবিধা নেই
শরীরে প্রদাহ ছড়ানো	আশ-শুআরা ২৬:১৩০–১৩১ পড়তে পারো; এতে অসুবিধা নেই

৭. ক্ষত ও রুক্ষতার জন্য আয়াত নির্দিষ্ট করা

(শাইখ ড. মুহাম্মাদ হিশাম তাহিরী হাফিযাহুল্লাহ — শাইখ আল-হিবশীর দেওয়া শিরোনাম: «تخصيص آيات للقرحة والليبوسة»। বইয়ে সূত্র হিসেবে কেবল ভিডিও-অংশের উল্লেখ রয়েছে।)

শাইখ বলেন: আমার চাচার কথা আমার মনে পড়ে — আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন। যখনই তাঁর কাছে এমন কেউ আসত যার ক্ষত (কুরহা) বা রুক্ষতা (ইউবূসা) হয়েছে — তোমরা কি "ইউবূসা" চেনো? হাতে, কাঁধে, চামড়ায় যে খসখসে-রুক্ষ ভাব দেখা দেয়, মানুষ তাতে আক্রান্ত হয় — তখন তিনি তার উপর অর্ধেকটি আয়াতের বেশি পড়তেন না, আর কিছুই বাড়াতেন না; কেবল তার উপর পড়তেন:

وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ

> "আর যখন তোমরা আঘাত হানো, তখন স্বৈরাচারীদের মতো আঘাত হানো। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।" — সূরা আশ-শুআরা ২৬:১৩০–১৩১

— কেবল এটুকুই; দ্বিতীয় কিছু পড়তেন না, আর আক্রান্ত স্থানের উপর হালকা থুতুসহ ফুঁ দিতেন।

আমার মনে পড়ে না যে কেউ তাঁর কাছে এসেছে এবং তিনি তার উপর এই রুকইয়াহ পড়েছেন — অথচ সে সুস্থ হয়নি।

---

৮. নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসায় নির্দিষ্ট যিকর ব্যবহার করা

(শাইখ অধ্যাপক ড. খালিদ আল-মুসলিহ হাফিযাহুল্লাহ — বক্তৃতার শিরোনাম: «التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة»; আয়োজন: «اليوم الفقهي الطبي» — «المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال بريدة»। বইয়ে দেওয়া স্ক্রিনশটে সূত্র: أ.د/خالد المصلح — almosleh.tv এবং www.Almosleh.com ।)*

শাইখ বলেন: সুতরাং "রূহানী চিকিৎসা" — অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু রোগের চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট কিছু যিকর ব্যবহার করা — এ ক্ষেত্রেও কোনো সংকীর্ণতা নেই, বরং তা প্রশস্ত। মানুষ যা ব্যবহার করে এবং যাতে উপকার পায়, তা তারা ব্যবহার করুক; তাতে কোনো সংকোচ নেই, কোনো অসুবিধা নেই — যতক্ষণ তা শিরক না হয়।

উদাহরণ: কেউ যদি কোনো একটি বিষয়ের চিকিৎসায় একটি আয়াত ব্যবহার করে এবং তার উপকার পায়, তবে কি বলা হবে — "দলিল ছাড়া এটি ব্যবহার করা জায়েজ নয়"?

উত্তর: না। যতক্ষণ কুরআন সামগ্রিকভাবে শিফা, আর সে আল্লাহ তাআলার কিতাবের একটি আয়াতকে কোনো বিষয়ের চিকিৎসায় ব্যবহার করেছে — ততক্ষণ তাতে কোনো সংকোচ নেই।

এরই অন্তর্ভুক্ত সেই কাজ, যা মানুষ কিছুকাল আগেও করত — কিছু চর্মরোগের চিকিৎসা, যেমন হাযায, উপকারী আয়াত লিখে দেওয়ার মাধ্যমে।

এখন কেউ যদি বলে — "এর দলিল কী?" — দলিল হলো ব্যাপক নীতিটি: কুরআন শিফা। এই তাবীযে (তাবিদানে) কি কোনো শিরক আছে? উত্তর: না। সুতরাং কোনো অসুবিধা নেই, যতক্ষণ তা শিরক না হয়। আর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কিতাবই শিফা লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম।

মুসলিহ: নির্দিষ্ট রোগে নির্দিষ্ট যিকর

বিষয়	শাইখ মুসলিহ
নির্দিষ্ট রোগে নির্দিষ্ট যিকর	সংকীর্ণতা নেই, বরং প্রশস্ত — যতক্ষণ শিরক না হয়
একটি আয়াত ব্যবহার করে উপকার পেলে	"দলিল ছাড়া জায়েজ নয়" বলা হবে না; তাতে কোনো সংকোচ নেই
দলিল কী?	ব্যাপক নীতি: কুরআন শিফা
উদাহরণ	কিছুকাল আগে মানুষ হাযায-এ উপকারী আয়াত লিখে দিত

রেফারেন্স সংক্রান্ত টীকা: এই অংশের (ফোলিও ১০১–১১০) প্রতিটি আয়াত-নম্বর মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে — হুদ ৪৪, আর-রাদ ৩৯, আন-নাস ১–৪, ইউনুস ৮১, ত্বা-হা ৬৯, আল-বুরূজ ১০, ইয়াসীন ৭৮, আশ-শুআরা ১৩০–১৩১। এই পৃষ্ঠাগুলোতে অঙ্ক-উল্টানোর (RTL রেন্ডারিং) ত্রুটি পাওয়া যায়নি; ফোলিও ১০১-এর দুটি কার্ডে ছাপা «44»هود ও «39»الرعد দুটিই সঠিক ক্রমে ছাপা হয়েছে। যে আয়াতগুলোর সূত্র বইয়ে দেওয়া হয়নি (আন-নাস ১–৪, ইউনুস ৮১, ত্বা-হা ৬৯, আল-বুরূজ ১০, ইয়াসীন ৭৮, আশ-শুআরা ১৩০–১৩১) সেগুলোর সূত্র মূল পাঠ মিলিয়ে অনুবাদে যোগ করা হয়েছে। এই পৃষ্ঠাগুলোতে ফতোয়াগুলোর কোনো URL বা رقم الفتوى মুদ্রিত নেই — সূত্র হিসেবে বইয়ে যা দেওয়া হয়েছে (অনুষ্ঠান ও দরসের নাম, ভিডিও-ফাইলের নাম, সময়-চিহ্ন, চ্যানেল-হাতা ও ওয়েবসাইট) তা হুবহু অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

এক নজরে

- ইবন তাইমিয়া রুআফে রোগীর কপালে লিখতেন; নিজের রক্তে লেখা জায়েজ নয়, কারণ রক্ত নাপাক
- খাসলান: আয়াতগুলোর জন্য খুসূসিয়্যাহ বা সুন্নিয়্যাহ বিশ্বাস করা যাবে না
- খাসলান: তাখসীস সমস্যার জায়গা; রুকইয়াতুত তা'তীল জাতীয় পরিভাষা থেকে দূরে থাকা উচিত
- শিবল: ফাতিহা সাতবার, মুআওবিযাত তিনবার; দুই পক্ষেরই ইয়াকীন শক্তিশালী হওয়া অপরিহার্য
- তাহিরী: গোটা কুরআনই শারঈ রুকইয়াহ; রোগের ধরনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াতের প্রতি লক্ষ রাখা অপরিহার্য
- মুসলিহ: নির্দিষ্ট রোগে নির্দিষ্ট যিকরে সংকীর্ণতা নেই, যতক্ষণ শিরক না হয়

যাচাই করুন

1. ইবন তাইমিয়া রুআফে কোথায় লিখে দিতেন?

ক. বুকে

খ. রোগীর কপালে

গ. হাতে

2. রক্তক্ষরণকারীর নিজের রক্ত দিয়ে লেখা সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম কী বর্ণনা করেন?

ক. জায়েজ

খ. মুস্তাহাব

গ. জায়েজ নয়, কারণ রক্ত নাপাক

3. খাসলানের শর্ত কোনটি?

ক. আয়াতগুলোর জন্য খুসূসিয়্যাহ বিশ্বাস না করা

খ. কেবল এই আয়াতই পড়তে হবে

গ. সুন্নিয়্যাহ বিশ্বাস করা

4. রুকইয়াতুত তা'তীল জাতীয় পরিভাষা সম্পর্কে খাসলান কী বলেন?

ক. সুন্নাহ-নির্ধারিত নাম

খ. দূরে থাকা উচিত

5. শিবলের পদ্ধতিতে সূরা ফাতিহা কতবার পড়া হয়?

ক. তিনবার

খ. সাতবার

গ. একবার

6. তাহিরীর মতে কোনটি অপরিহার্য?

ক. রোগের ধরনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াতের প্রতি লক্ষ রাখা

খ. কুরআনের অন্য অংশে রুকইয়াহ হয় না

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ, ৬-ক

অধ্যায় ২১ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২২

আয়াতুস সাকীনা, উপযুক্ত আয়াত বাছাই ও পরীক্ষিত দুআ – শাইখ আল-মুসলিহ, আশ-শারাফী ও আল-উবাইদ

(মুদ্রিত ফোলিও ১১১–১১৯। এই অংশে শাইখ খালিদ আল-মুসলিহ হাফিযাহুল্লাহর দুটি ফতোয়া-অংশ, ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহর মাদারিজুস সালিকীন *থেকে আয়াতুস সাকীনার একটি বিটাকা কার্ড, শাইখ আল-হিবশীর নিজস্ব একটি বিটাকা কার্ড, শাইখ মুহাম্মাদ ইবন মুবারক আশ-শারাফীর একটি দরস-অংশ, শাইখ আবদুল্লাহ ইবন সালিহ আল-উবাইদের একটি ফতোয়া, এবং সবশেষে* কাওয়ারিউল কুরআন *অধ্যায়ের সূচনা এসেছে।)*

১. রোগ-চিকিৎসায় নির্দিষ্ট যিকির ব্যবহার করার তাখসীস (শেষাংশ)

(শাইখ খালিদ আল-মুসলিহ হাফিযাহুল্লাহ — আত-তাদাওয়ী বিল-ওয়াসাইলিত তিব্বিয়্যাতিল মুআসিরা *শীর্ষক বক্তৃতা; almosleh.tv। ফোলিও ১১০-এ শুরু হওয়া উত্তরের সমাপ্তি-অংশ।)*

তাহলে — চিকিৎসা-প্রার্থনা ও চিকিৎসাগ্রহণের যে দিকটি কুরআন, সুন্নাহ, তাবীয ও রুকইয়াহর সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাতে কোনো অসুবিধা নেই — যতক্ষণ তা শিরক না হয়। এটিই সাধারণ কায়িদা। আর যা উপকার করে, তা ব্যবহার করা জায়েজ।

এই কথাটি একটু আগেই আমরা যা উল্লেখ করেছি তাকেই সুদৃঢ় করে: মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোতে — এমনকি দুআ-সংক্রান্ত দিকটিতেও — মানুষের উপর কোনো সংকীর্ণতা নেই, যতক্ষণ তা শরীয়ত যা নিয়ে এসেছে তার সঙ্গে সংঘর্ষে না জড়ায় এবং নিষিদ্ধ কোনো কিছুতে গিয়ে না ফেলে।

(মূল বইয়ে এখানে ভিডিও-লিংক চিহ্ন «فيديو» দেওয়া আছে।)

২. বিটাকা কার্ড – আয়াতুস সাকীনার তাখসীস

(ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া রহিমাহুল্লাহ, মাদারিজুস সালিকীন বাইনা মানাযিলি ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন *(২/৪৭২) — শাইখ আল-হিবশী এটি কার্ড-আকারে উপস্থাপন করেছেন।)*

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন:

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহর অভ্যাস ছিল — কোনো বিষয় তাঁর উপর কঠিন হয়ে পড়লে তিনি আয়াতুস সাকীনা পড়তেন।

আর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি — তাঁর অসুস্থতার সময়ে ঘটে যাওয়া এক বিরাট ঘটনা সম্পর্কে, যা বহন করতে বুদ্ধি অক্ষম হয়ে পড়ে; শয়তানী রূহসমূহের সঙ্গে যুদ্ধের সেই ঘটনা, যা শক্তি দুর্বল হয়ে পড়া অবস্থায় তখন তাঁর সামনে প্রকাশ পেয়েছিল — তিনি বলেন: বিষয়টি যখন আমার উপর প্রচণ্ড হয়ে উঠল, আমি আমার আত্মীয়দের এবং আমার আশপাশে যারা ছিল তাদের বললাম: তোমরা আয়াতুস সাকীনা পড়ো। তিনি বলেন: এরপর সেই অবস্থা আমার থেকে সরে গেল, আর আমি উঠে বসলাম — আমার কোনো কষ্টই তখন আর অবশিষ্ট ছিল না।

আর আমি নিজেও অন্তরের উপর এসে পড়া বিষয়ে অন্তর অস্থির হয়ে উঠলে এই আয়াতগুলো পড়ে দেখেছি; আমি দেখেছি — অন্তরকে শান্ত ও প্রশান্ত করার ক্ষেত্রে এগুলোর বিরাট প্রভাব রয়েছে।

সূত্র: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (٢/ ٤٧٢)

৩. উদ্বেগ ও ভয়ের জন্য আয়াতুস সাকীনার তাখসীস

(শাইখ খালিদ আল-মুসলিহ হাফিযাহুল্লাহ — টিভি প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের একটি স্ক্রিনশট; বইয়ে এই ফতোয়ার সঙ্গে কোনো URL বা ফতোয়া-নম্বর ছাপা হয়নি, কেবল শাইখের নাম ও পর্বের শিরোনাম «تخصيص آيات السكينة للقلق والخوف» দেওয়া আছে।)

প্রশ্ন: সকালের যিকিরের পর আমি সবসময় দৈনিক ওয়ির্দ পড়ার আগে আয়াতুস সাকীনা ওয়াত-তুমানীনা পড়া নিয়মিত চালিয়ে যাই — অর্থাৎ যেসব আয়াতে "সাকীনা" শব্দটি এসেছে সেগুলো। এই কাজটি কি জায়েজ?

উত্তর — শাইখ: এতে কোনো সংকীর্ণতা নেই। তবে এটি সুন্নাহর ধরনে নয় — কেননা নবী ﷺ থেকে এমনটি বর্ণিত হয়নি। মানুষের জন্য কিতাবের যে আয়াতগুলো ইচ্ছা তা পড়া জায়েজ। আর যদি সেই আয়াতের এমন অর্থ থাকে যা তার প্রয়োজন — যেমন তার মধ্যে কিছু উদ্বেগ (কলক) বা ভয় (তাখাউউফ) রয়েছে এবং সাকীনা-সংক্রান্ত এই আয়াতগুলো স্মরণ করা তার দরকার — তবে তাতেও কোনো সংকীর্ণতা নেই।

কেননা এই আয়াতগুলো এমন, যা অন্তরে সাকীনা ও প্রশান্তি উৎপন্ন করে; আর অন্তরের উপর সাকীনা নাযিল হলে তার দ্বারা মানুষের অবস্থা সোজা হয়ে আসে এবং তার দ্বারা সে হিদায়াতের স্থানগুলো স্পষ্ট দেখতে পায়।

তবে এটি সুন্নাহর ধরনে নয়। সুতরাং যদি সে পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনে — অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট বাঁধাধরা পদ্ধতিকে আবশ্যক করে না নেয়, যাতে কেউ ধারণা করে না বসে যে এটি সুন্নাত কিংবা এর কোনো নির্দিষ্ট ফযীলত রয়েছে — তবে সেটিই উত্তম।

অর্থাৎ, তুমি আয়াতুস সাকীনা পড়তে পারো তোমার ওয়ির্দ পড়ার পরে, কিংবা যিকিরের আগে, কিংবা সালাতের আগে। মানে হলো — একে এমন কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বেঁধে ফেলো না যা তুমি আর অতিক্রম করো না; যাতে এই আকৃতিতে (একে) মুস্তাহাব ও সুন্নাত বলে ধারণা করে বসা না হয়।

আয়াতুস সাকীনা: মুসলিহর উত্তর

করুন

- ✓ আয়াতুস সাকীনা পড়তে কোনো সংকীর্ণতা নেই
- ✓ উদ্বেগ বা ভয় থাকলে ও এসব আয়াত স্মরণ দরকার হলে তাতেও নেই
- ✓ পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনা: ওয়ির্দের পরে, যিকরের আগে বা সালাতের আগে

করবেন না

- ✗ একে সুন্নাত মনে করা — এটি সুন্নাহর ধরনে নয়, নবী থেকে বর্ণিত হয়নি
- ✗ একটি বাঁধা স্থানে আটকে ফেলা — যাতে সুন্নাত বলে ধারণা না হয়

শাইখ খালিদ আল-মুসলিহ

---

৪. বিটাকা কার্ড – কিছু আয়াতকে রুকইয়াহর জন্য নির্দিষ্ট করা

(শাইখ খালিদ ইবন ইবরাহীম আল-হিবশীর নিজস্ব কার্ড — WWW.ALROQYA.COM; কার্ডের পাদটীকায় সূত্র হিসেবে দেওয়া আছে আল-ইস্তিদলাল বিল-মুজাররাবাত বাইনা আহলিস সুন্নাহ ওয়াস সূফিয়্যা* ।)*

ورد وصف القرآن كله بأنه شفاء ورحمة، فإذا تم تخصيص بعض

الآيات بالرقية بها لمناسبة تقتضي ذلك فظاهر النصوص وصنيع

أكثر العلماء جواز ذلك

"সমগ্র কুরআনকে শিফা ও রহমত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এমন কোনো সামঞ্জস্যের কারণে যদি কিছু আয়াতকে রুকইয়াহর জন্য নির্দিষ্ট করা হয় — যে সামঞ্জস্য তা দাবি করে — তবে নুসূসের বাহ্যিক অর্থ এবং অধিকাংশ আলিমের কর্মপদ্ধতি তা জায়েজ হওয়ারই প্রমাণ।"

(কার্ড-শিরোনাম: «تخصيص بعض الآيات للرقية» — কিছু আয়াতকে রুকইয়াহর জন্য নির্দিষ্ট করা।)

---

৫. রোগ চিকিৎসায় উপযুক্ত ও শক্তিশালী আয়াত নির্দিষ্ট করা

(শাইখ মুহাম্মাদ ইবন মুবারক আশ-শারাফী — আদ-দুরূসুল ইলমিয়্যা সিরিজ, মুবারক ইবন হামাদ আশ-শারাফী রহিমাহুল্লাহ মসজিদ, ওয়াদিদ দাওয়াসির প্রদেশ। বইয়ে দরসের স্ক্রিনশট ছাড়া আলাদা কোনো URL ছাপা হয়নি।)

প্রশ্ন: রুকইয়াহ করার জন্য কি কোনো নির্দিষ্ট আয়াত বা নির্দিষ্ট হাদীস আছে?

উত্তর: কুরআনের ক্ষেত্রে — এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু নেই। আর হাদীসের ক্ষেত্রে — রুকইয়াহর হাদীসগুলো (দিয়ে রুকইয়াহ হয়)। অর্থাৎ আমরা তো নবী ﷺ-এর এই বাণী দিয়ে রুকইয়াহ করি না —

الخراج بالضمان

> "খারাজ (উৎপন্ন মুনাফা) দায়ভারের বিনিময়ে।"

— এটি একটি হাদীস, (কিন্তু রুকইয়াহর হাদীস নয়)। কিংবা তাঁর ﷺ এই বাণী দিয়েও নয় —

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

> "যে এমন আমল করল যার উপর আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"

না; আমরা বরং সেই হাদীসগুলো দিয়ে রুকইয়াহ করি যেগুলোতে দুআ রয়েছে। যেমন:

مَنْ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"যে বলল: আল্লাহর নামে — যাঁর নামের সঙ্গে জমিনের কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারে না, আসমানেরও নয়; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

তেমনি:

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ

"হে মানুষের রব! কষ্ট দূর করে দাও..." — (হাদীসের বাকি অংশ পর্যন্ত)।

আর কুরআনের ব্যাপারে — তার সবটাই শিফা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"আর আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৮২

তবে এতদসত্ত্বেও কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো শক্তিশালী হতে পারে। প্রথমত — হয় নবী ﷺ নিজে সেগুলো দিয়ে রুকইয়াহ করেছেন; যেমন সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও মুআওবিযাত (আস-সামাদ, আল-ফালাক ও আন-নাস), কিংবা সূরা আল-ফাতিহা — যেমনটি আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে। আয়াতুল কুরসী — সর্বমহান আয়াত। আর সূরা আল-বাকারার শেষ দুই আয়াত, যেগুলো সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

"যে রাতে এই দুটি পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।"

সুতরাং এমন আয়াত রয়েছে যেগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী — অর্থাৎ শক্তিশালী।

সিহরের ক্ষেত্রে: তেমনি কেউ যদি সিহরে আক্রান্ত হয়, তবে তার উপর যদি সিহরের আয়াতগুলো পড়া হয় — সূরা আল-বাকারার সেই আয়াত:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ

> "আর তারা সেসবের অনুসরণ করল যা শয়তানরা আবৃত্তি করত।" — সূরা আল-বাকারা ২:১০২

কিংবা সূরা আল-আরাফের আয়াতগুলো, কিংবা সূরা ত্বা-হার সেই আয়াতগুলো ও সূরা ইউনুসের সেই আয়াতগুলো — যেগুলোতে মূসা আলাইহিস সালাম ও জাদুকরদের ঘটনার বর্ণনা এসেছে — তবে সেগুলো উপকারী হবে।

বদনজরের ক্ষেত্রে: তেমনি যদি তার মধ্যে বদনজর থাকে, তবে সে সেই আয়াতগুলো পড়বে যেগুলোতে বদনজরের (আইন) উল্লেখ এসেছে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا

> "তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন বললে না — মাশাআল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই! যদিও তুমি আমাকে সম্পদ ও সন্তানে তোমার চেয়ে কম দেখছ।" — সূরা আল-কাহফ ১৮:৩৯

এবং সূরা "নূন"-এর শেষে:

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

> "আর কাফিররা যখন উপদেশবাণী শোনে, তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে; আর তারা বলে — সে তো নিশ্চয়ই পাগল।" — সূরা আল-কলম ৬৮:৫১

আর সাধারণভাবে কুরআনের সবটাই কল্যাণ। মানুষ যদি তার দৈনিক ওয়ির্দ পড়ার সময়ই নিজের উপর রুকইয়াহ করে নেয়, এমনকি নিজের হিফয ঝালাই করার সময়ও নিজের উপর রুকইয়াহ করে নেয় — এর সবটাই কল্যাণ।

শারাফী: রুকইয়াহর আয়াত ও হাদীস

রুকইয়াহর জন্য নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদীস আছে কি?

কুরআনে নির্দিষ্ট কিছু নেই; সবটাই শিফা	**হাদীসে** যে হাদীসে দুআ আছে, সেগুলো দিয়ে রুকইয়াহ	**শক্তিশালী হতে পারে** নবী যা দিয়ে রুকইয়াহ করেছেন; আয়াতুল কুরসী; বাকারার শেষ দুই আয়াত
সিহর সিহর-সংক্রান্ত আয়াত: বাকারা, আরাফ, ত্বা-হা, ইউনুস	**বদনজর** বদনজরের উল্লেখ আছে এমন আয়াত — আল-কাহফ ১৮:৩৯, আল-কলম ৬৮:৫১	**সাধারণভাবে** কুরআনের সবটাই কল্যাণ — দৈনিক ওয়ির্দ বা হিফয ঝালাইয়ের সময়ও

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন মুবারক আশ-শারাফী

৬. রুকইয়াহতে পরীক্ষিত নির্দিষ্ট দুআ ব্যবহার করা

(শাইখ আবদুল্লাহ ইবন সালিহ আল-উবাইদ হাফিযাহুল্লাহ — «فضيلة الدكتور المحدث: عبد الله ابن صالح العبيد»; পর্ব-শিরোনাম: «حكم قول بعض الأدعية المجربة إنما لم ترد في السنة»। উপস্থাপনা ও ক্লিপ: WWW.ALROQYA.COM — শাইখ খালিদ আল-হিবশী।)

প্রশ্ন: কিছু পরীক্ষিত দুআ — যেগুলোর সঠিক উপকারিতা বা অনুরূপ কিছু রয়েছে অথচ সুন্নাহতে বর্ণিত হয়নি — সেগুলো পড়ার হুকুম কী?

উত্তর: এই মানুষটি যদি সেগুলো দিয়ে রুকইয়াহ করে, তবে কোনো অসুবিধা নেই; কারণ রুকইয়াহর দরজা প্রশস্ত। যেমন নবী ﷺ মুসলিম প্রমুখের বর্ণনায় বলেছেন — তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তা করে। এ কথাটি তিনি তখন বলেছিলেন যখন তাঁকে রুকইয়াহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল — «আমরা যেসব রুকইয়াহ করে থাকি, সে সম্পর্কে বলুন?»

এখানে উদ্দেশ্য হলো — বিষয়টি যদি রুকইয়াহর অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে রুকইয়াহর দরজা প্রশস্ত: দুআয়, বাক্যে ও যিকিরে। এমনকি তা শুদ্ধ বলে গণ্য হয় যদিও তাতে যিকির না-ও থাকে — যেমন তাতে ধমক থাকে, অর্থাৎ শয়তানদের প্রতি ধমক-জাতীয় কিছু, কিংবা এ ধরনের কিছু।

কিন্তু সেগুলো যদি হয় নিছক যিকির (আযকার মাহদা), তেমনি নিছক দুআ — তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তা বিদআতের জাতের অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে মানুষের দূরে থাকা উচিত। যেমন নবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে এমন আমল করল যার উপর আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"

এ তো এমন এক মানুষ, যে এমন আমল করল যা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং যিকির ও দুআ — মানুষের উচিত সেগুলোই গ্রহণ করা, আর সেগুলোর সবচেয়ে মহান হলো তা-ই, যা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার কালামে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি তাঁর রাসূল ﷺ-এর কালামে।

তাহলে মানুষের কী হলো — যে দুআর দিকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাঁর কিতাবে পথ দেখিয়েছেন এবং নবী ﷺ তাঁর কালামে পথ দেখিয়েছেন, সে তা ছেড়ে দিয়ে নিম্নতর জিনিসের দিকে চলে যায়? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে (এটিই সেই কথা):

أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

"তোমরা কি উৎকৃষ্টটির বদলে নিকৃষ্টটি নিতে চাও?" — সূরা আল-বাকারা ২:৬১

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি ভুল। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

উবাইদ: সুন্নাহয় অবর্ণিত পরীক্ষিত দুআ

রুকইয়াহ হিসেবে	নিছক যিকির ও দুআ হিসেবে
কোনো অসুবিধা নেই; রুকইয়াহর দরজা প্রশস্ত	সন্দেহ নেই, বিদআতের জাতের অন্তর্ভুক্ত; দূরে থাকা উচিত
দুআ, বাক্য ও যিকরে প্রশস্ত; ধমক-জাতীয় কিছু থাকলেও শুদ্ধ	যা নবী থেকে বর্ণিত নয়, সেই আমল প্রত্যাখ্যাত

উবাইদ: কুরআন-সুন্নাহর দুআ ছেড়ে নিম্নতরের দিকে যাওয়া ভুল

(মূল বইয়ে এখানে ভিডিও-লিংক চিহ্ন «فيديو» দেওয়া আছে।)

---

৭. কাওয়ারিউল কুরআন – পরিচিতি

(এই অংশ থেকে শাইখ আল-হিবশীর নিজস্ব রচনা শুরু — কাওয়ারিউল কুরআন শীর্ষক নতুন অধ্যায়।)

শব্দটির ভাষাগত অর্থ। «القوارع» শব্দটি «قارعة»-এর বহুবচন। ভাষায় কারিআ অর্থ — কঠিন বিপদ, যা কোনো বিরাট বিষয় নিয়ে নেমে আসে। এ কারণেই কিয়ামতের দিনকে বলা হয়েছে আল-কারিআ; কেননা তা মানুষকে আঘাত করে — অর্থাৎ নানা রকম আতঙ্ক ও ভীতিকর অবস্থা দিয়ে তাদের উপর আঘাত হানে, তাদের সেসবে আক্রান্ত করে, যেন তা সেসব দিয়ে তাদের ঠোকর মারছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ

> "আর কাফিরদের উপর তাদের কৃতকর্মের কারণে অনবরত কোনো না কোনো বিপর্যয় আপতিত হতেই থাকবে, অথবা তা তাদের ঘরের নিকটেই নেমে আসবে।" — সূরা আর-রাদ ১৩:৩১

আর হাদীসে এসেছে:

مَنْ لَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ

> "যে ব্যক্তি নিজে জিহাদে গেল না, কোনো যোদ্ধাকে প্রস্তুতও করে দিল না — আল্লাহ তাকে এক কারিআ দিয়ে আক্রান্ত করবেন।"

— বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ ও ইবন মাজাহ। অর্থাৎ এমন এক মহাবিপদ, যা তাকে ধ্বংস করে দেবে।

আরও বলা হয়: «قرعه أمر» — অর্থাৎ কোনো বিষয় তার উপর হঠাৎ এসে পড়ল। আর বলা হয়: «أصابتهم قوارع الدهر» — অর্থাৎ যুগের ভয়াবহতা ও কঠিন বিপদগুলো তাদের উপর এসে পড়ল।

অভিধানসমূহ থেকে যা বোঝা যায়। ভাষার অভিধানগুলো থেকে যা পাওয়া যায় তা হলো — কাওয়ারিউল কুরআন বলতে সেই আয়াতগুলো বোঝানো হয়, যেগুলো যে পড়ে সে শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে; যেমন আয়াতুল কুরসী ও এ জাতীয় আয়াত — যেন সেগুলো শয়তানকে ঠোকর মারে ও ধ্বংস করে দেয়।

মুজামু মাকাইসিল লুগা-র রচয়িতা বলেন:

قوارع القرآن: الآيات التي من قرأها لم يصبه فزع، وكأنها والله أعلم سميت بذلك؛ لأنها تقرع الجن

"কাওয়ারিউল কুরআন: সেই আয়াতগুলো, যে সেগুলো পড়ে তাকে কোনো আতঙ্ক স্পর্শ করে না। আর মনে হয় — আল্লাহই ভালো জানেন — এই নাম রাখার কারণ হলো, সেগুলো জ্বিনকে ঠোকর মারে।"

আর আয-যাবীদী বলেন:

قوارع القرآن: هي الآيات التي من قرأها أمن من الشياطين والإنس والجن، كأنها سميت؛ لأنها تقرع الشياطين؛ ولأنها تصرف الفزع عمن قرأها

"কাওয়ারিউল কুরআন: সেই আয়াতগুলো, যে সেগুলো পড়ে সে শয়তান, মানুষ ও জ্বিন থেকে নিরাপদ থাকে। মনে হয় এই নাম রাখা হয়েছে — কারণ সেগুলো শয়তানদের ঠোকর মারে, এবং যে পড়ে তার থেকে আতঙ্ক দূরে সরিয়ে দেয়।"

এর কাছাকাছি একটি সংজ্ঞা *মুজামু উলূমিল কুরআন*-এও এসেছে।

আহলুল ইলমের ভাষ্যে। আহলুল ইলমের কথায় এমন কিছু রয়েছে যা প্রমাণ করে — কাওয়ারিউল কুরআন দ্বারা সেই অর্থই উদ্দিষ্ট, যা আরবি অভিধানগুলোতে এসেছে। ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ যখন মানুষ ও জ্বিনের শয়তানদের প্রতিহত করার কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন, তখন সেসব কারণের মধ্যে কুরআনের কিছু সূরা পড়ার কথা উল্লেখ করেন এবং এই সূরাগুলোকে তিনি কাওয়ারিউল কুরআন নামে অভিহিত করেন। তাঁর কথার হুবহু ভাষ্য:

فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم، ولهذا يهربون من البيت الذي تقرأ فيه...

"সুতরাং ইখলাস ও ঈমানের অধিকারীদের উপর তার (শয়তানের) কোনো আধিপত্য নেই। এ কারণেই তারা সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায় যেখানে পড়া হয়..."

কাওয়ারিউল কুরআন: অর্থ

কাওয়ারিউল কুরআন

ভাষায় কারিআ
কঠিন বিপদ; কিয়ামতকে আল-কারিআ বলা হয়েছে

অভিধানের সংজ্ঞা
যে আয়াত পড়ে সে শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ — যেমন আয়াতুল কুরসী

মুজামু মাকাইসিল লুগা
যে পড়ে তাকে আতঙ্ক স্পর্শ করে না; নাম হয়তো জিনকে ঠোকর মারার কারণে

আয-যাবীদী
শয়তান, মানুষ ও জ্বিন থেকে নিরাপদ; আতঙ্ক সরিয়ে দেয়

ইবন তাইমিয়া
কুরআনের কিছু সূরাকে কাওয়ারিউল কুরআন নামে অভিহিত করেন

অভিধানকারদের ও ইবন তাইমিয়ার ভাষ্যে পরিভাষার সংজ্ঞা

এক নজরে

- ★ মুসলিহ: নির্দিষ্ট যিকরে সংকীর্ণতা নেই, যতক্ষণ শরীয়তের সঙ্গে সংঘর্ষ নেই
- ★ মুসলিহ: আয়াতুস সাকীনায় সংকীর্ণতা নেই, তবে এটি সুন্নাহর ধরনে নয়
- ★ ইবনুল কাইয়িম: ইবন তাইমিয়া কঠিন বিষয়ে আয়াতুস সাকীনা পড়তেন
- ★ আল-হিবশীর কার্ড (লেখকের মত): সামঞ্জস্যের কারণে কিছু আয়াত নির্দিষ্ট করা জায়েজ
- ★ শারাফী: কুরআনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নেই; সবটাই শিফা
- ★ উবাইদ: সুন্নাহয় অবর্ণিত পরীক্ষিত দুআ রুকইয়াহ হিসেবে পড়লে অসুবিধা নেই; নিছক যিকির-দুআ হিসেবে পড়া বিদআতের জাতের অন্তর্ভুক্ত

যাচাই করুন

1. আয়াতুস সাকীনা সম্পর্কে মুসলিহ কী বলেন?

ক. সুন্নাহ-নির্ধারিত ওয়ির্দ

খ. সংকীর্ণতা নেই, তবে সুন্নাহর ধরনে নয়

গ. নিষিদ্ধ

2. মুসলিহ কীভাবে পড়তে বলেন?

ক. সবসময় একই বাঁধা স্থানে

খ. পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য এনে — কোনো স্থানে না বেঁধে

3. ইবনুল কাইয়িমের বর্ণনায় ইবন তাইমিয়া কঠিন বিষয়ে কী পড়তেন?

ক. আয়াতুস সাকীনা

খ. কেবল সিহরের আয়াত

4. সুন্নাহয় অবর্ণিত পরীক্ষিত দুআ রুকইয়াহ নয়, নিছক যিকির-দুআ হিসেবে পড়া সম্পর্কে উবাইদ কী বলেন?

ক. সর্বোত্তম

খ. বিদআতের জাতের অন্তর্ভুক্ত

গ. ওয়াজিব

5. রুকইয়াহর জন্য কুরআনে নির্দিষ্ট কিছু আছে কি, শারাফীর উত্তর?

ক. আছে

খ. নির্দিষ্ট কিছু নেই

6. ভাষায় কারিআ অর্থ কী?

ক. কঠিন বিপদ

খ. সুসংবাদ

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ, ৬-ক

রেফারেন্স সংক্রান্ত টীকা: এই অংশের (ফোলিও ১১১–১১৯) সব আয়াত-নম্বর মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে — আল-ইসরা ১৭:৮২, আল-বাকারা ২:১০২, আল-কাহফ ১৮:৩৯, আল-কলম ৬৮:৫১, আল-বাকারা ২:৬১, আর-রাদ ১৩:৩১। এই পৃষ্ঠাগুলোতে অঙ্ক-উল্টানোর (RTL রেন্ডারিং) ত্রুটি পাওয়া যায়নি; «الكهف (39)»، «(51)» ও «الرعد:৩১» — সবই সঠিক ক্রমে ছাপা হয়েছে। বই যেসব আয়াতের সূত্র দেয়নি (আল-বাকারা ২:১০২, আল-বাকারা ২:৬১, আল-ইসরা ১৭:৮২), সেগুলোর সূত্র মূল পাঠ মিলিয়ে অনুবাদে যোগ করা হয়েছে।

অধ্যায় ২২ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২৩

কাওয়ারিউল কুরআন – শয়তান-বিতাড়নকারী আয়াতসমূহ

(মুদ্রিত ফোলিও ১২০–১২৯। এই অংশে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়ার দুটি পাঠ, «কাওয়ারিউল কুরআন» বিষয়ে রচিত কিতাবগুলোর পরিচয়, ড. আবদুস সামী আল-আনীসের টুইট, উস্তায আহমাদ ইবন ফারিস আস-সাল্লূমের ঘোষণা, শাইখ রবী ইবন হাদী আল-মাদখালীর তাহকীককৃত কাআদা জালীলা ফিত-তাওয়াসসুল ওয়াল-ওয়াসীলা*, শাইখ আবদুর রাযযাক আল-বাদরের একটি দরস-অংশ, ড. সালিহ ইবন আবদিল আযীয ইবন উসমান সিন্দীর একটি পাঠ, এবং শাইখ আবদুর রহমান আস-সুহাইমের একটি বিস্তারিত ফতোয়া এসেছে।)*

১. «কাওয়ারিউল কুরআন» বলতে কী বোঝায় – ইবন তাইমিয়ার দুটি পাঠ

(পূর্ববর্তী আলোচনার ধারাবাহিকতা: শাইখ আল-হিবশী দেখাচ্ছেন, «কাওয়ারিউল কুরআন» পরিভাষাটি দিয়ে আরবি অভিধানকারগণ যা বুঝিয়েছেন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াও ঠিক তা-ই বুঝিয়েছেন।)

ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ ইখলাস ও ঈমানের অধিকারীদের প্রসঙ্গে বলেন — শয়তানের তাদের উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই, আর এ কারণেই তারা সেই ঘর থেকে পালায় যেখানে সূরা আল-বাকারা পড়া হয়, এবং তারা আয়াতুল কুরসী পাঠ থেকে পালায়... তাঁর কথার শেষাংশ:

وهذه الأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف، إذا ذكر الله وتوحيده،

وقرئت قوارع القرآن؛ لا سيما آية الكرسي؛ فإنها تبطل عامة هذه

الخوارق الشيطانية

"আর এই শয়তানী অবস্থাগুলো বাতিল হয়ে যায় কিংবা দুর্বল হয়ে পড়ে — যখন আল্লাহর যিকর ও তাঁর তাওহীদ উচ্চারিত হয় এবং কাওয়ারিউল কুরআন পড়া হয়; বিশেষত আয়াতুল কুরসী — কেননা তা এই শয়তানী অলৌকিকতাগুলোর সাধারণভাবে সবটিকেই বাতিল করে দেয়।"

আর তিনি যখন *আল-ওয়াসীলা*-য় একটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করছেন, তখন বলেন:

ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين

> "এবং তার উপর কাওয়ারিউল কুরআন পড়া হবে — এ ছাড়া আরও যেসব উপায় শয়তানদের ক্ষতি করে, সেগুলোও।"

শাইখুল ইসলামের এই দুটি পাঠে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, (কাওয়ারিউল কুরআন) দ্বারা যা উদ্দেশ্য, তা হলো আরবি অভিধানগুলো যা উল্লেখ করেছে — অর্থাৎ সেই আয়াতসমূহ, যেগুলো পাঠকারীকে শয়তান ও জিনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ করে, যেন সেগুলো জিনকে আঘাত করে ও বিতাড়িত করে।

শাইখ আল-হিবশীর টীকা: লক্ষণীয় — এখানে ইবন তাইমিয়া নিজেই আয়াত নির্দিষ্ট করছেন ("বিশেষত আয়াতুল কুরসী")। অর্থাৎ কোন আয়াত কোন কাজে বিশেষভাবে কার্যকর, তা চিহ্নিত করা সালাফ ও তাঁদের অনুসারী ইমামদের কাছে অপরিচিত কিছু নয়।

---

২. «কাওয়ারিউল কুরআন» বিষয়ে যেসব কিতাব স্বতন্ত্রভাবে রচিত হয়েছে

আলোচনার শেষে একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা বাকি রয়ে গেল — আহলুল ইলমের কেউ কেউ কেবল কাওয়ারিউল কুরআন বিষয়টিকেই স্বতন্ত্র কিতাবের বিষয়বস্তু বানিয়েছেন। যাঁরা তা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

1. আহমাদ ইবন সাহল, আবূ যাইদ আল-বালখী — তিনি (قوارع القرآن) শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন। ইবনুন নাদীম তাঁর *আল-ফিহরিস্ত*-এ এর উল্লেখ করেছেন; কিতাবটি বর্তমানে বিলুপ্ত (মাফকূদ)।
2. আবদুল জাব্বার ইবন আবদিল খালিক আল-উকবারী — তিনিও অনুরূপ কাজ করেছেন; তাঁর কিতাবের নাম (رياض الجنان في قوارع القرآن) *রিয়াদুল জিনান ফী কাওয়ারিইল কুরআন*। হাজী খলীফা তাঁর *কাশফুয যুনূন*-এ এর উল্লেখ করেছেন।
3. আবূ আমর মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া আল-জূরী আন-নাইসাবূরী — তাঁর কিতাব (قوارع القرآن وما يستحب أن لا يخل بقراءته كل يوم وليلة) *কাওয়ারিউল কুরআন, ওয়া মা ইউস্তাহাব্বু আল্লা ইউখাল্লা বিকিরাআতিহি কুল্লা ইয়াউমিন ওয়া লাইলা* — অর্থাৎ "কুরআনের কাওয়ারি', এবং প্রতিদিন-প্রতিরাত যেসব পাঠ ছাড়া থাকা অনুচিত"। এই কিতাবটি উস্তায আহমাদ ইবন ফারিস আস-সাল্লূম-এর তাহকীকসহ মুদ্রিত হয়েছে।

কাওয়ারিউল কুরআন: স্বতন্ত্র কিতাব

লেখক	কিতাব ও তথ্য
আবূ যাইদ আল-বালখী	ইবনুন নাদীম আল-ফিহরিস্তে উল্লেখ করেছেন; বর্তমানে বিলুপ্ত
আল-উকবারী	রিয়াদুল জিনান ফী কাওয়ারিইল কুরআন; কাশফুয যুনূনে উল্লেখ
আল-জূরী আন-নাইসাবূরী	আহমাদ ইবন ফারিস আস-সাল্লূমের তাহকীকসহ মুদ্রিত

৩. ড. আবদুস সামী আল-আনীসের টুইট – কিতাবটির পরিচয়

(টুইটার/এক্স অ্যাকাউন্ট: أ.د. عبدالسميع الأنيس — @anes_dranis; শাইখ আল-হিবশী স্ক্রিনশটটি হুবহু তুলে দিয়েছেন।)

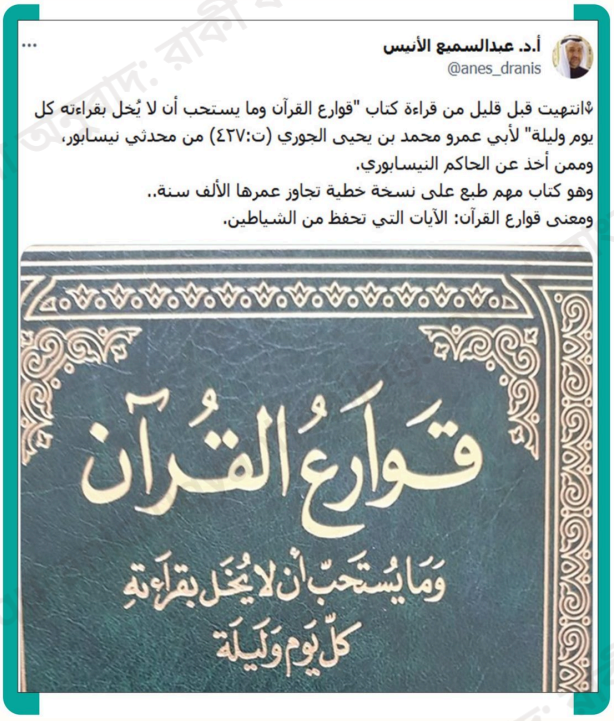

টুইটের ভাষ্য: কিছুক্ষণ আগেই আমি *"কাওয়ারিউল কুরআন, ওয়া মা ইউস্তাহাব্বু আল্লা ইউখাল্লা বিকিরাআতিহি কুল্লা ইয়াউমিন ওয়া লাইলা"* কিতাবটির পাঠ শেষ করলাম — যার লেখক আবূ আমর মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া আল-জূরী (মৃত্যু: ৪২৭ হিজরি), নাইসাবূরের মুহাদ্দিসগণের একজন এবং যাঁরা আল-হাকিম আন-নাইসাবূরীর কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব — এমন একটি পাণ্ডুলিপি-নুসখার উপর ভিত্তি করে ছাপা হয়েছে যার বয়স হাজার বছর ছাড়িয়ে গেছে।

আর কাওয়ারিউল কুরআনের অর্থ: সেই আয়াতসমূহ, যেগুলো শয়তানদের থেকে হিফাযত করে।

স্ক্রিনশটের নিচে শাইখ আল-হিবশীর মন্তব্য-শিরোনাম:

هذا الكتاب وغيره يبين تخصيص آيات قوارع القرآن تقرأ للحفظ من الجان

> "এই কিতাব ও এ জাতীয় অন্যান্য কিতাব স্পষ্ট করে দেয় যে, কাওয়ারিউল কুরআনের আয়াতগুলো তাখসীস করা হয়েছে — জিন থেকে হিফাযতের জন্য পড়া হয়।"

---

৪. মুলতাকা আহলিত তাফসীরে আহমাদ ইবন ফারিস আস-সাল্লূমের ঘোষণা

*(সূত্র: ملتقى أهل التفسير > القسم العام > ملتقى الكتب والبحوث والمخطوطات; পোস্টের শিরোনাম: «كتابان جديدان: **قوارع القرآن** وشرح التقريب والتيسير»، — লেখক: أحمد بن فارس السلوم, তারিখ: ৩০ জুন ২০১১।)*

পোস্টের ভাষ্য: আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর তাওফীকে রিয়াদের মাকতাবাতুল মাআরিফ থেকে আবূ আমর ইবন ইয়াহইয়া আন-নাইসাবূর রহিমাহুল্লাহর *কাওয়ারিউল কুরআন* কিতাবটি ছাপা হয়েছে।

«এটি তার বিষয়ে একটি অমূল্য (নাফীস) কিতাব।» *(এই বাক্যটির উপর শাইখ আল-হিবশী স্ক্রিনশটে বিশেষ চিহ্ন দিয়েছেন।)*

তেমনি একই প্রকাশনী থেকে ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহর *আত-তাকরীব ওয়াত-তাইসীর*-এর উপর আমার শরহটিও প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি মধ্যপন্থী শরহ — বিরক্তিকর রকম দীর্ঘও নয়, ত্রুটিপূর্ণ রকম সংক্ষিপ্তও নয়; এতে আমি

তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও দৃষ্টান্ত — উভয়ই একত্র করেছি।

আমার ধারণা, এই কিতাবের পর আমি আর মুস্তালাহুল হাদীসের কোনো বিষয়ে কাজে হাত দেব না — আল্লাহ চাইলে ভিন্ন কথা। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি এ দুটি আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন এবং যেদিন তাঁর সাক্ষাৎ পাব সেদিনের জন্য আমার, আমার শাইখগণের, আমার পিতামাতার এবং যাঁরা এগুলো ছেপেছেন ও পড়েছেন — সবার পাল্লায় একটি নেক পুঁজি বানিয়ে দিন।

---

৫. কাওয়ারিউল কুরআন শয়তানদের ক্ষতি করে

(কিতাব: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة *— শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ। দিরাসা ও তাহকীক: শাইখ রবী ইবন হাদী উমাইর আল-মাদখালী হাফিযাহুল্লাহ। শাইখ আল-হিবশী এই তাহকীককৃত সংস্করণের প্রচ্ছদ ও দুটি পাঠ উদ্ধৃত করেছেন।)*

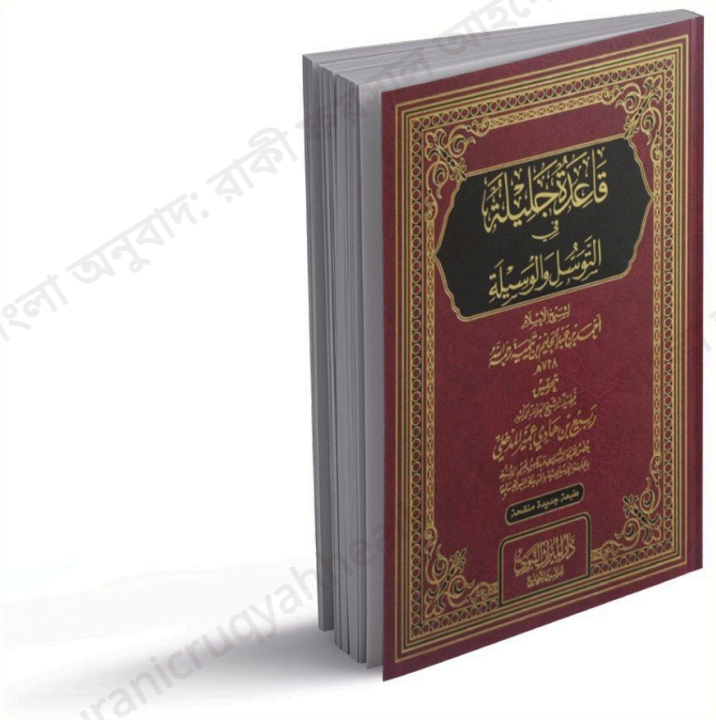

কাওয়ারিউল কুরআন — শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া বলেছেন:

(পৃষ্ঠা ১১০):

ومنها؛ أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان؟ ويقسم عليه

بالأقسام المعظمة، ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من

الأسباب التي تضر الشياطين

"...আর তার মধ্যে রয়েছে — সে ওই ব্যক্তিকে বলবে: তুমি কি অমুক? এবং তাকে মহিমান্বিত শপথগুলোর দ্বারা কসম দেবে, এবং তার উপর কাওয়ারিউল কুরআন পড়বে — এ ছাড়া আরও যেসব উপায় শয়তানদের ক্ষতি করে, সেগুলোও।"

(পৃষ্ঠা ১১১):

وهذا كما كان كثيرًا من العباد يرى الكعبة تطوف به، ويرى عرشًا عظيماً وعليه صورة عظيمة، ويرى أشخاصاً تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس، ويكون ذلك شيطاناً

"আর এটি তেমনই — যেমন বহু ইবাদতগুজার ব্যক্তি দেখত যে কাবা তাকে তাওয়াফ করছে; সে দেখত এক বিশাল আরশ, তার উপর এক বিশাল আকৃতি; সে দেখত কিছু অবয়ব উঠছে ও নামছে — সে ধারণা করত এরা ফেরেশতা, আর ধারণা করত ওই আকৃতিটিই আল্লাহ তাআলা — অথচ সেটি ছিল শয়তান।"

---

৬. কুরআনী কাওয়ারি' শয়তানী অবস্থাগুলো বাতিল করে দেয়

(শাইখ আবদুর রাযযাক ইবন আবদিল মুহসিন আল-বাদর হাফিযাহুল্লাহ — দরসের শিরোনাম: «القوارع القرآنية» । শাইখ আল-হিবশী দরসের ভিডিও-স্ক্রিনশটটি তুলে দিয়েছেন, তারপর পাঠটি পুনরায় ছেপেছেন।)

স্ক্রিনশটে বসানো শিরোনাম: «আয়াতুল কুরসী এবং কুরআনী কাওয়ারির অন্যান্য আয়াত — সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে পড়া হলে শয়তানী অবস্থাগুলো বাতিল করে দেয়।»

শাইখ আবদুর রাযযাক আল-বাদর বলেন: শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাবগুলোতে এই মাসআলাটির প্রতি বহুবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর প্রতিবারই তিনি এই মাসআলার প্রতি এমন একটি বিষয়ে সতর্ক করেছেন, যা থেকে আমরা প্রায়ই গাফিল থাকি। তিনি রহিমাহুল্লাহ বলেন:

إن آية الكرسي وغيرها من قوارع القرآن إذا قرئت بصدق أبطلت الأحوال الشيطانية

> "আয়াতুল কুরসী এবং কাওয়ারিউল কুরআনের অন্যান্য আয়াত — যদি তা সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে (বিসিদক) পড়া হয়, তবে তা শয়তানী অবস্থাগুলোকে বাতিল করে দেয়।"

"যদি সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে পড়া হয়" — তাঁর এই কথার অর্থ কী? এই শব্দটি আমি দেখেছি তিনি রহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাবগুলোতে বহুবার পুনরাবৃত্তি করেছেন: তাঁর কিতাব *আল-ফুরকান*-এ, তাঁর কিতাব *আন-নুবুওয়াত*-এ এবং তাঁর আরও বহু কিতাবে — সবখানেই তিনি এটির উপর স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন।

শাইখ আল-হিবশীর টীকা: স্ক্রিনশটের নিচে শাইখ যে শিরোনাম বসিয়েছেন তা-ই মূল কথা — কাওয়ারি'র আয়াতগুলোর তাখসীস স্বয়ং ইবন তাইমিয়ার বক্তব্যেই বিদ্যমান; শর্ত কেবল একটি — সিদক, অর্থাৎ পাঠকারীর অন্তরের সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাস।

৭. তাজরিবায় যার উপকার প্রমাণিত – তাতে সালাফের একদল ছাড় দিয়েছেন

(ড. সালিহ ইবন আবদিল আযীয ইবন উসমান সিন্দী হাফিযাহুল্লাহ — ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আকীদা বিভাগ, কুল্লিয়াতুদ দাওয়া ওয়া উসূলিদ দীন থেকে ডক্টরেট। দরস: شرح كتاب التوحيد — ٢٤ ; শাইখের অফিসিয়াল চ্যানেল: www.salehs.net — www.youtube.com/salehsTV।)

তিনি বলেন — তাজরিবা (অভিজ্ঞতা) দ্বারা যার উপকার প্রমাণিত হয়েছে, যেমন কুরআন থেকে কিছু আয়াত নির্দিষ্ট করা কিংবা বৈধ ওষুধ ব্যবহার করা — এটিই সেই বিষয় যাতে সালাফের একটি দল ছাড় (রুখসা) দিয়েছেন।

সালাফ থেকে বৈধ নুশরার (النشرة المباحة) ব্যাখ্যা এভাবে এসেছে যে, তা দুই প্রকারের হতে পারে:

1. কুরআনের আয়াত নির্দিষ্ট করে তা তিলাওয়াত করা — যেমন এসেছে লাইস থেকে, ইবন আবী সুলাইম রহিমাহুল্লাহ থেকে, নুশরা সম্পর্কে: সিহরের আয়াতগুলো দিয়ে (বি-আয়াতিস সিহর)। যেমন মূসা আলাইহিস সালামের বাণী: "তোমরা যা এনেছ তা তো জাদু; নিশ্চয়ই আল্লাহ তা নস্যাৎ করে দেবেন" — এবং এ জাতীয় আয়াতসমূহ। তিনি বলেন: সেগুলো পানিতে পড়া হবে, তা থেকে কিছু হাতে নিয়ে গা মোছা হবে, এবং সেই পানি দিয়ে গোসল করা হবে; আল্লাহ চাইলে তা তার উপকারে আসবে।
2. বৈধ ওষুধ ব্যবহার করা — যাতে নিষিদ্ধ কোনো কিছু নেই, আর তাজরিবা যার উপকারের প্রমাণ দিয়েছে।

সিন্দী: বৈধ নুশরার দুই প্রকার

প্রথম প্রকার	দ্বিতীয় প্রকার
আয়াত নির্দিষ্ট করে তিলাওয়াত	বৈধ ওষুধ ব্যবহার
লাইসের বর্ণনায়: সিহরের আয়াত — পানিতে পড়া, গা মোছা, গোসল	যাতে নিষিদ্ধ কিছু নেই; তাজরিবা উপকারের প্রমাণ দিয়েছে

সিন্দী: তাজরিবায় উপকার প্রমাণিত হলে সালাফের একটি দল ছাড় দিয়েছেন

৮. সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত পাঠের হুকুম ও তার তাজরিবা

(উত্তরদাতা: শাইখ আবদুর রহমান আস-সুহাইম হাফিযাহুল্লাহ — মাকতাবুদ দাওয়া ওয়াল-ইরশাদের সদস্য। ফতোয়ার শিরোনাম: «حكم قراءة آخر عشر آيات من سورة الكهف، وتجربة ذلك؟»)

উৎস: https://thahabi.org/book/27020/read/2482

প্রশ্ন: কেউ একজন বলছেন — সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত যদি পড়া হয় তবে তা ফজরের সালাতের জন্য জাগতে সহায়তা করে; এমনটি করা কি জায়েজ? আর এর কি কোনো ভিত্তি (আসল) আছে?

উত্তর: এই অধ্যায়ে (বাব) আলিমগণ সহজতা অবলম্বন করেন এবং তাজরিবা দ্বারা যা প্রমাণিত, তা সাব্যস্ত করেন।

ইমাম কুরতুবী ইয়াহইয়া ইবন আবী কাসীর থেকে তাঁর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন: আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়াসীন পড়ে, সে সকাল পর্যন্ত আনন্দে থাকে; আর যে সকালবেলা তা পড়ে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত আনন্দে থাকে। তিনি বলেন: যিনি তা পরীক্ষা করেছেন, তিনি আমাকে তা বর্ণনা করেছেন। এর উল্লেখ করেছেন আস-সালাবী ও ইবন আতিয়া। ইবন আতিয়া বলেন: আর তাজরিবা এটিকে সত্যায়ন করে। — উদ্ধৃতি শেষ।

এবং রুকইয়াহর ক্ষেত্রেও অনুরূপ হবে। সুতরাং রুকইয়াতে কোনো আয়াত পরীক্ষা করা হলো এবং তা উপকারে এল — তবে সেই আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ করতে কোনো বাধা নেই; বরং তা মানুষকে শিখিয়ে দেওয়াতেও বাধা নেই। কেননা কিছু আলিম মত দেন যে, রুকইয়াহ ও অনুরূপ বিষয়ে তাজরিবা দ্বারা যা প্রমাণিত, তাতে কোনো দোষ নেই।

সহীহ মুসলিমে আউফ ইবন মালিক আল-আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা জাহিলিয়াতে রুকইয়াহ করতাম। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন:

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

> "তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো। রুকইয়াতে কোনো দোষ নেই — যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে।"

এর উপর আরও দলিল সহীহাইনে আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি বলেন: আমরা এক জনপদে অবতরণ করলাম। এক নারী আমাদের কাছে এসে বলল — গোত্রপ্রধানকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করেছে; তোমাদের মধ্যে কি কোনো রাকী আছে? তখন আমাদের এক ব্যক্তি তার সঙ্গে গেল — যাকে আমরা রুকইয়াহ জানে বলে ধারণাই করতাম না। সে তাকে সূরা ফাতিহা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করল, আর সে সুস্থ হয়ে গেল। তারা তাকে কিছু বকরি দিল এবং আমাদের দুধ পান করাল। আমরা বললাম: তুমি কি রুকইয়াহ জানতে? সে বলল: আমি তো কেবল সূরা ফাতিহা দিয়েই তাকে ঝাড়ফুঁক করেছি। আমি বললাম: এগুলো নড়াচড়া কোরো না যতক্ষণ না আমরা নবী ﷺ-এর কাছে যাই। এরপর আমরা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন:

مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ

"সে কীভাবে জানল যে এটি একটি রুকইয়াহ? ভাগ করে নাও, আর তোমাদের সঙ্গে আমার জন্যও একটি অংশ রাখো।"

ইবন হাজার হাদীসটির কিছু বর্ণনা উল্লেখের পর বলেন: এতে স্পষ্ট যে, ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহ করার শারঈ বৈধতা সম্পর্কে তাঁর পূর্বাহ্নে কোনো জ্ঞান ছিল না; আর এ কারণেই ফিরে আসার পর তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন: "তুমি কি রুকইয়াহ জানতে?" — উদ্ধৃতি শেষ।

আল-মুনাবী এই দুআটি উদ্ধৃত করেছেন:

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اجْمَعْ عَلَيَّ ضَالَّتِي

"হে সেই সত্তা, যিনি মানুষকে এমন এক দিনের জন্য একত্র করবেন যাতে কোনো সন্দেহ নেই! আমার হারানো জিনিসটি আমার কাছে একত্র করে দিন।"

তারপর তিনি বলেন: ইমাম নববী তাঁর *বুস্তান*-এ বলেছেন: আমি এটি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং হারানো বস্তু দ্রুত পাওয়ার ক্ষেত্রে একে উপকারী পেয়েছি; আর তা আমাকে শিখিয়েছেন আমাদের শাইখ আবুল বাকা। — উদ্ধৃতি শেষ।

সুহাইম: তাজরিবায় প্রমাণিত আয়াত

তাজরিবায় প্রমাণিত আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ

- **আলিমদের অবস্থান** — এই বাবে সহজতা অবলম্বন; তাজরিবায় প্রমাণিত বিষয় সাব্যস্ত করেন
- **কুরতুবী** — ইয়াসীন-সংক্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত; ইবন আতিয়া: তাজরিবা সত্যায়ন করে
- **রুকইয়াহর ক্ষেত্রে** — আয়াত পরীক্ষায় উপকার এলে রুকইয়াহ ও শেখাতে বাধা নেই
- **আউফ ইবন মালিক** — নবী: শিরক না থাকলে রুকইয়াতে দোষ নেই
- **আবূ সাঈদ আল-খুদরী** — ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহ; নবী: কীভাবে জানল এটি রুকইয়াহ?
- **নববী** — হারানো বস্তুর দুআ পরীক্ষা করেছেন বলে উদ্ধৃত

শাইখ আবদুর রহমান আস-সুহাইমের ফতোয়া

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের লেখা রুকআ (رقعة)

ইবনুল কাইয়িম আল-মাররূযী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন: আবূ আবদিল্লাহর *(অর্থাৎ আহমাদ ইবন হাম্বলের)* কাছে সংবাদ পৌঁছল যে আমার জ্বর হয়েছে; তখন তিনি আমার জন্য একটি রুকআ (কাগজের টুকরো) লিখে দিলেন, তাতে ছিল: বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহ, ওয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ —

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ

"আমি বললাম: হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। আর তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদেরই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।" — সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৬৯–৭০

اللهم رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك، إله الخلق، آمين

"হে আল্লাহ! জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব! এই লেখাটির বাহককে আপনি সুস্থ করে দিন — আপনার শক্তি, ক্ষমতা ও পরাক্রমে; হে সৃষ্টিকুলের ইলাহ! আমীন।"

কঠিন প্রসবের জন্য ইমাম আহমাদের লেখা

আবদুল্লাহর বর্ণনায় তিনি *(আহমাদ ইবন হাম্বল)* বলেন: কোনো নারীর প্রসব কঠিন হলে তার জন্য একটি পাত্রে বা কোনো পরিচ্ছন্ন বস্তুর উপর লেখা হবে:

لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরম সহনশীল, পরম দয়ালু; মহান আরশের রব আল্লাহ কতই না পবিত্র।"

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর — সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব।" — সূরা আল-ফাতিহা ১:২

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

"যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে — তারা যেন এক সন্ধ্যা কিংবা এক পূর্বাহ্ন ছাড়া অবস্থান করেনি।" — সূরা আন-নাযিআত ৭৯:৪৬

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ

"যেদিন তারা সেই প্রতিশ্রুত বিষয় দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে — তারা যেন দিনের এক মুহূর্ত ছাড়া অবস্থান করেনি।" — সূরা আল-আহকাফ ৪৬:৩৫

এরপর তাকে তা পান করানো হবে, আর অবশিষ্টাংশ তার নাভির নিচে ছিটিয়ে দেওয়া হবে।

আল-খাল্লাল আবূ বকর আল-মাররূযী থেকে উদ্ধৃত করেছেন — আবূ আবদিল্লাহর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল: হে আবূ আবদিল্লাহ! এমন এক নারীর জন্য কি আপনি লিখে দেবেন, যার প্রসব দুই দিন ধরে কঠিন হয়ে আছে? তিনি বললেন: তাকে বলো, একটি প্রশস্ত পাত্র ও জাফরান নিয়ে আসতে। আর আমি তাঁকে একাধিক ব্যক্তির জন্য এমনটি লিখে দিতে দেখেছি।

ইমাম আহমাদের লেখা

প্রসঙ্গ	বর্ণনা
জ্বরের রুকআ	আল-মাররূযীর বর্ণনা: বিসমিল্লাহ, আল-আম্বিয়া ২১:৬৯–৭০ ও একটি দুআ লিখলেন
কঠিন প্রসব	পাত্রে বা পরিচ্ছন্ন বস্তুর উপর লিখে পান করানো; অবশিষ্টাংশ নাভির নিচে ছিটানো
আল-খাল্লালের বর্ণনা	দুই দিনের কঠিন প্রসবে প্রশস্ত পাত্র ও জাফরান আনতে বললেন

ইবনুল কাইয়িম ও আল-খাল্লালের উদ্ধৃতি অনুযায়ী

ইবনুল কাইয়িমের বক্তব্য – সালাফের একদলের ছাড়

ইবনুল কাইয়িম বলেন: সালাফের একটি দল কুরআনের কিছু অংশ লিখে তা পান করার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছেন, এবং একে আল্লাহ কুরআনে যে শিফা রেখেছেন তারই অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। তারপর তিনি বলেন — প্রসবের জন্য আরেকটি লেখা: একটি পরিচ্ছন্ন পাত্রে লেখা হবে:

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

> "যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, এবং তার রবের আদেশ মেনে নেবে — আর তা-ই তার জন্য যথোচিত; এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে, এবং তা তার ভেতরে যা আছে তা নিক্ষেপ করে খালি হয়ে যাবে।" — সূরা আল-ইনশিকাক ৮৪:১–৪

এরপর গর্ভবতী নারী তা থেকে পান করবে এবং তার পেটের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হবে।

নাক দিয়ে রক্ত পড়ার (রুআফ) জন্য লেখা

এরপর তিনি বলেন — নাক দিয়ে রক্তক্ষরণের জন্য একটি লেখা: শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ রোগীর কপালে লিখে দিতেন:

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

> "আর বলা হলো: হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেলো; হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। আর পানি শুকিয়ে গেল এবং সিদ্ধান্ত কার্যকর হলো।" — সূরা হুদ ১১:৪৪

আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: আমি তা একাধিক ব্যক্তির জন্য লিখে দিয়েছি, আর সে সুস্থ হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন: তবে অজ্ঞ লোকেরা যেমন করে থাকে — রক্তক্ষরণকারীর নিজের রক্ত দিয়ে তা লেখা জায়েজ নয়। — ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ থেকে আমি যা উদ্ধৃত করলাম, তা এখানেই শেষ।

শাইখ ইবন উসাইমীনের অবস্থান

আর শাইখ ইবন উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ মত দিতেন যে, রুকইয়াতে তাজরিবা দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে তাতে কোনো দোষ নেই — এই হাদীসে সাহাবীদের কর্ম এবং নবী ﷺ কর্তৃক তার অনুমোদনের উপর ভিত্তি করে।

ছাড় ও তাজরিবা: কয়েকজন আলিম

আলিম	চ্যাপ্টারে তাঁর কথা
ইবনুল কাইয়িম	সালাফের একদল কুরআনের অংশ লিখে পান করায় ছাড় দিয়েছেন
ইবন তাইমিয়া (ইবনুল কাইয়িমের বর্ণনায়)	রুআফে কপালে লিখতেন; নিজের রক্তে লেখা জায়েজ নয়
ইবন উসাইমীন	রুকইয়াতে তাজরিবায় প্রমাণিত বিষয়ে দোষ নেই; ভিত্তি: সাহাবীদের কর্ম ও নবীর অনুমোদন

আর এই হলো শাইখ রহিমাহুল্লাহর ফতোয়া:

উৎস: https://binothaimeen.net/content/10479

তাঁর সামনে সেই আয়াতগুলো পেশ করা হয়েছিল, যেগুলো গর্ভবতী নারীর প্রসব সহজ করার জন্য তার উপর পড়া হয়...

আর কোনো কোনো মুজাহিদ কাফিরদের উপর পড়তেন:

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

"আর আমি তাদের সামনে এক প্রাচীর ও তাদের পেছনে এক প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদের আচ্ছন্ন করে দিয়েছি; ফলে তারা দেখতে পায় না।" — সূরা ইয়াসীন ৩৬:৯

ইমাম কুরতুবীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা

কুরতুবী বলেন: আমাদের দেশ আন্দালুসে, কুরতুবার (কর্ডোভা) অন্তর্গত হিসনু মানশূর নামক স্থানে ঠিক এমনই একটি ঘটনা আমার নিজের সঙ্গে ঘটেছে। তা হলো — আমি শত্রুর সামনে থেকে পালিয়ে এসে এক দিকে সরে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজন অশ্বারোহী আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল; আর আমি তখন ভূমির এক খোলা প্রান্তরে বসে আছি — এমন কিছু নেই যা আমাকে আড়াল করে। আর আমি সূরা ইয়াসীনের প্রথমাংশ ও কুরআনের অন্যান্য অংশ পড়ছিলাম। তারা দুজন আমাকে অতিক্রম করে গেল, তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে গেল। তাদের একজন অন্যজনকে বলছিল: এ তো এক শয়তান! — তারা শয়তান বলতে বোঝাত জিনকে। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছিলেন, ফলে তারা আমাকে দেখতে পায়নি। এর জন্য আল্লাহর অজস্র প্রশংসা। — উদ্ধৃতি শেষ।

এটি কি বিদআত?

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়: এটি কি নবআবিষ্কৃত বিদআতের (আল-বিদাউল মুহদাসা) অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে না?

উত্তর: না।

কেন? কারণ বিদআত হলো তা-ই, যা তার কর্তা আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে। *(আলোচনার এই ধারাটি পরবর্তী অংশে ইমাম শাতিবীর বক্তব্য দিয়ে চলতে থাকে।)*

এক নজরে

- ★ ইবন তাইমিয়া: কাওয়ারিউল কুরআন পড়া শয়তানদের ক্ষতি করার উপায়; বিশেষত আয়াতুল কুরসী
- ★ আল-হিবশীর টীকা (লেখকের মত): ইবন তাইমিয়া নিজেই আয়াত নির্দিষ্ট করছেন
- ★ আল-বাদর: ইবন তাইমিয়ার শর্ত — সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে পড়া
- ★ সিন্দী: তাজরিবায় উপকার প্রমাণিত হলে সালাফের একটি দল ছাড় দিয়েছেন
- ★ সুহাইম: রুকইয়াতে পরীক্ষিত আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ ও শেখাতে বাধা নেই
- ★ ইবনুল কাইয়িমের বর্ণনায় ইবন তাইমিয়া: রক্তক্ষরণকারীর নিজের রক্তে লেখা জায়েজ নয়
- ★ বিদআতের প্রশ্ন: উত্তর না — বিদআত তা-ই, যা কর্তা আল্লাহর নৈকট্যের উদ্দেশ্যে করে (আলোচনা পরের অংশে চলে)

যাচাই করুন

1. ইবন তাইমিয়ার উদ্ধৃতিতে বিশেষভাবে কোন আয়াতের কথা এসেছে?
   - ক. আয়াতুল কুরসী
   - খ. সূরা ইয়াসীন
2. কাওয়ারি'র আয়াত নিয়ে আল-বাদরের ভাষ্যে ইবন তাইমিয়ার শর্ত কী?
   - ক. নির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়া
   - খ. সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে পড়া
3. আল-জূরীর কিতাব কার তাহকীকসহ মুদ্রিত?
   - ক. রবী আল-মাদখালী
   - খ. আহমাদ ইবন ফারিস আস-সাল্লূম
   - গ. আবদুর রাযযাক আল-বাদর
4. আল-বালখীর কাওয়ারিউল কুরআন কিতাবের অবস্থা কী?
   - ক. মুদ্রিত
   - খ. বর্তমানে বিলুপ্ত
5. সিন্দীর ভাষ্যে বৈধ নুশরার দুই প্রকার কী?
   - ক. কুরআনের আয়াত নির্দিষ্ট করে তিলাওয়াত ও বৈধ ওষুধ
   - খ. তামীমা ঝোলানো ও নিষিদ্ধ ওষুধ
6. রক্তক্ষরণকারীর নিজের রক্ত দিয়ে লেখা সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম কী বর্ণনা করেন?
   - ক. জায়েজ নয়
   - খ. জায়েজ

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-ক

রেফারেন্স সংক্রান্ত টীকা: এই অংশের (ফোলিও ১২০–১২৯) প্রতিটি আয়াত মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে — আল-আম্বিয়া ৬৯–৭০, আল-ফাতিহা ২, আন-নাযিআত ৪৬, আল-আহকাফ ৩৫, আল-ইনশিকাক ১–৪, হুদ ৪৪, ইয়াসীন ৯। এই পৃষ্ঠাগুলোতে আয়াত-নম্বর উল্টে ছাপার (RTL রেন্ডারিং) কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়নি; বইয়ে ছাপা একমাত্র আয়াত-নম্বর «٦٩» (আল-আম্বিয়া ৬৯) সঠিক ক্রমেই আছে, এবং আল-ইনশিকাকের (١) (٢)(٣) চিহ্নগুলোও সঠিক। যেসব আয়াতের সূরা-নাম ও নম্বর বইয়ে দেওয়া হয়নি (সবগুলোই বন্ধনীর ভেতরে কেবল পাঠ আকারে ছাপা), সেগুলোর সূত্র মূল পাঠ মিলিয়ে অনুবাদে যোগ করা হয়েছে।

অধ্যায় ২৩ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২৪

আলিমদের বৈঠক – কুরআনের আয়াত তাখসীস প্রসঙ্গে

(মুদ্রিত ফোলিও ১৩০–১৪০। এই অংশে রয়েছে — ইমাম শাতিবীর বিদআতের সংজ্ঞা ও তার উপর শাইখ আল-হিবশীর সিদ্ধান্ত; «বাইয়িনাত» অনুষ্ঠানে ধারণকৃত একটি ভিডিও-পর্বের প্রতিলিপি, যেখানে তিনজন মুফাসসির আলিম — ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী, প্রফেসর ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার ও প্রফেসর ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী — রুকইয়াহয় আয়াত নির্দিষ্ট করা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করেছেন; এবং শাইখ ড. আবদুল কাদির ইবন মুহাম্মাদ আল-গামিদীর কিতাব জাওয়াবুশ শুবুহাতিল মুসারা হাওলা শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়া*-র «চৌত্রিশতম সংশয়» ও তার জবাব।)*

১. ইমাম শাতিবীর সংজ্ঞা – এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত

(আগের অধ্যায়ের ধারাবাহিকতা: প্রশ্ন উঠেছিল — রোগের জন্য নির্দিষ্ট আয়াত পড়া কি নবআবিষ্কৃত বিদআত? উত্তর ছিল: না, কারণ বিদআত হলো তা-ই যা কর্তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করে। এবার এর প্রমাণ হিসেবে ইমাম শাতিবীর বিখ্যাত সংজ্ঞাটি আনা হচ্ছে।)

ইমাম শাতিবী রহিমাহুল্লাহ বলেন:

فَالْبِدْعَةُ إِذَنْ عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيقَةٍ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٍ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ

"সুতরাং বিদআত হলো — দ্বীনের মধ্যে নবআবিষ্কৃত এমন এক পথ, যা শারঈ পথের অনুরূপ সাজানো হয়েছে, এবং সেই পথে চলার দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয় আল্লাহ সুবহানাহুর ইবাদতে বাড়াবাড়ি করা।" — উদ্ধৃতি শেষ।

শাতিবীর সংজ্ঞায় বিদআত

বিদআত — ইমাম শাতিবীর সংজ্ঞা

প্রথম অংশ	দ্বিতীয় অংশ	উদ্দেশ্য
দ্বীনের মধ্যে নবআবিষ্কৃত এক পথ	সেই পথ শারঈ পথের অনুরূপ সাজানো	সেই পথে চলে আল্লাহর ইবাদতে বাড়াবাড়ি করা

শাইখ আল-হিবশীর সিদ্ধান্ত: আর এই কাজগুলো তো নৈকট্য (কুরবা) ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে করা হয় না। বরং —

- যা রুকইয়াহর মধ্যে পড়ে, তা শিফা প্রার্থনার (ইস্তিশফা) অন্তর্ভুক্ত;
- যা ঘুম থেকে জাগরণের জন্য পড়া হয়, তা আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য প্রার্থনার (ইস্তিআনা) অন্তর্ভুক্ত;

- আর যা প্রসব সহজ হওয়ার জন্য পড়া হয়, তা উপায় অবলম্বনের (ফিলুল আসবাব) অন্তর্ভুক্ত।

এসব বিষয়ের কোনোটিতেই ইবাদতের নিয়ত করা হয় না, আর এই জিনিসগুলোকে স্বয়ং-সত্তাগতভাবে ইবাদত বানিয়ে তাতে বাড়াবাড়ি করাও হয় না। আল্লাহ তাআলাই সর্বোচ্চ ও সর্বজ্ঞ।

শাইখ আল-হিবশীর সিদ্ধান্ত

কাজ	কোন অন্তর্ভুক্ত
রুকইয়াহর মধ্যে যা পড়া হয়	শিফা প্রার্থনা (ইস্তিশফা)
ঘুম থেকে জাগরণের জন্য যা পড়া হয়	আনুগত্যে সাহায্য প্রার্থনা (ইস্তিআনা)
প্রসব সহজ হওয়ার জন্য যা পড়া হয়	উপায় অবলম্বন (ফিলুল আসবাব)

এই কাজগুলো নৈকট্য ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে করা হয় না — শাইখের কথা

২. «বাইয়িনাত» পর্ব – কুরআনের আয়াত তাখসীস নিয়ে আলিমদের বৈঠক

ফোলিও ১৩০-এ অনুষ্ঠানের একটি স্থিরচিত্র ছাপা হয়েছে; পর্দায় ভেসে ওঠা নাম-ফলকে লেখা: **أ.د. مساعد بن سليمان الطيار** — প্রফেসর ড. মুসাইদ ইবন সুলাইমান আত-তাইয়ার, আর কোণে অনুষ্ঠানের লোগো: **بينات** (বাইয়িনাত)। ছবির নিচে শাইখ আল-হিবশীর ক্যাপশন:

لقاء ماتع مع مجموعة من علماء مفسرين حلقة فيديو مفرغة.

تفريغ فوائد من بينات

"একদল মুফাসসির আলিমের সঙ্গে একটি উপভোগ্য বৈঠক — একটি ভিডিও-পর্বের প্রতিলিপি (তাফরীগ)। «বাইয়িনাত» থেকে ফায়িদাসমূহের প্রতিলিপি।"

আলোচকবৃন্দ — ফোলিও ১৩১-এর শীর্ষে নাম-তালিকাটি বইয়ে এভাবে ছাপা হয়েছে:

د. محمد الخضيري أ.د عبد الرحمن الشهري أ.د مساعد الطيار

"ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী — প্রফেসর ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী — প্রফেসর ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার"

পূর্ণ নামসহ তাঁরা হলেন:

1. ড. মুহাম্মাদ ইবন আবদিল আযীয আল-খুদাইরী হাফিযাহুল্লাহ
2. প্রফেসর ড. আবদুর রহমান ইবন মুআদ্দা আশ-শাহরী হাফিযাহুল্লাহ
3. প্রফেসর ড. মুসাইদ ইবন সুলাইমান আত-তাইয়ার হাফিযাহুল্লাহ

নিচের অংশটি ঠিক যেভাবে কথোপকথনটি ছাপা হয়েছে, বক্তার নামসহ সেভাবেই সাজানো হলো — কারও কথা অন্যের সঙ্গে মেশানো হয়নি।

---

৩. দাঁতের ব্যথা ও «লাইল-নাহার»-এর আয়াত – বরকতে লফয

ড. মুহাম্মাদ ইবন আবদিল আযীয আল-খুদাইরী: আর তেমনি আল্লাহর বাণী «وله ما سكن في الليل والنهار» — এই আয়াতটি আলিমগণ রুকইয়াহর অধ্যায়ে উল্লেখ করেন, মানুষের যা কিছুতে ব্যথা হয় তার জন্য, বিশেষভাবে দাঁতের ব্যথার ক্ষেত্রে। তাঁরা বলেন — রোগীর উপর পড়া হবে:

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

> "আর রাত ও দিনে যা কিছু স্থিত হয়, তা তাঁরই; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" — সূরা আল-আনআম ৬:১৩

আর আমি বলি — এটি সালাফের মানহাজেরই অংশ ছিল, এই অর্থে যে তাঁরা এমন আয়াতগুলো খুঁজে বের করতেন যেগুলোর ভেতরে ব্যথার অর্থের কিংবা প্রার্থিত শিফার অর্থের কাছাকাছি একটি অর্থ নিহিত আছে। আর এটি হবে লফয-এর বরকত থেকে; আর এভাবেই তা আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

> "এ এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি — যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে ভাবে এবং বোধসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে।" — সূরা সাদ ৩৮:২৯

সুতরাং এটি লফযের বরকত থেকেই। নতুবা আয়াতটির উদ্দেশ্য তো এই নয় যে এর দ্বারা শিফা চাওয়া হবে; কিন্তু আলিমগণ আয়াতে বিদ্যমান «সুকূন» (স্থির হওয়া) শব্দটির বরকত নিয়েছেন — এই আশায় যে, আল্লাহ এর দ্বারা বান্দার ব্যথাকে স্থির করে দেবেন (উপশম দেবেন)।

প্রফেসর ড. মুসাইদ ইবন সুলাইমান আত-তাইয়ার: কিন্তু কেউ যদি এর দ্বারা শিফা প্রার্থনা করে, তাতে কি কোনো সমস্যা আছে?

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: এটিই তো উদ্দেশ্য — আমি বলতে চাচ্ছি, সালাফ এটি রুকইয়াহর জন্যই করেছেন।

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: হ্যাঁ, শিফা প্রার্থনার উদ্দেশ্যেই।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: শিফা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে — তাহলে তা সঠিক, হ্যাঁ।

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: জি হ্যাঁ।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: তাই আমি বলি, এটি তাঁদেরই মানহাজের অংশ।

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: না, আর তা ছাড়া এ বিষয়ে বহু ঘটনাও আছে — যেগুলোতে তাঁদের জন্য বিষয়টি বাস্তবে ফলে গিয়েছিল।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: জি হ্যাঁ।

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: এ কারণেই কোনো কোনো আলিম এগুলোকে তাজরিবা (অভিজ্ঞতা) হিসেবে উল্লেখ করেন।

দাঁতের ব্যথার আয়াত: আলোচনার ধাপ

১ আয়াত
রাত ও দিনে যা স্থিত হয় — ব্যথার জন্য, বিশেষত দাঁতের ব্যথায়, আলিমগণ উল্লেখ করেন

২ আল-খুদাইরী: সালাফের মানহাজ
ব্যথা বা শিফার কাছাকাছি অর্থ আছে এমন আয়াত খোঁজা

৩ আল-খুদাইরী: লফযের বরকত
আয়াতটির উদ্দেশ্য এই নয় যে এর দ্বারা শিফা চাওয়া হবে; আলিমগণ «সুকূন» শব্দের বরকত নিয়েছেন

৪ আত-তাইয়ারের প্রশ্ন
কেউ শিফা প্রার্থনা করলে? আল-খুদাইরী: শিফা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে হলে তা সঠিক

৫ আশ-শাহরীর কথা
কোনো কোনো আলিম এগুলোকে তাজরিবা হিসেবে উল্লেখ করেন

ড. আল-খুদাইরী ও আলোচকদের কথোপকথন অনুযায়ী — প্রতিটি কথা বক্তার নিজের

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: ঠিক।

৪. আসল প্রশ্ন – অভিজ্ঞতালব্ধ আমল কি মাশরূ?

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: যেগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে এবং উপকার দিয়েছে — হ্যাঁ, সেগুলো তাঁরা বর্ণনা করেন। তখনই তো আলোচনাটা আসে: এটি কি বাস্তবেই মাশরূ (শরীয়তসম্মত)? এটি কি বৈধ যে আপনি বলবেন — "আল্লাহর কসম, তুমি যদি হাসাদ থেকে শিফা চাও তবে অমুকটি পড়ো, আর দাঁতের ব্যথা থেকে শিফা চাইলে অমুকটি পড়ো" — অথচ এ ব্যাপারে কোনো নস (নির্দিষ্ট শারঈ পাঠ) আসেনি; কেবল কারও কারও কাছে তা পরীক্ষিত হয়েছে, উপকার দিয়েছে, তাই তিনি তা বর্ণনা করেছেন?

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: আর প্রসঙ্গক্রমে বলি — এগুলো তো ইবনুল কাইয়িম *যাদুল মাআদ*-এ উল্লেখ করেছেন; তিনি তো তিব্বে নববীর অংশে এর জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই বরাদ্দ করেছেন, এবং সালাফ থেকে বর্ণিত এর অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। যেমন — কোনো নারীর প্রসব কষ্টকর হয়ে পড়লে তার উপর পড়া হবে:

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ

مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾

> "যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে (১), এবং তার রবের আদেশ শুনবে ও তা-ই তার কর্তব্য (২), আর যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে (৩), এবং তার ভেতরে যা আছে তা বাইরে ছুড়ে দিয়ে খালি হয়ে যাবে (৪)।" — সূরা আল-ইনশিকাক ৮৪:১–৪

তাঁরা বলেছেন, সুবহানাল্লাহ, এতে উপকার হয় — নারীর প্রসব হালকা হয়ে যায়; জি হ্যাঁ, তার উপর প্রসব সহজ হয়ে আসে। আর আমরা তা স্বচক্ষে দেখেছি — যেমনটি শাইখ আবদুর রহমান তাজরিবার প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেন — বহু ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন লফযটি অবস্থার সঙ্গে মানানসই; আপনি সেই লফযটি পড়েন, আর সেই অবস্থার উপর তার প্রভাব দেখতে পান।

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: আর এটি তো বিশেষভাবে খাওয়াসসুল কুরআন (কুরআনের বিশেষ গুণাবলি) প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: জি হ্যাঁ।

---

৫. শর্ত ও প্রতিবন্ধক – একজনের ক্ষেত্রে যা কাজ করে, আরেকজনের ক্ষেত্রে না-ও করতে পারে

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: উলূমুল কুরআনের আলিমগণ বিষয়টি খাওয়াসসুল কুরআন নামক প্রকারের অধীনে উল্লেখ করেন — অবশ্যই তাজরিবার (অভিজ্ঞতার) দিক থেকে। আর একটু আগে ড. আবদুর রহমান যেদিকে ইঙ্গিত করলেন: এটি একজনের ক্ষেত্রে উপকার দিলেই যে অন্যের ক্ষেত্রেও উপকার দেবে, তা আবশ্যক নয় — কারণ এর ভেতরে শর্ত (শুরূত) ও প্রতিবন্ধক (মাওয়ানি) আছে। হতে পারে শর্তগুলো পূর্ণ হয়েছে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলো দূর হয়নি; কিংবা প্রতিবন্ধক দূর হয়েছে অথচ শর্তগুলো পূর্ণ হয়নি। এটি তো ওষুধেরই মতো — একই ওষুধ একজনের উপকার করে, আরেকজনের করে না।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: ঠিক, ঠিক।

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: এ কারণেই আমার বক্তব্য — আমরা যখন এ বিষয়ে কথা বলি, তখন খেয়াল রাখতে হবে যে বিষয়টির মূল (আসল) জায়িয।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: জি হ্যাঁ।

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: বিষয়টির মূল জায়িয।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তা ঘটবে — এটা আবশ্যক নয়।

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: হ্যাঁ। আর তেমনি এটিও আবশ্যক নয়, বরং জায়িযও নয় — অর্থাৎ একে সংখ্যা দিয়ে বাঁধা: "যে চল্লিশ বার পড়বে তার জন্য এই হবে" — এ ধরনের নির্দিষ্টকরণ।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: হ্যাঁ, ঠিক।

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: বরং সে কেবল এর দ্বারা শিফা চাইবে, অথবা এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে এই কিতাবের বরকত প্রার্থনা করবে — আল্লাহ তার জন্য যতটুকু সহজ করে দেন সেই অনুযায়ী, কোনো রকম গণনার (তাদাদ) সংযোজন ছাড়াই। কারণ সংখ্যার ক্ষেত্রে অপরিহার্য কী?

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: নস।

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: নস — আপনি ঠিক বলেছেন, হ্যাঁ।

শর্ত, প্রতিবন্ধক ও সংখ্যা

করুন

- ✓ মূল (আসল) বিষয়টি জায়িয
- ✓ কেবল শিফা বা কিতাবের বরকত চাওয়া

করবেন না

- ✗ ধরে নেওয়া: একজনের উপকারে সবারই হবে
- ✗ সংখ্যা দিয়ে বাঁধা — আবশ্যক নয়, জায়িযও নয়
- ✗ গণনা জুড়ে দেওয়া — সংখ্যায় নস অপরিহার্য

সবগুলো ড. মুসাইদ আত-তাইয়ারের বক্তব্য, ড. আল-খুদাইরীর সমর্থনসহ: এতে শর্ত ও প্রতিবন্ধক আছে; একই ওষুধ একজনের উপকার করে, আরেকজনের করে না

---

৬. «শিফা ও রহমত» – এবং ইমাম কুরতুবীর ঘটনা

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: নস... আর এর সাধারণ (মুতলাক) রূপটি তো আল্লাহ তাআলার এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত; আর তা যালিমদের ক্ষতিই কেবল বাড়ায়।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৮২

হ্যাঁ।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: এতে রয়েছে «শিফা ও রহমত» — এর মধ্যেই তো ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহর সেই ঘটনাটি পড়ে, যা তিনি উল্লেখ করেছেন: ফিরিঙ্গিদের (ইফরানজ) একদল লোক তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিল কিংবা তাঁকেই খুঁজছিল; তারা যখন তাঁর দিকে এগিয়ে এল, তিনি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার এই বাণী পড়লেন:

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

> "আর আমি তাদের সামনে এক প্রাচীর ও তাদের পেছনে এক প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদের আচ্ছন্ন করে দিয়েছি; ফলে তারা দেখতে পায় না।" — সূরা ইয়াসীন ৩৬:৯

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: কারণ তিনি তো বলছেন, তিনি একটি খোলা জায়গায় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত অবস্থায় ছিলেন।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: জি হ্যাঁ, হ্যাঁ। তিনি বলেছেন: তারা আমাকে অতিক্রম করে গেল এবং ফিরিঙ্গি ভাষায় একটি শব্দ বলল — অর্থাৎ "এ তো এক জিন! লোকটা কোথায়?"

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন।

---

৭. «সূরা বনী ইসরাঈলের শেষ আয়াত» – একজন সহকর্মীর আশ্চর্য অভিজ্ঞতা

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: জি হ্যাঁ, তারপর তারা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি — তারা তাঁকে দেখতেই পায়নি, আর কোনো অনিষ্টও করতে পারেনি। আর আমার এক সহকর্মী আমাকে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার এই বাণী প্রসঙ্গে একটি আশ্চর্য কথা বলেছেন:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

> "আর বলো: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই, এবং দুর্বলতার কারণে তাঁর কোনো সাহায্যকারীও নেই। আর তুমি তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করো পূর্ণ মহিমায়।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:১১১

তিনি বললেন: এই আয়াতটি আপনি পড়বেন আর কোনো জিনিস হারাবেন — এমন হয় না। তিনি বললেন: আমি বিশ বছর — কিংবা বললেন পঁচিশ বছর — ধরে প্রতিদিন এটি পড়ছি, আর এই সময়ের মধ্যে আমি কিছুই হারাইনি; আমার কোনো জিনিসই খোয়া যায়নি।

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: সুবহানাল্লাহ।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: তিনি বলছেন — না কোনো চাবি, না কোনো কলম, না অন্য কোনো কিছু।

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: সুবহানাল্লাহ! কিন্তু আপনি যখন এর শব্দগুলো নিয়ে ভাবেন, তখন এর সঙ্গে ওই বিষয়ের সম্পর্ক কোথায়...

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: আমি জানি না। ইবন কাসীর রহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীরে কোনো কোনো সালাফ থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা এই উদ্দেশ্যেই আয়াতটি পড়তেন।

---

৮. এ বিষয়ে রচিত একটি গবেষণা-গ্রন্থ

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: আইওয়া, বাহ, চমৎকার! আর এই অধ্যায়ে গবেষকদের একজন — ড. তুরকী আল-হুওয়াইমিল — একটি কিতাব লিখেছেন, যার নাম রেখেছেন **خواص القرآن الكريم** (*খাওয়াসসুল কুরআনিল*

কারীম)। সেটি এ ধরনের অর্থ নিয়ে আলোচনা করে; এবং এমন আয়াত দিয়ে শিফা প্রার্থনা করা — যেগুলোর ব্যাপারে কোনো নস আসেনি — তা নিয়েও; আর কোনো কোনো আলিম থেকে বর্ণিত তাজরিবাগুলো ও অনুরূপ বিষয় নিয়েও। এ ছাড়া এই অধ্যায়ের কিছু উত্তম শর্ত-সীমারেখাও (দাওয়াবিত) সেখানে আছে।

---

৯. হারানো নোটবই ও সূরা আদ-দুহার ঘটনা

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: ড. খালিদ আল-মুযাইনীর একটি ঘটনা ঘটেছিল। তিনি একবার একটি টুইট করলেন, তাতে বললেন: "আমার একটি মূল্যবান নোটবই হারিয়ে গেছে; তাতে বহু ফায়িদা ও দুর্লভ সংগ্রহ ছিল, বহু আগে থেকে জমিয়েছিলাম — আর সেটির কোনো হদিস পাচ্ছি না।" টুইটটির ভাষ্য ঠিক এমনই ছিল।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: তখন আমি তাঁকে জবাব দিলাম, বললাম: সূরা আদ-দুহা পড়ুন, ইনশাআল্লাহ আপনি সেটি পেয়ে যাবেন। সকালবেলা তিনি একটি বার্তা পাঠালেন, বললেন: "আপনাদের সুসংবাদ দিচ্ছি — যে নোটবইটি ফিরে পাওয়ার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম, সেটি পেয়ে গেছি।" লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, কীভাবে পেলেন? তিনি বললেন: অমুককে জিজ্ঞেস করুন — আমাকেই বোঝাচ্ছিলেন।

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: আর আপনি কোন ভিত্তিতে কথাটি বলেছিলেন?

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: আমি এই ভিত্তিতে বলেছিলাম যে, আলিমগণ এটি উল্লেখ করেন — যার কিছু হারিয়ে গেছে বা যার কিছু খোয়া গেছে, তার জন্য এটি পড়া হয়।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী ও ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার *(একসঙ্গে)*: "ওয়া ওয়াজাদাকা দ্বাল্লান ফাহাদা"... "ওয়া ওয়াজাদাকা"...

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: আশ্চর্য! সুবহানাল্লাহিল আযীম।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: তো এই আয়াত — বরং এই সূরা — সম্পর্কে আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, এর বিশেষ গুণাবলির (খাওয়াস) অন্তর্ভুক্ত হলো: যার কিছু হারিয়ে গেছে সে এটি পড়লে হারানো জিনিসটি পেয়ে যায়। কারণ আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা বলেছেন:

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

> "আর তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথের সন্ধানহীন, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন।" — সূরা আদ-দুহা ৯৩:৭

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: বাহ! আল্লাহর কসম, এ এক গুরুত্বপূর্ণ ফায়িদা।

আলোচকদের বর্ণিত ঘটনা

বর্ণিত তিনটি ঘটনা

ইমাম কুরতুবী
ইয়াসীনের আয়াত পড়লেন; ফিরিঙ্গিরা তাঁকে দেখতেই পায়নি

সহকর্মীর কথা
ইসরার শেষ আয়াত প্রতিদিন পড়ে বিশ বা পঁচিশ বছরে কিছু হারাননি

সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন
আশ-শাহরী: সম্পর্ক কোথায়? আল-খুদাইরী: আমি জানি না

ইবন কাসীর
কোনো কোনো সালাফ থেকে এই উদ্দেশ্যে পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন

হারানো নোটবই
সূরা আদ-দুহা পড়তে বলা হলো; তিনি পেয়েছেন বলে জানালেন

আলিমদের উল্লেখ
যার কিছু হারিয়েছে, তার জন্য এই সূরা পড়া হয়

প্রতিটি ঘটনা বক্তার নিজের বর্ণনা, ড. আল-খুদাইরীর মুখে

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: জি হ্যাঁ, হ্যাঁ।

১০. তাহলে কি অর্থ মিলিয়ে আয়াত খুঁজে বেড়ানো উচিত?

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: কিন্তু হে শাইখগণ, এটি কি আমাদের এমন আহ্বান জানায় যে — যেসব আয়াতে এই অর্থগুলো আছে সেগুলো খুঁজে বের করব, এবং সেগুলো পড়ব বা সেগুলো দিয়ে রুকইয়াহ করব?

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: আমার মনে হচ্ছে এটি তো বিদ্যমানই আছে, তবে...

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: যেমন উদাহরণস্বরূপ যাকারিয়্যা আলাইহিস সালামের এই বাণীতে:

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

> "হে আমার রব! আমাকে একা রেখে যেয়ো না; আর তুমিই তো সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।" — সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৯

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: এটি তো দুআ — এতে কোনো সমস্যা নেই।

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: হ্যাঁ, অর্থাৎ কেউ তা পড়বে অথবা তা দিয়ে দুআ করবে — কার জন্য?

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: আমি যতটা জানি, আদ-দামীরীর *হায়াতুল হায়াওয়ান* কিতাবে এ ধরনের বিষয় আছে।

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: আইওয়া।

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: এই জাতের অনেক কিছুই সেখানে আছে।

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: রুকইয়াহর ব্যাপারে, তাই তো।

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: হ্যাঁ, ঠিক — "যে অমুকটি পড়ল, তার জন্য অমুক হলো", "যে অমুকটি পড়ল..." — এ ধরনের।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: সেই সঙ্গে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন নানা জিনিসও এসেছে — দুঃখজনকভাবে এমনটি প্রচুর, হ্যাঁ।

---

১১. সুফীদের অনুপ্রবেশ ও এই অধ্যায়ের বিকৃতি

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: আর ঠিক এই অধ্যায়টিতে — অর্থাৎ এসব বিষয়ের অধ্যায়টিতে — কিছু সুফী এবং যারা তাদের পথে চলেছে, তারা ঢুকে পড়েছে; ফলে তারা এই অধ্যায়টিকে নষ্ট করে ফেলেছে। তাই বহু মানুষ ধারণা করে নিয়েছে যে...

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: ...পুরোটাই...

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: হ্যাঁ, ঠিক — এই পুরোটাই ভুল ও অশুদ্ধ। অথচ আমরা যেমন উল্লেখ করেছি, বরং রুকইয়াহর ক্ষেত্রে যে হাদীসটিকে মূল ভিত্তি ধরা হয়, সেটিই এসেছে তাজরিবার (অভিজ্ঞতার) দিক থেকে।

---

১২. সূরা ফাতিহার রুকইয়াহ – মূলটাই ছিল ইজতিহাদ ও তাজরিবা

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: আপনি ঠিক বলেছেন — সেটিই তো...

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: সেই সাহাবী — হ্যাঁ, ঠিক — যিনি বলেছিলেন যে...

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: সূরা ফাতিহা...

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: হ্যাঁ, সূরা ফাতিহা। তিনি যখন গোত্রপ্রধানের উপর তা পড়লেন — তখন তো তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকেও কোনো সংবাদ ছিল না, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকেও কোনো সংবাদ ছিল না যে সূরা ফাতিহা একটি রুকইয়াহ।

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: ঠিক।

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: বরং তা ছিল কেবল তাঁর নিজের ইজতিহাদ, আর তা মিলে গেল — কীসের সঙ্গে?

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: অর্থাৎ সাফল্যের সঙ্গে...

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: হ্যাঁ, ঠিক — অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হলো। তিনি বললেন:

وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ

> "তুমি কীভাবে জানলে যে এটি রুকইয়াহ? আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি অংশ রাখো।"

সুতরাং বিষয়টির মূলই দাঁড়িয়ে আছে তাজরিবার উপর — অর্থাৎ এটিই বিষয়টির মূল। আর এর ভিত্তিতেই বলা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিষেধও করেননি বা তেমন কিছু বলেননি; এটিও এমন একটি বিষয় যা মূলের বৈধতার ইঙ্গিত দেয়।

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: এর সঙ্গে যোগ করুন আমাদের উল্লেখিত সেই আয়াতটি — «ওয়া নুনায্যিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউঁ ওয়া রহমাহ» — তাহলে মূল দাঁড়ায় এটিই, আর এটিই প্রমাণ করে...

ফাতিহার সাহাবী: আত-তাইয়ারের ব্যাখ্যা

১ সাহাবী ফাতিহা পড়লেন
গোত্রপ্রধানের উপর

২ তখনকার অবস্থা
আল্লাহ বা রাসূলের পক্ষ থেকে কোনো সংবাদ ছিল না যে ফাতিহা রুকইয়াহ

৩ সেটি ছিল
তাঁর নিজের ইজতিহাদ, যা মিলে গেল

৪ নবীর কথা
কীভাবে জানলে এটি রুকইয়াহ? আমার জন্যও অংশ রাখো

৫ নিষেধ না করা
মূলের বৈধতার ইঙ্গিত

৬ সঙ্গে যোগ করুন
শিফা ও রহমতের আয়াত — তাহলে মূল দাঁড়ায় এটিই

বিষয়টির মূল তাজরিবার উপর দাঁড়িয়ে — ড. আত-তাইয়ারের বক্তব্য

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: ...এর মাশরূইয়্যাত (শরীয়তসম্মত হওয়া)...

ড. মুসাইদ আত-তাইয়ার: হ্যাঁ, ঠিক...

---

১৩. অন্তরের ইয়াকীন – একই আয়াত, দুই ফল

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: এ বিষয়ে বাস্তবে একটি মাসআলা রয়ে গেছে, যেদিকে আমাদের খেয়াল করা উচিত। সেটি হলো — পাঠের সময় মানুষের অন্তরে যা ঘটে। কারণ দুজন মানুষ একই আয়াত পড়ে, অথচ একজনের উপকার হয়, অন্যজনের হয় না — যেমনটি একটু আগেই বলেছি। আর এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তরের কোনো একটি বিষয়ের দিকেই ফিরে যায়: একজন মানুষ তা পড়ে দৃঢ় ইয়াকীনসহ, আর আরেকজন পড়ে কেবল শব্দ উচ্চারণ করে, কোনো ইয়াকীন ছাড়াই — কিংবা নিছক পরীক্ষা করে দেখার জন্য... "একটু দেখি তো..."

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: ...দেখা যাক কাজ করে কি না...

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: হ্যাঁ ঠিক — তাহলে সন্দেহ নেই যে এই দুজনের মধ্যে পার্থক্য আছে।

ড. আবদুর রহমান আশ-শাহরী: আপনি ঠিক বলেছেন, চমৎকার। আর এখানেও তো মূল বিষয়টি হলো কুরআন দিয়ে শিফা প্রার্থনা।

ড. মুহাম্মাদ আল-খুদাইরী: সাধারণভাবে — হ্যাঁ, সাধারণভাবেই।

(এখানেই «বাইয়িনাত»-এর এই পর্বের প্রতিলিপি শেষ।)

এক নজরে

- ★ বিদআত (ইমাম শাতিবী): নবআবিষ্কৃত পথ, শারঈ পথের অনুরূপ, ইবাদতে বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে
- ★ শাইখ আল-হিবশী: এসব কাজ নৈকট্য ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে করা হয় না
- ★ ড. আত-তাইয়ার: মূল বিষয়টি জায়িয; একজনের উপকারে অন্যের উপকার আবশ্যক নয়
- ★ ড. আত-তাইয়ার: সংখ্যা দিয়ে বাঁধা আবশ্যক নয়, জায়িযও নয়; সংখ্যায় নস অপরিহার্য
- ★ ড. আত-তাইয়ার: ফাতিহার সাহাবীর কাজ ছিল নিজের ইজতিহাদ; নবী নিষেধ করেননি
- ★ ড. আল-খুদাইরী: অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থক্য হয় পাঠের সময় অন্তরের ইয়াকীন থেকে
- ★ ড. আত-তাইয়ার: এসব বিষয়ের অধ্যায়টিতে কিছু সুফী ও তাদের পথের লোকেরা ঢুকে তা নষ্ট করেছে

যাচাই করুন

1. ইমাম শাতিবীর সংজ্ঞা অনুযায়ী বিদআতে চলার উদ্দেশ্য কী?

ক. শিফা প্রার্থনা করা

খ. আল্লাহর ইবাদতে বাড়াবাড়ি করা

গ. প্রসব সহজ করা

2. ঘুম থেকে জাগরণের জন্য যা পড়া হয়, শাইখ আল-হিবশীর মতে তা কোনটির অন্তর্ভুক্ত?

ক. শিফা প্রার্থনা (ইস্তিশফা)

খ. আনুগত্যে সাহায্য প্রার্থনা (ইস্তিআনা)

গ. উপায় অবলম্বন (ফিলুল আসবাব)

3. দাঁতের ব্যথা প্রসঙ্গে আলিমগণ আয়াত থেকে কিসের বরকত নিয়েছেন বলা হয়েছে?

ক. আয়াতের সংখ্যার

খ. আয়াতের সূরার নামের

গ. সুকূন (স্থির হওয়া) শব্দটির

4. সংখ্যা দিয়ে বাঁধা ("যে চল্লিশ বার পড়বে...") সম্পর্কে ড. আত-তাইয়ার কী বলেছেন?

ক. সুন্নাহ

খ. সবচেয়ে উত্তম

গ. আবশ্যক নয়, বরং জায়িযও নয়

5. সূরা ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহ করার সাহাবীর কাজকে ড. আত-তাইয়ার কী বলেছেন?

ক. তাঁর নিজের ইজতিহাদ, যা মিলে গেল

খ. আগেই জানা শারঈ নির্দেশ

গ. নবীর শেখানো পদ্ধতি

6. একই আয়াত পড়ে একজনের উপকার, অন্যজনের না — ড. আল-খুদাইরী অধিকাংশ ক্ষেত্রে কী কারণ বলেছেন?

ক. পাঠের সংখ্যা

খ. অন্তরের দৃঢ় ইয়াকীন আছে কি না

গ. পাঠের দিন বা ক্ষণ

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-গ, ৪-গ, ৫-ক, ৬-খ

অধ্যায় ২৪ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২৫

কিতাব: জাওয়াবুশ শুবুহাতিল মুসারা হাওলা শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়া

তাজরিবাতুস সালিকীন (সালিকদের অভিজ্ঞতা)

গ্রন্থপরিচয় *(ফোলিও ১৪০, বইয়ে ছাপা মলাটসহ)*:

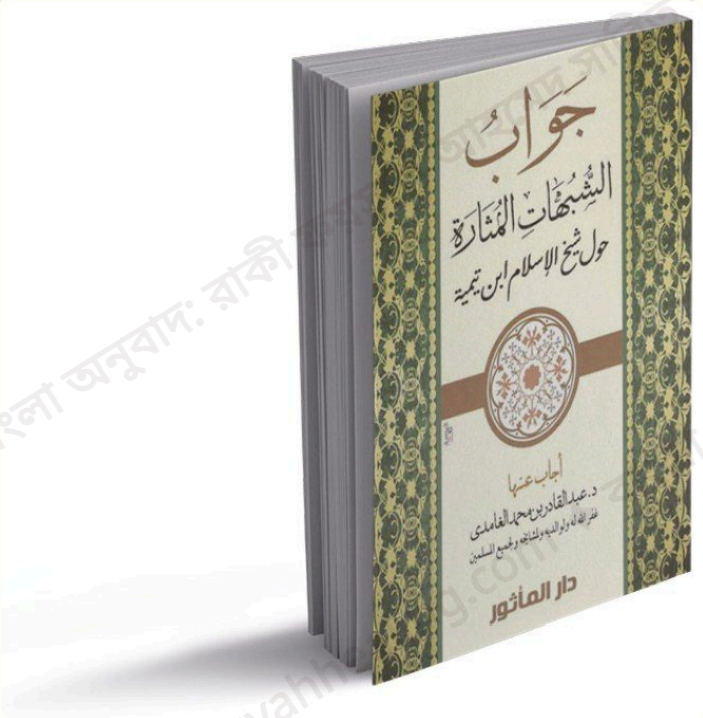

تجريبات السالكين – كتاب جواب الشبهات المثارة حول شيخ الإسلام ابن تيمية

রচয়িতা: উস্তায ড. শাইখ আবদুল কাদির ইবন মুহাম্মাদ আল-গামিদী হাফিযাহুল্লাহ — মাসজিদুল হারাম (মক্কা) ইনস্টিটিউটের আকীদা বিভাগের শিক্ষক / মারকাযুল বাহসিল ইলমীর (বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র) বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক ওয়াকীল (উপ-পরিচালক)।

মলাটে প্রকাশকের নাম: দারুল মা'সূর।

চৌত্রিশতম সংশয়: "ইবন তাইমিয়া তো নিজেই যিকর উদ্ভাবন করেন – তবে সুফীদের উপর আপত্তি কেন?"

(বইয়ে শিরোনাম: الشبهة الرابعة والثلاثون: ابن تيمية يبتدع أذكار فلماذا الإنكار على الصوفية؟)

উত্তর:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। অতঃপর — ইবনুল কাইয়িম উল্লেখ করেছেন যে, ওটি সালিকদের অভিজ্ঞতার (তাজরিবাতুস সালিকীন) অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা চিকিৎসার (তাদাওয়ী) অধ্যায়ভুক্ত, এবং অন্তরের ওষুধসমূহের একটি প্রকার —

তাওকীফী যিকরের অধ্যায়ভুক্ত নয়।

এমতাবস্থায় সেই ওষুধটি অন্যান্য ওষুধের মতোই ব্যবহার করা হবে — যতক্ষণ না রোগ দূর হয়। এ ক্ষেত্রে তা যিকরসমূহের বিপরীত, কারণ যিকর তো স্থায়ী (দায়িমা)।

যিকর ও তাজরিবা-ওষুধ

যিকর	এই অভিজ্ঞতা (ওষুধ)
তাওকীফী যিকরের অধ্যায়	চিকিৎসার (তাদাওয়ী) অধ্যায়
যিকর স্থায়ী (দায়িমা)	ওষুধের মতো ব্যবহার, যতক্ষণ না রোগ দূর হয়

ড. আবদুল কাদির আল-গামিদীর কিতাবের জবাব — ইবনুল কাইয়িমের উল্লেখের ভিত্তিতে

আর চিকিৎসা — তা ভেষজ ইত্যাদির দ্বারা হোক কিংবা কুরআনের দ্বারা, আর কুরআন তো সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ — যদি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় পরীক্ষা করা হয় এবং সেই তাজরিবা সঠিক প্রমাণিত হয়, তবে সেই সংখ্যাতেই তা ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই; যদিও এর কোনো নির্দিষ্ট ওষুধ-প্রয়োগের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দলীল না-ও এসে থাকে — কারণ গোটা কুরআনই শিফা।

সুতরাং যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট রোগের জন্য একটি নির্দিষ্ট আয়াত নির্দিষ্ট সংখ্যায় পরীক্ষা করে দেখল এবং তা উপকারী পেল, তার জন্য এতে কোনো অসুবিধা নেই। এ কারণেই আপনি দেখতে পান, যাঁরা মানুষকে বদনজর, মস কিংবা অন্যান্য রোগ থেকে রুকইয়াহ করেন, তাঁরা বহু আয়াত পড়ে যান; অতঃপর কোনো নির্দিষ্ট আয়াতের সময় রোগীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তাঁরা সেটি বারবার পুনরাবৃত্তি করেন — আর তাতে তাঁরা বিরাট উপকার পান।

(বইয়ে ঠিক এই বাক্যাংশটুকুই দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে — শাইখ আল-হিবশীর মূল উদ্দিষ্ট প্রমাণ এটিই।)

আর তেমনি — কোনো ব্যক্তির অন্তর যদি কোনো নির্দিষ্ট আয়াতের কাছে এসে বিগলিত হয়, তবে তার জন্য সেই আয়াতটি পুনরাবৃত্তি করা বিধিসম্মত — এমনকি ভোর পর্যন্ত হলেও।

জবাবের যুক্তির ধাপ

১ **ইবনুল কাইয়িমের উল্লেখ**
ওটি সালিকদের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত

২ **অধ্যায়**
চিকিৎসার; অন্তরের ওষুধের একটি প্রকার

৩ **নির্দিষ্ট সংখ্যায় পরীক্ষিত**
তাজরিবা সঠিক প্রমাণিত হলে সেই সংখ্যায় ব্যবহারে অসুবিধা নেই

৪ **কারণ**
গোটা কুরআনই শিফা

৫ **রাকীদের কাজ**
বহু আয়াত পড়েন; প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে সেটি বারবার পুনরাবৃত্তি করেন

৬ **বিগলিত অন্তর**
নির্দিষ্ট আয়াতে অন্তর বিগলিত হলে পুনরাবৃত্তি বিধিসম্মত — ভোর পর্যন্ত হলেও

ড. আল-গামিদীর কিতাবের জবাব, শাইখ আল-হিবশী যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন

রেফারেন্স সংক্রান্ত টীকা: এই অংশের (ফোলিও ১৩০–১৪০) প্রতিটি আয়াত মূল উসমানী পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে — আল-আনআম ৬:১৩, সাদ ৩৮:২৯, আল-ইনশিকাক ৮৪:১–৪, আল-ইসরা ১৭:৮২, ইয়াসীন ৩৬:৯, আল-ইসরা ১৭:১১১, আদ-দুহা ৯৩:৭, আল-আম্বিয়া ২১:৮৯। এই পৃষ্ঠাগুলোতে আয়াত-নম্বর উল্টে ছাপার (RTL রেন্ডারিং) কোনো ঘটনা নেই — কারণ বইয়ে এই গোটা অংশে একটিও আয়াত-নম্বর ছাপা হয়নি; সূরা-নাম ও আয়াত-নম্বর সবই মূল পাঠ মিলিয়ে অনুবাদে যোগ করা হয়েছে। আল-ইনশিকাকের ﴿١﴾ ﴿٤﴾…﴿٣﴾…﴿٢﴾ চিহ্নগুলো অনুবাদকের সংযোজন।

যাচাই করুন

1. ইবনুল কাইয়িমের উল্লেখ অনুযায়ী ওটি কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত?

ক. তাওকীফী যিকর

খ. সালিকদের অভিজ্ঞতা (তাজরিবাতুস সালিকীন)

2. যিকর সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়েছে, যা ওষুধের ক্ষেত্রে ভিন্ন?

ক. যিকর তো স্থায়ী (দায়িমা)

খ. যিকর রোগ দূর হওয়া পর্যন্ত চলে

3. নির্দিষ্ট সংখ্যায় পরীক্ষিত ও সঠিক প্রমাণিত তাজরিবা সম্পর্কে জবাবে কী বলা হয়েছে?

ক. সেই সংখ্যাতেই ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই

খ. সংখ্যা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

4. কোনো ব্যক্তির অন্তর নির্দিষ্ট আয়াতে বিগলিত হলে কী বলা হয়েছে?

ক. তা নিষিদ্ধ

খ. কেবল একবার পড়া যাবে

গ. পুনরাবৃত্তি বিধিসম্মত — এমনকি ভোর পর্যন্ত হলেও

উত্তর: ১-খ, ২-ক, ৩-ক, ৪-গ

অধ্যায় ২৫ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২৬

প্রশ্ন ও উত্তর – শাইখ আল-হিবশীর নিজস্ব জবাব

(মুদ্রিত ফোলিও ১৪১–১৫০। এটি أسئلة وأجوبة অংশ — গোটা বইয়ের বিশ্লেষণী কেন্দ্র। এখানে শাইখ খালিদ আল-হিবশী চৌদ্দটি প্রশ্নের নিজস্ব উত্তর দিয়েছেন। এর ভেতরেই রয়েছে তাখসীসের সেই তিন-ভাগ শ্রেণিবিভাগ — মাসনূন, তাজরিবাভিত্তিক ও হারাম — যা রাকীর জন্য বাস্তব সিদ্ধান্তের কাঠামো।)

(পূর্ববর্তী আলোচনার শেষ সূত্র ধরে ফোলিও ১৪১-এর উপরিভাগে শাইখ বলেছেন: কিছু মানুষ নির্দিষ্ট আয়াত বহুবার পুনরাবৃত্তি করে তাতে বিরাট উপকার পেয়েছেন; তেমনি কোনো ব্যক্তির অন্তর যদি কোনো নির্দিষ্ট আয়াতে কোমল হয়, তবে সেই আয়াতটি তার জন্য পুনরাবৃত্তি করা বিধিসম্মত — এমনকি ভোর পর্যন্ত হলেও।)

১. রুকইয়াহতে আয়াতের তাখসীস কি অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত হতে হবে?

আয়াতের তাখসীসের ক্ষেত্রে মূলনীতি (আসল) হলো — তা অবশ্যই কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে, বিশেষত যখন ফলাফল নির্ধারণ করে বলা হয়।

তবে রুকইয়াহতে কিছু আয়াত ও সূরা তাজরিবার (অভিজ্ঞতার) দিক থেকে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এর প্রথম দলিল হলো সূরা আল-ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহর হাদীস — কারণ সেই সাহাবী ফাতিহাকে নির্দিষ্ট করেছিলেন তা যে রুকইয়াহ, সেটি জানার আগেই; আর নবী ﷺ তাঁর সেই কাজকে অনুমোদন দিয়েছেন।

২. চিকিৎসায় আয়াত তাখসীসের প্রকার ও শ্রেণিবিভাগ কী কী?

(এটিই এই অংশের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। শাইখ তাখসীসকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন — একটি সুন্নাহসম্মত, একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও বৈধ, এবং একটি সম্পূর্ণ হারাম। নিচে প্রতিটি আলাদা করে দেওয়া হলো।)

তাখসীসের তিন প্রকার

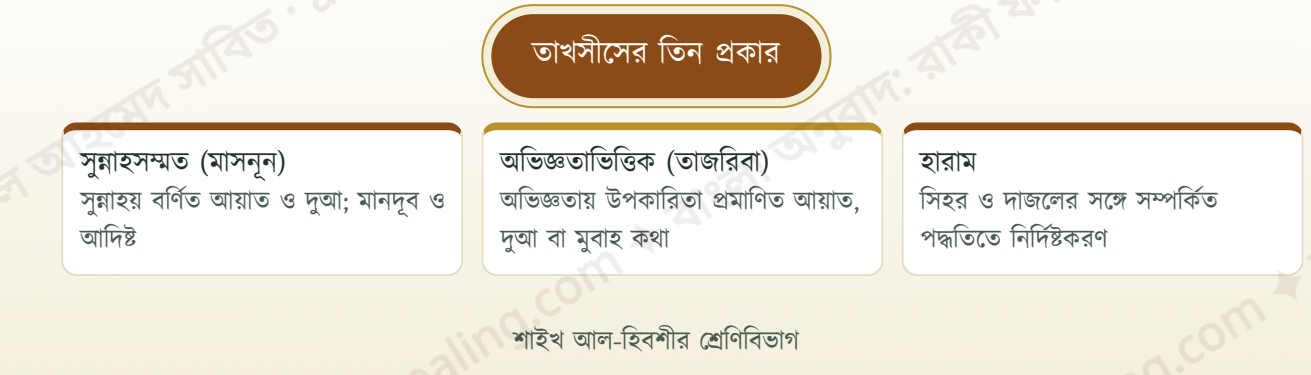

শাইখ আল-হিবশীর শ্রেণিবিভাগ

২ (ক). প্রথম প্রকার – সুন্নাহসম্মত তাখসীস (তাখসীস মাসনূন)

সুন্নাহয় যেসব আয়াত ও দুআ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর তাখসীস একটি মানদূব ও আদিষ্ট বিষয় — যেমন এসেছে ঠিক তেমনভাবেই তা করতে হবে:

- ইচ্ছাকৃত কোনো বৃদ্ধি ছাড়া,
- কোনো ঘাটতি ছাড়া,
- এবং তা'সীলের (মূলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার) দিক থেকে কোনো বৃদ্ধির প্রতি দিকনির্দেশনা ছাড়া —

কেবল সেটুকু ছাড়া যা আজর ও সাওয়াব বৃদ্ধির দরজা থেকে আসে। যেমন বুখারী (৩২৯৩) ও মুসলিম (২৬৯১) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ، إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ

> "যে ব্যক্তি দিনে একশত বার বলবে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর' — তার জন্য তা দশটি দাস মুক্ত করার সমতুল্য হবে, তার জন্য একশত নেকি লেখা হবে, তার থেকে একশত গুনাহ মুছে দেওয়া হবে, এবং সেই দিনটিতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তা তার জন্য শয়তান থেকে এক দুর্গ হবে। আর কেউ তার চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে আসতে পারবে না — কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া, যে তার চেয়েও বেশি আমল করেছে।"

তবে এই "বৃদ্ধির অবকাশ" সেসব বিষয়ে প্রযোজ্য যেগুলো ওয়াজিব ইবাদতসংক্রান্ত নয় — যেমন সালাতের যিকরসমূহ এবং সকাল-সন্ধ্যার নির্দিষ্ট (মাখসূস) যিকরসমূহ ও তদ্রূপ বিষয়; এগুলোতে বৃদ্ধি-ঘাটতির অবকাশ নেই।

সুন্নাহসম্মত তাখসীসে নিয়ম

করুন	করবেন না
✓ যেমন এসেছে ঠিক তেমনভাবেই করা	✗ ইচ্ছাকৃত কোনো বৃদ্ধি ✗ কোনো ঘাটতি ✗ তা'সীলের দিক থেকে বৃদ্ধির দিকনির্দেশনা ✗ সালাত ও সকাল-সন্ধ্যার যিকরে বৃদ্ধি-ঘাটতি

শাইখ আল-হিবশী: কেবল আজর ও সাওয়াব বৃদ্ধির দরজা থেকে আসা বৃদ্ধি ছাড়া — তা-ও ওয়াজিব ইবাদতসংক্রান্ত নয় এমন বিষয়ে; অথবা যেখানে দলিল নিয়ে মতভেদ রয়েছে

অথবা সেই ক্ষেত্র, যেখানে মতভেদ রয়েছে — অর্থাৎ কেউ এমন কোনো দলিলের ভিত্তিতে তাখসীস করেছেন, যে দলিলের সহীহ হওয়া বা যঈফ হওয়া নিয়ে মতভেদ আছে, যার অর্থ-উপলব্ধিতে মতভেদ আছে, এবং তা নবী ﷺ-এর সঙ্গে খাস, নাকি অন্যদের জন্যও প্রযোজ্য বা ব্যাপক — তা নিয়েও মতভেদ আছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যরেখা:

রুকইয়াহ ও চিকিৎসায় মাসনূন তাখসীস সেটিই — যার ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়, এমনকি বাস্তবে তা না ঘটলেও। কারণ নবী ﷺ-এর বাণী সত্য ও হক; তিনি প্রবৃত্তি থেকে কিছু বলেন না।

---

২ (খ). সুন্নাহসম্মত তাখসীসের দৃষ্টান্ত

১. ঘুমানোর আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে — যে ব্যক্তি তা পাঠ করে:

فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ مَعَهُ مِنَ اللهِ حَافِظٌ؛ وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ طُوَالَ اللَّيْلِ

حَتَّى يُصْبِحَ

"তার সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক থাকতেই থাকে; আর সারা রাত ভোর হওয়া পর্যন্ত কোনো শয়তান তার নিকটবর্তী হয় না।" — বুখারী ও মুসলিম

এটি একটি নিশ্চিত ফলাফল — আল্লাহ কর্তৃক তাঁর বান্দাকে হিফাযত করার; সুতরাং জেগে ওঠা পর্যন্ত কোনো শয়তান তার কাছে আসতে পারে না।

২. সহীহ মুসলিমে খাওলা বিনতু হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে এসেছে — তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন: যে ব্যক্তি কোনো স্থানে অবতরণ করে অতঃপর বলে:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।"

— তবে সেই স্থান থেকে প্রস্থান করা পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করবে না।

৩. আবূ মাসঊদ আল-বাদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, নবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

"যে ব্যক্তি রাতে সূরা আল-বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, তা দুটিই তার জন্য যথেষ্ট হবে।" — মুত্তাফাকুন আলাইহি (সূরা আল-বাকারা ২:২৮৫–২৮৬)

«كفتاه» (তা দুটি তার জন্য যথেষ্ট হবে)-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: তা দুটি তার পক্ষ থেকে কিয়ামুল লাইলের স্থলাভিষিক্ত হবে। কেউ বলেছেন: সব ধরনের অনিষ্ট থেকে তা যথেষ্ট হবে। কেউ বলেছেন: শয়তানের অনিষ্ট থেকে তা যথেষ্ট হবে। — আর উল্লিখিত সবগুলো ব্যাখ্যাই সহীহ।

এবং কিতাব ও সুন্নাহয় বর্ণিত বিষয় দিয়ে তাখসীসের আরও বহু দলিল রয়েছে।

---

২ (গ). দ্বিতীয় প্রকার – অভিজ্ঞতাভিত্তিক তাখসীস (তাখসীস বিত-তাজরিবা)

সংজ্ঞা: তাজরিবার মাধ্যমে তাখসীস হলো — এমন আয়াত, দুআ বা বৈধ (মুবাহ) কথা নির্দিষ্ট করা, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যেগুলোর উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে — সেগুলোর কোনো ব্যাপক মূলনীতি (আসলুন আম) থাক বা না থাক।

ব্যাপক মূলনীতির উদাহরণ — নবী ﷺ-এর বাণী, আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

إِنَّ اللهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ রোগ ও ওষুধ উভয়ই সৃষ্টি করেছেন; সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো, আর হারাম দিয়ে চিকিৎসা করো না।"

তাখরীজ: ইমাম তাবারানী *আল-মু'জামুল কাবীর*-এ বর্ণনা করেছেন (২৪/২৫৪); আর হাদীসটিকে শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ *আস-সিলসিলাতুস সহীহা*-য় (১৬৩৩) সহীহ বলেছেন।

আর নবী ﷺ-এর বাণী — আওফ ইবন মালিক আল-আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে:

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

> "আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগে রুকইয়াহ করতাম। তো আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়ে আপনি কী মনে করেন? তিনি বললেন: তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো; রুকইয়াহতে কোনো ক্ষতি নেই, যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে।" — মুসলিম

আর আবূ আবদির রহমান থেকে, তিনি বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বলতে শুনেছি:

مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا قَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

> "আল্লাহ এমন কোনো রোগ নাযিল করেননি, যার জন্য তিনি আরোগ্যও নাযিল করেননি — যে তা জেনেছে সে জেনেছে, আর যে তা জানেনি সে জানেনি।"

তাখরীজ: ইমাম আহমাদ তাঁর *মুসনাদ*-এ বের করেছেন; এটি সহীহ লিগাইরিহি এবং এর ইসনাদ হাসান — বুখারীও বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আল-হিবশীর ভাষ্য: আমি বলি — নবী ﷺ-এর বাণী «علمه من علمه، وجهله من جهله» ("যে জেনেছে সে জেনেছে, আর যে জানেনি সে জানেনি") থেকে এটাই বোঝা যায় যে, চিকিৎসা ও আরোগ্যের বিষয়টি তাজরিবা, অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের একটি ক্ষেত্র — যা শরীয়তের সীমারেখা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়: কোনটি হারাম করা হয়েছে এবং কোনটি বৈধ করা হয়েছে।

আর রুকইয়াহর ক্ষেত্রটিও ঠিক তেমনই এক ক্ষেত্র — যা বৈধ তাজরিবার অধীন; সেই তাজরিবা কোনো সাহাবী করুন, কোনো তাবিঈ করুন, কোনো আলিম করুন কিংবা কোনো সাধারণ মুসলিম করুন — বিশেষত রুকইয়াহর প্রসঙ্গে।

আর এ কারণেই আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে নবী ﷺ সেই সাহাবীর সূরা আল-ফাতিহা দিয়ে রুকইয়াহ করাকে এবং অন্য সব ছেড়ে ফাতিহাকেই নির্দিষ্ট করাকে, তা পুনরাবৃত্তি করাকে ও তিন দিন ধরে পাঠ করাকে অস্বীকার করেননি — যেমনটি *সুনানু আবী দাউদ*-এ হাসান সনদে এসেছে:

فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً

> "অতঃপর তিনি তাকে সূরা ফাতিহা দিয়ে তিন দিন — সকাল ও সন্ধ্যায় — রুকইয়াহ করলেন।"

তেমনিভাবে কিছু সাহাবী তাঁদের রুকইয়াহ নবী ﷺ-এর সামনে পেশ করেছিলেন — যেমন সাপের রুকইয়াহ, বিচ্ছুর রুকইয়াহ, বদনজরের রুকইয়াহ, হুম্মার (বিষাক্ত দংশনের) রুকইয়াহ, নামলার রুকইয়াহ এবং আরও অনেক। এগুলো ছিল এমন তাজরিবার ভিত্তিতে তাখসীস, যা আমাদের শরীয়ত নিয়ে আসেনি; তবু আমাদের সম্মানিত নবী ﷺ সেগুলোকে অস্বীকার করেননি — বরং কিছু গ্রহণ করেছেন এবং কিছু সংশোধন করে দিয়েছেন; যাতে সেগুলো শরীয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, এবং যা বলা ও যা দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েজ নয় — তা থেকে সেগুলো মুক্ত থাকে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক তাখসীস: সংজ্ঞা ও দলিল

অভিজ্ঞতাভিত্তিক তাখসীস

সংজ্ঞা অভিজ্ঞতায় উপকারিতা প্রমাণিত আয়াত, দুআ বা মুবাহ কথা; ব্যাপক মূলনীতি থাক বা না থাক	**ব্যাপক মূলনীতি** আল্লাহ রোগ ও ওষুধ সৃষ্টি করেছেন; হারাম দিয়ে চিকিৎসা নয়	**শিরক না থাকা** রুকইয়াহতে ক্ষতি নেই, যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে
চিকিৎসার ক্ষেত্র তাজরিবা ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্র; শরীয়তের সীমারেখায় নিয়ন্ত্রিত	**সূরা ফাতিহা** সাহাবী তিন দিন সকাল-সন্ধ্যায় পড়লেন; নবী অস্বীকার করেননি	**সাহাবীদের রুকইয়াহ** সাপ, বিচ্ছু, বদনজর, হুম্মা, নামলা; কিছু গ্রহণ, কিছু সংশোধন

শাইখ আল-হিবশীর দেওয়া সংজ্ঞা ও হাদীসভিত্তিক দলিল

---

২ (ঘ). তৃতীয় প্রকার – হারাম তাখসীস (তাখসীস মুহাররাম)

এটি হলো সেই তাখসীস, যেখানে আয়াতগুলোকে এমন সব পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট করা হয় যেগুলো সিহর ও দাজল (ভণ্ডামি-প্রতারণা)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত — তা হোক:

- আয়াতগুলোর নিজেদের মধ্যেই (অর্থাৎ কোন আয়াত পড়া হচ্ছে তাতে),
- অথবা সেগুলোর সংখ্যায় (নির্দিষ্ট গণনা-বিধি),
- অথবা সেগুলোকে কেটে টুকরো করায় (**بترها**),
- অথবা সেগুলোকে মিশিয়ে-জোড়া দেওয়ায় (**دمجها**),
- অথবা সেগুলোর সঙ্গে অপরিহার্যভাবে শিরকী দুআ শরিক করায় (**إشراكها مع أدعية شركية لازمة لها**),
- অথবা নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট দিন ও নির্দিষ্ট ভঙ্গি-অবস্থায় (**هيئات مخصوصة**) সেগুলো তিলাওয়াত করায়।

হারাম তাখসীসের রূপগুলো

- ★ আয়াতগুলোর নিজেদের মধ্যেই (কোন আয়াত পড়া হচ্ছে)
- ★ সেগুলোর সংখ্যায় (নির্দিষ্ট গণনা-বিধি)
- ★ আয়াত কেটে টুকরো করায়
- ★ আয়াত মিশিয়ে-জোড়া দেওয়ায়
- ★ আয়াতের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে শিরকী দুআ শরিক করায়
- ★ নির্দিষ্ট সময়, দিন ও ভঙ্গি-অবস্থায় তিলাওয়াতে

শাইখের সংজ্ঞা: সিহর ও দাজলের সঙ্গে সম্পর্কিত পদ্ধতিতে আয়াত নির্দিষ্ট করা — তা হোক নিচের যেকোনোটিতে (শাইখের তালিকা)

(অর্থাৎ — হারাম তাখসীসকে চেনার চিহ্ন পাঁচটি: আয়াতের অখণ্ডতা নষ্ট করা, গোনা-গুনতির শর্ত জুড়ে দেওয়া, আয়াত জোড়া লাগিয়ে নতুন "ফর্মুলা" বানানো, সঙ্গে শিরকী দুআ অপরিহার্য করে দেওয়া, এবং নির্দিষ্ট সময়/দিন/দৈহিক ভঙ্গি শর্ত করা। এর কোনো একটি উপস্থিত হলেই তা আর তাজরিবার বৈধ পরিসরে থাকে না — সিহর ও দাজলের দিকে চলে যায়।)

---

৩. নির্দিষ্ট রোগের জন্য নির্দিষ্ট আয়াত পড়ার তাজরিবায় ইজতিহাদ করার হুকুম কী?

এর হুকুম জায়েজ।

সালাফের কিছু আলিম নিজেরাই তা করেছেন; তাঁরা তা করতে নিষেধও করেননি, এবং তা থেকে সতর্কও করেননি। তাঁদের কেউ পড়েছেন, তাখসীস করেছেন ও বেছে নিয়েছেন; কেউ কেউ আয়াত লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন — আহলুস সুন্নাহর ইমাম, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ, এবং শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ প্রমুখ।

কেউ তাঁদের উপর আপত্তি তোলেননি; বরং আমাদের আলিমগণ তা তাঁদের ফতোয়ায়, কিতাবে, শরহে ও দরসে বর্ণনা করেছেন।

---

৪. সিহরের চিকিৎসায় আয়াতের তাখসীস কি কেবল নুশরা-অধ্যায়ে বর্ণিত সীমার মধ্যেই আবদ্ধ?

(পূর্ণ প্রশ্ন: সিহরের চিকিৎসায় আয়াত দিয়ে তাখসীস করা কি কেবল সেটুকুতেই সীমাবদ্ধ, যা বহু আলিম باب النشرة -এ ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ ও লাইস ইবন আবী সুলাইম থেকে সিহরের আয়াতসমূহ পাঠ করার ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন?)

যেসব আলিম সিহরের চিকিৎসার আলোচনা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ ও লাইস ইবন আবী সুলাইম থেকে বর্ণিত পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন — অর্থাৎ কয়েকটি সূরায় আগত সিহর-সংক্রান্ত আয়াতগুলো পাঠ করায়।

কিন্তু সঠিক কথা হলো: সিহরের চিকিৎসা এবং অন্যান্য চিকিৎসা তাঁরা যা দলিল হিসেবে পেশ করেছেন কেবল সেটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাঁরা নিজেরাই বলেছেন যে, এটি একটি বৈধ (মুবাহ) পদ্ধতি, এবং সমগ্র কুরআনই শিফা।

সুতরাং সিহর, বদনজর ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসার জন্য অন্য আয়াত নির্দিষ্ট করা — যেগুলো রোগের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ — তার শর্ত ও সীমারেখাসহ (ضوابط) সেই অনুযায়ী আমল করা জায়েজ।

আর তা না হলে — অর্থাৎ আমরা যদি তাঁদের কাছেও তাঁদের পদ্ধতির দলিল দাবি করি, তবে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে তাঁদের পক্ষেও কোনো দলিল আমরা পাব না।

সুতরাং সিহরের চিকিৎসার জন্য আয়াতের তাখসীস সীমাবদ্ধ নয়, এবং তা কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে — সেসব আয়াতে, যেগুলো আমরা সিহরে আক্রান্ত রোগীদের উপর পাঠ করেছি, তারা প্রভাবিত হয়েছে এবং নানা প্রকার সিহর থেকে সেগুলো দিয়ে চিকিৎসা লাভ করেছে।

---

৫. তাজরিবা উপকারী প্রমাণিত ও নিশ্চিত হলে কি তা শরীয়তের মর্যাদায় উন্নীত হয়?

না। শরীয়ত থেকে সুনির্দিষ্ট দলিল ছাড়া তাজরিবা কখনও শরীয়তের মর্যাদা লাভ করে না।

তবে তাজরিবার নিজস্ব একটি হুকুম আছে, যা বদলায় না: তা একটি উপকারী, বৈধ (মুবাহ) অভিজ্ঞতা হিসেবেই থেকে যায়, যা কোনো সুনির্দিষ্ট দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় —

কেবল এতটুকু বলা যেতে পারে যে, তাজরিবাটি সেই ব্যাপক মূলনীতির অনুগামী — যে, সমগ্র কুরআনই শিফা।

---

৬. তাখসীস কি কেবল আয়াতেই হয়, নাকি দুআও শামিল করে?

তাখসীস আয়াতেও হয়, এবং বৈধ দুআতেও হয়।

তবে তা এমন দুআ, যা রোগীর সঙ্গে খাস — তার অবস্থার সঙ্গে, তার সিহরের সঙ্গে, এবং তাকে যে বদনজর ও হাসাদ আঘাত করেছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আর আমাদের সম্মানিত রাসূল ﷺ আমাদের নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট দুআ শিখিয়েছেন।

---

৭. নির্দিষ্ট (মাখসূস) দুআর কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি?

দলিল ও দৃষ্টান্ত অনেক। তার মধ্যে রয়েছে — দুশ্চিন্তা (হাম্ম), দুঃখ (হুযন), অক্ষমতা (আজয), অলসতা (কাসাল), উন্মাদনা (জুনূন), কুষ্ঠ (জুযাম), শ্বেতী (বারাস) এবং অবশিষ্ট সব ব্যাধি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত — নবী ﷺ বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

> "হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই শ্বেতী থেকে, উন্মাদনা থেকে, কুষ্ঠ থেকে এবং সব নিকৃষ্ট ব্যাধি থেকে।" — বর্ণনা করেছেন আহমাদ, আবূ দাউদ ও নাসাঈ

এখানে আমরা লক্ষ করি — নবী ﷺ কয়েকটি নির্দিষ্ট রোগের জন্য দুআকে খাস করেছেন; অথচ তাঁর জন্য কেবল «سيئ الأسقام» ("সব নিকৃষ্ট ব্যাধি") থেকে আশ্রয় চাওয়াই যথেষ্ট ছিল — কারণ সেটিই একটি ব্যাপক ও সর্বান্তর্ভুক্ত দুআ।

আর এ ছাড়াও এ ধরনের দলিল অনেক।

---

৮. রোগীর সঙ্গে লেগে থাকা জিন যে আয়াতের কথা বলে, তা দিয়ে তাখসীস করার হুকুম কী?

কখনও কখনও এমন হয় যে, জিন কথা বলে ওঠে এবং উপদেশ দেয় — অমুক আয়াত বা আয়াতগুলো পড়ুন, যা সিহর কিংবা হাসাদ বা অন্য কিছু বাতিল করার কারণ হবে।

এখানে বিচার্য বিষয়: সেই আয়াতগুলোর সঙ্গে রোগের সম্পর্ক কী, এবং সেখানে কোনো হারাম দাবি-দাওয়া বা অন্য কোনো (নিষিদ্ধ) বিষয় জড়ানো আছে কি না।

- যদি কেবল আয়াত পাঠ ছাড়া আর কিছুই না থাকে, তবে একটি বৈধ তাজরিবা হিসেবে সেগুলো পাঠ করায় কোনো দোষ নেই। কেননা শয়তান আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সত্যই বলেছিল, যখন সে তাঁকে সবচেয়ে শক্তিশালী তাহসীন — আয়াতুল কুরসী-র সন্ধান দিয়েছিল। সুতরাং এমনটি ঘটতে পারে।

তবে রাকীকে এই পদ্ধতির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ কারও কারও তো গোটা মনোযোগ, ঝোঁক ও চিন্তাই হয়ে দাঁড়ায় জিনের দিকে — তার কথা ও তার উপদেশের দিকে; সে জিনের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে বসে। ফলে সে প্রতারিত হতে পারে, রুকইয়াহর মূল কাজটাই অবহেলা করতে পারে, এবং জিনের কথার পেছনে ছুটতে পারে। সুতরাং সে যেন সতর্ক হয়।

বরং রাকীর কাজ হলো — অনুসন্ধান করা, আঁচ করা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা (يتلمس ويتفرس)। কেননা রোগীর সঙ্গে লেগে থাকা জিন ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে এমন কোনো আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করতে পারে, যে আয়াত দিয়ে তাকে বাঁধা হয়েছে (**رُبط بها**)।

হ্যাঁ — কারণ সিহরের এমন প্রকারও আছে, যেখানে জাদুকর আল্লাহর আয়াতসমূহকেই ব্যবহার করে। সুতরাং এখানে জিন যদি রাকীকে সেই আয়াতটির সন্ধান দেয় যা দিয়ে বাঁধন দেওয়া হয়েছিল, তবে সেটি পাঠ করায় বিরাট প্রভাব ও কার্যকারিতা দেখা যায়, এবং সিহরগ্রস্ত ব্যক্তির বাঁধন খুলে যেতে পারে। এ ধরনের ঘটনা আমাদের কাছে এবং রাকীদের কাছে ঘটেছে।

আমরা যে অবস্থার কথা বললাম তার একটি দৃষ্টান্ত: একটি ক্ষেত্রে জিন চিৎকার করে উঠে উপদেশ দিল আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করতে:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

> "কাফিররা কি দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে-লেপ্টে একাকার ছিল, অতঃপর আমি তাদের বিচ্ছিন্ন করে খুলে দিলাম?" — সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৩০

রাকী আয়াতটি পাঠ করলেন; প্রভাব স্পষ্ট হলো এবং তা সিহর বাতিল করে দিল। আর এর সামঞ্জস্য রয়েছে **«ففتقناهما»** শব্দটিতে — অর্থাৎ: আমি সে দুটিকে চিরে দিলাম ও ফাঁক করে দিলাম, এমন অবস্থার পর যখন সে দুটি রাতক অর্থাৎ পরস্পর লেপ্টে-আটকে ছিল। *(সিহরের "বাঁধন" খুলে যাওয়ার সঙ্গে এই অর্থগত সাদৃশ্যই ছিল আয়াতটির উপযুক্ততা।)*

---

৯. মস-আক্রান্ত বা অজ্ঞাত কারও কথা রোগীর কাছে পৌঁছালে সেই অনুযায়ী তাখসীসের হুকুম কী?

(পূর্ণ প্রশ্ন: মস-আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি থেকে, কিংবা অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তির কথা নিয়ে যে আসে তার থেকে, রোগীর কাছে "অমুক আয়াতটি পড়ুন" — এমন কথা পৌঁছালে সেই অনুযায়ী তাখসীস করার হুকুম কী?)

কখনও মস-আক্রান্তদের কেউ এমন কোনো ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দেয় — যাকে সে চেনে বা চেনে না; এবং সে জানায় যে, তার সিহরের চিকিৎসা হলো সিহরের আয়াতগুলো পাঠ করা, অথবা এমন আয়াত পাঠ করা যেগুলোতে রবত (বাঁধা) ও হাল্ল (খোলা) শব্দ রয়েছে।

রাকী এই আয়াতগুলো পড়তেও পারেন, না-ও পড়তে পারেন। এতে মূলনীতি হলো জায়েজ হওয়া (**الأصل الجواز**) — এতে বাধা দেয় এমন কোনো শারঈ নিষেধাজ্ঞা নেই; এবং এটিকে (জিনের কাছে) সাহায্য প্রার্থনা (ইস্তিআনা) গণ্য করা হবে না — সেই ব্যক্তির বিপরীতে, যে "মুসলিম জিনের" কাছে সাহায্য চায়, যেমনটি এই পদ্ধতিতে চিকিৎসাকারীদের অনেকে দাবি করে থাকে।

কেননা কেউ কেউ এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে জিনের মুখ থেকে যা শোনে তার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বসে — আর এটিই সেই বিষয়, যা থেকে সতর্ক করা হয়। কারণ এতে ভুল ঘটে, প্রতারণা ঘটে এবং ফিতনা ছড়ায়।

জিনের বলা আয়াত

করুন

- ✓ কেবল আয়াত পাঠ হলে বৈধ তাজরিবা; দোষ নেই
- ✓ দেখা: রোগের সঙ্গে সম্পর্ক; হারাম দাবি জড়ানো আছে কি না

করবেন না

- ✗ জিনের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে বসা
- ✗ জিনের কথার পেছনে ছুটে মূল কাজ অবহেলা
- ✗ জিনের মুখে শোনা কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর

শাইখ আল-হিবশীর ৮ম ও ৯ম উত্তর অনুযায়ী

১০. প্রাচীন কিতাবে – এমনকি সিহরের কিতাবে – যা আছে তার সঙ্গে মিলে গেলে তাখসীসের হুকুম কী?

প্রথমেই জানতে হবে: সিহরের কিছু কিতাবে কিংবা প্রাচীন চিকিৎসকদের কিছু কিতাবে সহীহ হাদীস ও সালাফের আলিমদের আসারও থাকতে পারে। অর্থাৎ সেসব কিতাব কিছু সহীহ বা বৈধ বিষয় নিজেদের ভেতরে ধারণ করেছে; সেখানে আলিমদের অভিজ্ঞতা, বৈধ তাজরিবা ও উপযুক্ত আয়াতের উল্লেখও থাকতে পারে।

রাকী কখনও বিস্মিত হতে পারেন — যখন তিনি নিজের রুকইয়াহতে একাকী কোনো উপকার আবিষ্কার করেন, তারপর দেখেন সেটিই কোনো প্রাচীন কিতাবে লেখা আছে যে, তা অমুক রোগের জন্য উপকারী।

এমনটি ঘটলে ওই ধরনের আয়াত পাঠ করায় কোনো দোষ নেই।

কিন্তু নিষেধাজ্ঞা তার বেলায় — যে ব্যক্তি সিহরের কিতাব সংগ্রহ করে, যাতে সেগুলো থেকে আয়াত ও সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বের করে আনতে পারে; এটি নিষিদ্ধ।

দৃষ্টান্ত: আপনি হয়তো ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহর পদ্ধতিটি সিহরের কিতাবেও লেখা পাবেন — তাহলে কি এটি এমন দলিল যে, সেই পদ্ধতিতে আমল করা নিষেধ হয়ে যাবে? আবার ভবিষ্যতে আপনি হয়তো কোনো সিহরের কিতাবে শাইখ ইবন উসাইমীন রহিমাহুল্লাহর সেই ফতোয়াটিও ছাপা দেখবেন — ফোড়ার উপর আল্লাহর এই বাণী পাঠ করার ব্যাপারে:

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

> "অতঃপর তাতে আঘাত হানল অগ্নিসমেত এক ঘূর্ণিঝড়, ফলে তা পুড়ে গেল।" — সূরা আল-বাকারা ২:২৬৬

— তাহলে কি সেটি সিহরের কিতাবে আছে বলে তার উপর আমল করা নিষেধ হয়ে যাবে?

সঠিক কথা: না, নিষেধ হবে না — যদি সে নিশ্চিত হয় যে (ক) তার আমলে শরীয়তবিরোধী কিছু নেই, এবং (খ) সে জাদুকরদের কিতাবের পেছনে লেগে নেই।

তা না হলে — জাদুকর ও "চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা" তো চিকিৎসার নামে সবকিছুই জড়ো করেছে, এমনকি ভেষজ ও ওষুধপত্রও; আর তার কিছু উপকারীও হতে পারে। তবু সেসবের উপর নির্ভর করা যাবে না — কেবল সেটুকু ছাড়া যা সহীহ ও বৈধ, এবং যা আমরা শরীয়তের পাল্লায় তুলে যাচাই করে নিই।

---

১১. শারঈ রাকীদের তাজরিবার ব্যাপারে আলিমদের কোনো স্বীকৃতি আছে কি?

(পূর্ণ প্রশ্ন: চিকিৎসা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে রুকইয়াহর আয়াত তাখসীস করার ব্যাপারে শারঈ রাকীদের তাজরিবার প্রতি আলিমদের পক্ষ থেকে কোনো স্বীকৃতি (ইকরার) আছে কি?)

কিছু ফতোয়া ছাড়া পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট কোনো স্বীকৃতি নেই।

তবে — আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর রব্বানী আলিমদের অবশ্যই এগিয়ে আসা উচিত: তালিবুল ইলমদের মধ্য থেকে যাঁরা শারঈ রাকী, তাঁদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে তাঁদের তাজরিবাগুলো পর্যালোচনা করা এবং মানুষের উপর সেসবের উপকার ধারাবাহিকভাবে ঘটছে কি না তা যাচাই করা।

এর মাধ্যমেই সমাজ উপকৃত হবে — চিকিৎসার কিছু উপকারী পদ্ধতির উল্লেখ থেকে।

তাঁদের অবস্থা প্রাচীনকালের চিকিৎসকদের অবস্থার মতোই। সে যুগে যে-ই কিছু চিকিৎসা জানত ও কিছু আয়ত্ত করত, সে তা দিয়েই পরিচিত হয়ে যেত — যতক্ষণ না চিকিৎসাশাস্ত্রের বিপুল জ্ঞান একত্র করা সহজ হলো; ফলে তা বিধিবদ্ধ (মুকান্নান) হলো, পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হলো, চিকিৎসকরা স্নাতক হয়ে বেরোলেন, গবেষণা-চিকিৎসা-ওষুধশিল্প দাঁড়িয়ে গেল — আর তা পৌঁছাল আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজকের এই উন্নতিতে।

ঠিক তেমনই হতো — যদি এই মহান অধ্যায়ে রাকী ও আলিমদের প্রচেষ্টা একত্রে মিলিত হতো; আর রূহানী চিকিৎসার দিক থেকে তিব্বে নববী দিয়ে চিকিৎসাই হতো অগ্রাধিকারে প্রথম — যেমন ভেষজবিদ্যা ও অন্যান্য শাস্ত্র উন্নত হয়েছে। তবে তাতে বিরাট কল্যাণ হতো।

---

১২. ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নে দেখা অনুযায়ী নির্দিষ্ট আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ করা কি জায়েজ?

হ্যাঁ, জায়েজ।

কিছু রোগী তাদের রবের কাছে দুআ করার পর ঘুমের মধ্যে দেখে — অথবা এমন কাউকে শোনে — যে তাকে কোনো সূরা, কোনো আয়াত বা কিছু নির্দিষ্ট আয়াত পাঠ করার দিকনির্দেশনা দেয়।

এতে কোনো দোষ নেই — বিশেষত যখন তার সঙ্গে কোনো মুনকার (শরীয়তবিরোধী) বিষয় জড়িত না থাকে; কেননা তেমনটি হলে তা শয়তানদের পক্ষ থেকে ফিতনা হতে পারে।

---

১৩. নির্দিষ্ট আয়াতগুলো কি সব রোগীর জন্যই উপযুক্ত?

কিছু আয়াত সবার জন্যই উপযুক্ত হতে পারে — যেমন সিহরের আয়াত, বদনজর ও হাসাদের আয়াত, এবং শিফার আয়াত।

আবার তা ব্যক্তিভেদে ভিন্নও হতে পারে — তার সিহরের প্রকার অনুসারে। যেমন:

- যার সিহর কবরে পোঁতা, সে সাধারণত কবর ও মাটি-সংক্রান্ত আয়াতে প্রভাবিত হয়;
- যার সিহর সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত, সে সমুদ্র-সংক্রান্ত আয়াতে প্রভাবিত হয়।

বদনজরের ক্ষেত্রেও তেমনই। সবাই এমন আয়াতে প্রভাবিত হতে পারে যেগুলোতে বদনজর ও হাসাদের উল্লেখ আছে; তবু যে ধরনের বদনজর লেগেছে সে অনুসারে পার্থক্য থাকে:

- যাকে সৌন্দর্যে নজর লেগেছে, সে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য-সংক্রান্ত আয়াতে প্রভাবিত হয়;
- যাকে সম্পদে নজর ও হাসাদ লেগেছে, সে রিযক, সম্পদ ও নিআমত-সংক্রান্ত আয়াতে প্রভাবিত হয়;
- তেমনি যাকে ইলমে নজর লেগেছে, সে ইলম, স্মৃতিশক্তি ও উপলব্ধি-সংক্রান্ত আয়াতে প্রভাবিত হয় — ইত্যাদি।

আর কখনও আয়াতগুলো উপযুক্তই হয়, কিন্তু আল্লাহ শিফা নির্ধারণ করেননি।

রোগের প্রকার ও সংশ্লিষ্ট আয়াত

প্রকার	প্রভাবিত হয় যে আয়াতে
কবরে পোঁতা সিহর	কবর ও মাটি-সংক্রান্ত আয়াত
সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সিহর	সমুদ্র-সংক্রান্ত আয়াত
সৌন্দর্যে বদনজর	সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য-সংক্রান্ত আয়াত
সম্পদে নজর ও হাসাদ	রিযক, সম্পদ ও নিআমত-সংক্রান্ত আয়াত
ইলমে নজর	ইলম, স্মৃতিশক্তি ও উপলব্ধি-সংক্রান্ত আয়াত

শাইখের বর্ণনায় — সাধারণত; ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। কখনও আয়াত উপযুক্তই হয়, কিন্তু আল্লাহ শিফা নির্ধারণ করেননি

১৪. আয়াত বাছাই ও তাখসীসের সীমারেখার সারসংক্ষেপ

কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। বরং রুকইয়াহ চলাকালে কোনো একজনের জন্য এমন কিছু খুলে যেতে পারে, যা অন্যের জন্য খোলে না — ফলে তার মনে এমন একটি আয়াত পড়ে, যা সেই মুহূর্তে সবচেয়ে উপযুক্ত ও সবচেয়ে প্রভাবশালী আয়াত; সেটি হোক তার নিজের স্মরণে আসা কোনো আয়াত, কিংবা রোগী যে অবস্থায় আছে তার সঙ্গে মানানসই কোনো আয়াত, অথবা রোগীর সঙ্গে লেগে থাকা জিন যে অবস্থায় আছে তার সঙ্গে মানানসই কোনো আয়াত।

কখনও রাকী মুহূর্তের মধ্যে বেছে নেন আল্লাহর মহিমা, আল্লাহর কুদরত ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব-সংক্রান্ত আয়াতসমূহ — ফলে জিন কয়েক মুহূর্তেই বেরিয়ে যায় কিংবা তওবা করে। কখনও তিনি পাঠ করেন আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ

"তোমাদের কী হলো, তোমরা কথা বলছ না কেন?" — সূরা আস-সাফফাত ৩৭:৯২

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ

> "বরং তারা আজ পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী।" — সূরা আস-সাফফাত ৩৭:২৬

— তখন দেখা যায়, তাদের মধ্যে যে নীরব ছিল সে চিৎকার করে কথা বলে উঠেছে এবং নিজেই নিজেকে ফাঁস করে দিয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তার নিজস্ব পদ্ধতি ও আয়াত বাছাইয়ের নিজস্ব ধরন।

তাখসীস ও আয়াতের সামঞ্জস্যের (মুনাসাবা) অর্থ কী?

শাইখ আল-হিবশী বলেন: হ্যাঁ — কখনও আমি পড়ি **«ثعبان مبين»** (স্পষ্ট অজগর), কখনও **«قردة خاسئين»** (লাঞ্ছিত বানর), কখনও **«خيلاً وبغالاً وحميراً»** (ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা) — আর তারা জানে না, আমি কেন সেগুলো বেছে নিলাম।

আর কখনও আমি পড়ি — গাছ, কবর, নদী, সমুদ্র, পাখি, "যে বুকে ভর দিয়ে চলে" ও "যে চার পায়ে চলে" সংক্রান্ত আয়াত। কখনও পড়ি — নাসর, মিসর, পিঁপড়া, বন্য পশু, চতুষ্পদ জন্তু ও গাভী সংক্রান্ত আয়াত। আবার কখনও পড়ি — সূর্য, চন্দ্র, বাতাস, শীত, উত্তাপ, ধনাঢ্যতা, দারিদ্র্য, সাজসজ্জা, সৌভাগ্য, সুস্থতা, রোগ, শিফা, বিজয়, নিধন ও বিতাড়ন সংক্রান্ত আয়াত।

তারা (জিনেরা) রাকী যা জানেন তা জানে না — তারা যত দূরেই পৌঁছাক। কারণ তারা তো বছরের পর বছর যুদ্ধ, শিক্ষা ও অন্তর্দৃষ্টির মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি; তাই তারা অজ্ঞই থেকে গেছে।

আর রাকীদের মধ্যেও অনেকে অজ্ঞ থেকে গেছেন; তাঁদের ভাগে জুটেছে কেবল এটুকু — তাঁরা তাকলীদ করেছেন (মুকাল্লিদ হয়েছেন), ফলে খারাপ করেছেন।

(এটিই শাইখের গোটা আলোচনার শেষ সতর্কবার্তা: আয়াত বাছাইয়ে স্বাধীনতা আছে — কিন্তু সেই স্বাধীনতা ইলম, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির উপর দাঁড়ানো; অন্ধ তাকলীদের উপর নয়।)

সবশেষে — ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ মৃগীরোগীর কানে বেছে নিয়েছিলেন এই আয়াতটি:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

> "তোমরা কি ধারণা করেছিলে যে আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি, আর তোমরা আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?" — সূরা আল-মুমিনূন ২৩:১১৫

— যাতে এর দ্বারা তাকে সম্বোধন করা যায়; কারণ নিকট স্থান থেকে সম্বোধন, ধমক, তিরস্কার ও হুমকির ক্ষেত্রে এই আয়াতটি সর্বাধিক কার্যকর। তাই তিনি তাঁর মুখ কানের কাছে রেখেছিলেন — যাতে তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর নিঃশ্বাস ও তাঁর ফুৎকার (নাফস)-কে কাছে নিয়ে আসা যায়।

রেফারেন্স সংক্রান্ত টীকা: এই অংশে (ফোলিও ১৪১–১৫০) মোট চৌদ্দটি প্রশ্নোত্তর রয়েছে। প্রতিটি আয়াত-নম্বর মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে — আল-বাকারা ২:২৫৫ (আয়াতুল কুরসী), আল-বাকারা ২:২৬৬, আল-বাকারা ২:২৮৫–২৮৬, আল-আম্বিয়া ২১:৩০, আল-মুমিনূন ২৩:১১৫, আস-সাফফাত ৩৭:২৬ ও ৩৭:৯২। এই পৃষ্ঠাগুলোতে অঙ্ক-উল্টানোর (RTL রেন্ডারিং) ত্রুটি পাওয়া যায়নি; হাদীসের নম্বরগুলোও (বুখারী ৩২৯৩, মুসলিম ২৬৯১, আস-সিলসিলাতুস সহীহা ১৬৩৩, আল-মু'জামুল কাবীর ২৪/২৫৪) সঠিক ক্রমেই ছাপা হয়েছে। যেসব আয়াতের সূত্র বইয়ে দেওয়া হয়নি, সেগুলোর সূত্র মূল পাঠ মিলিয়ে অনুবাদে যোগ করা হয়েছে এবং প্রতিটির জন্য পৃথক CHECK টীকা রাখা হয়েছে।

এক নজরে

- মূলনীতি: তাখসীস কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে, বিশেষত ফলাফল নির্ধারণ করে বললে
- তবে কিছু আয়াত তাজরিবার দিক থেকে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে — ফাতিহার হাদীস প্রথম দলিল
- তিন প্রকার: মাসনূন, তাজরিবাভিত্তিক ও হারাম
- নির্দিষ্ট রোগের জন্য নির্দিষ্ট আয়াত পড়ার তাজরিবায় ইজতিহাদের হুকুম জায়েজ
- তাজরিবা উপকারী প্রমাণিত হলেও সুনির্দিষ্ট দলিল ছাড়া শরীয়তের মর্যাদা পায় না
- স্বপ্নে দেখা অনুযায়ী নির্দিষ্ট আয়াতে রুকইয়াহ জায়েজ — বিশেষত মুনকার কিছু জড়িত না থাকলে; নইলে তা শয়তানদের ফিতনা হতে পারে
- আয়াত বাছাইয়ের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই; তা ইলম, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির উপর দাঁড়ানো, অন্ধ তাকলীদের উপর নয়

সবগুলো শাইখ আল-হিবশীর নিজস্ব জবাব

যাচাই করুন

1. আয়াতের তাখসীসের আসল মূলনীতি কী?

ক. যেকোনো আয়াত বাছাই করা

খ. কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া

গ. কেবল অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর

2. শাইখের তিন প্রকার তাখসীসের মধ্যে কোনটি হারাম?

ক. সুন্নাহসম্মত তাখসীস

খ. অভিজ্ঞতাভিত্তিক তাখসীস

গ. সিহর ও দাজলের সঙ্গে সম্পর্কিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্টকরণ

3. তাজরিবা উপকারী প্রমাণিত ও নিশ্চিত হলে তা কি শরীয়তের মর্যাদা পায়?

ক. না; সুনির্দিষ্ট দলিল ছাড়া পায় না

খ. হ্যাঁ, সব ক্ষেত্রে

4. সিহরের চিকিৎসায় আয়াতের তাখসীস কি কেবল নুশরা-অধ্যায়ে বর্ণিত সীমায় আবদ্ধ?

ক. না; শর্ত ও সীমারেখাসহ অন্য আয়াত নির্দিষ্ট করাও জায়েজ

খ. হ্যাঁ, কেবল ওয়াহব ও লাইসের পদ্ধতিতে

5. জিন "অমুক আয়াত পড়ুন" বললে কেবল আয়াত পাঠ হলে হুকুম কী?

ক. নিষিদ্ধ

খ. ওয়াজিব

গ. বৈধ তাজরিবা হিসেবে পাঠে দোষ নেই, তবে রাকী সতর্ক থাকবেন

6. যে ব্যক্তি সিহরের কিতাব সংগ্রহ করে আয়াত ও বৈশিষ্ট্য বের করে আনতে চায়, তার ব্যাপারে হুকুম কী?

ক. জায়েজ

খ. নিষিদ্ধ

গ. মুস্তাহাব

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ক, ৫-গ, ৬-খ

অধ্যায় ২৬ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২৭

সীমারেখার সারসংক্ষেপ (শেষাংশ) ও তাখসীসকৃত আয়াতে রুকইয়াহর ফলাফল

(মুদ্রিত ফোলিও ১৫১–১৫৯। এই অংশে শাইখ আল-হিবশী প্রথমে খুলাসাতুল হাদ্দ ফী ইখতিয়ারিল আয়াত ওয়া তাখসীসিহা *— আয়াত বাছাই ও তাখসীসের সীমারেখার সারসংক্ষেপ — শেষ করেছেন; সেখানে একগুঁয়ে মুতালাব্বিস জিনের সঙ্গে রাকীর কথা বলার ধরন, ইমাম আহমাদ ও মূসা আলাইহিস সালামের নজীর, এবং রাকীর অদৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতা এসেছে। এরপর «তাখসীসকৃত আয়াত দিয়ে রুকইয়াহর ফলাফল কী?» শিরোনামে ২২টি ফলাফল, এবং সবশেষে «শুবহাত ও জবাব» অধ্যায়ের প্রথম দুটি আপত্তি ও তার জবাব।)*

১. একগুঁয়ে মুতালাব্বিসের সঙ্গে রাকীর কথা বলার ধরন

আর ইমাম আহমাদ — নাসিরুস সুন্নাহ (সুন্নাহর সাহায্যকারী) — বেছে নিয়েছিলেন তাঁর জুতা। কারণ তিনি জানতেন সেই একগুঁয়ে মুতালাব্বিস জিনের প্রকৃতি: সে বান্দাদের রবের কোনো পরোয়া করে না, আর জুতা, খেজুরের ডাল, ধমক ও হুঁশিয়ারি ছাড়া তাকে হাঁকিয়ে নেওয়া যায় না।

এ রকম বহু আছে। তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে ঠাট্টা করে ও অহংকার দেখায় — কারণ সে তার স্রষ্টাকে চেনে না এবং হাশর-নশর অস্বীকার করে। অথচ একই সঙ্গে সে ভয় পায় সেসব জিনিসকে, যেগুলো কষ্ট বয়ে আনে বলে সে নিজেই জানে: জোর, লাঞ্ছনা এবং শাস্তির ভীতি প্রদর্শন। কেননা এটিই তার যাপিত জীবন। এটিই সেই ইতর দলটির অবস্থা, যারা যাদুকরদের কাছে এবং তাদের পিতা ইবলীসের কাছে মাথা নত করে ও অপদস্থ হয়ে থাকে।

অতএব রাকী বেছে নেয় — কখনও কোমল কথা, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে বা ভয় পায়; কখনও জাহান্নামের ভয় দেখানো, যেন তারা বিরত হয়। এতে সে মূসা আলাইহিস সালামের অনুসরণ করে — তাঁর যুগের তাগূতের সঙ্গে তিনি যেভাবে দলীল, বয়ান ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে কথা বলেছিলেন। কেননা জিনদের মধ্যেও আছে নাস্তিক, আর আছে শয়তানদের বংশধর।

(শাইখ এখানে ফিরআউনের প্রতি মূসা ও হারূন আলাইহিমাস সালামকে দেওয়া আল্লাহর নির্দেশের দিকেই ইঙ্গিত করছেন:)

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

> "অতঃপর তোমরা দুজন তার সঙ্গে কোমল কথা বলো; হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে।" — সূরা ত্বা-হা ২০:৪৪

একটি জরুরি সতর্কতা: এটি রাকীর কথা বলার *ধরন* সম্পর্কিত নির্দেশনা, কোনো অনুষ্ঠানিক আচার নয়। কঠোরতা তখনই, যখন কোমলতায় কাজ হয় না — এবং তা মুতালাব্বিসের প্রতি, রোগীর প্রতি নয়।

২. রাকী কোথা থেকে তার অস্ত্র বেছে নেয়

রাকী তার রবের কিতাব থেকে, তাঁর নবীর ﷺ হাদীস থেকে, এবং মুবাহ দুআ থেকে তা-ই নির্দিষ্ট করে নেয়, যা দিয়ে সে শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজের প্রস্তুতি সাজায়। প্রত্যেক শত্রুর বিরুদ্ধেই তার একটি পদ্ধতি থাকে — যা সে জানে নিজের তাজরিবা (অভিজ্ঞতা) দিয়ে, স্রষ্টার কাছে সাহায্য চাওয়া দিয়ে, এবং গোপনে-প্রকাশ্যে, নির্জনতায়, চিন্তায় ও শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে তাঁর কাছে দুআ করা দিয়ে।

রাকী তার প্রস্তুতি নির্দিষ্ট করে নিজের ইলম অনুযায়ী — এমন এক যুদ্ধক্ষেত্রে, যা তার চোখে দৃশ্যমান নয়। সেখানে সে এমন এক শত্রুকে অনুমান ও অনুভব দিয়ে ধরার চেষ্টা করে, যাকে সে দেখে না, যার প্রকৃত রূপ তার স্রষ্টা ও অভিভাবক ছাড়া কেউ জানে না। সঙ্গে থাকে ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা, রোগীর উপর কষ্ট ও যন্ত্রণার তীব্রতা, তার অবস্থা ও যেসব দুর্দশা তার উপর নেমে আসে এবং যেগুলোর অভিযোগ সে করে — এ সবের জ্ঞান। এসব মিলিয়ে রাকী তার প্রতিপক্ষ বা প্রতিপক্ষদের চিহ্নিত করে, আর তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া ও আক্রমণে ইজতিহাদ করে।

আর সে এমন কিছু জানে, যা আলিমরাও জানেন না — রোগী ও রাকীদের উপর যে কষ্ট নেমে আসে, তার খবর। রাকী তা গোপন রাখে; যেন শত্রু তা নিয়ে উল্লাস না করে, বিরোধী তার বিপদ নিয়ে ঠাট্টা না করে, এবং কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি তাকে হেয় না করে — "তার উপর এসব ঘটল কী করে, এই মকামে থেকেও সে কষ্ট পায় কেন?" বলে।

---

৩. যে তাখসীস আলিম ও সাধারণ কেউই ধরতে পারে না

তুমি দেখবে, রাকী তার রুকইয়াহ শুরু করেছে এমন এক তাখসীস দিয়ে, যা না আলিমরা বোঝেন, না সাধারণ মানুষ:

- আযান দিয়ে — শয়তানকে তাড়াতে
- কসফ ও তাশরীদের আয়াত — আঘাত হানা ও ছত্রভঙ্গ করার
- হিফয ও হিরাসার আয়াত — রক্ষা ও পাহারার
- নকদ ও ইবতালের আয়াত — ভেঙে দেওয়া ও বাতিল করার
- ফাক ও সা'কের আয়াত — বাঁধন খোলা ও বজ্রাহত করার
- মুলক ও যিল্লাতের আয়াত — কর্তৃত্ব ও লাঞ্ছনার
- আর দুআ — তাদের বিরুদ্ধে, যারা ঘিরে ধরে, মরিয়া হয়ে লেগে থাকে ও বারবার ফিরে আসে

রাকীর তাখসীসের ধরন

শুরুতে রাকীর তাখসীস

- **আযান** — শয়তানকে তাড়াতে
- **কসফ ও তাশরীদের আয়াত** — আঘাত হানা ও ছত্রভঙ্গ করার
- **হিফয ও হিরাসার আয়াত** — রক্ষা ও পাহারার
- **নকদ ও ইবতালের আয়াত** — ভেঙে দেওয়া ও বাতিল করার
- **ফাক ও সা'কের আয়াত** — বাঁধন খোলা ও বজ্রাহত করার
- **মুলক ও যিল্লাতের আয়াত** — কর্তৃত্ব ও লাঞ্ছনার
- **দুআ** — যারা ঘিরে ধরে ও বারবার ফিরে আসে, তাদের বিরুদ্ধে

শাইখের বর্ণনায় — যা আলিম ও সাধারণ মানুষ কেউই বোঝে না

আর এর জন্যই কখনও তার উপর রায় চাপিয়ে দেওয়া হয় — যে সে বুদ্ধিহীন, নবী ﷺ যা এনেছেন তা থেকে বিচ্যুত। অথচ তারা স্মরণ করে না, কেন সেদিন একজন তার বর্ম ছুঁড়ে ফেলেছিলেন — যে বর্মের আড়ালে তিনি নিজেকে রক্ষা করছিলেন — ঈমান বাড়াবার জন্য।

মানুষের ব্যাপারে মানুষের বিচার যদি বাহ্যিকের উপর হয়, তবে একজন মুওয়াহহিদ, বিচক্ষণ রাকীর গোপন অবস্থার উপর নিন্দা ও তিরস্কারের রায় কীভাবে দেওয়া যায়? যেন তারা তার অন্তর চিরে দেখে এসেছে! অথচ আমাদের নবী ﷺ খালিদকে বলেছিলেন: "তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে?"

---

৪. রাকী যাদের সঙ্গে কথা বলে

রাকী এমন কিছু নির্দিষ্ট করে, যা অনেকেই জানে না এবং অনেকেই নিষেধ করে — তার কথা বলা চলে মানুষের সঙ্গে, জিনের সঙ্গে, প্রাণীর সঙ্গে, গাছের সঙ্গে, জড়বস্তুর সঙ্গে, রোগের সঙ্গে, বদনজরের সঙ্গে — প্রতিটি সৃষ্টির সঙ্গে।

- কখনও সে বদনজরকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করে।
- কখনও সে মানুষের মধ্যেকার প্রভাব বিস্তারকারী নফসকে সম্বোধন করে, আর তা সাড়া দেয় ও বেরিয়ে যায়।
- কখনও সে প্রাণী বা জড়বস্তুতে অবস্থানকারী জিনকে সম্বোধন করে। যেমন — আল-উযযা মূর্তির মধ্যে ভর করে ছিল; খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ আল-আশাম্ম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সম্বোধন করলেন, সে ক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে এল, আর তিনি তাকে আঘাত করে পরাভূত করলেন।

এই হলো সেই রাকীর অবস্থা, যে নিজের সামনে যা আছে তা সম্পর্কে নিশ্চিত। আর অন্য বহু মানুষ — যারা জানে না, বোঝে না, ভাবে না, সতর্ক হয় না, বরং শয়তানের ওয়াসওয়াসায় সাড়া দিয়ে অস্বীকারে নেমে আসে, ফলে অস্বীকারই করে বসে।

---

৫. রোগীর অবস্থা অনুযায়ী তাখসীস

রাকী সবরের আয়াত নির্দিষ্ট করে সেই রোগীর জন্য, যে অস্থির, অসন্তুষ্ট, বিরক্ত-অনুযোগকারী, হতাশ — যে জানে না, বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলে আল্লাহ কী চেয়েছেন। সে নিআমতের আয়াত নির্দিষ্ট করে, রিদার আয়াত নির্দিষ্ট করে।

আর রোগীর অভিযোগ যদি হয় সিহর, তবে সে তার জন্য তা-ই নির্দিষ্ট করে যা সে উপযুক্ত মনে করে। এমনকি ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ ও লাইস থেকে আসা যে বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে আমাদের আলিমরা কথা বলেছেন, সে-অনুযায়ী কাজ না করলেও — কারণ সে জানে, এই সিহরাক্রান্ত ব্যক্তির প্রয়োজন তাওহীদ; এবং আল্লাহ তাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন যাতে সে তাঁর দিকে ফিরে আসে, তাঁর কাছে কাকুতি জানায় এবং তার স্রষ্টাকে চেনে — জাল্লা ফী আলাহ।

কখনও তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয় আল্লাহর পরিচয়ের আয়াত ও আল্লাহর সিফাত-সংক্রান্ত হাদীস; কখনও শুধুই তাওয়াক্কুলের আয়াত; কখনও বান্দাদের সঙ্গে আল্লাহর মাইয়্যাত ও তাঁর সাহায্যের আয়াত।

রোগীর অবস্থা ও নির্দিষ্ট আয়াত

রোগীর অবস্থা	রাকী যা নির্দিষ্ট করে
অস্থির, অসন্তুষ্ট, হতাশ	সবর, নিআমত ও রিদার আয়াত
অভিযোগ সিহর — প্রয়োজন তাওহীদ	যা সে উপযুক্ত মনে করে
কখনও	আল্লাহর পরিচয়ের আয়াত ও সিফাতের হাদীস
কখনও	শুধু তাওয়াক্কুলের আয়াত
কখনও	মাইয়্যাত ও সাহায্যের আয়াত

শাইখ আল-হিবশীর বর্ণনা অনুযায়ী

যাচাই করুন

1. মুতালাব্বিস জিনের সঙ্গে রাকীর কথা বলার ধরন কী বলা হয়েছে?

ক. সবসময় শুধু কঠোরতা

খ. কখনও কোমল কথা, কখনও জাহান্নামের ভয় দেখানো

গ. কখনোই কথা না বলা

2. অস্থির, অসন্তুষ্ট ও হতাশ রোগীর জন্য রাকী কোন আয়াত নির্দিষ্ট করে?

ক. কসফ ও তাশরীদের আয়াত

খ. মুলক ও যিল্লাতের আয়াত

গ. সবর, নিআমত ও রিদার আয়াত

3. সিহরের অভিযোগকারী রোগীর প্রয়োজন কী বলে রাকী জানে?

ক. তাওহীদ

খ. কেবল কঠোরতা

গ. নির্জনতা

4. আযান দিয়ে রাকী কী উদ্দেশ্যে শুরু করে বলা হয়েছে?

ক. শয়তানকে তাড়াতে

খ. বদনজর দূর করতে

গ. বাঁধন খুলতে

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ক

অধ্যায় ২৭ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২৮

তাখসীসকৃত আয়াত দিয়ে রুকইয়াহর ফলাফল কী?

(ফোলিও ১৫৩–১৫৮। শাইখ আল-হিবশী এখানে ২২টি ফলাফল ক্রমানুসারে গণনা করেছেন — কিছু নস-ভিত্তিক, কিছু দীর্ঘ তাজরিবা-ভিত্তিক, আর কিছু তাঁর নিজের ত্রিশ বছরের বেশি চর্চার পর্যবেক্ষণ।)

ফলাফল ১–৬

১. নস-এ যা এসেছে তার প্রভাবে সুপ্রাচীন কাল থেকে সুস্পষ্ট ফলাফল — যেমন আয়াতুল কুরসী, মুআওবিযাতাইন ও সূরা আল-ফাতিহা।

২. যে নারীর প্রসব কঠিন হয়ে পড়ে, তার জন্য নির্দিষ্ট আয়াতের ফলাফল — এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে আজ পর্যন্ত চলে আসা ফলাফল। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রসব সহজ করার জন্য নির্দিষ্ট আয়াত ও অন্যান্য আয়াত পড়ার নির্দেশনা দেওয়ার পর বহু আলিম তা আমলে এনেছেন এবং আমাদের বর্তমান যুগ পর্যন্ত তা অনুমোদন করে গেছেন।

৩. সিহরাক্রান্ত ব্যক্তির উপর সিহরের আয়াত পড়ার ফলাফল — তাজরিবার মাধ্যমে প্রমাণিত, যদিও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট দলীল বর্ণিত হয়নি।

৪. বদনজর ও হাসাদের জন্য নির্দিষ্ট আয়াত পড়ার ফলাফল — এর তাজরিবা প্রাচীনকালেই হয়েছে, আর এটি ও এর মতো অন্যান্য আয়াতে আমার নিজের তাজরিবা ত্রিশ বছরেরও বেশি সময়ের।

(শাইখের বন্ধনীভুক্ত মন্তব্য:) নবী ﷺ যদি সূরা আল-ফাতিহাকে রুকইয়াহ হিসেবে অনুমোদন করে থাকেন ও তার উপর নির্ভর করে থাকেন — অথচ তা পড়া ও পরীক্ষিত হয়েছিল মাত্র একবার — তবে যে নির্দিষ্ট আয়াতগুলো হাজার হাজার বার পড়া হয়েছে এবং প্রভাব ফেলেছে, সেগুলোর কী অবস্থা? সেগুলো না গৃহীত হবে, না তার উপর নির্ভর করা হবে; বরং যে তা করেছে তাকেই উল্টো অস্বীকার করা হবে?

৫. ইবতাল (বাতিলকরণ), খুরূজ (নির্গমন), পেটের আয়াত ও অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে সিহর বেরিয়ে আসা — প্রমাণিত ও ছবিতে ধারণকৃত।

৬. যে ব্যক্তি ইলমের ক্ষেত্রে বদনজরে আক্রান্ত, সে ইলম, মেধা, বোধশক্তি, মুখস্থশক্তি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাকারী আয়াতে প্রভাবিত হয় — অন্য আয়াতে সেই মাত্রায় হয় না। এ অধ্যায়ে এমন ফলাফল অসংখ্য।

ফলাফল ৭–১২

৭. হাসপাতালে ভর্তি থাকা এমন রোগীদের প্রভাবিত হওয়ার ফলাফল, যারা মৃত্যুর নিকটবর্তী অবস্থায় — নড়ে না, চারপাশের কিছুই টের পায় না। ইহইয়া (জীবিত করা), হায়াত (জীবন) ও শিফার আয়াতে তারা এমনভাবে প্রভাবিত হয়, যেভাবে অন্য আয়াতে হয় না।

৮. মুতালাব্বিস জিনের কাওয়ারিউল কুরআন-এ প্রভাবিত ও উন্মোচিত হওয়া — অর্থাৎ কঠোর ধমকের আয়াত, আযাবের আয়াত, শাস্তির আয়াত, আগুন, জাহান্নাম ও দহনের আয়াত। এগুলোতে তাদের প্রভাবিত হওয়া অন্য বহু আয়াতের তুলনায় অনেক বেশি।

৯. অনারবরা, এমনকি কাফিররাও কিছু আয়াতে প্রভাবিত হয়, অন্য আয়াতে নয় — এর ফলাফল।

১০. হিদায়াত, তাওবা ও যুলমের আয়াতে জিনদের প্রভাবিত হওয়ার ফলাফল — যেভাবে তারা অন্য আয়াতে প্রভাবিত হয় না।

১১. কিছু প্রকারের আশিক মুতালাব্বিস জিন — যে কখনও মুসলিমও হতে পারে — বহু আয়াতেই প্রভাবিত হয় না; কিন্তু যিনা, ফাহিশা ও আখিরাতে যিনাকারীদের শাস্তির আয়াত পড়লে চিৎকার করে ওঠে ও ধরা পড়ে যায়।

যে অবস্থায় যে আয়াতে প্রভাব

অবস্থা	প্রভাবিত হয়, শাইখের বর্ণনায়
ইলমে বদনজরে আক্রান্ত	ইলম, মেধা, বোধশক্তি, মুখস্থশক্তির আয়াতে
মৃত্যুর নিকটবর্তী হাসপাতালের রোগী	ইহইয়া, হায়াত ও শিফার আয়াতে
মুতালাব্বিস জিন	কাওয়ারিউল কুরআনে: ধমক, আযাব, জাহান্নামের আয়াত
জিনেরা	হিদায়াত, তাওবা ও যুলমের আয়াতে
অনারব, এমনকি কাফিররাও	কিছু আয়াতে, অন্য আয়াতে নয়
কিছু প্রকার আশিক জিন — বহু আয়াতে নয়	যিনা, ফাহিশা ও যিনাকারীদের শাস্তির আয়াতে

ফলাফল ৬–১১ — শাইখ আল-হিবশীর নিজের বর্ণনা; শিফাদানকারী আল্লাহই — কেউ কেউ সেরে ওঠে না

১২. মস ও সিহরের উপস্থিতির লক্ষণ কখনও প্রকাশই পায় না — যতক্ষণ না সেসব স্থানের আয়াত উল্লেখ করা হয়, যেখানে সিহর রাখা হয়ে থাকে: কবর, কূপ, সমুদ্র, ঘরবাড়ি ও মাটির নিচ। রোগীরা কখনও কেবল এসব আয়াত পড়ার সময়েই প্রভাবিত হয়। যেমন এক রোগী মূর্ছা যায় আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে:

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

"আর যখন সমুদ্রগুলোকে উদ্বেলিত করা হবে।" — সূরা আল-ইনফিতার ৮২:৩

এবং তাঁর এই বাণীতে:

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

"আর যখন সমুদ্রগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে।" — সূরা আত-তাকভীর ৮১:৬

ফলাফল ১৩–১৭

১৩. কেউ কেউ প্রভাবিত হয় আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

"যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, এবং পৃথিবী তার ভার বের করে দেবে।" — সূরা আয-যিলযাল ৯৯:১–২

أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ

"সে কি তাকে লাঞ্ছনার সঙ্গে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে?" — সূরা আন-নাহল ১৬:৫৯

১৪. কেউ কেউ প্রভাবিত হয় আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে:

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

"আর যখন কবরগুলো উলটপালট করে দেওয়া হবে।" — সূরা আল-ইনফিতার ৮২:৪

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

"সে কি জানে না — যখন কবরে যা আছে তা উলটপালট করে বের করা হবে?" — সূরা আল-আদিয়াত ১০০:৯

১৫. কেউ কেউ প্রভাবিত হয় আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে:

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ

"তাদের মধ্য থেকে একজন বলল: ইউসুফকে হত্যা কোরো না; বরং তাকে কূপের গভীরে ফেলে দাও।" — সূরা

ইউসুফ ১২:১০

এবং তাঁর এই বাণীতে:

وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ

"আর কত পরিত্যক্ত কূপ ও সুউচ্চ প্রাসাদ!" — সূরা আল-হাজ্জ ২২:৪৫

ফলাফল ১২–১৫: যে আয়াতে প্রভাব

ফলাফল	যে আয়াতে কেউ কেউ প্রভাবিত হয়
১২ (সমুদ্রের উদাহরণ)	সমুদ্রগুলোকে উদ্বেলিত ও উত্তপ্ত করা — আল-ইনফিতার ও আত-তাকভীর
১৩	পৃথিবীর কম্পন; মাটিতে পুঁতে ফেলা — আয-যিলযাল ও আন-নাহল
১৪	কবরগুলো উলটপালট — আল-ইনফিতার ও আল-আদিয়াত
১৫	কূপের গভীরে; পরিত্যক্ত কূপ — ইউসুফ ও আল-হাজ্জ

শাইখের বর্ণনা: সিহরের স্থানের আয়াত — কবর, কূপ, সমুদ্র, ঘরবাড়ি ও মাটির নিচ; রোগীরা কখনও কেবল এসব আয়াত পড়ার সময়েই প্রভাবিত হয়; শিফাদানকারী আল্লাহই — কেউ কেউ সেরে ওঠে না

১৬. কিছু জিন এমন আয়াতে চিৎকার করে ওঠে, যেগুলোর সঙ্গে চিকিৎসার কোনো সম্পর্ক আছে বলে রাকীর মনেই হয় না। কিন্তু সেই আয়াতই যাদুকরের কাজ ফাঁস করে দেয় — অর্থাৎ সে তার সিহরে এমন কিছু আয়াত লিখে রেখেছে, যা দিয়ে সে জিনটিকে বেঁধে রেখেছিল। ফলে এই আয়াতগুলো পড়া হলে তুমি দেখবে, সে রোগীর শরীরে ছটফট করছে ও চিৎকার করছে — ঠিক ধরা পড়ে যাওয়া চোরের অবস্থা।

উদাহরণ: আযাবের আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এই আয়াতটি পড়া হলো:

إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ

"নিশ্চয়ই তা তাদের উপর পরিবেষ্টিত করে বন্ধ করে দেওয়া হবে।" — সূরা আল-হুমাযা ১০৪:৮

তখন জিনটি চিৎকার করে উঠল, আর রাকী আয়াতটি পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন — শেষ পর্যন্ত জিনটি বলল: হ্যাঁ, তার স্বামী যেন তার কাছে না আসে; সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানেই যাদুকরদের কিছু কাজ এবং তারা যেসব আয়াত লেখে তা স্পষ্ট হয়ে যায় — পড়া হলেই রোগীর শরীরে যা আছে তা ফাঁস হয়ে পড়ে। এমন দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

১৭. কিছু জিন শাহাদাতাইন উচ্চারণ করে ও নিজের ইসলাম ঘোষণা করার পর স্বীকারোক্তি দেয়। বাহ্যত যা প্রকাশ করে, তাতে সে সত্যবাদীও হতে পারে। আবার কখনও সে ইসলাম প্রকাশ করে না, কিন্তু বারবার রুকইয়াহ ও দীর্ঘ কর্মসূচিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে — ফলে সমস্যা ও তার সমাধান নিজেই বলে দেয়।

এক রাকী বলেন: আমি এক রোগীর উপর পড়ছিলাম এবং রুকইয়াহ দীর্ঘ করলাম। তখন জিনটি চিৎকার করে বলল —

"শোনো, আমি আর কুরআন সহ্য করতে পারছি না। আমি তোমার কাছে স্বীকার করছি: যাদুকর অমুক আয়াত দিয়ে তাকে বেঁধেছে, যেন সে গর্ভবতী না হয়; আর এর চিকিৎসা অমুক আয়াত পড়া" — সে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বা অন্য কোনো শর্ত জুড়ে দেয়নি।

রাকী বলেন: আমি আয়াতটি পড়লাম ও পুনরাবৃত্তি করলাম। হঠাৎ দেখি নারীটির শরীর প্রচণ্ডভাবে মোচড় খাচ্ছে; তারপর আমি একটি জোরালো চিৎকার শুনলাম, আর সে উঠে দাঁড়াল — যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। এরপর সে গর্ভবতী হয়।

(শাইখ আল-হিবশীর বন্ধনীভুক্ত সতর্কতা:) এই চিকিৎসায় কোনো দোষ নেই — এই শর্তে যে, জিন যা বলছে তা বুঝতে হবে। কেননা সে কখনও নানা দাবি-দাওয়া পেশ করে, কিংবা তার কথার মধ্যেই হারাম কিছু থাকে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

জিনের কথা ও শাইখের শর্ত

১ **আয়াতে জিনের চিৎকার**
যে আয়াতের সঙ্গে চিকিৎসার সম্পর্ক রাকীর মনে হয় না

২ **শাইখের বর্ণনা**
সেই আয়াতই যাদুকরের কাজ ফাঁস করে দেয়

৩ **পুনরাবৃত্তি**
রাকী আয়াতটি পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন

৪ **জিনের স্বীকারোক্তি**
কখনও ক্লান্ত হয়ে সমস্যা ও সমাধান নিজেই বলে দেয়

৫ **শাইখের শর্ত**
জিন যা বলছে তা বুঝতে হবে

৬ **সতর্কতা**
সে কখনও নানা দাবি-দাওয়া পেশ করে, বা তার কথায় হারাম কিছু থাকে

ফলাফল ১৬–১৭ — রাকীদের বর্ণনা, শাইখ আল-হিবশীর সতর্কতাসহ

ফলাফল ১৮-১৯ – মুলকের আয়াত

১৮. রাকী কখনও একটি নির্দিষ্ট রুকইয়াহ আঁকড়ে ধরে — যাতে সে নিজের নিয়ত, একাগ্রতা ও পুনরাবৃত্তি একত্র করে, আর সেটিই তার কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যবহৃত রুকইয়াহ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন সে কাওয়ারিউল কুরআন থেকে কিছু আয়াত বেছে নেয় — যদিও কাওয়ারিউল কুরআনের সবই শক্তিশালী। আবার সে প্রতিটি অবস্থার জন্য উপযুক্ত কাওয়ারি নির্দিষ্ট করে।

উদাহরণ: রোগীর ঘটনা থেকে ও তার উপর যা ঘটছে এবং যেসব অবস্থা দেখা দিচ্ছে, তা থেকে যদি রাকীর কাছে মনে হয় বিষয়টিতে জিনদের কোনো বাদশাহ জড়িত, তবে সে পড়ে:

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

"অতঃপর তারা আল্লাহর অনুমতিতে তাদের পরাজিত করল; আর দাউদ জালূতকে হত্যা করলেন। আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দিলেন এবং তিনি যা চাইলেন তা থেকে তাঁকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ যদি মানুষের একদলকে অপর দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত; কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টিজগতের প্রতি অনুগ্রহশীল।" — সূরা আল-বাকারা ২:২৫১

এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হয় বিরাট ও মহৎ।

১৯. তারা কখনও মুলকের আয়াতে প্রভাবিত হয়:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"বলো: হে আল্লাহ! রাজত্বের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দাও, যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। তোমার হাতেই সব কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" — সূরা আলে ইমরান ৩:২৬

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا

"নাকি রাজত্বে তাদের কোনো অংশ আছে? তাহলে তো তারা মানুষকে খেজুর-আঁটির দাগ পরিমাণও দেবে না।" — সূরা আন-নিসা ৪:৫৩

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

"সেদিন তারা প্রকাশিত হয়ে পড়বে; আল্লাহর কাছে তাদের কোনো কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই।" — সূরা গাফির ৪০:১৬

ফলাফল ২০–২১ – কাওয়ারিউল কুরআন থেকে বাছাই

২০. সে কখনও কাওয়ারিউল কুরআন থেকে বেছে নেয়:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

"তোমরা যেখানেই থাকো, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই — যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে থাকো।" — সূরা আন-নিসা ৪:৭৮

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

"আর তারা বিজয় প্রার্থনা করল; আর ব্যর্থ হলো প্রত্যেক উদ্ধত-হঠকারী।" — সূরা ইবরাহীম ১৪:১৫

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ

"অতঃপর আমি তাদের চেয়েও শক্তিতে প্রবলদের ধ্বংস করেছি; আর পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অতীত হয়ে গেছে।"

— সূরা আয-যুখরুফ ৪৩:৮

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ

"তারা আমার সমস্ত নিদর্শন মিথ্যা বলেছিল; ফলে আমি তাদের পাকড়াও করলাম — মহাপরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমানের পাকড়াও।" — সূরা আল-কামার ৫৪:৪২

مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا

"অভিশপ্ত অবস্থায়; যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে।" — সূরা আল-আহযাব ৩৩:৬১

২১. সে কখনও অন্য আয়াত বেছে নেয়:

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

"তিনি বলবেন: তোমাদের পূর্বে জিন ও মানুষের যেসব জাতি গত হয়েছে, তাদের সঙ্গে তোমরাও আগুনে প্রবেশ করো। যতবারই কোনো দল প্রবেশ করবে, ততবারই সে তার বোন-দলকে অভিশাপ দেবে। শেষ পর্যন্ত যখন সবাই সেখানে একত্র হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে: হে আমাদের রব! এরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে; সুতরাং তাদের আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দিন। তিনি বলবেন: প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ — কিন্তু তোমরা জানো না।" — সূরা আল-আরাফ ৭:৩৮

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

"যারা হতভাগ্য, তারা থাকবে আগুনে; সেখানে তাদের জন্য থাকবে আর্তনাদ ও চিৎকার।" — সূরা হূদ ১১:১০৬

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ

"তোমরা দুজন জাহান্নামে নিক্ষেপ করো প্রত্যেক অবাধ্য কাফিরকে।" — সূরা কাফ ৫০:২৪

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

"সেদিন তাদের মুখের উপর ভর দিয়ে আগুনে টেনে নেওয়া হবে — সাকারের স্পর্শ আস্বাদন করো!" — সূরা আল-কামার ৫৪:৪৮

ফলাফল ১৮–২১: রাকীর বাছাই

রাকীর বাছাই করা আয়াত

- **নির্দিষ্ট রুকইয়াহ আঁকড়ে ধরা** — নিয়ত, একাগ্রতা ও পুনরাবৃত্তি একত্র করতে
- **কাওয়ারিউল কুরআন** — কিছু আয়াত বাছাই; প্রতিটি অবস্থার জন্য উপযুক্ত কাওয়ারি
- **জিনদের বাদশাহ জড়িত মনে হলে** — সূরা আল-বাকারার দাউদ ও জালূতের আয়াত
- **মুলকের আয়াত** — সূরা আলে ইমরান, আন-নিসা ও গাফিরের আয়াত
- **কাওয়ারি থেকে আরও** — আন-নিসা, ইবরাহীম, যুখরুফ, কামার, আহযাবের আয়াত
- **আরও আয়াত (২১)** — আল-আরাফ, হূদ, কাফ ও আল-কামারের আয়াত

শাইখ আল-হিবশীর বর্ণনা — রাকী কখনও এগুলো বেছে নেয়; শিফাদানকারী আল্লাহই — কেউ কেউ সেরে ওঠে না

রাকীর জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত – গর্ব নয়

এভাবেই রাকী আল্লাহর কিতাব থেকে যা ইচ্ছা বেছে নিতে পারে। আর আল্লাহ কারও জন্য এমন কিছু খুলে দেন, যা অন্যের জন্য খোলেন না। এর কারণ কখনও রাকীর নিজের সততা ও পরহেজগারিতা; কখনও রোগীর সততা ও তার নিরুপায় অবস্থা — যাতে আল্লাহ তাকে শিফা দিয়ে অনুগ্রহ করেন; আবার কখনও তা নিছকই শিফার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা।

সুতরাং কোনো রাকী যেন অন্য রাকীর উপর গর্ব না করে। সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহরই; শিফা সম্পূর্ণভাবে তাঁরই হাতে। রাকীর হাতে আছে কেবল পাঠ, দুআ ও আশা। আর ফলাফল আসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে। কাজেই রাকী যেন অনুগ্রহ ও শিফাকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত না করে।

রাকীর জন্য অপরিহার্য শর্ত

করুন	করবেন না
✓ রাকীর হাতে আছে কেবল পাঠ, দুআ ও আশা	✕ অন্য রাকীর উপর গর্ব করা
✓ ফলাফল আল্লাহর পক্ষ থেকে; শিফা তাঁরই হাতে	✕ অনুগ্রহ ও শিফাকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করা

শাইখ আল-হিবশীর সতর্কবার্তা

ফলাফল ২২ – অবস্থার দ্রুত উন্নতি

২২. তাখসীসকৃত আয়াত দিয়ে পাঠ করার সবচেয়ে বড় ফলাফলগুলোর একটি হলো — রোগীর অবস্থার দ্রুত উন্নতি।

কিছু ক্ষেত্রে তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে; যেমন হাসপাতালে কোমায় থাকা রোগী এবং শয়তানী মূর্ছার ঘটনাগুলো। সূরা আস-সাফফাতের শুরু, কিংবা খুরূজ, যুলম ও জিন-সংক্রান্ত আয়াত ও অন্যান্য আয়াত পড়লে সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়।

কখনও তা এত তীব্র হয় যে ডাক্তাররাও বিস্মিত হন — যে ব্যক্তি নড়াচড়ার শক্তিহীন, তার শরীর থেকে এমন প্রচণ্ড নড়াচড়া, জোরালো নিঃশ্বাস, হাঁপানি ও আর্তনাদ বেরোয় কীভাবে? কেউ কেউ চোখ খুলে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকায় — রাকীর দিকে, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট স্থানের দিকে।

কিছু কেস এক বৈঠকেই, কিংবা এক দিনে, কিংবা কয়েক দিনে সেরে যায় — এমন এক পদ্ধতিতে, যা বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র মেনে নেয় না। কেউ কেউ সেরে ওঠে না, কিন্তু ধীরে ধীরে ভালো হতে থাকে — আর শিফাদানকারী তো আল্লাহই। আর কেউ কেউ নিজের অবস্থাতেই থেকে যায়।

ফলাফল ২২: অবস্থার উন্নতি

ফলাফল ২২ — শাইখের বর্ণনা

- **সবচেয়ে বড় ফলাফলের একটি** — রোগীর অবস্থার দ্রুত উন্নতি
- **কিছু কেস** — এক বৈঠকে, এক দিনে বা কয়েক দিনে সেরে যায়
- **কেউ কেউ** — সেরে ওঠে না, কিন্তু ধীরে ধীরে ভালো হয়
- **কেউ কেউ** — নিজের অবস্থাতেই থেকে যায়
- **শিফাদানকারী** — আল্লাহই

শাইখের নিজের বর্ণনা — ফল সবার এক নয়

এক নজরে

- ★ শাইখ ২২টি ফলাফল গণনা করেছেন — কিছু নস-ভিত্তিক, কিছু তাজরিবা-ভিত্তিক, কিছু তাঁর নিজের পর্যবেক্ষণ
- ★ নসে আসা আয়াতের ফলাফল সুপ্রাচীন; প্রসবের আয়াত বহু আলিম আমলে এনেছেন
- ★ সিহরের আয়াতের ফলাফল তাজরিবার মাধ্যমে প্রমাণিত, যদিও সুনির্দিষ্ট দলীল বর্ণিত হয়নি
- ★ শাইখের বর্ণনায় রোগী ও জিন অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে প্রভাবিত হয়
- ★ জিন যা বলে তা বুঝে নিতে হবে; তাতে দাবি-দাওয়া বা হারাম কিছু থাকতে পারে
- ★ রাকীর হাতে কেবল পাঠ, দুআ ও আশা; শিফা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে
- ★ কিছু কেস সেরে যায়; কেউ কেউ সেরে ওঠে না, ধীরে ভালো হয়; কেউ কেউ নিজের অবস্থাতেই থাকে — শিফাদানকারী আল্লাহই

সবগুলো শাইখ আল-হিবশীর নিজের বর্ণনা

যাচাই করুন

1. রাকীর হাতে কী আছে বলা হয়েছে?

ক. শিফা

খ. কেবল পাঠ, দুআ ও আশা

গ. রোগের ফলাফল

2. ইলমে বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তি কোন আয়াতে প্রভাবিত হয় বলা হয়েছে?

ক. জাহান্নামের আয়াতে

খ. সমুদ্রের আয়াতে

গ. ইলম, মেধা, বোধশক্তি, মুখস্থশক্তির আয়াতে

3. প্রসব কঠিন হলে নির্দিষ্ট আয়াতের ফলাফল সম্পর্কে শাইখ কী বলেছেন?

ক. এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা ফলাফল

খ. কেবল শাইখের নিজের তাজরিবা

গ. কোনো আলিম তা আমলে আনেননি

4. জিনের কথা অনুযায়ী চিকিৎসায় শাইখের শর্ত কী?

ক. জিনের সব কথা মেনে নেওয়া

খ. জিন যা বলছে তা বুঝতে হবে

গ. জিনের কথা কখনোই না শোনা

5. ফলাফল ২২-এ শাইখ কেমন অবস্থা বর্ণনা করেছেন?

ক. সবাই এক বৈঠকে সেরে যায়

খ. কেউই ভালো হয় না

গ. কিছু কেস সেরে যায়, কেউ কেউ সেরে ওঠে না — ধীরে ভালো হয় বা নিজের অবস্থাতেই থাকে

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-গ

অধ্যায় ২৮ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২৯

শুবহাত ও জবাব

(ফোলিও ১৫৯। এখান থেকে শাইখ আল-হিবশী তাখসীসের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলো একে একে তুলে ধরে জবাব দিচ্ছেন। এই অধ্যায়ে প্রথম দুটি আপত্তি এসেছে।)

আপত্তি ১ – "তাজরিবা তো ধারাবাহিকভাবে উপকারী হতে হবে"

তারা বলেন: রুকইয়াহর ক্ষেত্রে তাজরিবা অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে উপকারী (মুত্তারিদাতুন নাফ') হতে হবে। এমন কোনো রুকইয়াহ গ্রহণযোগ্য নয়, যা "উপকারী" বলে প্রচার পেয়েছে অথচ তার পক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠিত দলীল নেই।

জবাব: তাজরিবা ধারাবাহিকভাবে উপকারী হবেই বা কীভাবে — পুনরাবৃত্তি ছাড়া? যে পুনরাবৃত্তিই তো তাজরিবা থেকে প্রাপ্ত উপকারের বিষয়ে মুতাওয়াতির ও নিশ্চিত ফলাফল নথিভুক্ত করাকে অপরিহার্য করে তোলে।

সুতরাং রুকইয়াহতে কিছু আয়াত পরীক্ষা করা হলো এবং সেগুলো উপকার দিল — তবে সেগুলো দিয়ে রুকইয়াহ করতে কোনো বাধা নেই; বরং মানুষকে তা শেখানোতেও বাধা নেই। কতিপয় আলিম মনে করেন, রুকইয়াহ ও অনুরূপ বিষয়ে যা তাজরিবার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

এর দৃষ্টান্ত: বাঁধা (মারবূত) ব্যক্তির নুশরার ক্ষেত্রে ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে — বরই পাতা ও সিহরের আয়াতসহ। আলিমগণ তা পরীক্ষা করে এবং উপকার দেখে তা অনুমোদন করেছেন। আর আমাদের এই যুগেও তাজরিবার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে — উদাহরণস্বরূপ খলতাতুর রূমীর রূহানী ও শারীরিক চিকিৎসায় উপকারিতা।

আপত্তি ২ – "তাখসীস দরজা খুলে দেবে, আর তা তাশরী' হয়ে দাঁড়াবে"

তারা বলেন: তাখসীস দরজাটি হাট করে খুলে দেয়; ফলে তা তাশরী' (শরীয়ত প্রণয়ন)-এর মতো হয়ে দাঁড়ায়, এবং এরপর সেই তাখসীসকেই শরীয়ত ও সুন্নাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়।

জবাব: হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট।

(এখানে শাইখ নুমান ইবন বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসের ভাষাই ব্যবহার করেছেন — বুখারী ও মুসলিম।)

আমরা যদি এই কথাটি মেনে চলি, তবে অনিবার্যভাবে রুকইয়াহ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সুন্নাহতে বর্ণিত হয়নি এমন সবকিছু পড়ার দরজাই বন্ধ করে দিতে হবে।

দুই আপত্তি ও জবাব

তাদের বক্তব্য	শাইখের জবাব
তাজরিবা ধারাবাহিকভাবে উপকারী হতে হবে	পুনরাবৃত্তি ছাড়া তা কীভাবে হবে?
প্রতিষ্ঠিত দলীল ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়	পরীক্ষা করে উপকার পাওয়া আয়াতে রুকইয়াহ ও শেখানোয় বাধা নেই
তাখসীস দরজা হাট করে খুলে দেয়	হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট
তাশরী'র মতো হয়ে দাঁড়ায়	মানলে সুন্নাহতে নেই এমন সব পড়ার দরজা বন্ধ হবে

ডান দিকে শাইখ আল-হিবশীর নিজের জবাব

সঠিক অবস্থান হলো — আমরা স্পষ্ট করে দেব যে:

1. তাখসীসের কিছু অংশ সুন্নাহতে প্রতিষ্ঠিত;
2. আর কিছু অংশ মুবাহ তাজরিবার মাধ্যমে উপকারী প্রমাণিত;
3. এবং আমরা এর শর্ত ও সীমারেখা (দাওয়াবিত) বর্ণনা করে দেব।

এরপর প্রত্যেক মুকাল্লাফের দায়িত্ব — নিজের চলার পথে ও অনুসন্ধানে আল্লাহকে ভয় করা।

শাইখের মতে সঠিক অবস্থান

১ **প্রথম**
তাখসীসের কিছু অংশ সুন্নাহতে প্রতিষ্ঠিত বলা

২ **দ্বিতীয়**
কিছু অংশ মুবাহ তাজরিবার মাধ্যমে উপকারী প্রমাণিত বলা

৩ **তৃতীয়**
এর শর্ত ও সীমারেখা (দাওয়াবিত) বর্ণনা করা

৪ **এরপর**
প্রত্যেক মুকাল্লাফ নিজের পথে আল্লাহকে ভয় করবে

নইলে আমাদের তো বলতে হবে যে, বহু রোগী বরই পাতা ও ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহর বর্ণিত ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করছে এই ধারণায় যে সেটি একটি হাদীস — অথচ তা হাদীস নয়।

যাচাই করুন

1. প্রথম আপত্তির জবাবে শাইখের মতে তাজরিবা ধারাবাহিকভাবে উপকারী হয় কীসের মাধ্যমে?

ক. কেবল প্রচার পাওয়ার মাধ্যমে

খ. পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে

গ. হাদীস বলে ধারণার মাধ্যমে

2. তাখসীস তাশরী'র মতো হয়ে দাঁড়ায় — এই আপত্তির জবাবের শুরুতে শাইখ কী বলেছেন?

ক. হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট

খ. তাখসীস নিষিদ্ধ

গ. সব আয়াতই সুন্নাহতে প্রতিষ্ঠিত

3. শাইখের সঠিক অবস্থানের তিন কাজের একটি কোনটি?

ক. তাখসীস পুরোপুরি নিষেধ করা

খ. সব আয়াত সুন্নাহতে প্রতিষ্ঠিত বলা

গ. শর্ত ও সীমারেখা (দাওয়াবিত) বর্ণনা করা

4. বরই পাতা ও ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহর বর্ণিত ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে শাইখ কী বলেছেন?

ক. তা হাদীস নয়

খ. তা সহীহ হাদীস

গ. তা হাদীসে এসেছে

উত্তর: ১–খ, ২–ক, ৩–গ, ৪–ক

অধ্যায় ২৯ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৩০

অবশিষ্ট শুবহা ও তার জবাব, খাওয়াস্‌সুল কুরআন গ্রন্থ এবং উপসংহার

(মুদ্রিত ফোলিও ১৬০–১৬৯। এই অংশে শাইখ আল-হিবশী প্রথমে শুবহাত ওয়া রুদূদ অধ্যায়ের অবশিষ্ট দুটি আপত্তি ও তার জবাব দিয়েছেন; এরপর ড. তুরকী ইবন সাদ আল-হুওয়াইমিলের ডক্টরাল গ্রন্থ খাওয়াস্‌সুল কুরআনিল কারীম পাঠকের সামনে তুলে ধরে তার পূর্ণ খাতিমা উদ্ধৃত করেছেন; সবশেষে তাখসীস অস্বীকার প্রসঙ্গে নিজের খুলাসা-নসীহত ও বইয়ের খাতিমা লিখেছেন।)

১. শুবহা – তাখসীস নিষেধ করাটা সদ্দুয্ যারাইর দাবি

আপত্তি (তাদের বক্তব্য): তাখসীস নিষেধ করাটা আসলে সদ্দুয্ যারাই (দ্বার বন্ধ করা) — কেননা তাখসীসের দরজা খুলে দিলে তা অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপত্র, অনিয়ন্ত্রিত চিকিৎসা ও অনিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়।

জবাব — শাইখ আল-হিবশী:

সব আলিমই সদ্দুয্ যারাইর কথা বলেন, কিন্তু তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তাঁরা পরস্পর ভিন্ন। এ কারণেই যান্নী (অনিশ্চিত-ধারণাপ্রসূত) মাসআলাগুলোর কোনো কোনোটিতে দেখা যায় — একজন আলিম বলেন "এখানে সদ্দুয্ যারাই খাটে", অর্থাৎ দ্বার বন্ধ করার জন্য একটি জিনিস নিষেধ করেন; আর অন্য একজন আলিম তা বলেন না। এর অর্থ, তাঁর কাছে সেগুলো যান্নী মাসআলা, কাতঈ নয়।

কাতঈ (নিশ্চিত) হলো তা-ই, যা কুরআনী নসে এসেছে, অথবা যাতে এমন স্পষ্ট-সুস্পষ্ট নস এসেছে যা দালালাতের দিক থেকে কাতঈ ও সুবূতের দিক থেকে কাতঈ। এ ছাড়া বাকি যা কিছু নিয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন, তা যান্নী। অর্থাৎ — যে বিষয়ে দালালাতে-কাতঈ ও সুবূতে-কাতঈ স্পষ্ট নস নেই, সে বিষয়ের প্রতিটি ফতোয়া শরীআতের দিক থেকে বাধ্যতামূলক হয়ে যায় না, আর তা লঙ্ঘন করাটাও শাস্তিযোগ্য হারাম হয়ে যায় না।

কাতঈ ও যান্নী

কাতঈ (নিশ্চিত)	যান্নী
কুরআনী নসে এসেছে	যে বিষয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন
দালালাত ও সুবূত দুই দিক থেকেই কাতঈ স্পষ্ট নস	সেই নস নেই — প্রতিটি ফতোয়া বাধ্যতামূলক নয়
—	লঙ্ঘন করাও শাস্তিযোগ্য হারাম হয়ে যায় না

শাইখ আল-হিবশী: সদ্দুয যারাইর প্রয়োগে আলিমদের ভিন্নতা যান্নী মাসআলায়

ব্যাপারটি যদি সত্যিই সেরকম হতো, তবে আমাদের রাসূল — যাঁর উপর সর্বোত্তম সালাত ও সালাম — নিজেই তা করতেন এবং দ্বার বন্ধ করে দিতেন। আর যখন তিনি বললেন —

لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا

> "রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তা শিরক না হয়।"

— তখন তিনি সীমা টেনে দিতেন না বরং কেবল তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত জিনিসটিকেই নির্দিষ্ট করে দিতেন এবং তা ছাড়া বাকি সবকিছু নিষেধ করে দিতেন। শুধু তা-ই নয় — তাঁর পরে যাঁরা এসেছেন, সাহাবা, তাবিঈন ও আলিমগণ, তাঁরাও কেউ সদ্দুয্ যারাইর দোহাই দিয়ে তাখসীস নিষেধ করেননি।

সঠিক পথ হলো — মানুষকে এই বিষয়টি শিখিয়ে দেওয়া, ঠিক যেভাবে তাঁরা মানুষকে তাওহীদ শিখিয়েছেন।

---

২. শুবহা – রাকীদের অভিজ্ঞতা অগ্রহণযোগ্য

আপত্তি (তাদের বক্তব্য): রাকীদের অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তাঁরা নিজেরাই অজ্ঞাত-পরিচয় (মাজহূল), আর তাঁদের অভিজ্ঞতার উৎসগুলো কোনো কিতাবে, সুন্নাহতে, কিংবা আলিমদের কথা ও কাজে বর্ণিত হয়নি।

জবাব — শাইখ আল-হিবশী:

এই কথাটি সঠিক নয়। সঠিক কথা হলো — অভিজ্ঞতা অনেক। আর রাকীদের মধ্যে আছেন বিশুদ্ধ আকীদার অধিকারী; আছেন অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি; আছেন এমন কেউ যিনি যাদুকরদের পথ ধরেছেন; আছেন এমনও কেউ যিনি নিজের খেয়ালখুশি মতো নানা "অভিজ্ঞতা" ও "প্রোগ্রাম" ছড়িয়ে বেড়ান।

কিন্তু এসবের কোনোটিই প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানে যে সুপরিচিত শারঈ রাকীগণ আছেন — তাঁদের শারঈ ইলম, তাঁদের মর্যাদা, তাঁদের চিকিৎসাপদ্ধতি এবং শিরক ও সন্দেহমুক্ত তাঁদের বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাগুলো — সেসব থেকে গ্রহণ করাকে বাধা দেয় না।

তদুপরি, শারঈ রাকীদের অভিজ্ঞতার উৎস একটি শারঈ মূলনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত — যতক্ষণ তা শিরক না হয়।

দুই শুবহা ও শাইখের জবাব

শুবহা (তাদের বক্তব্য)	শাইখ আল-হিবশীর জবাব
তাখসীস নিষেধ করা সদ্দুয যারাই	সব আলিম সদ্দুয যারাই বলেন, কিন্তু প্রয়োগে ভিন্ন
রাকীদের অভিজ্ঞতা অগ্রহণযোগ্য, তাঁরা মাজহূল	কথাটি সঠিক নয়; রাকীদের মধ্যে অজ্ঞাত ও যাদুকরের পথধারীও আছে, তবু সুপরিচিত শারঈ রাকীদের শিরক ও সন্দেহমুক্ত অভিজ্ঞতা গ্রহণে বাধা নেই
উৎস কোনো কিতাব বা সুন্নাহতে বর্ণিত নয়	শারঈ রাকীদের অভিজ্ঞতা একটি শারঈ মূলনীতির উপর, যতক্ষণ শিরক না হয়

---

৩. তোমাদের জন্য জমিয়ে রেখেছি – খাওয়াস্সুল কুরআনিল কারীম গ্রন্থ

(মুদ্রিত ফোলিও ১৬১। বইয়ের শিরোনাম: «إدخرت لكم خواص القرآن الكريم» *— "তোমাদের জন্য আমি জমিয়ে রেখেছি* খাওয়াস্সুল কুরআনিল কারীম *গ্রন্থটি"।)*

গ্রন্থকার: ড. তুরকী ইবন সাদ আল-হুওয়াইমিল — সহকারী অধ্যাপক, কুল্লিয়াতু উসূলিদ্ দীন, কুরআন বিভাগ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় — কুরআন ও তার শাস্ত্রসমূহ।

গ্রন্থের প্রকৃতি: دراسة نظرية تطبيقية — তাত্ত্বিক ও ফলিত গবেষণা।

মর্যাদা: رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه — কুরআন ও তার শাস্ত্রসমূহে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

শাইখ আল-হিবশী এখানে গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও ভেতরের অনুমোদন-পৃষ্ঠার দুটি ছবি বসিয়েছেন। প্রচ্ছদে লেখা: প্রকাশক দারু ইবনিল জাওযী; এবং "এই কিতাব ছাপার কাজে অংশ নিয়েছে আল-জামইয়্যাতুল ইলমিয়্যাতুস সাউদিয়্যা লিল-কুরআনিল কারীম ওয়া উলূমিহি"। অনুমোদন-পৃষ্ঠায় লেখা:

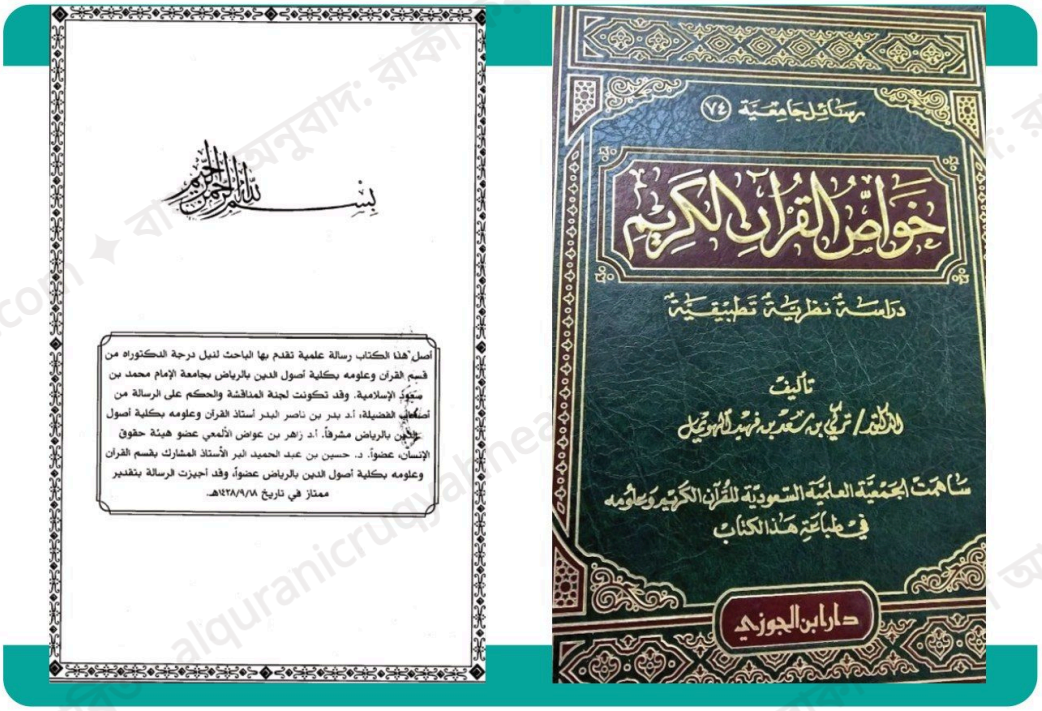

এই কিতাবের মূল হলো একটি বৈজ্ঞানিক অভিসন্দর্ভ, যা গবেষক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের জন্য রিয়াদের কুল্লিয়াতু উসূলিদ্ দীনের কুরআন ও তার শাস্ত্র বিভাগে, ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেছিলেন। অভিসন্দর্ভটির আলোচনা ও মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল এই সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে — অধ্যাপক ড. বদর ইবন নাসির আল-বদর, কুরআন ও তার শাস্ত্রের অধ্যাপক, কুল্লিয়াতু উসূলিদ্ দীন, রিয়াদ — তত্ত্বাবধায়ক; অধ্যাপক ড. যাহির ইবন আওয়াদ আল-আলমাঈ, মানবাধিকার কমিশনের সদস্য — সদস্য; ড. হুসাইন ইবন আবদিল হামীদ আল-বার্র, কুরআন ও তার শাস্ত্র বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, কুল্লিয়াতু উসূলিদ্ দীন, রিয়াদ — সদস্য। অভিসন্দর্ভটি মুমতায (উৎকৃষ্ট) মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হয় — তারিখ ৮/৯/১৪২৮ হিজরি।

শাইখ আল-হিবশীর মূল্যায়ন — তিনি গ্রন্থটির প্রশংসা করছেন, সতর্ক করছেন না:

তাখসীসের বিষয়ে এ এক মহান কিতাব। আমি না পেরে পারছি না — কিতাবটির খাতিমা তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি, সেই সঙ্গে আমার সুপারিশ: কিতাবটি পড়ো — যদিও তা হাজার পৃষ্ঠারও বেশি।

গ্রন্থকার তাঁর কিতাবটি এই খাতিমা দিয়ে শেষ করেছেন।

---

৪. খাওয়াস্‌সুল কুরআন গ্রন্থের খাতিমা – ড. আল-হুওয়াইমিলের নিজের ভাষায়

(মুদ্রিত ফোলিও ১৬২–১৬৭। নিচের পুরোটাই ড. তুরকী ইবন সাদ আল-হুওয়াইমিলের খাওয়াস্‌সুল কুরআনিল কারীম, দিরাসাতুন নাযারিয়্যাতুন তাতবীকিয়্যা *গ্রন্থের সমাপ্তি-অধ্যায়ের অনুবাদ, শাইখ আল-হিবশী যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন।)*

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর নিয়ামতে সৎকর্মগুলো পূর্ণতা পায় এবং যাঁর তাওফীকে প্রয়োজনগুলো পূরণ হয়। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সঙ্গীদের উপর। অতঃপর:

কুরআনুল কারীম-সংশ্লিষ্ট এই বরকতময় বিষয়টির সঙ্গে আমি একটি দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি — *(খাওয়াস্‌সুল কুরআনিল কারীম, তাত্ত্বিক ও ফলিত গবেষণা)* — এবং এই বিনীত প্রচেষ্টাটি পেশ করেছি। আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা এই গবেষণাটি শেষ করার তাওফীক দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমি যেসব গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ও সুপারিশে উপনীত হয়েছি, তা নিম্নরূপ:

১. কুরআনুল কারীমের *খাওয়াস* বলতে বোঝানো হয় — কল্যাণ আকর্ষণে এবং অনিষ্ট প্রতিহত বা অপসারণে কুরআনুল কারীমের, অথবা তার কোনো কোনো সূরা ও আয়াতের প্রভাব। কারও কারও ক্ষেত্রে কোনো সূরা বা নির্দিষ্ট কিছু আয়াত পড়ার বা লেখার মাধ্যমে এমন এক বিশেষ গুণ প্রকাশ পেতে পারে, যা দিয়ে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন — একদিকে আল্লাহ তাআলা সেই সূরা-আয়াতের জন্য যে প্রভাব সাব্যস্ত করেছেন সেই সুবাদে, অন্যদিকে বান্দার সত্যনিষ্ঠা, ইখলাস, ইয়াকীন ও আল্লাহর উপর উত্তম তাওয়াক্কুলের বরকতে। সেই পাঠ বা লেখার ফলে আসে মুক্তি, শিফা, কোনো কিছুর হিফাযত, কঠিন সমস্যার সমাধান — এ ধরনের ফল।

আরও স্পষ্ট হয়েছে কুরআনুল কারীমের *খাওয়াস* ও তার *ফাযাইল*-এর মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক: খাওয়াস আসলে ফাযাইলেরই একটি অংশ — তবে কুরআনী খাওয়াস বিষয়টি স্বতন্ত্র একটি রূপ নিয়েছে, তাই তার নিজস্ব সংজ্ঞা রয়েছে এবং তা নিয়ে স্বতন্ত্র রচনাও রয়েছে — কখনও *খাওয়াস্‌সুল কুরআনিল কারীম* নামে, কখনও *আসরারুল কুরআনিল কারীম ওয়া মানাফিউহু* বা এ ধরনের নামে।

২. উলূমুল কুরআনের কিতাবসমূহ খাওয়াস্‌সুল কুরআনকে উলূমুল কুরআনের একটি প্রকার হিসেবে আলোচনা করেছে — যেমন আয্‌-যারকাশী তাঁর *আল-বুরহান*-এ এবং আস-সুয়ূতী তাঁর *আল-ইতকান*-এ। আর উলূমুল কুরআনের যেসব কিতাব একটিমাত্র বিশেষ প্রকার নিয়ে রচিত, সেগুলো এই বিষয়টিতে এসেছে সূরা ও আয়াতের ফযীলত আলোচনার সূত্রে, এবং তার সঙ্গে যুক্ত তিলাওয়াতের আদব, দুআ-আযকার, কুরআন দিয়ে চিকিৎসা ও তা থেকে শিফা প্রার্থনার আলোচনার সূত্রে — কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে, খাওয়াস ও ফাযাইলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

৩. তাফসীরের কিতাবসমূহ খাওয়াস্‌সুল কুরআনকে আলোচনা করেছে — তাফসীর বিল-মাসূর ও তাফসীর বির-রায় উভয় ধারাতেই; কখনও তাফসীরের ভূমিকায়, কখনও সূরা ও আয়াতের তাফসীরের ভাঁজে, কখনও সূরার মধ্যে আয়াত বা আয়াতগুলোর অবস্থান আলোচনায়। কোনো কোনো মুফাসসির এ ব্যাপারে অতি বিস্তার করেছেন এবং এই অধ্যায়ে সহীহ, যঈফ ও মাওযূর মধ্যে পার্থক্য করেননি — যেমন আস-সালাবী, আল-ওয়াহিদী, আয্‌-যামাখশারী প্রমুখ।

৪. হাদীসের কিতাবসমূহ খাওয়াস্‌সুল কুরআনকে — অধিকাংশ ক্ষেত্রে — *কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন*-এর অধীনে এনেছে এবং তার নিচে এ বিষয়ক বেশ কিছু নববী হাদীস উল্লেখ করেছে; আবার কেউ কেউ তা অন্য কিতাবের অধীনে এনেছেন, যেমন *কিতাবুস সালাত, কিতাবুত তিব্ব* ইত্যাদি। এসব কিতাবের মধ্যে নববী হাদীস উপস্থাপন ও সূরা-আয়াত উল্লেখের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায়, তবে বর্ণনা ও অতিরিক্ত অংশে ভিন্নতা থাকে। আর এই ভিন্নতাই বিষয়টির উপকারে

আসে — খাসিয়্যাতের প্রকৃতি কী, তার ধরন কী, তা থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি কী, এবং এই অতিরিক্ত অংশ ও বর্ণনাভেদ অনুসারে কুরআনী খাওয়াস সম্পর্কে আহলুল ইলমের বক্তব্য কী — এসব স্পষ্ট করতে।

৫. খাওয়াস্‌সুল কুরআনিল কারীম বিষয়ে গ্রন্থকারদের রচনাপদ্ধতি বহুবিধ; তাঁরা কেউই একটিমাত্র অভিন্ন পদ্ধতিতে চলেননি। কিছু রচনা সর্বাত্মক — সূরা আল-ফাতিহা থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত সব সূরাকে ধারণ করে, এবং তাতে প্রতিটি সূরার খাওয়াস আলাদা আলাদা উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার কিছু রচনা নির্দিষ্ট কিছু সূরা ও আয়াতের খাওয়াস নিয়ে, কিংবা একটিমাত্র সূরার খাওয়াস নিয়ে — যেমন সূরা আল-ফাতিহা বা সূরা ইয়াসীন; অথবা নির্দিষ্ট কিছু আয়াতের খাওয়াস নিয়ে — যেমন আয়াতুল কুরসী, কিংবা সূরা আল-বাকারার শেষ দুই আয়াত... এভাবে।

এ বিষয়ে আমি সবচেয়ে প্রাচীন যে কিতাবটির সন্ধান পেয়েছি, তা আল-হাকীম আত-তবীব আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন সাঈদ আত-তামীমী-র রচনা, যিনি প্রায় ৩৯০ হিজরির কাছাকাছি সময়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কিতাবটির নাম *(খাওয়াস্‌সুল কুরআনিল কারীম)*, একে *(মানাফিউল কুরআন)* নামেও ডাকা হয়। এটি এখনও পাণ্ডুলিপি অবস্থায় ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত।

৬. খাওয়াস্‌সুল কুরআন বিষয়ে রচনাকর্মে বহু বিদআত ও কুসংস্কার মিশে গেছে; নিছক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরতা, নানা গল্প-কাহিনি ও খবর, এবং এমন কিছু ধরন — যেগুলো সমালোচনামুক্ত নয়। এসব ত্রুটি মূলত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগত — অর্থাৎ যেভাবে খাওয়াস্‌সুল কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা হয়, সেই পদ্ধতিতে। এ কারণেই কেউ কেউ এই বিষয়টি থেকে বিমুখ হয়েছেন এবং এর ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আর এটিই প্রমাণ করে যে, বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট সীমারেখায় বাঁধা (যাবত) ও যত্ন নেওয়া জরুরি — বিশেষত নবী ﷺ-এর দিকে, কিংবা সাহাবা ও তাবিঈনের দিকে যা সম্পৃক্ত করা হয়, সে ব্যাপারে।

৭. খাওয়াস্‌সুল কুরআনিল কারীমের মূল ভিত্তি কিতাব ও সুন্নাহতেই রয়েছে। আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, কুরআনুল কারীম থেকে শিফা প্রার্থনা করা হয়, তা দিয়ে রোগ ও বিপদ প্রতিহত করা হয়, এবং যার ক্ষতি ও অনিষ্টের আশঙ্কা করা হয় তার বিরুদ্ধে তা কাজে লাগানো হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

> "হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশ, অন্তরসমূহে যা আছে তার নিরাময়, এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" — সূরা ইউনুস ১০:৫৭

আর তিনি বলেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"আর আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত; আর তা যালিমদের ক্ষতিই কেবল বাড়ায়।" — সূরা আল-ইসরা ১৭:৮২

আর তিনি বলেন:

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

"বলো: যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য এটি হিদায়াত ও শিফা। আর যারা ঈমান আনে না, তাদের কানে রয়েছে বধিরতা, আর তা তাদের জন্য অন্ধত্ব; ওদের যেন দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে ডাকা হয়।" — সূরা ফুস্‌সিলাত ৪১:৪৪

এই অধ্যায়ে নববী হাদীসও অনেক ও সুপরিচিত।

৮. খাওয়াস্‌সুল কুরআন অনুযায়ী আমল করার হুকুম সম্পর্কে আহলুল ইলমের একদল মনে করেন — কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত সুন্নাহর সীমার মধ্যে থাকতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে, আর নবআবিষ্কৃত বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে — বিদআত ও শারঈ নিষিদ্ধতায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায়।

আর অন্য একদল মনে করেন — খাওয়াস্‌সুল কুরআন অনুযায়ী আমল করায় কোনো বাধা নেই; এ বিষয়ে মূল বিধান ইবাহা (বৈধতা)। তাই কেবল যেসব সূরা, কুরআনী আয়াত ও নববী রুকইয়াহর প্রতি ইঙ্গিত এসেছে সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকা আবশ্যক নয়। কেননা পুরো কুরআনই মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, আর তাতে মুসলিমদের জন্য কল্যাণ রয়েছে — যতক্ষণ তাতে কোনো শারঈ নিষিদ্ধতা না থাকে এবং পাঠ বিশুদ্ধ হয়, ততক্ষণ সেই আমলে কোনো দোষ নেই।

খাওয়াস অনুযায়ী আমলের হুকুম

একদল আহলুল ইলম	অন্য একদল
কিতাব ও প্রমাণিত সুন্নাহর সীমার মধ্যে থাকতে হবে, তদনুযায়ী আমল	আমলে কোনো বাধা নেই; মূল বিধান ইবাহা (বৈধতা)
নবআবিষ্কৃত বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে	কেবল ইঙ্গিত আসা সূরা, আয়াত ও নববী রুকইয়াহতে সীমাবদ্ধ থাকা আবশ্যক নয়
কারণ: বিদআত ও শারঈ নিষিদ্ধতায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা	কারণ: পুরো কুরআনই মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত
—	শারঈ নিষিদ্ধতা না থাকলে এবং পাঠ বিশুদ্ধ হলে দোষ নেই

ড. আল-হুওয়াইমিলের খাতিমা (৮ম ফলাফল) — তিনি দুই দলের অবস্থান বর্ণনা করেছেন

৯. রাসূল ﷺ সূরা ও কুরআনী আয়াত সম্পর্কে যা স্পষ্টভাবে বলে গেছেন, তা নিঃসন্দেহে অভিজ্ঞতার উপর অগ্রগণ্য। আর নবী ﷺ যে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলেননি, সে বিষয়ে মানবীয় অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা জায়েজ — যতক্ষণ কোনো শারঈ বাধা বা নিষিদ্ধতা না থাকে।

১০. যে মুসলিম নিজের কল্যাণকামী এবং দুনিয়া-আখিরাতের উপকারের ব্যাপারে যত্নশীল, তার উপর ওয়াজিব — তার সামনে যা-ই উপস্থিত হোক, তা শরীআতের পাল্লায় ওজন করে দেখা; তার সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখা; নিজের দ্বীনের নিরাপত্তার ব্যাপারে সজাগ থাকা; এবং বিশেষভাবে তাওহীদের প্রান্তটিকে এমন সবকিছু থেকে রক্ষা করা যা তাতে প্রভাব ফেলে বা তা ভেঙে দেয়। কেননা এ ধরনের বিষয়ে পড়ে যাওয়া অনেক ঘটে — বিশেষত ঠিক এই ধরনের আলোচ্য বিষয়ে। আমরা আল্লাহর কাছে আফিয়াত ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।

১১. খাওয়াস্সুল কুরআন অনুযায়ী আমল করার সময় এবং সাধারণভাবে তা থেকে উপকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার সময় — সেখানে শারঈ শর্ত-সীমারেখা (যাওয়াবিত) ও আদব রক্ষা করা ওয়াজিব, এবং শারঈ নিষিদ্ধতাগুলোতে — আকীদাগত ও ইবাদতগত উভয় প্রকারেই — পড়ে যাওয়া থেকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজিব।

১২. খাওয়াস্সুল কুরআন বিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মাওযূ (জাল) হাদীস হলো উবাই ইবন কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামে বর্ণিত সেই হাদীসটি — কুরআনুল কারীমের সূরাগুলোর খাওয়াস সম্পর্কে, সূরা ধরে ধরে। খাওয়াস্সুল কুরআন বিষয়ে জাল হাদীসগুলোর মধ্যে এটিই তাফসীরের কিতাব ও খাওয়াস-বিষয়ক রচনাসমূহে সবচেয়ে বেশি ঘুরে ফিরে এসেছে; আর এই অধ্যায়ে যারা জাল বর্ণনা উপস্থাপন করে তাদের প্রতি আলিমদের সমালোচনার অধিকাংশই এই হাদীসটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

১৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত যে সহীহ হাদীসগুলো এই বরকতময় সূরাগুলোর খাসিয়্যাত প্রমাণ করে, সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকা যথেষ্ট ও সমৃদ্ধ — যঈফ ও মাওযূ হাদীসের কোনো প্রয়োজন নেই।

১৪. যেসব অভিজ্ঞতায় শারঈ নিষিদ্ধতা রয়েছে — কাজে হোক বা কথায় — অথবা যেগুলো তার অনুশীলনকারীকে (আল্লাহর আশ্রয়!) সিহর ও আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার সঙ্গে শিরকে ফেলে দেয়, কিংবা দ্বীনে বিদআত ও সুন্নাহবিরোধিতায় ফেলে দেয় — সেসব থেকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজিব।

১৫. কিছু বাতিল অভিজ্ঞতায় দেখা যায় — মানুষকে নির্দিষ্ট কিছু অবস্থা, নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট সংখ্যায় বাঁধা হয়, এবং এমন সব প্রতীক ও অজ্ঞাত হরফ ব্যবহার করা হয় যার পক্ষে আল্লাহ কোনো দলিল নাযিল করেননি। তারা দাবি করে, তাদের এই কাজের মাধ্যমেই কুরআনী খাওয়াস বাস্তবায়িত হয়। তারা কুরআনী আয়াত ও নববী হাদীস দিয়ে দলিল দেখিয়ে মানুষকে — বিশেষত অজ্ঞ ও দুর্বলচিত্তদের — ধোঁকা দেয় এবং দাবি করে যে এগুলো হক; অথচ হক তাদের

থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এভাবে তারা মানুষকে শোষণ করে ও তাদের সম্পদ নিঃশেষ করে — উপরন্তু তাদের শারঈ নিষিদ্ধতায়ও ফেলে দেয়। আর মানুষের নফস স্বভাবতই — বিশেষত রুগ্‌ণ নফস — দুর্বল, সবচেয়ে সামান্য ও তুচ্ছ জিনিসের সঙ্গেও তা জড়িয়ে পড়ে।

সুতরাং এ ধরনের বাতিল কাজে পড়ে যাওয়া থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক; মানুষকে বিষয়টির ভয়াবহতা এবং দ্বীন ও আকীদার উপর তার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা আবশ্যক; এদের বাতিল ও যুলুম উন্মোচন করা, এদের কথা ও কাজ খণ্ডন করা এবং মানুষকে এদের থেকে সতর্ক করা আবশ্যক।

ড. আল-হুওয়াইমিলের সতর্কবার্তা

করুন

- ✓ যা সামনে আসে, শরীআতের পাল্লায় ওজন করা — ওয়াজিব
- ✓ শারঈ শর্ত-সীমারেখা ও আদব রক্ষা করা — ওয়াজিব
- ✓ সহীহ হাদীসে সীমাবদ্ধ থাকা যথেষ্ট; যঈফ-মাওযূর প্রয়োজন নেই

করবেন না

- ✗ সিহর, শিরক, বিদআতে ফেলে এমন অভিজ্ঞতা — পূর্ণ সতর্কতা ওয়াজিব
- ✗ বাতিল অভিজ্ঞতা: নির্দিষ্ট অবস্থা-সময়-সংখ্যায় বাঁধা, সঙ্গে প্রতীক ও অজ্ঞাত হরফ

খাওয়াসসুল কুরআন বিষয়ে — ড. আল-হুওয়াইমিলের খাতিমা অনুযায়ী

সমাপ্তিতে আমি আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি এই গবেষণা সম্পূর্ণ করার তাওফীক দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি — তিনি যেন এই কাজটিকে একমাত্র তাঁর সম্মানিত চেহারার উদ্দেশে খালিস করে দেন, এর দ্বারা উপকার দেন, এর বিনিময়ে সাওয়াব ও প্রতিদান লিখে দেন, এবং ভুল ও স্খলন ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত দানশীল, পরম উদার। আর আমাদের শেষ কথা — সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের রব।

---

৫. খুলাসা ও নসীহত – তাখসীস অস্বীকার প্রসঙ্গে

(মুদ্রিত ফোলিও ১৬৮–১৬৯। বইয়ের শিরোনাম: «خلاصة ونصيحة» ও উপশিরোনাম «إنكار التخصيص» — তাখসীস অস্বীকার করা। এখান থেকে আবার শাইখ আল-হিবশীর নিজের কণ্ঠ।)

⁂ আমি বলি: তাখসীস আসে তাজরিবার পরে। আর তাজরিবা যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফল দিয়েছে, তখন তা একটি উপকারী চিকিৎসা হিসেবে নির্দেশিত হয়।

এর দৃষ্টান্ত: কোনো নির্দিষ্ট রোগের জন্য একটি চিকিৎসা পরীক্ষা করা হলো, যার উপাদানগুলো ছিল নির্দিষ্ট কিছু বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে, এবং তা বহু মানুষের উপকারে এল — তাহলে সেই চিকিৎসা-ব্যবস্থাপত্রটি লিপিবদ্ধ করে সেই রোগের নামে নামকরণ করতে কোনো বাধা নেই।

ঠিক তেমনি — বদনজর বা সিহরের চিকিৎসার জন্য যদি নির্দিষ্ট কিছু আয়াত পরীক্ষা করা হয়ে থাকে, এবং যেমনটি কোনো কোনো আলিম আহলুল ইলমের সমষ্টিগত তাজরিবা থেকে সাব্যস্ত করেছেন — যে আয়াতগুলোতে সিহরের উল্লেখ এসেছে, যেমন সূরা আল-বাকারা, আল-আরাফ, ইউনুস, ত্বা-হা ও আল-ফালাক-এ — এবং সেগুলো উপকারে এসেছে; তাহলে সিহরাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সেগুলো নির্দেশ করা জায়েজ, আর এই মর্মে ফতোয়াও এসেছে।

তাহলে সিহরের চিকিৎসার জন্য সেগুলো নির্দেশ করা যদি জায়েজ হয়, তার অর্থই তো এই — এই আয়াতগুলোকে সিহরের চিকিৎসার জন্য তাখসীস করা এবং অন্যান্য আয়াতের তুলনায় এগুলোর প্রভাবের প্রবলতা স্বীকার করা।

সুতরাং যে ব্যক্তি তাখসীসের বিষয়টির বিরোধিতা করে, তাকে অনিবার্যভাবে সিহরের আয়াতগুলো বেছে নেওয়ারও বিরোধিতা করতে হবে — কিংবা "যাতে তাখসীস না হয়ে যায়" এই যুক্তিতে রুকইয়াহর সময় সেগুলো স্থগিত রাখার কথা বলতে হবে। আর এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী এবং বহু আলিমের বক্তব্যের সরাসরি বিপরীত।

কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্বীকার করেননি — যে বিচ্ছুর জন্য রুকইয়াহ নির্দিষ্ট করেছে তাকে, যে *নামলা*-র জন্য রুকইয়াহ নির্দিষ্ট করেছে তাকে, যে বদনজরের জন্য রুকইয়াহ নির্দিষ্ট করেছে তাকে, কিংবা যে জ্বরের জন্য রুকইয়াহ নির্দিষ্ট করেছে তাকে। তারা কোথা থেকে অধিকার পেল প্রতিটি রোগের জন্য আলাদা দুআ বা আয়াত নির্দিষ্ট করার? আর কেনই বা বলা হলো না যে, সব ধরনের রোগের জন্য একটিমাত্র রুকইয়াহ পড়লেই তাদের জন্য যথেষ্ট?

আজ আমরা যে অস্বীকারের উপর আছি, বিষয়টি যদি সত্যিই সেরকম হতো, তবে তো আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত হতো — যে-ই রুকইয়াহ করে তাকে নির্দেশ দেওয়া যে সে কেবল সূরা আল-ফাতিহায় সীমাবদ্ধ থাকুক, কিংবা সূরা আল-ফালাকে — কেননা তাতে তো আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তার সব অনিষ্ট থেকে তাঁরই আশ্রয় চাওয়া রয়েছে। কিন্তু তিনি তা করেননি; বরং তাদের রুকইয়াহ ও অন্যান্য রুকইয়াহর উপরেই তাদের ছেড়ে দিয়েছেন, আর রুকইয়াহর ব্যাপারে একটি মূলনীতি স্থাপন করে দিয়েছেন:

لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا

> "কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তা শিরক না হয়।"

আর আমার কাছে এর অর্থ — কিয়ামত পর্যন্ত এই বৈচিত্র্য ঘটতে থাকা ও অব্যাহত থাকা।

শাইখের যুক্তির ধাপ

১ **তাজরিবার পরে তাখসীস**
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফল দিলে উপকারী চিকিৎসা হিসেবে নির্দেশিত

২ **ব্যবস্থাপত্রের দৃষ্টান্ত**
বহু মানুষের উপকারে এলে লিপিবদ্ধ ও নামকরণে বাধা নেই

৩ **সিহরের আয়াত**
বাকারা, আরাফ, ইউনুস, ত্বা-হা, ফালাকে সিহরের উল্লেখ; পরীক্ষা করে উপকারে এলে নির্দেশ করা জায়েজ

৪ **শাইখের যুক্তি**
তা জায়েজ হলে তাখসীস ও প্রভাবের প্রবলতা স্বীকার করাই হয়

৫ **বিরোধীর অবস্থা**
সিহরের আয়াত বাছাইয়েরও বিরোধিতা করতে হবে

৬ **নবীর অবস্থান**
বিচ্ছু, নামলা, বদনজর, জ্বরের রুকইয়াহ নির্দিষ্টকারীকে অস্বীকার করেননি

৭ **মূলনীতি**
কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ শিরক না হয়

শাইখ আল-হিবশীর খুলাসা ও নসীহত

✳ প্রশ্ন: পূর্ববর্তী আলিমগণ কোনো বিশেষ চিকিৎসায় যে পদ্ধতি, আয়াত বা দুআর কথা বলে গেছেন — যেমন সিদ্‌র (বরই পাতা) ও সিহরের আয়াতসমূহ — সেগুলো কি কেবল তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যুগ পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতে আর কিছু যোগ হবে না? নাকি আমাদের মানহাজ হলো নবী ﷺ-এর এই বাণী দুটি — *"সে যা জানত তা থেকে তাকে শিখিয়েছে"* এবং *"রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তা শিরক না হয়"*?

আর এই যে রাকীগণ — তাঁরা এমন অনেক কিছু পরীক্ষা করেছেন যা পূর্ববর্তীরা পরীক্ষা করেননি; তাঁদের সঙ্গে এমন অনেক কিছু উপকারে এসেছে যা পূর্ববর্তীরা জানতেন না; এবং তাঁরা এমন আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করেছেন যা আগে ছিল না — মাইক, যন্ত্রপাতি, রেকর্ডিং, ভেষজ, পরামর্শ ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত: তাখসীস মুবাহ (বৈধ) থেকেই যায় — তবে নিশ্চিত ফলাফল ঘোষণা না করে। বরং তাখসীস করা হবে তাজরিবার দৃষ্টিকোণ থেকে, এই স্বীকৃতিসহ যে কারও ক্ষেত্রে তা উপকারে আসবে, কারও ক্ষেত্রে আসবে না; শিফার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গেই সম্পৃক্ত; আর এগুলো নিছক চিকিৎসার উপকরণ (আসবাব) মাত্র।

আর রাকী যেন কিছু আয়াত নির্দিষ্ট করে সেগুলোর দিকে এমনভাবে আহ্বান না করেন যেন তা নাযিলকৃত শরীআত। বরং তিনি বলবেন — নির্দিষ্ট কিছু আয়াতের অমুক রোগে প্রভাব রয়েছে, এবং সেই সঙ্গে সতর্ক করে দেবেন যে এ ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস আসেনি। আর যেসব বিষয় যঈফ হাদীসে এসেছে, সেগুলোর ব্যাপারেও সতর্ক করবেন — যে সেগুলোর উপর আমল করা জায়েজ, কিন্তু সেগুলো সহীহ হাদীসে আসেনি — যাতে মানুষ সেগুলোকে "সুন্নাহতে বর্ণিত" বলে ছড়িয়ে না দেয়।

শাইখ আল-হিবশীর সিদ্ধান্ত

করুন

- ✓ তাখসীস মুবাহ (বৈধ) থেকে যায়
- ✓ তাজরিবার দৃষ্টিকোণ থেকে; কারও উপকারে আসবে, কারও আসবে না
- ✓ শিফা আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত; এগুলো উপকরণ (আসবাব) মাত্র
- ✓ বলবেন: এ ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস আসেনি

করবেন না

- ✗ নিশ্চিত ফলাফল ঘোষণা করা
- ✗ নির্দিষ্ট আয়াতের দিকে এমনভাবে আহ্বান, যেন তা নাযিলকৃত শরীআত
- ✗ যঈফ হাদীসের বিষয়কে "সুন্নাহতে বর্ণিত" বলে ছড়ানো

৬. খাতিমা – বইয়ের সমাপ্তি

(মুদ্রিত ফোলিও ১৬৯। বইয়ের শিরোনাম: «خاتمة:»।)

আমি আল্লাহ আল-আলিয়্যুল আযীমের কাছে প্রার্থনা করি — তিনি যেন আমার জন্য এর সাওয়াব লিখে দেন: যা আমি স্পষ্ট করেছি ও লিপিবদ্ধ করেছি, এবং আহলুল ফতোয়া ও আহলুল ইজতিহাদ আলিমগণের যেসব ফতোয়া আমি স্থানান্তর করেছি ও সংযোজন করেছি —

যাতে রাকী, রোগী ও সমালোচক — সবার কাছেই আল্লাহ তাআলার কালাম দিয়ে বৈধ চিকিৎসার প্রকৃত রূপটি কিছুটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আর আমার আশা — ভবিষ্যতে এমন একটি কিতাব প্রকাশ করা, যাতে থাকবে কোন কোন আয়াত পড়া হয়, কোন অবস্থার সঙ্গে কোনটি মানানসই, এবং আল্লাহর কালাম দিয়ে চিকিৎসায় রাকী ও রোগী কী কী উপকার লাভ করেন।

রেফারেন্স সংক্রান্ত টীকা: এই অংশে (ফোলিও ১৬০–১৬৯) মোট তিনটি কুরআনী আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে — সূরা ইউনুস ১০:৫৭, সূরা আল-ইসরা ১৭:৮২ এবং সূরা ফুস্‌সিলাত ৪১:৪৪ — তিনটিই ড. আল-হুওয়াইমিলের খাতিমায়। প্রতিটি নম্বর মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে; এই পৃষ্ঠাগুলোতে অঙ্ক-উল্টানোর (RTL রেন্ডারিং) ত্রুটি পাওয়া যায়নি — বইয়ে ছাপা ٤٤ ،٨٢ ،٥٧ সবই সঠিক। শাইখ আল-হিবশীর নিজের অংশে উদ্ধৃত হাদীসাংশ «لا بأس بالرقى ما لم يكن شركاً» সহীহ মুসলিমে আউফ ইবন মালিক আল-আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; বইয়ে তাখরীজ দেওয়া হয়নি।

এক নজরে

- ★ সদ্দুয যারাই: সব আলিম বলেন, কিন্তু প্রয়োগে তাঁরা ভিন্ন
- ★ শাইখ: সাহাবা, তাবিঈন ও আলিমগণ কেউ সদ্দুয যারাইর দোহাই দিয়ে তাখসীস নিষেধ করেননি
- ★ শাইখ: সুপরিচিত শারঈ রাকীদের শিরক ও সন্দেহমুক্ত অভিজ্ঞতা গ্রহণে বাধা নেই
- ★ ড. আল-হুওয়াইমিলের খাতিমা: মূল ভিত্তি কিতাব ও সুন্নাহতে; বিদআত ও কুসংস্কার মিশেছে; সীমারেখায় বাঁধা জরুরি
- ★ ড. আল-হুওয়াইমিল: খাওয়াস বিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জাল হাদীস উবাই ইবন কাবের নামে বর্ণিত
- ★ শাইখের সিদ্ধান্ত: তাখসীস মুবাহ; তাজরিবার দৃষ্টিকোণ থেকে; নিশ্চিত ফলাফল ঘোষণা নয়
- ★ শাইখের আশা: ভবিষ্যতে কোন আয়াত, কোন অবস্থার সঙ্গে মানানসই — তা নিয়ে একটি কিতাব

যাচাই করুন

1. শাইখের বর্ণনায় কাতঈ বলতে কী বোঝায়?

ক. যা কুরআনী নসে এসেছে, বা দালালাত ও সুবূত দুই দিক থেকে কাতঈ স্পষ্ট নস আছে

খ. যে বিষয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন

2. সদ্দুয যারাই সম্পর্কে শাইখ কী বলেছেন?

ক. কোনো আলিমই তা বলেন না

খ. সব আলিম বলেন, কিন্তু প্রয়োগে ভিন্ন

3. রাকীদের অভিজ্ঞতা অগ্রহণযোগ্য — এই শুবহা সম্পর্কে শাইখ কী বলেছেন?

ক. কথাটি সঠিক নয়

খ. কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক

4. ড. আল-হুওয়াইমিলের মতে খাওয়াস বিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জাল হাদীস কার নামে বর্ণিত?

ক. আস-সালাবী

খ. আল-ওয়াহিদী

গ. উবাই ইবন কাব

5. শাইখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাখসীস সম্পর্কে কোনটি ঠিক?

ক. তা ওয়াজিব

খ. তা হারাম

গ. তা মুবাহ থেকে যায়, নিশ্চিত ফলাফল ঘোষণা না করে

6. রাকী কিছু আয়াত নির্দিষ্ট করলে মানুষকে কী জানিয়ে দেবেন?

ক. এ ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস আসেনি

খ. এটি নাযিলকৃত শরীআত

গ. এটি সুন্নাহতে বর্ণিত

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-ক, ৪-গ, ৫-গ, ৬-ক

অধ্যায় ৩০ সমাপ্ত

লেখক পরিচিতি

শাইখ খালিদ ইবন ইবরাহীম আল-হিবশী
الشيخ خالد بن إبراهيم الحبشي

- alroqya.com ওয়েবসাইটের পরিচালক
- মসজিদুস সুলাইমানের সাবেক ইমাম ও খতীব
- কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শারঈ রুকইয়াহয় বিশেষজ্ঞ রাকী; শিরকমুক্ত ও বৈধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিকিৎসা করেন
- ১৪১২ হিজরি / ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে চিকিৎসায় নিয়োজিত

WWW.ALROQYA.COM — @alroqyaacademy

অনুবাদক পরিচিতি

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার
alquranicruqyahhealing.com

এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ, পরিভাষা-নির্ধারণ ও উপস্থাপনা তাঁরই।

স্বত্ব ও ব্যবহার

মূল আরবি গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের সংরক্ষিত। এই বাংলা রূপান্তর মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয়।

বাংলা অনুবাদটির স্বত্ব অনুবাদকের। অনুবাদকের অনুমতি ছাড়া এই অনুবাদ পুনঃপ্রকাশ, বিক্রয় বা নিজের নামে চালানো থেকে বিরত থাকুন। কারও উপকারে এলে দুআয় স্মরণ রাখবেন।

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

রুকইয়াহতে রোগভেদে আয়াতের তাখসীস

শাইখ খালিদ ইবন ইবরাহীম আল-হিবশী
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার
alquranicruqyahhealing.com
WhatsApp: 01886608999

বাংলা অনুবাদ: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত · আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার · alquranicruqyahhealing.com